ভারতীয় দণ্ড সংহিতা

(Indian Penal Code)

(টীকাটিপ্পনী ও মন্তব্যাদি সহ)

সুনীল কুমার মিত্র

বি. এস-সি., এম. এ. (ডবল্), এল-এল. বি.

আইন ও ব্যবহারশাস্ত্রে অনাথনাথ দেব স্বর্ণপদক বিজয়ী,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; আইনজীবি,

কলিকাতা হাইকোর্ট

কমল ল' হাউস্

৮/২, কিরণশঙ্কর রায় রোড

(কলিকাতা হাইকোর্ট সন্নিকটে)

কলিকাতা ৭০০ ০০১

দূরভাষ ঃ ২২০-৮৯৪১

BHARATIYA DANDA SAMHITA
(Indian Penal Code in Bengali)

by

SUNIL KUMAR MITRA
BSc, MA (Double), LLB

Ounauth Nauth Deb Gold Medallist,
Calcutta University; author of *Conveyancing* (in Bengali),
Co-operative Law in West Bengal,
Guide to Co-operative Housing Societies,
Law Dictionary (English to Bengali)

১৯৯৪ খ্রীঃ

কমল ল' হাউস্, ৮/২, কিরণশঙ্কর রায় রোড,
কলিকাতা ৭০০ ০০১-এর পক্ষে কমলকুমার লোধা কর্তৃক প্রকাশিত এবং
জয়শ্রী প্রিন্টার্স, ওয়েস্টন স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০১ হইতে মুদ্রিত

ভারতীয় দণ্ড সংহিতার উপর বাংলা ভাষায় লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

।। মুখবন্ধ ।।

ইতোপূর্বে আমার লেখা 'সাক্ষ্য আইন' [Law of Evidence in Bengali] প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট অসামান্য সমাদর লাভ করিয়াছে। পরে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রাজ্ঞ পাঠকবৃন্দের অনুরোধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা [Indian penal Code] এবং ভারতীয় দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা [Criminal Procedure Code] লিখিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থ—ভারতীয় দণ্ড সংহিতা— লিখিবার সময় মহামান্য আদালত সমূহের সর্বশেষ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রন্থমধ্যে বিধৃত রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানির উন্নতি সাধক সর্ববিধ প্রস্তাব শ্রদ্ধাসহকারে পরিগৃহীত হইবে।

সুনীল কুমার মিত্র

৩ কালীবাড়ি রোড
কলিকাতা-৭০০ ০২৮

॥ সূচীপত্র ॥

ভারতীয় দণ্ড সংহিতা

পরিচ্ছেদ ১

উপক্রমণিকা

পরিচ্ছেদ ২

সাধারণ ব্যাখ্যা

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদ ৪

সাধারণ ব্যতিক্রম

পরিচ্ছেদ ৮

জনসাধারণের শান্তি বিরোধী অপরাধসমূহ বিষয়ক

পরিচ্ছেদ ৯

রাজভৃত্য দ্বারা সম্পাদিত বা রাজভৃত্য সম্বন্ধীয় অপরাধসমূহ বিষয়ক

পরিচ্ছেদ ১১

মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান ও সার্বজনিক ন্যায়পরতাবিরোধী অপরাধ বিষয়ক

পরিচ্ছেদ ১৩

ওজন ও মাপ সম্বন্ধীয় অপরাধবিষয়ক

পরিচ্ছেদ ১৪

জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা, শোভনতা ও নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধীয় অপরাধ বিষয়ক

পরিচ্ছেদ ১৫

ধর্মসম্বন্ধীয় অপরাধ বিষয়ক

পরিচ্ছেদ ১৬

মনুষ্যদেহ সম্বন্ধীয় অপরাধ বিষয়ক জীবনকে প্রভাবিত করে এরূপ অপরাধসমূহ বিষয়ক

অপরাধমূলক সীমালঙ্ঘন বিষয়ক

পরিচ্ছেদ ১৮

দস্তাবেজ এবং সম্পত্তি চিহ্ন সম্বন্ধীয় অপরাধ বিষয়ক

সম্পত্তি চিহ্ন ও অন্য চিহ্ন বিষয়ক

।। ভারতীয় দন্ড সংহিতা, ১৮৬০

[INDIAN PENAL CODE, 1860]

[১৮৬০-এর ৪৫ আইন]

[৬ই অক্টোবর, ১৮৬০]

পরিচ্ছেদ ১

উপক্রমণিকা

প্রস্তাবনা : যেহেতু ভারতের জন্য একটি সাধারণ দন্ড সংহিতার ব্যবস্থা করা সঙ্গত ; অতএব, নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইলঃ—

॥ টীকা ॥

১। **অপরাধের স্বরূপ সন্ধানঃ** অপবাধ হইল কোন ব্যক্তির উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত বা সেচ্ছাক্রিয় কার্য আইনানুসারে যাহা দন্ডযোগ্য। সমাজ না থাকিলে অপারাধ থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক সরকার সমূহের উদ্ভব হইবার পর লেখার কাজ করা প্রচলিত হইলে প্রাচীন যুগের সকল সভ্য রাষ্ট্রে দন্ড সংহিতাসমূহ (Penal Code)আত্মপ্রকাশ করে।

২। **মহম্মদীয় অপবাধ আইনঃ** মহম্মদীয় অপরাধ আইন পবিত্র কোরান-এ বিধৃত ছিল। রাষ্ট্রের উদ্ভব হইবার পর, যে সকল কার্য ক্ষতিকরভাবে মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করিত, সেই সকল কার্যকে অপরাধ রূপে গণ্য করা হইত, অবশ্য যদি ঐরূপ কার্য সর্বসাধারণের বিপদের কারণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইত। প্রাচীন যুগে সর্বাপেক্ষা গুরু অপরাধ ছিল রাষ্ট্রদ্রোহ, অর্থাৎ দেশের রাজার বা সরকারের উচ্ছেদ কল্পে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ চেষ্টা। প্রাচীন ইংলন্ডীয় আইনে নিম্নলিখিতগুলি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহমূলক অপরাধ : [১] রাজার জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ; [২] কোনও লর্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ; [৩] চার্চে বা রাজবাটীতে যুদ্ধ বা মারামারি করা ; [৪] কর্তৃপক্ষকে কর্তব্য সম্পাদনে বাধাদান।

ভরতে মুসলমান শাসনকালে মুসলিম অপরাধ আইনই ছিল এতদ্দেশে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ও ধারক আইন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিওয়ানী গ্র্যান্ট পাইবার পর এই অবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটায় নাই। ঐ সময়ের পর মুসলমান অপরাধ আইন বঙ্গদেশ, বিহার এবং উড়িষ্যার মফঃস্বলে একশত বৎসরের অধিককাল যাবৎ প্রচলিত ছিল। পরন্তু, কথিত কালবিন্দু হইতে ১৮৬০-এ ভারতীয় দন্ড সংহিতা প্রণীত হওয়ার সময় পর্যন্ত কাল খণ্ডে উক্ত আইনে অসংখ্য পরিবর্তন সংসাধিত হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত উহা আর 'মুসলিম অপরাধ আইন' থাকে না, উহা প্রকৃতপক্ষে রূপান্তরিত হয় 'অ্যাংলো-মুসলিম অপবাধ' আইন-এ।

মুসলিম অপরাধ আইনকে চারিটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে, যথা : [১] কিসা, [২] দিয়া, [৩] হাদ, এবং [৪] তাজির। 'কিসা' শব্দটির অর্থ হইল 'সমুচিত প্রতিশোধস্বরূপে নিগ্রহ করা' বা 'প্রতিহিংসা লওয়া ;' ইহার নীতি হইল 'জীবনের বদলে জীবন', 'অঙ্গের বদলে অঙ্গ'। স্বতঃস্ফূর্তভাবে হত্যাকরা, গুরতর ভাবে জখম করা, অঙ্গচ্ছেদ করা বা খঞ্জ বা পঙ্গু করা ইত্যাদি নিষ্ঠুর ও জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে এই শাস্তির ব্যবস্থা করা হইত। আহত ব্যক্তিকে বা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইত অভিযুক্ত ব্যক্তির দেহের একই রকমের ক্ষতি করার। 'দিয়া' কথাটির অর্থ হইল 'হত্যার খেসারত'। 'হাদ্' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'চৌহদ্দি' বা 'সীমা', অপরাধ আইনে ইহার বিশেষ অর্থ হইল 'নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট দন্ড'। এই ক্ষেত্রে বিচারকের কোন মর্জি প্রয়োগের সুবিধা ছিল না। হাদ্ দণ্ড ছিল নিম্নলিখিত রূপ—[১] 'জিনা' বা অবৈধ যৌন সহবাস : মৃত্যুদন্ড (পাথর ছুড়িয়া বা চাবুক মারিয়া মৃত্যু ঘটানো হইত) ; [২] চৌর্য : অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করা বা কর্তন করা ; [৩] বিবাহিত স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন : বেত্রাঘাত (অশীতিবার)। 'তাজির' বলিতে বুঝায় মর্জি মাফিক দন্ড। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এই শ্রেণীর দণ্ডদানের ব্যবস্থা ছিল। প্রথমতঃ, যে সকল অপরাধের

ক্ষেত্রে হাদ্ বা কিসা নির্ধারিত ছিল না, সেই সকল অপরাধের ক্ষেত্রে; দ্বিতীয়তঃ, যে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে হাদ্ বা কিসা নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু প্রমাণ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না সেইসকল ক্ষেত্রে; তৃতীয়তঃ যে সকল অপরাধ ছিল বীভৎস প্রকৃতির এবং যেখানে আদর্শ স্বরূপ দন্ডদানের (শিয়াসাত) আবশ্যকতা ছিল,সেই সকল অপরাদের বেলা।

মুসলিম অপরাধ আইনের দোষ ত্রুটি ছিল বিস্তর; মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্র অপরাধকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিল—[১] ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সম্পাদিত অপরাধ, যেমন, ব্যাভিচার বা অগম্যাগমন, মদ্যপান, ইত্যাদি; [২] মানুষের বিরুদ্ধে সম্পাদিত অপরাধ, যেমন, খুন, দস্যুতা, ইত্যাদি।

হিন্দু অপরাধ আইনঃ বম্বে প্রেসিডেন্সি টাউন-এ হিন্দু অপরাধ আইন প্রচলিত ছিল— ইহাকে বলা হইত 'নীল কণ্ঠের ব্যবহার ময়ূখ' এই আইনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, অপরাধকারীর সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা, এই দুইয়ের প্রেক্ষিতে অপরাধের গুরুত্ব নির্ণিত হইত। বিপুল গুরুত্ব অর্পিত ছিল ব্রাহ্মণকে রক্ষা করার উপর। নিকৃষ্ট ও বীভৎস অপরাধ সম্পাদন করিলেও ব্রাহ্মণকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হইত না, বড়জোর তাহাকে নির্বাসন দন্ড দেওয়া হইত। মনু বলিয়াছিলেনঃ 'ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে যে পাপ হয় পৃথিবীতে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট কোন পাপ হইতে পারে না।' প্রত্যেক অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট দন্ডের বিধান ছিল। চুরি করিলে অর্থদন্ড দেওয়া হইত। স্ত্রীলোক অপহরণের ও গবাদিপশু চুরি করার দন্ড ছিল অঙ্গচ্ছেদ করা বা জলে নিমজ্জিত রাখা; ধর্ষণকারীকে পুড়াইয়া মারার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু অপরাধ আইন বিষয়ে এলফিন্স্টোন বলেনঃ বিশেষ নিষ্ঠুরতা সহকারে সম্পাদিত না হইলে খুন করিলে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হইত না; সাধারণতঃ খুন করার দন্ড ছিল জরিমানা। রাজপথের দস্যুতা যেহেতু নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা করিত, সেই হেতু রাজপথের দস্যুতার শাস্তি ছিল মৃত্যু। উচ্চশ্রেণীভুক্ত মানুষকে কদাচিৎ মৃত্যুদন্ড দেওয়া হইত। কোনও স্ত্রীলোককে কখনও মৃত্যুদন্ড দেওয়া হইত না। পার্বত্য দুর্গে বা ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাকক্ষে আটক রাখা অর্থাৎ কারাদন্ড ছিল একটি অতি সাধারণ প্রচলিত শাস্তি। অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করিলে পরিদৃষ্ট হইবে যে হিন্দু অপরাধ আইন ছিল একাধারে স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক এবং পুরোহিতদের অপকৌশলনির্ভর। হিন্দু অপরাধ আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান ছিল না, একই অপরাধের জন্য সকল ব্যক্তিকে সমান দন্ড দেওয়া হইত না। অধিবিদ্যামূলক (আধিবিদ্যক) ও প্রকৃতি বিজ্ঞানমূলক উদ্ভট ও বিস্ময়কর কতকগুলি বিচিত্র ধ্যানধারনার উপর ছিল ইহার অবস্থিতি।

৪। **আইন কমিশনঃ**—প্রথম আইন কমিশন ভারতীয় দন্ড সংহিতা, দন্ড প্রক্রিয়া সংহিতা, এবং তামাদি সংহিতার খসড়া তৈয়ারি করে। এই সময়ে আরও কতিপয় সংহিতা এবং সার-সংগ্রহ (ডাইজেস্ট) প্রকাশিত হয়, যেমন, বঙ্গদেশের ম্যাজিস্ট্রেটের গাইড্, সাদারল্যান্ড-এর "রেগুলেশনস্ অব্ বেঙ্গল কোড্" প্রভৃতি। বর্ণগত অক্ষমতা অপসারণ আইন, ১৮৫০ (Caste Disabilities Removal Act, 1850)এই সময়ে বিধিবদ্ধ হয়। ভারতের পরিবর্তে লন্ডনে ১৮১৩-এর ৯ই নভেম্বর ১৮৫৩-এর রাজকীয় সনদ আইনমতে দ্বিতীয় আইন কমিশন নিযুক্ত হইল। এই কমিশনের কার্য ছিল, নূতন আইনসমূহ বিধিবদ্ধকরণ সম্পর্কে প্রথম কমিশনের প্রতিবেদনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই দ্বিতীয় আইন কমিশন প্রথম

কমিশনের প্রতিবেদনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া চারিটি প্রতিবেদন দেয় এবং তদনুসারে কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ন্যায় প্রণালী সংহিতা [দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা] এবং তামাদি আইন (১৮৫৯-এর ১০ আইন) বিধিবদ্ধ হয় ১৮৫৯-এ এবং অতঃপর বিধিবদ্ধ হয় ভারতীয় দন্ড সংহিতা (১৮৬০) এবং দন্ডপ্রক্রিয়া সংহিতা (১৮৬১)।

ভারতীয় দন্ড সংহিতার খসড়াঃ—ভারতীয় দণ্ড সংহিতার খসড়া তৈয়ারীর জন্য রাজকীয় সনদ আইন, ১৮৩৩ (The Charter Act, 18?3) -এর অধীনে প্রথম ভারতীয় আইন কমিশন নিযুক্তির কথা পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন লর্ড মেকওলে। ১৮৩৭-এ ইংলন্ডীয় আইন, ভারতীয় আইন এ অন্যান্য পদ্ধতির আইনের ভিত্তিতে খসড়া সংহিতার প্রনয়ণ সম্পূর্ণ হয় এবং উহা গভর্নর-জেনারেল ইন্ কাউন্সিল মহোদয়ের নিকট উপস্থাপিত হয়। স্যার বারনেস্ পীকক্ ও অন্য কয়েকজন উহার সংশোধন করেন এবং ১৮৫৬-এ লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল-এর নিকট জমা দেন; ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর উহা আইনে পরিণত হয়। ১৮৬২-এর ১লা জানুয়ারী আইনটি বলবৎ করা হয়। শতাধিক বৎসর-কাল যাবৎ এই আইনটি এতদ্দেশে বলবৎ আছে। আইনটিকে এতই নিখুঁতভাবে প্রণয়ণ করা হইয়াছে যে অদ্যাবধি এই আইনের ব্যাপক কোন সংশোধন করার আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয় নাই। ইহার ভাষার বিশুদ্ধতা ও চমৎকারিত্ব এককথায় বিস্ময়কর।

১৮৬০ খ্রীষ্টব্দের পূর্বে ইংলন্ডীয় কমন ল কদাপি এতদ্দেশে প্রচলিত করা হয় নাই। মাদ্রাজ, বম্বে ও কলিকাতা— এই তিনটি প্রেসিডেন্সি টাউন-এ সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইংলন্ডীয় কমন ল ঐ শহরগুলিতে কার্যকর করা হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্সি টাউনগুলির বাহিরে অপরাধ ও তাহার দন্ড সম্বন্ধীয় মহম্মদীয় আইন প্রযুক্ত হইতে থাকে পূর্বে একথা বলা হইয়াছে। লক্ষ্যনীয় যে, বম্বে প্রেসিডেন্সিতে একটি বিশেষ রেগুলেশন প্রয়োগ করা হয় (১৮২৭-এর রেগুলেশন ১৪)। বৃটিশ সরকারে বর্তানো অঞ্চলগুলিতে (দেশীয় রাজ্যগুলি বাদে) ভরতীয় দন্ড সংহিতা বলবৎ করা হয়; কয়েকটি দেশীয় রাজ্যও এই সংহিতা গ্রহণ করে। পরিশেষে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করার এবং ভারত সংবিধান বলবৎ হওয়ার পর ভারতীয় দন্ড সংহিতা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রযোজ্য করা হইয়াছে।

৬। **ভারতীয় দন্ড সংহিতার পরিচয় :**— স্যার জেমস স্টিফেন এই সংহিতাকে বলিয়াছেন "ইংলন্ডীয় অপরাধ সম্বন্ধীয় আইন, যাহা হইতে কিছু প্রায়োগিক বিষয় বাদ দেওয়া হইয়াছে উহাকে বৃটিশ ভারতের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রয়োজন" [Criminal law of England free from all technicalities to suit the circumstances of British India]।

ভারতীয় দন্ড সংহিতায় সর্বমোট ২৩-টি পরিচ্ছেদ ছিল। পরে তৎসহ নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদ সমূহ যুক্ত হইয়াছে: ৫-ক, ৯-ক, ২০-ক। পরিচ্ছেদ সমূহের বিন্যাস মোটামুটি নিম্নলিখিত রূপঃ—

পরিচ্ছেদ ১। সংহিতার শিরোনাম ও প্রযোজ্যতার সীমা

পরিচ্ছেদ ২। সংহিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের সংজ্ঞা

পরিচ্ছেদ ৩। দন্ড

৭। **ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ব্যাখ্যা:** ভারতীয় আইন কমিশনের প্রতিবেদনের একটি অনুচ্ছেদ ইতিবৃত্ত হিসাবে মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু ভারতীয় দণ্ড সংহিতার কোন ধারার ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে উঁহা নিয়মসম্মত পথপ্রদর্শকরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। ঐ ব্যাখ্যাকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থের উপর এবং ঐ অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে ব্যাখ্যা করার সাধারণ নিয়মাবলী অনুসারে এবং ফৌজদারী অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করার সাধারণভাবে স্বীকৃত নীতিসমূহের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া। এই সংহিতা যে কালে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল তৎকালে ফৌজদারী অধিক্ষেত্র সম্বন্ধীয় যে ধারণা বিদ্যমান ছিল সেই ধারণার প্রেক্ষিতে আজিকার দিনে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় নহে এবং বাস্তবিকপক্ষে ঐরূপে করিতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়াও যায় না। এতদ্বিষয়ক ধ্যানধারণা তৎকালে যাহা ছিল এবং বর্তমানে যাহা হইয়াছে তাহার মধ্যে ব্যবধান দুস্তর, কারণ এই দুই কালবিন্দুর মধ্যে প্রায় শতবর্ষ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক কালের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃক্‌পাত করিয়া ঐরূপ করাই বিধেয়, যেখানেই ঐরূপ করা যায়, যদি না এই সংহিতায় বা ইহার কোন বিশেষ ধারায় এইরূপ কিছু বিদ্যমান থাকে যাহা ভিন্ন অর্থবাহী কিছু প্রকাশ করে [মোবারক আলি আহ্‌মেদ ব. স্টেট্ অব্ বম্বে, AIR 1957 SC 857: 1958 SCR 328]।

১। **সংহিতার শিরনাম ও সক্রিয়তার সীমা** [Tittle and extent of operation of the Code]। এই আইন ভারতীয় দণ্ড সংহিতা নামে অভিহিত হইবে এবং ইহা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রযোজ্য হইবে।

২। **ভারতের অভ্যন্তরে সম্পাদিত অপরাধের দণ্ড** [Punishment of offences committed within India]। প্রত্যেক ব্যক্তি, ভারতের অভ্যন্তরে এই সংহিতার বিরোধী প্রত্যেক কার্য সম্পাদনের জন্য বা কার্য সম্পাদন করা হইতে বিরত থাকার জন্য দোষী হইলে এই সংহিতা মতে দণ্ডনীয় হইবে এবং অন্যপ্রকারে নহে।

৩। **ভারতের বাহিরে যে অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে কিন্তু আইনানুসারে যাহার বিচার ভারতের অভ্যন্তরে হইতে পারে তাহার দণ্ড** [Punishment of offences committed beyond, but which by law may be tried within India]। যে কোন ব্যক্তি, যে,

ধারা ৪]

যে-কোন ভারতীয় আইনানুসারে ভারতের বাহিরে সম্পাদিত কোন অপরাধের জন্য ভারতে বিচারিত হইতে পারে, তাহার, ভারতের বাহিরে সম্পাদিত কোন কার্যের জন্য সেই একইভাবে এই সংহিতার বিধানসমূহ অনুসারে বিচার করা হইবে ঠিক যেন ঐরূপ কার্য ভারতের অভ্যন্তরে সম্পাদিত হইয়াছে।

৪। **এলেকার বাহিরে সম্পাদিত অপরাধের ক্ষেত্রে সংহিতার সম্প্রসারণ** [Extention of Code to extra-territorial offences] । এই সংহিতার বিধানসমূহ [১] ভারতের বাহিরে যে কোন স্থানে অবস্থানকারী ভারতের যে কোন নাগরিক, [২] ভারতে নিবন্ধিত যে কোন জাহাজ বা বিমান যেখানেই থাকুক না কেন, উহার মধ্যস্থ যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত অপরাধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায় ''অপরাধ'' শব্দের মধ্যে পড়িবে ভারতের বাহিরে সম্পাদিত এমন প্রতিটি কার্য যাহা ভারতে সম্পাদিত হইলে এই সংহিতা অনুসারে দন্ডযোগ্য হয়।

দৃষ্টান্ত

ক, যে ভারতের নাগরিক, উগান্ডায় একটি খুন করে। ভারতের যে কোন স্থানে, যেখানে তাহাকে পাওয়া যাইবে, তাহার বিচার হইতে পারে এবং খুনের জন্য দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে।

।। আচার [Practice] ।।

১। **জলদস্যুতার [Piracy] ক্ষেত্রে সাক্ষ্য:** প্রমাণ করুন [১] যে, অভিযুক্ত এরূপ কার্য সম্পাদন করিয়াছে যাহা দস্যুতা [robbery] ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রসঙ্গত:, ৩৯০ ধারা দেখুন। অথবা দস্যুতা করিতে প্রয়াসী বা চেষ্টিত হইয়াও ফললাভে অক্ষম হইয়াছে [২] যে, নাবধিকরণ অধিক্ষেত্র মধ্যে [jurisdiction of admirality মধ্যে] এরূপ কার্যসমূহ সম্পাদিত হইয়াছে।

২। **অভিযোগ গঠন:** যখন কোন ব্যক্তি এরূপ কোন আদালতের সম্মুখে বিচারিত হন বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতিরেকে যে আদালতের এ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রাধিকার নাই, সেখানে আদালতকে ঐ বিশেষ পরিস্থিতি অভিযোগে উল্লেখ করিতে হইবে।

অভিযোগটি নিম্নলিখিত রূপ হইতে পারে: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও পদ] এতদ্দ্বারা আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ গঠন করিতেছি:

যে আপনি ভারতের জনৈক নাগরিক, অথবা, আপনি ভারতে নিবন্ধিত (জাহাজের নাম)-এ কিংবা (বিমানপোতের নাম)-এ অবস্থানকালে....খ্রিষ্টাব্দের...মাসের...তারিখে বা উহার সন্নিকটবর্তী কোনও তারিখে, ভারতের বাহিরে....কার্য সম্পাদন করিয়া ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৪ ধারায় এবং...ধারায় দন্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদন করিয়াছেন, এবং আমাকর্তৃক [দায়রা আদালত (দন্ডসত্র) কর্তৃক] উহা বিচারার্থ পরিগ্রহণযোগ্য।

এবং এতদ্বারা আমি আপনাকে উক্ত অভিযোগে [উক্ত আদালত দ্বারা (যে ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট্ বিচার করেন সেখানে এই কথাগুলি বর্জন করিতে হইবে)] বিচারিত হইবার নির্দেশ প্রদান করিতেছি।

৫। **এই আইন দ্বারা কতিপয় আইন প্রভাবিত হইবে না** [Certain laws not to be affected by this Act]। এই আইনের কোনকিছু, ভারত সরকারে কর্মরত আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক অথবা বৈমানিক-এর প্রকাশ্যে বিদ্রোহ বা কর্মত্যাগ করিয়া পলায়ন দণ্ডিত করিবার জন্য প্রণীত কোন আইনের বিধানসমূহকে কিংবা কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনের বিধান সমূহকে প্রভাবিত করিবে না।

পরিচ্ছেদ ২

সাধারণ ব্যাখ্যা

৬। **সংহিতার সংজ্ঞাসমূহের অর্থ ব্যতিক্রমগুলি সাপেক্ষে বুঝিতে হইবে** [Definitions in the Code to be understood subject to exceptions]। এই সংহিতার সর্বত্র অপরাধের প্রত্যেক সংজ্ঞা, দণ্ডবিষয়ক প্রত্যেক বিধান এবং এইরূপ প্রত্যেক সংজ্ঞার বা দণ্ডবিষয়ক বিধানের প্রত্যেক দৃষ্টান্ত "সাধারণ ব্যতিক্রম" শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিধৃত ব্যতিক্রমসমূহ সাপেক্ষে বুঝিতে হইবে, এইরূপ সংজ্ঞায়, দণ্ডবিষয়ক বিধানে বা দৃষ্টান্তে ঐ ব্যতিক্রমসমূহ পুনরাবৃত্ত না হইলেও।

দৃষ্টান্ত

(ক) এই সংহিতার ধারাসমূহ, অপরাধের সংজ্ঞাসমূহ যাহাতে বিধৃত আছে, বলে না যে সাত বৎসরের কম বয়সের একটি শিশু ঐরূপ অপরাধ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ সংজ্ঞাগুলি বুঝিতে হইবে সেই সাধারণ ব্যতিক্রম সাপেক্ষে যাহাতে এই বিধান দেওয়া আছে যে সাত বৎসর অপেক্ষা কম বয়সের কোন শিশু কর্তৃক কৃত কোন কিছু অপরাধ হইবে না।

(খ) ক, জনৈক পুলিশ অফিসার ওয়ারাণ্ট ছাড়া য-কে গ্রেপ্তার করে—যে খুন করিয়াছে। এই স্থলে ক অন্যায়ভাবে আটক করার অপরাধে দোষী হইবে না; কারণ সে আইনদ্বারা বাধ্য ছিল য-কে গ্রেপ্তার করিতে এবং সেই কারণে এই ব্যাপারটি সাধারণ ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে যেখানে বলা হইয়াছে যে "কোন ব্যক্তি আইনদ্বারা যে কার্যসম্পাদন করিতে বাধ্য সেই ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কোন কিছু অপরাধ নহে"।

৭। **একবার ব্যাখ্যাত অভিব্যক্তির অর্থ** [Sense of expression once explained]। এই সংহিতার যে কোন অংশে ব্যাখ্যাত প্রতিটি অভিব্যক্তি এই সংহিতার প্রত্যেক অংশে ঐ ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

ধারা ৮]

৮। **লিঙ্গ [Gender]**। "সে" সর্বনামটি এবং ইহার প্রকৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহ যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে ব্যক্তি পুরুষ বা স্ত্রীলোক—যাহাই হউক না কেন।

৯। **সংখ্যা [Number]**। প্রসঙ্গ হইতে ভিন্নরূপ প্রতীয়মান না হইলে একবাচক অর্থবাহী শব্দসমূহের মধ্যে বহুবাচক শব্দও পড়িবে, এবং বহুবাচক অর্থবাহী শব্দসমূহের মধ্যে একবাচক শব্দও পড়িবে।

১০। **"লোক", "স্ত্রীলোক" ["Man" "Woman"]**। "লোক" শব্দ দ্বারা যে কোন বয়সের পুরুষ মানুষ এবং "স্ত্রীলোক" শব্দদ্বারা যে কোন বয়সের "স্ত্রীলোক" বুঝাইবে।

১১। **"ব্যক্তি" ["Person"]**। "ব্যক্তি" শব্দের মধ্যে পড়িবে যে কোন কোম্পানী [সংগ] অথবা সমিতি বা ব্যক্তিসঙ্ঘ—উহা নিবন্ধিত হউক বা না হউক।

১২। **"সার্বজনিক" ["Public"]**। সার্বজনিক শব্দের অন্তর্ভুক্ত আছে জনসাধারণের যে কোন শ্রেণী অথবা যে কোন সম্প্রদায়।

১৩। **[নিরসিত]**

১৪। **"সরকারী কর্মচারী" ["Servant of Government"]**। "সরকারী কর্মচারী" শব্দসমূহ দ্বারা বুঝাইবে ভারত সরকারের অথবা সরকারের প্রাধিকারের অধীনে বহাল থাকা, বহাল করা বা নিযুক্ত করা যে কোন আধিকারিক বা কর্মচারীকে।

১৫। [নিরসিত]।

১৬। [নিরসিত]।

১৭। **"সরকার" ["Government"]**। "সরকার" শব্দদ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারকে অথবা যে কোন রাজ্যের সরকারকে বুঝাইবে।

১৮। **"ভারত" ["India"]**। ভারত বলিতে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের এলেকাকে বুঝাইবে।

১৯। **"বিচারক" ["Judge"]**। "বিচারক" শব্দ দ্বারা কেবল যাহাকে সরকারীভাবে বিচারক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে কেবল এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝাইবে তাহা নহে, পরন্তু এই শব্দ দ্বারা এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

যিনি আইনদ্বারা যে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী প্রকৃতি বোধক কার্যবাহে চূড়ান্ত রায় দিতে ক্ষমতাসম্পন্ন বা এরূপ রায় দিতে ক্ষমতাসম্পন্ন যাহার বিরুদ্ধে আপীল [উত্তর বিচার প্রার্থনা] না করা হইলে চূড়ান্ত হয়, অথবা এরূপ রায় দিতে ক্ষমতাসম্পন্ন যাহা, অন্য কোন প্রাধিকারী কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত হইলে চূড়ান্ত হয়, অথবা যিনি এরূপ ব্যক্তিগোষ্ঠীর একজন যে ব্যক্তিগোষ্ঠী আইনদ্বারা এরূপ রায় দিতে ক্ষমতাসম্পন্ন।

দৃষ্টান্ত

(ক) ১৮৫৯-এর ১০ আইনের অধীনে অধিক্ষেত্র প্রয়োগকারী কালেক্টর একজন বিচারক।

(খ) যে ম্যাজিস্ট্রেট এরূপ প্রভার সম্বন্ধে অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করেন যে প্রভারের উপর

তাহার ক্ষমতা আছে আপীলসহ বা আপীল ব্যতিরেকে অর্থদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার তিনি একজন বিচারক।

(গ) পঞ্চায়েত সদস্য, মাদ্রাজ সংহিতার রেগুলেশন ৭, ১৮১৬-এর অধীনে যাঁহার ক্ষমতা আছে মকদ্দমার মীমাংসা করার, একজন বিচারক।

(ঘ) যে ম্যাজিস্ট্রেট্ এরূপ প্রভার সম্বন্ধে অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করেন যে প্রভারের উপর তাঁহার ক্ষমতা আছে কেবল বিচারার্থ উহা অন্য কোন আদালতে প্রেরণ করিবার, তিনি বিচারক নহেন।

২০। "আদালত" ["Court of Justice"]- আদালত বলিতে বুঝায় এরূপ বিচারককে যিনি আইনদ্বারা একাকী বিচারিকভাবে কার্য করিতে ক্ষমতাসম্পন্ন, অথবা বুঝায় এরূপ বিচারকগোষ্ঠীকে যে গোষ্ঠী এইরূপ গোষ্ঠীরূপে বিচারিকভাবে কার্য করিতে ক্ষমতাসম্পন্ন, যখন এরূপ বিচারক বা বিচারকগোষ্ঠী বিচারিকভাবে কার্য করিতেছেন।

দৃষ্টান্ত

মকদ্দমার বিচার করিবার ও সিদ্ধান্ত দিবার ক্ষমতাসম্পন্ন, মাদ্রাজ সংহিতার রেগুলেশন ৭,১৮১৬-এর অধীনে কর্মসম্পাদনকারী পঞ্চায়ত একটি আদালত।

২১। "রাজভৃত্য" ["Public Servant"]। রাজভৃত্য শব্দসমূহ দ্বারা বুঝায় অতঃপর নিম্নে প্রদত্ত বিবরণ সমূহের যে কোনটির অন্তর্ভুক্ত হওয়া ব্যক্তিকে, যথা:—

প্রথম।—[নিরসিত]।

দ্বিতীয়।—ভারতের সামরিক, নৌবাহিনী সংক্রান্ত অথবা বিমানবাহিনী সংক্রান্ত প্রত্যেক সরকারী সনদ বলে নিযুক্ত আধিকারিক;

তৃতীয়।—স্বয়ং অথবা কোন ব্যক্তিগোষ্ঠির সদস্যরূপে যে কোন মীমাংসা সংক্রান্ত কার্য নির্বাহার্থ আইনদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিসহ প্রত্যেক বিচারক;

চতুর্থ।—অবসায়ক, রিসীভার [মামলাধীন সম্পত্তির তত্ত্বাবধানার্থ আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী] অথবা কমিশনারসহ আদালতের প্রত্যেক আধিকারিক যাঁহার কর্তব্য হইল এইরূপ আধিকারিক হিসাবে যে কোন আইন বা তথ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত করা বা ঐরূপ বিষয়ের উপর প্রতিবেদন দেওয়া, অথবা যে কোন দস্তাবেজ প্রস্তুত করা; প্রমাণিত করা অথবা রক্ষা করা অথবা কোন সম্পত্তির দায়িত্ব লওয়া বা উহার বিলিবন্দেজ করা অথবা কোন বিচারিক তলবানা নির্বাহ করা অথবা কোন শপথ গ্রহণ করানো অথবা ব্যাখ্যা করা অথবা আদালতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, এবং আদালত কর্তৃক এরূপ অন্যকোন কর্তব্যপালনার্থ বিশেষভাবে প্রাধিকৃত প্রত্যেক ব্যক্তি;

পঞ্চম।—আদালত বা রাজভৃত্যকে সাহায্যকারী প্রত্যেক জুরী, নির্ধারক অথবা পঞ্চায়েত সদস্য;

ষষ্ঠ।—প্রত্যেক মীমাংসক অথবা অন্য ব্যক্তি যাঁহার নিকট যে কোন বিবাদ বা বিষয়

ধারা ২১]

মীমাংসার জন্য বা ঐ সম্পর্কে প্রতিবেদন দিবার জন্য কোন আদালত বা অন্য কোন যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে ;

সপ্তম।—প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি এরূপ পদে বৃত আছেন যাহার ফলে তিনি যে কোন ব্যক্তিকে কারাবরোধে পাঠাইতে বা রাখিতে পারেন ;

অষ্টম।—প্রত্যেক সরকারী আধিকারিক, ঐরূপ আধিকারিক হিসাবে যাহার কর্তব্য হইল অপরাধ প্রতিরোধ করা, অপরাধের সমাচার দেওয়া, অপরাধীকে বিচারাধীন করা কিংবা জনস্বাস্থ্য, জন নিরাপত্তা অথবা জনসাধারণের সুযোগসুবিধা রক্ষা করা ;

নবম।—প্রত্যেক আধিকারিক, ঐরূপ আধিকারিক হিসাবে যাহার কর্তব্য হইল সরকারের পক্ষে যে কোন সম্পত্তি হস্তে লওয়া, গ্রহণ করা, রক্ষা করা অথবা ব্যয় করা, অথবা সরকারের পক্ষে জরিপ করা বা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ বা পরীক্ষা করা, মূল্য নির্ণয় করা কিংবা চুক্তি করা, অথবা কোন রাজস্ব পরোয়ানা নির্বাহ করা, অথবা সরকারের আর্থিক স্বার্থের উপর প্রভাবসৃষ্টিকারী যে কোন বিষয়ে তদন্ত করা বা ঐরূপ বিষয়ের উপর প্রতিবেদন দেওয়া, অথবা সরকারের আর্থিক স্বার্থ সম্বন্ধীয় কোন দস্তাবেজ প্রস্তুত করা, প্রমাণিত করা বা রক্ষা করা, অথবা সরকারের আর্থিক স্বার্থরক্ষার্থে কোন আইনের লঙ্ঘন প্রতিরোধ করা ;

দশম।—প্রত্যেক আধিকারিক, ঐরূপ আধিকারিক হিসাবে যাঁহার কর্তব্য হইল যে কোন সম্পত্তি হস্তে লওয়া, গ্রহণ করা, রক্ষা করা অথবা ব্যয় করা, জরিপ বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ বা পরীক্ষা করা অথবা মূল্য নির্ণয় করা অথবা কোন গ্রাম, শহর বা জিলার ধর্মনিরপেক্ষ লোকের সাধারণ উদ্দেশ্যে কোন অভিকর বা কর ধার্য করা অথবা কোন গ্রাম, শহর বা জিলার মানুষের অধিকার নির্ণয়ার্থ কোন দস্তাবেজ প্রস্তুত করা, প্রমাণিত করা অথবা রক্ষা করা ;

একাদশ।— প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি এরূপ পদে অধিষ্ঠিত আছেন যাহার ফলে তিনি নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করিতে, প্রকাশ করিতে, রক্ষা করিতে অথবা পরিবর্তিত করিতে অথবা কোন নির্বাচন বা নির্বাচনের অংশ পরিচালনা করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ;

দ্বাদশ।—প্রত্যেক ব্যক্তি—

(ক) যিনি সরকারী কার্যে অধিষ্ঠিত আছেন বা সরকারের বেতনভোগী কিংবা কোন সরকারী কৃত্য সম্পাদনার্থ পারিশ্রমিক রূপে ফী বা কমিশন প্রাপ্ত হন;

(খ) যিনি কোন স্থানীয় প্রাধিকারীর অথবা কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক অথবা রাজ্য আইন দ্বারা বা উহার অধীনে প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশনের অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৫৬ (১৯৫৬-এর ১ আইন)- এর ৬১৭ ধারার সংজ্ঞামত সরকারী কোম্পানীর কার্যে অধিষ্ঠিত আছেন বা উহার বেতনভোগী।

দৃষ্টান্ত

পৌরপ্রতিষ্ঠানের কমিশনার একজন রাজভৃত্য।

ধারা ২১]

ব্যাখ্যা ১।—উপরের বিবরণসমূহের যে কোনটির অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিবর্গ রাজভৃত্য হইবেন, তাঁহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হউন বা না হউন।

ব্যাখ্যা ২।—যেখানেই "রাজভৃত্য" শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানেই ঐ শব্দসমূহদ্বারা এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝাইবেন যিনি প্রকৃতই লোকভৃত্যের পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকারের ব্যাপারে যে কোন বৈধিক ত্রুটিই থাকুক না কেন।

ব্যাখ্যা ৩।—"নির্বাচন" শব্দদ্বারা বুঝাইবে যে কোন চরিত্রবিশিষ্ট যে কোন বিধানিক, পৌর অথবা অন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের সদস্য বাছাই করার জন্য অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠেয় নির্বাচন, যাহাতে বাছাই করার কার্য যে কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে নির্বাচন দ্বারা করিতে হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট আছে।

॥ টীকা ॥

১। **রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাঙ্কের কর্মচারী রাজভৃত্য কিনা:** কানাড়া ব্যাঙ্ক বা ঐ জাতীয় যে কোন রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাঙ্কের কর্মচারী অপচার নিবারণ আইনের (Prevention of Corruption Act.1947-এর) (১৯৪৭-এর ২ আইনের) অর্থের মধ্যে একজন রাজভৃত্য এবং তাঁহাকে উক্ত ধারামতে অভিযুক্ত [অভিশপ্ত, অভিশংসিত] করা যায় [এম. পি. কিনি ব. স্টেট্, 1991 Cri. L.J. 272]

২। **দন্ড প্রক্রিয়া সংহিতার [ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার] ১৯৭(১) ধারামতে হাইকোর্ট জজকে অভিশংসিত করার জন্য মঞ্জুরি [অনুমোদন]:** দন্ডপ্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৪-এর [১৯৭৪-এর ২ আইনের] ১৯৭(১) ধারামতে হাইকোর্টের জজকে অভিশংসিত করার জন্য মঞ্জুরি প্রদানের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যোগ্য প্রাধিকারী নহে। হাইকোর্টের জজ ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২১ ধারার (৩)-উপধারায় অর্থের মধ্যে একজন রাজভৃত্য। দন্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৭(১) ধারামতে একজন জজ বা লোকভৃত্যকে অভিশংসিত করিতে মঞ্জুরি প্রদান করিতে কেবল সেই সরকারই উপযুক্ত [আইনগত যোগ্যতাসম্পন্ন, যোগ্য, সক্ষম] যে সরকারের ক্ষমতা আছে তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করার। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নাই হাইকোর্ট জজকে অপসারিত করার এই অতিস্পষ্ট কারণে যে, তাঁহাকে অপসারণ করার প্রক্রিয়া সংবিধানের ১২৪(৪) ও (৫) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আছে এবং উক্ত অনুচ্ছেদনাহিত বিধান অনুসারে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কৃত্য নাই। যদি না সংসদের উভয় কক্ষের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য, এবং, আরও, প্রত্যেক কক্ষের মোট সদস্য-সংখ্যার অধিক অংশ সদস্য এই মর্মে সঙ্কল্প গ্রহণ করেন যে, কোন হাইকোর্ট জজ অসদাচরণের বা অক্ষমতার দোষে দোষী, রাষ্ট্রপতি উক্ত জজকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিয়া আদেশ দিতে পারেন না। পুনশ্চ, উভয়কক্ষ কর্তৃক পরিগৃহীত সঙ্কল্প একই মরশুমে অবশ্যই রাষ্ট্রপতি সকাশে উপস্থাপিত করিতে হইবে। যদিও ভারত সংবিধানের ৭৭(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে ভারত সরকারের যাবতীয় নির্বাহী কার্য রাষ্ট্রপতির নামে করা হয়, তথাপি রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ

ধারা ২১]

অনুসারে কার্য করিতে হয় ৭৪(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে। কিন্তু ১২৪(৪) ও (৫) অনুচ্ছেদ বিধৃত প্রক্রিয়া অনুসারে কার্য সম্পাদিত
হইলে রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট জজকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিয়া আদেশ দিতেই হয়। এই সংবিধানিক কর্তব্য পালনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ লওয়ার আবশ্যকতা নাই। ১২৪(৪) অনুচ্ছেদের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ঝোঁকের বা উদ্যমের কোন প্রাসাঙ্গিকতা নাই। কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মের বিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে, দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৭(১) ধারামতে অভিশংসন মঞ্জুর করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারই যথাযথ সরকার, অবশ্য যদি ওই সরকারের ক্ষমতা থাকে ঐ ব্যক্তিকে তাঁদের পদ হইতে অপসারিত করার। হাইকোর্টের জজ কেন্দ্রর সরকারের কাজকর্মের ব্যাপারে নিযুক্ত নহেন। ঐরূপে নিযুক্ত হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রাধিকার থাকিত ১৯৭(১) ধারামতে মঞ্জুরি প্রদানের। সুতরাং পদ হইতে অপসারিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত শর্তদ্বয় পরিপূরিত হওয়া অবশ্যক—(১) কেন্দ্রীয় সরকারকেই হইতে হইবে অপসারণ প্রাধিকারী, এবং (২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রাসঙ্গিককালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মের ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। হাইকোর্টের একজন জজের ক্ষেত্রে এই শর্তদ্বয় পরিপূরিত হইতেছে না। ভারতীয় সংবিধান বিধৃত বিচারিক ব্যবস্থা অনুসারে হাইকোর্টের জজ যে একটি অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতীয় সংবিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইল বিচারিক পুনর্বিলোকন ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতা ন্যস্ত করা আছে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের উপর। সংবিধানের কোন বিধানের সহিত কেন্দ্রীয় সংসদ বা রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের দ্বন্দ্ব রহিয়াছে বলিয়া পরিদৃষ্ট হইলে হাইকোর্ট জজের ক্ষমতা আছে ওই আইনকে উহার প্রণয়নকারীর ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করার। ব্যক্তি বিশেষের আইনের সহিত সঙ্গতিহীন কার্যকেও ঐভাবে বাতিল করার ক্ষমতা তাঁহার আছে। সাংবিধানিক বিধানসমূহের কষ্টিপাথরে তিনি সংসদ বা রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক নির্মিত আইনের বৈধতা পরীক্ষা করেন। যেহেতু সংবিধানই একমাত্র অধিযন্ত্র যাহার অধীনে সকল আইন প্রণীত হইয়া থাকে, সেইহেতু সকল আইনকেই সংবিধানের বিধানসমূহের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হয়। যেখানে এইরূপ বিরাট ও সুদূরপ্রসারী ফলাফলযুক্ত ক্ষমতা সংবিধানকর্তৃক হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত [অর্পিত] হইয়াছে, সেখানে এই বিপুল আকাশস্পর্শী ক্ষমতার প্রয়োগকারী বিচারগণকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে স্থানীয় প্রতিকূল ধারণার [সংস্কারের, পক্ষপাতের, ক্ষতি, অনিষ্ট বা আঘাতের], অসন্তুষ্ট [হতাশা, খেয়ালী, বিষণ্ন, বদমেজাজী] মামলাবাজ ব্যক্তিবর্গের ও অতৃপ্ত নির্বাহী আধিকারিকগণের হাত হইতে। এইরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে উচ্চতর বিচারকবর্গের স্বাধীনতার সুরক্ষার আবশ্যকতা একটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা। এইরূপ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা বিচারকবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থের রক্ষার জন্য নহে, যথাযথ ও ফলপ্রসূ বিচারপ্রদান করা সম্ভব করিয়া তোলার নিমিত্ত জনস্বার্থে উহা প্রয়োজন। এই কারণে সংবিধান প্রণেতারা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া আস্থা স্থাপন করিয়াছেন কেবল সংসদ-এর উপর এবং উচ্চ বিচারালয়ের

বিচারকগণকে অপসারণের ব্যাপারে সংবিধানের ১২৪(৪) অনুচ্ছেদে কঠোর নিয়ম বিধৃত করিয়া দিয়াছেন [মহাশ্বিবক্তা, অন্ধ্রপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, ব. রাচাপুড়ি সুব্বা রাও, 1991 Cri, L. J. 613]

২২। **অস্থাবর সম্পত্তি** [Movable Property]। "অস্থাবর সম্পত্তি" এই শব্দসমূহ দ্বারা মাটি বা মাটিতে সংলগ্ন কোন জিনিস এবং ঐরূপ জিনিষে স্থায়ীভাবে সংলগ্ন কোন জিনিষ ব্যতীত অন্যসমস্ত রকমের বাহ্যিক সম্পত্তি বুঝাইবে।

২৩। **"অন্যায় লাভ"** [Wrongful gain]। আইনসঙ্গত অধিকার না থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ কোন সম্পত্তি বেআইনীভাবে লাভ করে তাহা হইলে উহাকে অন্যায় লাভ বলা হইয়া থাকে।

"অন্যায় ক্ষতি" [Wrongful loss]। আইনসঙ্গত অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ বেআইনীভাবে কোন সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয় তবে উহাকে অন্যায় ক্ষতি বলা হইয়া থাকে।

অন্যায়ভাবে লাভ করা [Gaining wrongfully] । কোনব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্জন করিলে বা অন্যায়ভাবে অধিকারে রাখিলে উভয়ক্ষেত্রেই সে অন্যায়ভাবে লাভ করিল বলা হইয়া থাকে।

অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া [Losing wrongfully]। কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলে বা অন্যায়ভাবে উহার ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বাধ্য হইলে উভয়ক্ষেত্রেই সে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইল বলা হইয়া থাকে।

২৪। **"অসৎভাবে"** [Dishonestly]। কোন ব্যক্তি অন্যায় ভাবে লাভ করিতে পারে বা কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারে এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া যাহা সম্পাদিত হয় তাহা অসৎভাবে সম্পাদিত হইয়াছে—বলা হইয়া থাকে।

২৫। **"প্রতারণাপূর্ণভাবে"** ["Fraudulently"শ। কোন ব্যক্তি কোন কার্য প্রতারণাপূর্ণভাবে করেন বলা হইবে যদি তিনি ঐ কার্য প্রতারণার অভিপ্রায়ে করেন কিন্তু অন্যভাবে নহে।

২৬। **"বিশ্বাস করিবার হেতু"** ["Reason to believe"শ। কোন ব্যক্তির কোন জিনিষ "বিশ্বাস করিবার হেতু" আছে বলা হইবে যদি তাহার ঐ জিনিষ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু থাকিয়া থাকে, কিন্তু অন্যভাবে নহে।

২৭। **স্ত্রী, করণিক বা ভৃত্যের দখলভুক্ত সম্পত্তি** (Property in possession of wife, clerk or servant)। যখন কোন সম্পত্তি কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহার স্ত্রী, করণিক বা ভৃত্যের নিকট থাকে তখন এই আইনের অর্থ অনুযায়ী উহা ঐ ব্যক্তির দখলে আছে বলিয়া ধরা হইবে।

২৮। **"অনুকৃত"** [Counterfeit"শ। কোন ব্যক্তি "অনুকৃতি" [নকল] করিয়াছে

বলা হইবে যখন ঐ ব্যক্তি অন্য কোন জিনিষের মত দেখিতে কোন জিনিষ করে ঐরূপ অনুকৃতির দ্বারা প্রতারণা করিতে, অথবা ইহা জানিয়া যে উহাদ্বারা প্রতারণা করার সম্ভবনা আছে।

ব্যাখ্যা ১।— অনুকৃতির পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক নহে যে অনুকৃতি [অনুকরণ, নকল] যথাযথ [ঠিকঠিক, সঠিক] হইবে।

ব্যাখ্যা ২।— যখন কোন ব্যক্তি অন্য জিনিষের মত দেখিতে কোন জিনিষ করে, এবং ঐ মিল এরূপ যে কোন ব্যক্তি উহা দ্বারা প্রতারিত হইতে পারে, (তখন) ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, এইরূপ প্রাক্প্রত্যয় করা হইবে যে, যে ব্যক্তি অন্য জিনিষের সদৃশ কোন জিনিষ করিয়াছে সে ঐরূপ মিল সৃষ্টি দ্বারা প্রতারণা করিতে চাহিয়াছে কিংবা যে জানিত যে ইহা সম্ভব যে উহা দ্বারা প্রতারণা করা হইবে।

২৯। ''দস্তাবেজ'' [''লেখা''] [''Document'']। ''দস্তাবেজ'' শব্দ দ্বারা বুঝায় যে কোন বস্তুর উপর অক্ষর, প্রতীক বা চিহ্ন দ্বারা কিংবা ঐ পদ্ধতিসমূহের একাধিক পদ্ধতি দ্বারা অভিব্যক্তি বা বর্ণিত যে কোন বিষয় যাহা ঐ বিষয়ের সাক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া উদ্দিষ্ট বা যাহা ঐ বিষয়ের সাক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ১. — কি পদ্ধতি দ্বারা বা কোন বস্তুর উপর ঐ অক্ষর, প্রতীক বা চিহ্ন অঙ্কিত হয় অথবা ঐ সাক্ষ্য কোন আদালতে প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে কিনা বা উহা আদালতে ব্যবহার করা যায় কিনা তাহা অবান্তর।

দৃষ্টান্ত

চুক্তির শর্তাবলী প্রকাশক লিখন, যাহা ঐ চুক্তির সাক্ষ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, একটি দস্তাবেজ। ব্যাঙ্কের উপর লিখিত চেক একটি দস্তাবেজ। মোক্তারনামা একটি দস্তাবেজ। যে মানচিত্র বা নক্শা সাক্ষ্যরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রণীত বা যাহা সাক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা দস্তাবেজ। নির্দেশ বা আদেশবাহী লিখন দস্তাবেজ।

ব্যাখ্যা ২।— ব্যবসায়িক বা অন্য প্রথা দ্বারা যে প্রকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অক্ষর, প্রতীক বা চিহ্ন দ্বারা যাহা কিছু অভিব্যক্ত হয় তাহা এই ধারার অর্থের মধ্যে ঐরূপ অক্ষর, প্রতীক বা চিহ্ন দ্বারা অভিব্যক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে, উহা প্রকৃতপক্ষে অভিব্যক্ত না হইলেও।

দৃষ্টান্ত

ক তাহার হুকুমমত ব্যক্তিকে প্রদানের জন্য একটি বাণিজ্যিক হুণ্ডির পশ্চাদ্দেশে তাহার নাম লেখে। বাণিজ্যিক প্রথা বা রীতি দ্বারা যে প্রকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে তদনুসারে ঐরূপ পৃষ্ঠাঙ্কনের অর্থ হইল এই যে ঐ হুণ্ডির টাকা ধারককে দিতে হইবে। ঐ পৃষ্ঠাঙ্কন একটি দস্তাবেজ এবং উহা ব্যাখ্যা করিতে হইবে এইভাবে যেন ''ধারককে প্রদেয়'' কথাকয়টি বা সমার্থক শব্দসমূহ ঐ স্বাক্ষরের উপরে লিখিত হইয়াছে।

ধারা ৩০]

৩০। **"মূল্যবান প্রতিভূতি"** ["Valuable Security"]। "মূল্যবান প্রতিভূতি" শব্দগুলি দ্বারা বুঝায় একটি দস্তাবেজ যাহা এমন একটি দস্তাবেজ বা দস্তাবেজ বলিয়া অনুমিত বস্তু যার দ্বারা কোন বৈধিক অধিকার সৃষ্ট, সম্প্রসারিত, হস্তান্তরিত, সঙ্কুচিত, নির্বাপিত বা মুক্ত হয় অথবা যদ্দ্বারা যে কোন ব্যক্তি জ্ঞাপন করে যে সে কোন বৈধিক দায়িত্বের অধীনস্থ অথবা তাহার কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বৈধিক অধিকার নাই।

দৃষ্টান্ত

ক একটি বাণিজ্যিক হুন্ডির পশ্চাদ্দেশে তাহার নাম লেখে। যেহেতু এই পৃষ্ঠাঙ্কনের ফল হইল ঐ হুন্ডির অধিকার সেই ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত করা যে ইহার বিধিসম্মত ধারক হইতে পারে, (সেই হেতু) ঐ পৃষ্ঠাঙ্কন একটি "মূল্যবান প্রতিভূতি"।

৩১। **"একটি ইচ্ছাপত্র"** ["A will"]। "একটি ইচ্ছাপত্র" বলিতে বুঝায় যে কোন সাক্ষ্যমূলক দস্তাবেজ [লেখ্য]।

৩২। **কার্য সম্পাদন হইতে অবৈধ বিরতি কার্য উল্লেখকারী শব্দসমূহের অন্তর্ভুক্ত** [Words referring to acts include illegal omissions]। এই সংহিতার প্রত্যেক অংশে, প্রসঙ্গ হইতে ভিন্নরূপ অভিপ্রায় না পরিদৃষ্ট হইলে, যে সকল শব্দ সম্পাদিত কার্য উল্লেখ করে তাহা কার্য হইতে অবৈধ বিরতিও নির্দেশ করে।

৩৩। **"কার্য"। "কার্য হইতে বিরতি"** ["Act", "Omission"]। "কার্য" শব্দ দ্বারা একটি মাত্র কার্য হিসাবে একটি কার্য মালাও বুঝাইবে: "কার্য হইতে বিরতি" শব্দসমূহ দ্বারা একটি মাত্র বিরতি হিসাবে একটি বিরতি মালাকেও বুঝাইবে।

৩৪। **সাধারণ অভিপ্রায়ের অগ্রনয়নে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কার্য** [Acts done by several persons in furtherance of common intention]। যখন কতিপয় ব্যক্তি তাহাদের সাধারণ উদ্দেশ্যের অনুসরণে কোন অপরাধমূলক কার্য করে তখন তাহাদের প্রত্যেকেই ঐ কার্যটি সে একাকী করিলে যেভাবে দায়ী হইত সেইভাবে দায়ী হইবে।

।। টীকা।।

১। সাধারণ উদ্দেশ্য [অভিপ্রায়, লক্ষ্য, পরিকল্পনা] (Common intention) অপরাধ কিনা। সাধারণ উদ্দেশ্যে অপরাধ নহে। আপীলকারীগণ বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন কর্ম করেন নাই। প্রত্যক্ষ সাক্ষীগণের নিকট তাহারা পরিচিত। মৃত ব্যক্তির উপর গুলিবর্ষণের ব্যাপারে তাহারা যুক্ত ছিলেন এই মর্মে সাক্ষ্যে তাঁহাদের নাম উল্লেখিত হয় নাই। সাধারণ উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য সম্পাদনে তাঁহারা অংশ নিয়াছেন কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। এই দুইজন আপীলকারীকে যে দোষীরূপে সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং তাহাদের যে দন্ড দেওয়া হইয়াছে তাহা বাতিল করা হইল। [হরেকৃষ্ণ সিং ব. স্টেট্ অব্ বিহার, (1988)2 SCJ 224]।

২। **ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩০০/৩০২/৩৪ ধারা: আবাস্থিক [অবস্থাগত] প্রমাণ** (Circumstantial evidence)। অবস্থাশৃংখল অসম্পূর্ণ বলিয়া দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ বাতিল করা গেল [রমেশ চাঁদ ব. স্টেট্ অব্ উত্তরপ্রদেশ, AIR 1985 SC 766: 1985 Cri.L.J.530: (1985).1. Crimes 336: 1985 Cr L. R. 70 (SC): (1985).1. SCJ 44]।

৩। **ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩৪ ধারার সহিত পঠিত ৪৩৬ ধারা ও ৩০২ ধারা এবং দন্ড প্রক্রিয়া সংহিতার [ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার] ৪৮২ ধারা: মনুষ্যকুটীরে অগ্নিসংযোগ: অভিশংসন সাক্ষীদের দুষ্কর্ম-সম্পাদক সহযোগিতা ঘটনাটিকে সন্দেহজনক করিয়া তুলে।** কুটীরে অগ্নি সংযোগ করার ফলে অগ্নিদগ্ধ হইয়া পাঁচ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৪, ৫ ও ৬ নং প্রত্যক্ষ সাক্ষীর অভিশংসন (Prosecution) সাক্ষ্যদ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি দৃঢ়ীকৃত হয়। কিন্তু পরে উহা প্রত্যাহৃত হয়। অভিশংসন সাক্ষীদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেয় এবং এই মকদ্দমায় তাহাদের দুষ্কর্ম-সম্পাদক সহযোগীতার বিষয়ে সঙ্গত সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়। রায়: নিরপেক্ষ দৃঢ়ীকরণের অনুপস্থিতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ নিরাপদ নহে। [পালানী স্বামী ও রাজু ব. স্টেট্ অব্ তামিলনাড়ু, (1986)1.SCJ. 259]।

৪। **৩২৩/৩৪ ধারামতে দন্ডযোগ্য অপরাধে দোষী বলিয়া সাব্যস্তকরণ।** অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃতাকে মারাত্মক [প্রাণনাশক] আঘাত দেয়। তাহার হাতে কোন খোলা ছোরা-ছুরি বা চাকু ছিল না। এইরূপ সাক্ষ্য কিছু নাই যদ্দারা এই তথ্য প্রদর্শিত হয়ে যে, তাহার হাতে যে ছোরা-ছুরি বা চাকু ছিল তাহা অন্য অভিযুক্তদের জানা ছিল। এমনকি যে অভিযুক্ত ব্যক্তি মারাত্মক আঘাত হানিয়াছিল সে তাহার অন্য ভাইদের (অন্য যাহারা অভিযুক্ত, তাহাদের) মৃতাকে ছোরা মারার আহ্বান জানায় নাই। সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি একসঙ্গে আসে নাই। তাহাদের ভগ্নীর (মৃতার) মৃত্যু ঘটাইবার নিমিত্ত পূর্বে তাহারা একমত হয় নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একজন শুধু কহিয়াছিল যে তাহাদের একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য তাহাকে (মৃতাকে) উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। আদালতের রায়: অভিযুক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিল মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য তাহার ভগ্নীকে প্রহার করা, যাহাতে সে ঐরূপ মিথ্যা অভিযোগ করা হইতে বিরত হয়। মৃতাকে খুন করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোন সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল না। অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস দেওয়া হইল [ওম্ প্রকাশ ব. দি স্টেট্, 1990 Cri. L.J. 2373 (Delhi)]।

৩৫। **যখন এরূপ কোন কার্য, অপরাধমূলক জ্ঞান বা অভিপ্রায় দ্বারা সম্পাদিত হইয়েছে বলিয়া অপরাধমূলক** [When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention]। যে কাজ কেবল কোনও অপরাধমূলক জ্ঞান বা উদ্দেশ্য লইয়া করিলে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এরূপ কাজ যদি কতিপয় ব্যক্তি মিলিতভাবে করে তবে যাহারা ঐরূপ জ্ঞান বা উদ্দেশ্য লইয়া ঐ কাজে যোগদান করিবে তাহাদের প্রত্যেকেই, সে নিজে সম্পূর্ণভাবে ঐরূপ জ্ঞান বা উদ্দেশ্য লইয়া ঐ কার্য করিলে যে প্রকার দায়ী হইত সেইপ্রকার দায়ী হইবে।

ধারা ৩৬]

৩৬। আংশিকভাবে কার্যসম্পাদন এবং আংশিকভাবে কার্যসম্পাদন হইতে বিরতি দ্বারা সৃষ্ট ফল [Effect caused partly by act and partly by omission]। যখনই কোন কার্য দ্বারা কিংবা কার্য সম্পাদন হইতে বিরতি দ্বারা কোন ফল সৃষ্টি করা, অথবা ঐরূপ ফল সৃষ্টি করিবার প্রয়াস একটি অপরাধ, (তখন) বুঝিতে হইবে যে, আংশিকভাবে কোন কার্যদ্বারা এবং আংশিকভাবে কোন কার্য হইতে বিরতি দ্বারা ঐরূপ ফল সৃষ্টি একই অপরাধ।

দৃষ্টান্ত

ক ইচ্ছাকৃতভাবে য-এর মৃত্যু ঘটায় তাহাকে খাদ্য প্রদানকরা হইতে অবৈধভাবে বিরত থাকিয়া এবং আংশিক ভাবে তাহাকে প্রহার করিয়া। ক খুন করিয়াছে।

৩৭। অপরাধ গঠনকারী কতিপয় কার্যের একটি সম্পাদন করিয়া সহযোগিতা [Co-operation by doing one of several acts constituting an offence]। যখন কয়েকটি কার্য মিলিয়া একটি অপরাধ হয় তখন যে কেহ এককভাবে বা অন্যের সহযোগে ইচ্ছাপূর্বক ঐ কাজগুলির যে কোন একটি করিয়া ঐ অপরাধটি সংঘটনে সহযোগীতা করিবে সে ঐ সম্পূর্ণ অপরাধটি করিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক ও খ ঠিক করে যে তাহারা ভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে অল্প অল্প বিষ প্রয়োগ করিয়া ট-কে মারিয়া ফেলিবে। এই পরিকল্পনামত ট-এর মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ক ও খ বিষ প্রয়োগ করে। এইরূপে প্রযুক্ত কতিপয় মাত্রার বিষের ক্রিয়ার ফলে ট-এর মৃত্যু হয়। এক্ষেত্রে ক এবং খ ইচ্ছাপূর্বক হত্যার সহযোগিতা করে এবং যেহেতু তাহাদের প্রত্যেকেই এমন একটি কাজ করে যাহার ফলে মৃত্যু হয়, যদিও তাহাদের কার্য বিভিন্ন, তথাপি তাহাদের প্রত্যেকেই হত্যাপরাধে অপরাধী।

(খ) ক এবং খ যুগ্মকারারক্ষক এবং সেই হিসাবে পর পর ছয় ঘণ্টা করিয়া কয়েদী ট-এর রক্ষণের ভারপ্রাপ্ত। ক এবং খ ট-এর মৃত্যু সংঘটনের উদ্দেশ্যে লইয়া প্রত্যেকে তাহার কার্যকালে ট-এর জন্য প্রদত্ত খাদ্য বেআইনীভাবে তাহাকে প্রদান না করিয়া সজ্ঞানে তাহার মৃত্যু ঘটাইতে সহযোগিতা করে। ক এবং খ প্রত্যেকেই ট-কে হত্যা করিবার অপরাধে অপরাধী।

(গ) ক একজন কারারক্ষক এবং ট তাহার রক্ষাধীন কয়েদী। ক ট-এর মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে বেআইনীভাবে ট-কে খাদ্য সরবরাহ করে না। ইহার ফলে ট অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যায় কিন্তু ঐ খাদ্যাভাব মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ক কর্মচ্যুত হয় এবং খ তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়। খ ক-এর সহিত ষড়যন্ত্র বা সহযোগিতা করে না কিন্তু বেআইনীভাবে ট-কে খাদ্য সরবরাহ করিতে বিরত থাকে যদিও সে জানে যে ইহাদ্বারা ট-এর মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। ট খাদ্যাভাবে মারা যায়। খ হত্যাপরাধে অপরাধী কিন্তু যেহেতু ক খ-এর সহিত সহযোগিতা করে নাই অতএব ক কেবল হত্যা করিতে চেষ্টা করার অপরাধে অপরাধী।

ধারা ৩৮]

৩৮। অপরাধমূলক কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী হইতে পারে [Persons concerned in criminal act may be guilty of different offences]। যেখানে কতিপয় ব্যক্তি কোন একটি অপরাধমূলক কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত বা ঐরূপ কার্য সম্পাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট, (সেখানে) তাহারা ঐ কার্যের দ্বারা বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক য-কে এরূপ গুরুতর উৎক্ষোভনের অবস্থায় আক্রমণ করে যে, তাহার য-কে হত্যা করা হইতে দোষাবহ নরহত্যা যাহা খুন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। খ-এর য-এর সহিত শত্রুতা ছিল এবং সে তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে এবং ঐ উৎক্ষোভনের দ্বারা তাড়িত না হইয়া ক-কে সাহায্য করে য-কে মারিয়া ফেলিতে। এখানে যদিও ক এবং খ-উভয়ে য-এর মৃত্যু ঘটানোয় নিযুক্ত ছিল, খ খুন করার অপরাধে অপরাধী, এবং ক কেবল দোষাবহ নরহত্যা অপরাধে অপরাধী।

[**পরিভাষা:** Provocation-উৎক্ষোভন; Culpable homicide-দোষাবহ নরহত্যা]।

৩৯। **"স্বতঃ প্রবৃত্তভাবে"** ["Voluntarily"]। কোন ব্যক্তি "স্বতঃ প্রবৃত্তভাবে" কোন ফল সৃষ্টি করে বলা হইবে যখন সে উহা এরূপে করে যদ্দ্বারা সে উহা করিতে অভিপ্রায় করিয়াছিল, অথবা এরূপে করে যাহা, ঐ প্রক্রিয়া অবলম্বনকালে, সে জানিত অথবা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল যে উহার ঐরূপ ফল সৃষ্টি করিবার সম্ভবনা আছে।

দৃষ্টান্ত

ক দস্যুতার সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি বৃহৎ নগরে রাত্রিকালে মানুষের বসবাসের একটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং এইরূপে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়। এখানে ক মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় করিয়াছিল এরূপ না হইতে পারে, এবং তাহার কার্যের দ্বারা যে মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে সেজন্য দুঃখিতও হইতে পারে; তথাপি, যদি সে জানিত যে তাহার কার্যের ফলে মৃত্যু ঘটিবার সম্ভবনা তাহা হইলে সে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে [ইচ্ছাকৃতভাবে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে, স্বেচ্ছাধীনভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে] মৃত্যু ঘটাইয়াছে।

৪০। **"অপরাধ"** ["Offence"]। এই ধারার ২ ও ৩ প্রকরণে উল্লেখিত পরিচ্ছেদসমূহ এবং ধারাসমূহ বাদে, "অপরাধ" শব্দটি দ্বারা বুঝাইবে এরূপ জিনিষ যাহা এই সংহিতা দ্বারা দণ্ডযোগ্য করা হইয়াছে।

পরিচ্ছেদ ৪ 'এ, পরিচ্ছেদ ৫-ক'এ, এবং নিম্নলিখিত ধারাসমূহে, যথা, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭১, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৫, ২০৩, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৮৮, ৩৮৯ এবং ৪৪৫ ধারায়, "অপরাধ" শব্দটি দ্বারা এরূপ **জিনিষ** নির্দেশিত হয় যাহা এই সংহিতা মতে, অথবা অতঃপর সংজ্ঞায়িত যে কোন **বিশেষ** বা স্থানীয় আইনমতে দণ্ডযোগ্য।

এবং ১৪১, ১৭৬, ১৭৭, ২০১, ২০২, ২১৩, ২১৬ এবং ৪৪১ ধারায়, ''অপরাধ'' শব্দটির একই অর্থ রহিয়াছে যখন বিশেষ বা স্থানীয় আইন মতে দন্ডযোগ্য বিষয় এইরূপ আইনের অধীনে ছয়মাস বা ততোধিক কালখন্ডের জন্য কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য-উহা অর্থদন্ড সহ বা অর্থদন্ড ব্যতিরেকে—যাহাই হউক না কেন।

৪১। **''বিশেষ আইন''** [''Special law'']। একটি ''বিশেষ আইন'' হইল একটি বিশেষ বিষয়ে প্রযোজ্য আইন।

৪২। **''স্থানীয় আইন''** [''Local law'']। একটি স্থানীয় আইন'' হইল কেবল ভারতের একটি বিশেষ অংশে প্রযোজ্য একটি আইন।

৪৩। **''অবৈধ''** [''Illegal'']। ''অবৈধ'' শব্দটি এরূপ প্রত্যেক জিনিষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যাহা অপরাধ অথবা যাহা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ, অথবা যাহা দেওয়ানী মকদ্দমার বিষয় হইতে পারে: এবং কোন ব্যক্তির পক্ষে যাহা কিছু করা হইতে বিরত থাকা অবৈধ তাহা সে ''আইনতঃ করিতে বাধ্য'' বলা যায়।

৪৪। **''ক্ষতি''** [''Injury']। ''ক্ষতি'' শব্দ দ্বাবা বুঝায় যে কোন ক্ষতি যাহা অবৈধভাবে যে কোন ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম অথবা সম্পত্তির ব্যাপারে সংসাধিত হয়।

৪৫। **''জীবন''** [''Life'']। প্রসঙ্গ হইতে ভিন্নরূপ প্রতীয়মান না হইলে ''জীবন'' শব্দ দ্বারা মনুষ্যজীবন বুঝায়।

৪৬। **''মৃত্যু''** [''Death'']। প্রসঙ্গ হইতে ভিন্নরূপ প্রতীয়মান না হইলে ''মৃত্যু'' শব্দ দ্বারা মনুষ্যের মৃত্যু বুঝাইবে।

৪৭। **''প্রাণী''** [''Animal'']। ''প্রাণী'' বলিতে বুঝায় মনুষ্য ব্যতীত যে কোন জীবিত প্রাণী।

৪৮। **''জাহাজ''** [''Vessel'']। ''জাহাজ'' শব্দদ্বারা বুঝায় জলপথে মানুষ বা সম্পত্তির পরিবহনের জন্য নির্মিত যে কোন জিনিষ।

৪৯। **''বৎসর,'' ''মাস''** [''Year'', ''Month'']। যেখানেই ''বৎসর'' শব্দটি কিংবা ''মাস'' শব্দটি ব্যবহৃত হয় (সেখানেই) ইহা বুঝিতে হইবে যে বৎসর অথবা মাস ইংলন্ডীয় পঞ্জিকা অনুসারে গণনা করিতে হইবে।

৫০। **''ধারা''** [''Section'']। ''ধারা'' শব্দটি দ্বারা বুঝায় এই সংহিতার কোন পরিচ্ছেদের সেই অংশসমূহের একটি যেগুলি উপসর্গরূপে পূর্বে স্থাপিত সংখ্যাসূচক অঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে।

৫১। **''শপথ''** [''Oath'']।''শপথ'' শব্দটির অন্তর্ভুক্ত থাকিবে আইনদ্বারা শপথের বিকল্প রূপে স্বীকৃত ধর্ম বা ঈশ্বরের নামছাড়া পরম গাম্ভীর্যপূর্ণ আনুষ্ঠানিক হলফকরণ, এবং রাজভৃত্যের সম্মুখে আইনানুসারে করণীয় বা আইনদ্বারা প্রদত্ত প্রাধিকার বলে করণীয় যে কোন ঘোষনা, অথবা প্রমাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য ঘোষণা—উহা আদালতে প্রমাণের উদ্দেশ্যে হউক বা না হউক।

ধারা ৫২]

৫২। "সরল বিশ্বাস" ["Good faith"]। কোন কিছুই সরল বিশ্বাসে করা হইয়াছে বা বিশ্বাস করা হইয়াছে বলা হইবে না যাহা উপযুক্ত যত্ন ও মনোযোগ ব্যতিরেকে করা হয় বা বিশ্বাস করা হয়।

।। টীকা।।

সরল বিশ্বাস কথাটির সংজ্ঞা: 'সরল বিশ্বাস' কথাটির দন্ড সংহিতার ৫২ ধারায় এবং জেনারাল ক্লজেজ এ্যাক্ট, ১৮৮৭-এর ৩ (২২) ধারায় সংজ্ঞায়িত হইয়াছে। দন্ড সংহিতার সংজ্ঞায় সততা কোন স্থান লাভ করে নাই কিন্তু জেনারাল ক্লজেজ এ্যাক্টে প্রদত্ত সংজ্ঞায় উহা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে [হরভজন সিং ব. স্টেট্ অব্ পাঞ্জাব, AIR 1966 SC 97: (1965) 2 SCA 413:1966 CLJ 82]।

৫২-ক। "আশ্রয়" ["Harbour"]। ১৫৭ ধারা এবং ১৩০ ধারার যেখানে আশ্রিত ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী কর্তৃক আশ্রয় দেওয়া হয়— এই ক্ষেত্রদ্বয় ব্যতীত, আশ্রয় শব্দটির অন্তর্ভুক্ত থাকিবে কৌশলে গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য ব্যক্তি বিশেষকে বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়, অর্থ, বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক সম্ভার অথবা পরিবহণ পদ্ধতি সরবরাহ করা অথবা ব্যক্তি বিশেষকে যে কোন জিনিষ দিয়া সাহায্য করা, উহা এই ধারায় যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে সেই প্রকারের হউক বা না হউক।

পরিচ্ছেদ ৩

দন্ড বিষয়ক

৫৩। "দন্ড" ["Punishments"]। এই সংহিতার বিধান সমূহের অধীনে অপরাধীগণের যে দন্ড হইতে পারে তাহা হইল,—

প্রথম।—মৃত্যু;
দ্বিতীয়।—যাবজ্জীবন কারাদন্ড;
তৃতীয়।—[নিরসিত]
চতুর্থ।—কারাদন্ড, যাহা দুই প্রকারের, যথা:—
  (১) সশ্রম, অর্থাৎ কঠোর শ্রমসহ;
  (২) অশ্রম;
পঞ্চম।—সম্পত্তি অপবর্তন (Forfeiture of property);
ষষ্ঠ।—অর্থদন্ড [জরিমানা]।

॥ টীকা ॥

শিশুদের অপ্রসক্তি [বিমুক্তি] (Immunity of children): শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কতকগুলি আইনানুসারে যে শিশুর বয়স ষোল বৎসরের নিম্নে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায় না। দেখুন: শিশু অধিনিয়ম [বিহিতক], ১৯৬০ (১৯৬০-এর ৬০ আইন), ১৯২২-এর বঙ্গীয় ২ আইন, ১৯২০-এর মাদ্রাজ ৪ আইন, বম্বে শিশু আইন, ১৯৪৮ (১৯৪৮-এর ৭১ আইন, ১৯২৮-এর সি পি অধিনিয়ম ১০।

৫৩-ক। **দ্বীপান্তরের উল্লেখের ব্যাখ্যা** [Construction of reference to transportation]। (১) (২) উপধারা ও (৩) উপধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, সমকালে বলবৎ থাকা অন্য কোন আইনে, অথবা এইরূপ যে কোন আইনবলে অথবা যে কোন নিয়মিত আইনবলে কার্যকর যে কোন সাধনপত্রে "সারাজীবনের জন্য দ্বীপান্তর" এর উল্লেখকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের উল্লেখ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেখানে দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা (সংশোধন) আইন, ১৯৫৫-এর প্রারম্ভের পূর্বে যে কোন কালখণ্ডের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, অপরাধীদের এইভাবে দণ্ডিত করিতে হইবে যেন ঐ একই কালসীমার জন্য তাহাদিগকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

(৩) বর্তমানে চালু অন্য কোন আইনে কোন কাল খণ্ডের জন্য অথবা যে কোন অল্পতর কালখণ্ডের জন্য (যে নামেই বলা হউক না কেন) দ্বীপান্তরের উল্লেখ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে।

(৪) সমকালে চালু অন্য কোন আইনে "দ্বীপান্তরের" উল্লেখ—

(ক) কথাটি দ্বারা যদি সারাজীবনের জন্য দ্বীপান্তর বুঝায় (তাহা হইলে) তাহা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলিয়া ধরিতে হইবে;

(খ) কথাটি দ্বারা যদি অল্পতর কালখণ্ডের জন্য দ্বীপান্তর বুঝায় (তাহা হইলে) তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

॥ টীকা ॥

১। বর্তমান ধারা বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে প্রদত্ত দণ্ড/-৫৩-ক ধারামতে, কথিত ধারা বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে প্রদত্ত সারাজীবনের জন্য অথবা অন্য যে কোন কালখণ্ডের জন্য প্রদত্ত দ্বীপান্তর দণ্ড যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা কথিত কালখণ্ডের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড বলিয়া ধরা হইবে [গোপাল বিনায়ক গড্সে ব. স্টেট্ অব্ মহারাষ্ট্র, AIR 1961 SC 600]।

৫৪। **মৃত্যুদণ্ড রদ করিয়া অন্য দণ্ড প্রদান** [Commutation of sentence of death]। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত এরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকার, অপরাধীর সম্মতি না লইয়া, ঐ দণ্ড রদ করিয়া এই সংহিতায় যাহার বিধান দেওয়া আছে এরূপ অন্য কোন দণ্ড দিতে পারেন।

৫৫। **যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড রদ করিয়া অন্য দণ্ড প্রদান** [Commutation of sentence of imprisonment for life]। যাবজ্জীবন কারাবাসদণ্ড দেওয়া উচিত এরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকার, অপরাধীর সম্মতি না লইয়া, ঐ দণ্ড রদ করিয়া অনধিক চৌদ্দ বৎসর-কালের জন্য যে কোন বিবরণের কারাবাস দণ্ড দিতে পারেন।

৫৫-ক। **"উপযুক্ত সরকার"-এর সংজ্ঞা** [Definition of "appropriate Government"]। চুয়ান্ন ও পঞ্চান্ন ধারায় "উপযুক্ত সরকার" বলিতে বুঝায়—

(ক) যে সকল ক্ষেত্রে দণ্ডটি হইল মৃত্যুদণ্ড অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় নির্বাহী ক্ষমতা যাহাতে প্রযোজ্য এরূপ বিষয় সংক্রান্ত আইনের বিরোধী কোন অপরাধের নিমিত্ত দণ্ড, (যে সকল ক্ষেত্রে) কেন্দ্রীয় সরকার ; এবং

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে দণ্ডটি (তাহা মৃত্যুদণ্ড হউক বা না হউক) রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা যাহাতে প্রযোজ্য এরূপ বিষয় সংক্রান্ত আইনের বিরোধী কোন অপরাধের জন্য, (যে সকল ক্ষেত্রে) যে রাজ্যের মধ্যে ঐ অপরাধীকে দণ্ডিত করা হয় সেই রাজ্যের সরকার।

৫৬। [নিরসিত]।

৫৭। **দণ্ডকালের ভগ্নাংশ** [Fraction of terms of punishment]। দণ্ডকালের ভগ্নাংশ হিসাব করিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে কুড়ি বৎসরের কারাদণ্ডের সমান বলিয়া হিসাব করিতে হইবে।

৫৮। [নিরসিত]।

৫৯। [নিরসিত]।

৬০। **(কতিপয় কারাবাসদণ্ডের ক্ষেত্রে) দণ্ড সম্পূর্ণতঃ বা অংশত সশ্রম বা অশ্রম হইতে পারে** [Sentence may be (in certain cases of imprisonment) wholly or partly rigorous or simple]। প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেখানে অপরাধী এরূপ কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য যাহা যে কোন বিবরণের হইতে পারে, এরূপ অপরাধীকে দণ্ডপ্রদানকারী আদালতের পক্ষে যোগ্যতাসম্পন্ন হইবে দণ্ডাদেশে এইরূপ নির্দেশ দিবার যে ঐ কারাদণ্ড সম্পূর্ণরূপে সশ্রম হইবে, অথবা ঐ কারাদণ্ড সম্পূর্ণরূপে অশ্রম হইবে অথবা এইরূপ কারাদণ্ডের যে কোন অংশ সশ্রম হইবে এবং বাকী অংশ অশ্রম হইবে।

৬১। [নিরসিত]।

৬২। [নিরসিত]।

৬৩। **অর্থদণ্ডের পরিমাণ** [Amount of fine]। অর্থদণ্ড কত অবধি হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোন অর্থ-পরিমাণ কথিত না থাকিলে, অপরাধীকে যে অর্থদণ্ড দিতে হইতে পারে তাহা হইবে অসীমিত কিন্তু উহা নিদারুণ [অত্যাধিক, অপরিমিত] হইবে না।

৬৪। **অর্থদণ্ড না দেওয়ায় কারাদণ্ড** [Sentence of imprisonment for non-payment of fine]। এরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে কোন অপরাধ কারাদণ্ডে এবং তৎসহ অর্থদণ্ডে দণ্ডযোগ্য যাহাতে অপরাধীকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তাহা, কারাদণ্ডসহ বা কারাদণ্ড ব্যতিরেকে, যাহাই হউক না কেন,

ধারা ৬৫]

এবং এরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে কোন অপরাধ কারাদন্ড অথবা অর্থদন্ডে দন্ডযোগ্য অথবা কেবল অর্থদন্ডে দন্ডযোগ্য, যাহাতে অপরাধীকে অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয়,

ঐ অপরাধীকে দন্ডদানকারী আদালতের পক্ষে ইহা যোগ্যতাসম্পন্ন হইবে দন্ডাদেশে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া যে অর্থদন্ড না দিলে অপরাধী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাদন্ড ভোগ করিবে যে কারাদন্ড, তাহাকে অন্য যে কারাদন্ডে দন্ডিত করা যাইতে পারে তাহার অধিক হইবে অথবা সে ভোগ করিবে ঐ দন্ড রদ করিয়া যে দন্ড তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা।

॥ **টীকা** ॥

ব্যতিক্রম দন্ড [Default sentence]:অর্থদন্ডের পরিবর্তে অর্থাৎ অর্থদন্ড না দেওয়ায় যে দন্ড দেওয়া হয় তাহাকে দন্ড বলিয়া মনে করা যায় না, এবং আদালতের যে সর্বোচ্চ দন্ড প্রদানের ক্ষেত্রাধিকার আছে আদালত তাহা অতিক্রম করিয়াছে কি না তাহা নির্ধারণের নিমিত্ত উহা প্রধান দণ্ডের সহিত যোগ করা যায় না [পি. বলরামন ব. স্টেট্, 1991 Cri. L.J. 166]

৬৫। **যে স্থলে কারাদন্ড ও অর্থদন্ড হইতে পারে সে স্থলে অর্থদন্ড না দেওয়ার জন্য কারাদন্ডের সীমা** [Limit to imprisonment for non-payment of fine, when imprisonment and fine awardable]। অর্থদন্ড না দেওয়ায় আদালত অপরাধীকে যে সময়ের জন্য কারাদন্ডাদেশ দেন তাহা, ঐ অপরাধ কারাদন্ডে এবং তৎসহ অর্থদন্ডে দন্ডযোগ্য হইয়া থাকিলে ঐ অপরাধের জন্য সর্বাধিক যে সময়ের জন্য কারাদন্ড হইতে পারে তাহার এক-চতুর্থাংশের অধিক হবে না।

৬৬। **অর্থদন্ড না দেওয়ার জন্য কারাদন্ডের বিবরণ** [Description of imprisonment for non-payment of fine]। অর্থদন্ড না দেওয়ায় আদালত যে কারাদন্ড আরোপ করেন তাহা যে কোন বিবরণের হইতে পারে ঐ অপরাধের জন্য অপরাধীর যে বিবরণের দন্ড ইতে পারিত।

৬৭। **যে অপরাধ কেবল অর্থদন্ডে দন্ডনীয়; সেই অপরাধের ক্ষেত্রে অর্থদন্ড না দিবার জন্য কারাদন্ড** [Imprisonment for non-payment of fine, when offence punishable with fine only]। অপরাধ যদি হয় কেবল অর্থদন্ড দ্বারা দন্ডযোগ্য, অর্থদন্ড না প্রদান করিলে আদালত যে কারাদন্ড আরোপ করেন তাহা অশ্রম হইবে, এবং অর্থদন্ড না দেওয়ায় যে সময়ের জন্য আদালত অপরাধীকে কারাবাস দন্ড দেন তাহা নিম্নলিখিত ক্রমপর্যায়ী বিন্যাস অতিক্রম করিবে না, যেমন, অনধিক দুইমাস সময়ের জন্য যখন অর্থদন্ডের পরিমাণ পঞ্চাশ টাকার অধিক নহে এবং অনধিক চার মাস সময়ের জন্য যখন অর্থদন্ডের পরিমাণ একশত টাকার অধিক নহে এবং অন্য যে কোন ক্ষেত্রে অনধিক ছয়মাস সময়ের জন্য।

ধারা ৬৮]

৬৮। **অর্থদণ্ড দিলে কারাদণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটিবে** [Imprisonment to terminate on payment of fine]। যখনই হয় অর্থদণ্ড প্রদত্ত হইবে কিংবা আইনের পরোয়ানা দ্বারা ধার্যকৃত হইবে তখনই অর্থদণ্ড না দেওয়ায় আরোপিত কারাদণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

৬৯। **অর্থদণ্ডের অনুপাতী অংশ প্রদান করিলে কারাদণ্ডের পরিসমাপ্তি** [Termination of imprisonment on payment of proportional part of fine]। টাকা না দেওয়ায় আরোপিত কারাদণ্ডের কালসীমা শেষ হইবার পূর্বে, টাকা না দেওয়ায় যে সময় কারাদণ্ড ভোগ করা হইয়াছে তাহা যদি ঐ সময় পর্যন্ত অপ্রদত্ত অর্থদণ্ডের অংশের অনুপাতী অপেক্ষা কম না হয় সেই অনুপাতী পরিমাণ অর্থদণ্ড প্রদত্ত হয় ধার্যকৃত হইলে কারাদণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

দৃষ্টান্ত

ক একশত টাকার অর্থদণ্ডে এবং অর্থদণ্ড না দিলে চার মাসের করাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। এখানে, যদি একমাসের কারাদণ্ড পরিসমাপ্ত হইবার পূর্বে যদি উক্ত অর্থদণ্ডের পঁচাত্তর টাকা প্রদত্ত বা ধার্যকৃত হয় (তাহা হইলে) প্রথম মাস পরিসমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক-কে মুক্তি দেওয়া হইবে। প্রথম মাস পরিসমাপ্ত হইবার সময় অথবা ক কারাদণ্ড ভোগ করিতে থাকাকালে পরবর্তী কোন সময়ে পঁচাত্তর টাকা দেওয়া হইলে বা ধার্যকৃত হইলে ক-কে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হইবে। যদি কারাদণ্ডের দুইমাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে অর্থদণ্ডের পঞ্চাশ টাকা প্রদত্ত বা ধার্যকৃত হয়, তাহা হইলে কথিত দুইমাস শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক-কে মুক্তি দেওয়া হইবে। ঐ দুইমাস অতিক্রান্ত হইবার সময়, অথবা, ক কারান্তরালে থাকাকালে পরবর্তী কোন সময়ে যদি পঞ্চাশ টাকা প্রদত্ত বা ধার্যকৃত হয়, (তাহা হইলে) ক-কে অবিলম্বে মুক্ত করা হইবে।

৭০। **ছয় মাসের মধ্যে অথবা কারাদণ্ড চলিতে থাকাকালে অর্থদণ্ড ধার্য করিতে হইবে। মৃত্যু সম্পত্তিকে দায়মুক্ত করে না** [Fine leviable within six years, or during imprisonment. Death not to discharge property from liability] অর্থদণ্ড, অথবা উহার যে অংশ অপ্রদত্ত আছে, তাহা দণ্ডাদানের ছয় বৎসরের মধ্যে, এবং, যদি, ঐ দণ্ডাদেশ অনুসারে, উক্ত অপরাধী ছয় বৎসরের অধিক কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়, তাহা হইলে, ঐ সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে যে কোন সময়, ধার্য করা যাইত পারে; এবং অপরাধীর মৃত্যু এরূপ কোন সম্পত্তিকে দায়িত্বমুক্ত করেনা যাহা, তাহার মৃত্যুর পর , তাহার ঋণের জন্য বিধিসম্মত ভাবে দায়ী হয়।

৭১। **একাধিক অপরাধদ্বারা গঠিত অপরাধের দণ্ডের সীমা** [Limit to punishment of offence made up of several offences]। যেখানে কোনকিছু যাহা অপরাধ কয়েকটি অংশদ্বারা গঠিত, যে অংশসমূহের প্রত্যেকটি নিজেই একটি অপরাধ, (সেখানে) অপরাধী এরূপ অপরাধসমূহের একটির বেশী অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইবে না, যদি না উহা ঐরূপে স্পষ্টরূপে কথিত থাকে।

সেখানে কোনকিছু সমকালে চালু যে কোন আইনের দুই বা ততোধিক এরূপ পৃথক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত কোন অপরাধ হয় যদ্দ্বারা অপরাধসমূহ সংজ্ঞায়িত ও দণ্ডিত হয়, অথবা যেখানে কতকগুলি কার্য, যাহার একটি কার্য বা একাধিক কার্য নিজে বা নিজেরাই অপরাধ, একত্রিত হইলে একটি পৃথক অপরাধ গঠন করে, (সেখানে) যে আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধীর বিচার করে সেই আদালত এরূপ অপরাধীসমূহ যে কোনটির জন্য যে দন্ড দিতে পারেন তদপেক্ষা কঠোর দণ্ডে তাহাকে দণ্ডিত করা যাইবে না।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক একটি লাঠি দ্বারা য-কে পঞ্চাশবার আঘাত করে। এখানে ক ঐ সমগ্র প্রহারকার্য দ্বারা য-কে স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে আঘাত করার অপরাধ করিয়া থাকিতে পারে এবং আরও, সমগ্র প্রহারকার্য গঠনকারী প্রতিটি আঘাত দ্বারাও অপরাধ করিয়া থাকিতে পারে। প্রতিটি আঘাত প্রদানের জন্য ক দন্ডযোগ্য হইত তাহা হইলে তাহাকে পঞ্চাশ বৎসর কারান্তরালে রাখা যাইত। কিন্তু সমগ্র প্রহারকার্যের জন্য সে কেবল একটিমাত্র দণ্ডে দন্ডযোগ্য হইবে।

(খ) কিন্তু, যদি, ক যখন য-কে মারিতেছে ম যদি হস্তক্ষেপ করে, এবং ক ইচ্ছাকৃতভাবে ম-কে আঘাত করে, এখানে,যেহেতু ম-কে প্রদত্ত আঘাত সেই কার্যের কোন অংশ নহে যদ্দ্বারা ক ইচ্ছাকৃতভাবে য-কে জখম করে, ক য-কে ইচ্ছাকৃতভাবে জখম করার জন্য একটি দণ্ডে দন্ডযোগ্য এবং ম-কে আঘাত করার জন্য-আর একটি দণ্ডে দন্ডযোগ্য।

।। টীকা।।

সুপ্রীম কোর্টের কয়েকটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত : [১] আফিম আইন, ১৮৭৮-এর ৯(ক) ও ৯(খ) ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইল এবং প্রতিটি অপরাধের জন্য পৃথক দন্ড দেওয়া হইল। মোট দন্ড নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ দন্ড অতিক্রম করিবে না [পুরনমল আগরওয়ালা ব. স্টেট্ অব্ ওড়িশা, AIR 1958 SC 935]।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয় ৪৫৭ এবং ৩৮০ ধারামতে / ৪৫৭ ধারা এবং ৩৮০ ধারার অধীন অপরাধসমূহ ৭১ ধারার অধীনে পড়ে না এবং সেই কারণে উভয় ধারার অধীনে দণ্ডিত করা বেআইনী নহে [উদয়ভান ব. স্টেট্ অব্ উত্তরপ্রদেশ, AIR 1962 SC 1116]।

৭২। একাধিক অপরাধের একটি অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির দন্ড— আদালতের রায় অনুসারে সে কোন অপরাধটিতে অপরাধী তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে [Punishment of person guilty of one of several offences, the judgment stating that it is doubtful of which]। যেখানে এই রায় দেওয়া হয় যে কোনও ব্যক্তি রায়ে উল্লেখিত কতকগুলি অপরাধের একটিতে অপরাধী, কিন্তু যে, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে ঐ অপরাধগুলির কোনটিতে যে অপরাধী, এইরূপ সর্বক্ষেত্রে অপরাধী সেই অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইবে যে অপরাধে সর্বনিম্ন দন্ডের বিধান রহিয়াছে, যদি সমস্ত অপরাধগুলির জন্য একই দন্ডের বিধান না থাকে।

ধারা ৭৩]

৭৩। **নিঃসঙ্গ কারাবরোধ** [Solitary confinement]। যখনই কোন ব্যক্তি এরূপ অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হয় যাহার জন্য এই সংহিতা মতে আদালতের ক্ষমতা আছে তাহাকে সশ্রম কারাদণ্ড দিবার, (সেখানেই) আদালত তাঁহার দণ্ডাদেশ মারফৎ এই নির্দেশ দিতে পারেন যে, অপরাধীকে যে সময়ের জন্য কারাদন্ড দেওয়া হইল তাহার যে কোন অংশ বা অংশ সমূহের জন্য তাহাকে নিঃসঙ্গ কারাবরোধে রাখা হইবে কিন্তু ঐ সময়ের পরিমাণ সর্বসাকুল্যে তিন মাসের অধিক হইবে না এবং উহা নিম্নলিখিত মানদন্ড অনুসারে হইবে, যথা—

কারাদন্ডের মেয়াদ ছয় মাসের অধিক না হইলে অনধিক একমাস কাল ;

কারাদন্ডের মেয়াদ ছয়মাসের অধিক কিন্তু এক বৎসরের অধিক না হইলে, অনধিক দুইমাস কাল ;

কারাদন্ডের মেয়াদ এক বৎসরের অধিক হইলে অনধিক তিনমাস কাল।

৭৪। **নিঃসঙ্গ কারাবরোধের সীমা** [Limit of solitary confinement]। নিঃসঙ্গ কারাবরোধের দন্ড নির্বাহকালে, এইরূপ কারাবরোধ একসঙ্গে কোনক্ষেত্রেই চৌদ্দ দিনের অধিক হইবে না এবং এরূপ কালসীমার অপেক্ষা কম স্থায়িত্বের নহে এরূপ নিঃসঙ্গ কারাবরোধ কালখন্ডসমূহের মধ্যে বিরামকাল থাকিবে এবং যখন প্রদত্ত কারাদন্ড তিনমাসের অধিককালের জন্য, (সেখানে) নিঃসঙ্গ কারাবরোধ প্রদত্ত সমগ্র কারাদন্ড কালের যে কোন একটি মাসে সাত দিনের অধিক হইবে না এবং এরূপ কালখন্ড অপেক্ষা কম স্থায়িত্বের নহে এরূপ নিঃসঙ্গ কারাবরোধ কালখন্ডসমূহের মধ্যে বিরাম কাল থাকিবে।

৭৫। **পূর্বে অপরাধীরূপে সাব্যস্ত হইবার পর পরিচ্ছেদ ১২ অথবা পরিচ্ছেদ ১৭-এর অধীনে সম্পাদিত কতিপয় অপরাধের জন্য বর্ধিত দন্ড** [Enhanced punishment for certain offences under Chapter XII or Chapter XVII after previous conviction]। যে কেহ (ক) ভারতস্থ কোন আদালত কর্তৃক এই সংহিতার পরিচ্ছেদ ১২ অথবা পরিচ্ছেদ ১৭ অধীনে তিনবৎসর বা ততোধিক মেয়াদের জন্য যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য কোন অপরাধে

(খ) [নিরসিত]

অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হয়, সে ঐ পরিচ্ছেদদ্বয়ের যে কোনটির অধীনে যে কোন অপরাধে অপরাধী হইবে এবং তাহাতে একই মেয়াদের জন্য একই কারাদন্ড হইবে এবং সে, এরূপ প্রত্যেক পরবর্তী অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডে অথবা যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এরূপ মেয়াদের জন্য যাহা দশবৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইতে পারে।

।। টীকা ।।

অভিযোগ গঠন :

দোষীরূপে সাব্যস্ত হইবার পর নিম্নলিখিতরূপে অভিযোগ গঠিত হইতে পারে :

আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি] এতদ্দ্বারা আপনার [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছিঃ—

ধারা ৭৬]

যে আপনি .... খ্রিষ্টাব্দের ..... মাসের ..... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী কোন একটি তারিখে ..... স্থানে ..... কার্য করিয়াছেন এবং এইরূপে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ...... ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন এবং আমার [দায়রা আদালতের (দণ্ডসত্রের) অথবা হাইকোর্টের] দ্বারা বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আপনার অর্থাৎ কথিত .....এর, বিরুদ্ধে আরও এই মর্মে অভিযোগ আনয়ন করা যাইতেছে যে কথিত অপরাধ সম্পাদনের পূর্বে আপনি ...... তারিখে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার পরিচ্ছেদ ১২ [অথবা পরিচ্ছেদ ১৭]-এর অধীনে তিন বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদন করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং দোষীরূপে ঐরূপ সাব্যস্তকরণ অদ্যবধি বলবৎ ও কার্যকর রহিয়াছে এবং সেইহেতু আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৭৫ ধারামতে বর্ধিত দণ্ড পাইবার যোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা কথিত হাইকোর্ট [বা দায়রা আদালত (দণ্ডসত্র)] দ্বারা কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতেছি

পরিচ্ছেদ ৪

সাধারণ ব্যতিক্রম

৭৬। **আইনদ্বারা বাধ্য, কিংবা তথ্যসম্বন্ধীয় ভ্রান্তিহেতু নিজেকে আইনদ্বারা বাধ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এরূপ, ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কার্য।** কোন ব্যক্তি, যিনি আইনদ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করিতে বাধ্য অথবা কোন ব্যক্তি যিনি তথ্য সম্বন্ধীয় ভ্রান্তির কারণে এবং আইনসম্বন্ধীয় ভ্রান্তির কারণে নহে, সরল বিশ্বাসে নিজেকে আইন দ্বারা বাধ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, যে কার্য করেন তাহা অপরাধ নহে।

(ক) জনৈক সৈনিক, ক, আইনের নির্দেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাঁহাকে ঊর্ধ্বতন অধিকারিকের আদেশক্রমে উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর গুলিবর্ষণ করেন। ক কোনও অপরাধ করেন নাই।

(খ) কোনও আদালতের আধিকারিক, ক, উক্ত আদালত কর্তৃক প-কে গ্রেপ্তার করিতে আদিষ্ট হইয়া এবং যথাযথ তদন্ত সম্পাদনান্তে, ফ-কে প ভাবিয়া গ্রেপ্তার করে। ক কোন অপরাধ করেন নাই।

৭৭। **বিচারিক ভাবে কার্য সম্পাদনকারী বিচারকের কার্য** [Act of Judge when acting judicially]। আইন দ্বারা কোন বিচারককে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে তাহার প্রয়োগে অথবা সরল বিশ্বাসে আইনদ্বারা যে ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন তাহার প্রয়োগে বিচারিক ভাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় বিচারক কর্তৃক সম্পাদিত কোন কার্য অপরাধ নহে।

ধারা ৭৮]

।। টীকা।।

দণ্ড। যদিও আইনে আইনসম্বন্ধীয় অজ্ঞতা কোন কৈফিয়ৎ (defence) নহে, তথাপি শাস্তির তীব্রতা হ্রাস করার ব্যাপারে বিষয়টি বিবেচিত হইতে পারে [মায়ার হান্স জর্জ, AIR 1965 SC 722]।

৭৮। আদালতের রায় কিংবা আদেশ অনুসরণের চেষ্টায় সম্পাদিত কার্য। কোন আদালতের রায় অথবা আদেশ অনুসরণের চেষ্টায়, অথবা উক্ত রায় বা আদেশ অনুসারে করনীয়, যে কার্য সম্পাদিত হয় তাহা যদি ঐরূপ রায় বা আদেশ বলবৎ থাকাকালে ঐরূপে সম্পাদিত হয় তবে তাহা অপরাধ হইবে না, ঐরূপ আদালতের ঐরূপ রায় বা আদেশ দিবার অধিক্ষেত্র যদি না থাকিয়া থাকে তাহা সত্ত্বেও, অবশ্য যদি ঐরূপে কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি সরলবিশ্বাসে বিশ্বাস করেন যে ঐ আদালতের উক্তরূপ অধিক্ষেত্র ছিল।

৭৯। আইন দ্বারা সমর্থিত ব্যক্তি কর্তৃক অথবা তথ্যসম্বন্ধীয় ভ্রান্তি নিবন্ধন যে ব্যক্তি নিজেকে আইন দ্বারা সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাসকারী ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কার্য। যে কোন ব্যক্তি যিনি আইনদ্বারা সমর্থিত অথবা যিনি তথ্য সম্বন্ধীয় ভ্রান্তির কারণে এবং আইনসম্বন্ধীয় ভ্রান্তির কারণে নহে, সরলবিশ্বাসে নিজেকে আইন দ্বারা ঐ কার্য করিতে সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহার দ্বারা কৃত কোন কার্য অপরাধ নহে।

দৃষ্টান্ত

ক প-কে এরূপ কার্য করিতে দেখেন যাহা ক-এর নিকট খুন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ক, তাঁহার বিচারশক্তির সুপ্রয়োগ করিয়া খুনের ঘটনায় খুনিকে ধরায় যে ক্ষমতা আইন সকল মানুষকে দিয়াছে তাহা প্রয়োগ করিয়া, যথাযথ প্রাধিকারীর সমক্ষে আনয়নের উদ্দেশ্যে প-কে ধরেন। ক কোনও অপরাধ করেন নাই, যদিও পরবর্তীকালে এইরূপ পরিদৃষ্ট হয় যে প আত্মরক্ষার্থ কার্য করিতেছিলেন।

৮০। বিধিসম্মত কার্য সম্পাদনকালে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আকস্মিক দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্য দ্বারা যে কর্ম সম্পাদিত হয়, এবং কোন বিধিসম্মত কার্য বিধিসম্মত প্রণালীতে বিধিসম্মত উপায়ে এবং যথাযথ যত্ন ও সতর্কতা সহকারে সম্পাদন কালে অপরাধমূলক অভিপ্রায় বা জ্ঞান ব্যতিরেকে যে কার্য সম্পাদিত হয় তাহার কোনকিছু অপরাধ নহে।

একটি ক্ষুদ্র কুঠার লইয়া ক কর্মরত আছেন; শীর্ষদেশ উড়িয়া গিয়া নিকটে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে হত্যা করিল। এখানে, ক-এর পক্ষে যথাযথ সতর্কতার অভাব না থাকিয়া থাকিলে তাঁহার কার্য মার্জনা করার যোগ্য এবং তাহা অপরাধ নহে।

৮১। কার্য যাহা ক্ষতি করিতে পারে কিন্তু যাহা অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে এবং অন্য ক্ষতিকে বাধা দিবার জন্য সম্পাদিত হয়। এরূপ কোন কিছুই অপরাধ নহে কেবল এই কারণে যে উহা সম্পাদিত হইয়াছে এই জ্ঞানের অধিকারী থাকিয়া যে উহার

ক্ষতি করিবার সম্ভাবনা আছে যদি উহা সম্পাদিত হয় ক্ষতি করিবার অপরাধমূলক অভিপ্রায় ব্যাতিরেকে, এবং সদ্বিশ্বাসে ব্যক্তি বা সম্পত্তি বিষয়ে অন্য ক্ষতিকে বাধা দিবার বা পরিহার করিয়া চলিবার উদ্দেশ্যে।

ব্যাখ্যা।—এরূপ ক্ষেত্রে যে ক্ষতিকে বাধা প্রদানের বা পরিহার করার আবশ্যকতা ছিল তাহা এরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট বা এতই আসন্ন ছিল কিনা যাহাতে, ঐ কার্য যে ক্ষতি করিবার সম্ভাবনাপূর্ণ তাহা জানিয়াও ঐ কার্য করার ঝুঁকি লওয়া সমর্থনযোগ্য বা মার্জনাযোগ্য হয়, তাহা তথ্যসম্বন্ধীয় প্রশ্ন।

দৃষ্টান্ত

(ক) বাষ্পচালিত জাহাজের অধ্যক্ষ ক অকস্মাৎ এবং তাঁহাকে নিজের কোন দোষ বা অবহেলা ব্যাতিরেকে নিজেকে এরূপ অবস্থায় দেখিতে পান যে তিনি তাঁহার জাহাজ থামাইবার পূর্বে তিনি অবশ্যই অনিবার্যভাবে কুড়ি বা ত্রিশজন যাত্রী বহনকারী খ নৌকাকে আঘাত করিয়া ডুবাইয়া দিবেন, যদি না তিনি তাহার জাহাজের গতিপথ পরিবর্তন করেন এবং যে, তাঁহার গতিপথ ঐরূপে পবিবর্তিত করিয়া তিনি অবশ্যই ঝুঁকি লইবেন কেবল দুইজন যাত্রী বহনকারী গ-নৌকাকে আঘাত করিয়া ডুবাইয়া দেওয়ার, যাহা সম্ভবতঃ তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন। এখানে, যদি গ নৌকাকে ডুবাইয়া দিবার অভিপ্রায় ব্যাতিরেকে এবং সদ্বিশ্বাসে খ নৌকায় অবস্থানকারী যাত্রীগণের বিপদ এড়াইবার উদ্দেশ্যে ক তাহার গতিপথ পরিবর্তন করেন তবে তিনি কোন অপরাধে অপরাধী হইবেন না, যদিও তিনি এরূপ কার্য করিয়া গ নৌকাকে ডুবাইয়া দেন যাহা ঐরূপ ফল উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া তিনি জানিতেন, যদি প্রকৃতপক্ষে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে, যে-বিপদ তিনি এড়াইতে অভিপ্রায় করিয়া ছিলেন তাহা এরূপ ছিল যাহাতে গ-নৌকাকে ডুবাইয়া দিবার ঝুঁকি লওয়াকে মার্জনা যোগ্য করিয়া তুলিতে পারে।

(খ) ভয়াবহ অগ্নিকান্ড মধ্যে ক ঘরবাড়ি ভাঙিয়া ফেলেন যাহাতে অগ্নি প্রসার লাভ করিতে না পারে। সদ্বিশ্বাসে তিনি এইরূপ করেন মনুষ্যজীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার অভিপ্রায়ে। এখানে যদি এইরূপ পরিদৃষ্ট হয় যে, যে ক্ষতিকে বাধা প্রদান করার প্রয়োজন ছিল তাহা ছিল এইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং এতই আসন্ন যে ক-এর কার্য মার্জনা যোগ্য, তাহা হইলে, ক উক্ত অপরাধে অপরাধী নহেন।

৮২। **সাত বৎসরের কম বয়সের শিশু কর্তৃক সম্পাদিত কার্য।** সাত বৎসরের কম বয়সের শিশু যে কার্য করে তাহার কোনকিছু অপরাধ নহে।

৮৩। **সাত বৎসরের অধিক বয়স্ক এবং বারো বৎসরের কম বয়স্ক অপরিণত [অপক্ক] বুদ্ধির শিশুর কার্য।** সাত বৎরের অধিক বয়স্ক এবং বারো বৎসর অপেক্ষা কমবয়স্ক যে শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যব্যাপারে স্বীয় আচরণের প্রকৃতি ও ফল বিচার করার ও বুঝিবার জন্য আবশ্যক যথেষ্ট পক্কতা অর্জন করে নাই, তাহার সম্পাদিত কোন কার্য অপরাধ হইবে না।

ধারা ৮৪]

৮৪। **অসুস্থমনের ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কার্য।** এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর কোন কিছু অপরাধ হইবে না যিনি ঐরূপ কার্য করিবার কালে মনের অসুস্থতার কারণে উক্ত কার্যের প্রকৃতি বুঝিতে, অথবা, তিনি যাহা করিতেছেন তাহা যে অন্যায্য বা আইনের পরিপন্থী তাহা বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন।

।। টীকা ।।

১। **প্রক্রিয়া:** বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির বিচার প্রণালী, দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা [দণ্ডপ্রণালী সংহিতা, ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা] এর পরিচ্ছেদ ২৫-এ বিধৃত আছে।

২। **খুন (Murder): ৮৪ ধারামতে সুবিধা পাইবার যোগ্যতা।** পিতা পুত্রকে খুন করিয়া নৃত্য করিতে থাকেন এবং অন্যদের ভীতিপ্রদর্শন করিয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। কথিত জঘন্য অপরাধ সম্পাদনকালে অভিযুক্ত পিতা উন্মাদ ছিলেন এবং এই কারণে তিনি ৮৪ ধারা অনুসারে সুবিধা পাইতে পারেন। তাহাকে বেকসুর খালাস প্রদানান্তে উন্মাদাগারে আটক রাখা হইল [এলুকরী শঙ্করী ব. স্টেট্ অব্ অন্ধ্রপ্রদেশ, 1990 Cri L.J. 97]

৮৫। **স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য দ্বারা প্রমত্ত হওয়ার ফলে বিচারশক্তিহীন ব্যক্তির কার্য।** এরূপ কোন ব্যক্তি দ্বারা কৃত কোন কার্যাবলীর কোন কিছুই অপরাধ হইবে না যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য সম্পাদনকালে প্রমত্ত অবস্থায় থাকার ফলে ঐরূপ কার্যের প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে অক্ষম, অথবা তিনি যে এরূপ কার্য করিতেছেন যাহা অন্যায্য বা আইনের পরিপন্থী তাহা বুঝিতে অক্ষম; প্রকাশ থাকে যে, যে দ্রব্য তাঁহাকে প্রমত্ত করিয়াছিল তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল তাহার জ্ঞান ব্যতিরেকে কিংবা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

৮৬। **প্রমত্ত [মাতাল] ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত এরূপ অপরাধ যাহাতে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা জ্ঞান আবশ্যক।** যে সকল ক্ষেত্রে কোন কার্য সম্পাদন অপরাধ হয় না যদি না উহা সম্পাদিত হয় বিশেষ জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে, সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উহা করেন মাদক ব্যবহারের ফলে প্রমত্ত অবস্থায়, তাঁহাকে বিচারিত ও দণ্ডিত করা হইবে এরূপভাবে যেন তিনি প্রমত্ত না হইলে যে জ্ঞান তাঁহার থাকিত সেই একই জ্ঞান তাঁহার ছিল, যদি না যে দ্রব্য তাঁহাকে প্রমত্ত করিয়াছিল তাহা তাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে অথবা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার উপর প্রযুক্ত হইয়াছিল।

৮৭। **মৃত্যু বা গুরুতর জখম ঘটাইতে পারে এরূপ কার্য করার অভিপ্রায় বর্জিত এবং মৃত্যু বা গুরুতর জখম ঘটাইবার সম্ভাবনাপূর্ণ বলিয়া জানা যায় না, সম্মতিক্রমে এরূপ কার্যের সম্পাদন।** যাহা মৃত্যু বা গুরুতর জখম ঘটাইবার উদ্দেশ্যে করা হয় না এবং ঐরূপ কার্য যিনি করেন তিনি যাহা মৃত্যু বা গুরুতর জখম ঘটাইতে পারে বলিয়া জানেন না তাহার কোন কিছু এই কারণে অপরাধ হইবে না যে ইহা ক্ষতির সংসাধন করিতে পারে, অথবা, আঠারো বৎসরের অধিক বয়স্ক যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত ক্ষতির মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি কর্তৃক অভিপ্রেত, যে ব্যক্তি উক্ত ক্ষতির মধ্যে পড়িতে থাকে বা বিবক্ষিত সম্মতি দিয়াছেন; অথবা উক্ত ক্ষতি সংসাধনকারী ব্যক্তি জানেন যে উহা এরূপ যে কোন ব্যক্তির ক্ষতি করিতে পারে যে ব্যক্তি ঐ ক্ষতির ঝুঁকি লইতে সম্মত হইয়াছেন।

দৃষ্টান্ত

ক এবং প আমোদ-প্রমোদের জন্য অসি-ক্রীড়ায় লিপ্ত হইতে চুক্তি করেন। এই চুক্তি এই অর্থ প্রকাশ করে যে এইরূপ অসিযুদ্ধ করার সময় বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতিরেকে প্রত্যেক পক্ষের যে ক্ষতি হইতে পারে তাহাতে তাঁহারা সম্মতি দিয়াছেন ; এবং নিয়মভঙ্গ না করিয়া খেলিতে থাকাকালে ক যদি প-কে আঘাত করেন তাহা হইলে ক কোন অপরাধ করেন না।

৮৮। **ব্যক্তির সুবিধা সৃষ্টির জন্য সম্মতি গ্রহণান্তে সরল বিশ্বাসে কৃত এরূপ কার্য, মৃত্যু ঘটানো যাহার অভিপ্রায় ছিল না।** কোন কিছু যাহা মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে করা হয় না তাহা এই কারণে অপরাধ হইবে না যে ইহা ক্ষতি করিতে পারে, অথবা ঐ কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি সেই ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে উহা করেন নাই অথবা উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি জানেন যে উহা সেই ব্যক্তির ক্ষতি করিতে পারে যাহার হিতার্থে সরল বিশ্বাসে উহা কৃত হয় এবং যে ব্যক্তি ঐ ক্ষতিভোগ করিতে বা ঐ ক্ষতির ঝুঁকি লইতে ব্যক্ত বা বিবক্ষিত সম্মতি দিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত

জনৈক শল্য চিকিৎসক ক, কোন বিশেষ অস্ত্রোপচার গ-এর, যিনি বেদনাদায়ক ব্যধিতে ভুগিতেছেন, মৃত্যু ঘটাইতে পারে জানিয়া, কিন্তু গ-এর মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় ব্যতিরেকে, এবং সরল বিশ্বাসে গ-এর কল্যাণ করিবার উদ্দেশ্যে, গ-এর সম্মতিক্রমে, গ-এর উপর অস্ত্রোপচার করেন। ক কোন অপরাধ করেন নাই।

৮৯। **শিশু বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির হিতার্থে অভিভাবক কর্তৃক বা অভিভাবকের সম্মতিক্রমে সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কার্য।** কোন কিছু যাহা দ্বাদশ বৎসরের কম বয়সের ব্যক্তির কিংবা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির হিতার্থে অভিভাবক অথবা উক্ত ব্যক্তির বিধিসম্মত দায়িত্বে থাকা অন্য ব্যক্তি কর্তৃক অথবা ঐরূপ ব্যক্তির ব্যক্ত বা বিবক্ষিত সম্মতিক্রমে সরল বিশ্বাসে কৃত হয় তাহা এই কারণে অপরাধ হইবে না যে ইহা উক্ত ব্যক্তির ক্ষতি করিতে পারে, অথবা ঐরূপ কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত ব্যক্তির ক্ষতি সংসাধন অভিপ্রেত অথবা উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি ইহা জানিতেন যে উহা উক্ত ব্যক্তির ক্ষতি করিতে পারে : প্রকাশ থাকে যে—

অনুবিধিসমূহ। প্রথমতঃ। যে এই ব্যতিক্রম ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটানোয় অথবা মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইবে না ;

দ্বিতীয়তঃ।- যে এই ব্যতিক্রম এরূপ কোন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইবে না যাহা উক্ত কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি, মৃত্যুতে বা গুরুতর জখমে বাধাদান ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অথবা কোন গুরুতর ব্যধি বা অসক্ষমতার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া জানেন ;

ধারা ৯০]

তৃতীয়তঃ।- যে এই ব্যতিক্রম সম্প্রসারিত হইবে না স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে [স্বতস্ফূর্তভাবে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে] গুরুতর জখম ঘটানোর ক্ষেত্রে, অথবা গুরুতর জখম ঘটানোর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে, যদি না ইহা করা হয় মৃত্যুতে বা গুরুতর জখমে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে অথবা কোন গুরুতর ব্যাধি বা অসক্ষমতার চিকিৎসায়;

চতুর্থতঃ।- যে এই ব্যতিক্রম কোন অপরাধকে সাহায্য বা সমর্থন করার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইবে না, যে অপরাধ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ইহা সম্প্রসারিত হইবে না।

দৃষ্টান্ত

ক তাঁহার শিশুর কল্যাণার্থে সরল বিশ্বাসে তাহার শিশুর সম্মতি ব্যতিরেকে, প্রস্তর খণ্ড বাহির করিবার জন্য শল্য চিকিৎসক দ্বারা, তাহার দেহে অস্ত্রোপচার করান ইহা জানিয়া যে ঐ অস্ত্রোপচার উক্ত শিশুর মৃত্যু ঘটাইতে পারে কিন্তু তিনি ঐরূপ করেন উক্ত শিশুর মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে। ক এই ব্যতিক্রমের মধ্যে রহিয়াছেন যেহেতু তাঁহার উদ্দেশ্যে ছিল চিকিৎসা দ্বারা শিশুটিকে ব্যাধি মুক্ত করা।

৯০। সম্মতি যাহা ভীতি বা ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া জানা আছে। কোন সম্মতি এই সংহিতার কোন ধারার দ্বারা উদ্দিষ্ট সম্মতি হইবে না, যদি ঐরূপ সম্মতি কোন ব্যক্তিকর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ হইবার ভয়ে অথবা তথ্যসম্বন্ধী ভ্রান্ত ধারণাবশে প্রদত্ত হয়, এবং যদি ঐরূপ কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি জানেন যে, অথবা তাঁহার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ঐরূপ ভীতি বা ভ্রান্ত ধারণাবশে ঐরূপ সম্মতি প্রদত্ত হইয়াছে।

বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির সম্মতি।—যদি উক্ত সম্মতি প্রদত্ত হয় এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক যিনি, মনের অসুস্থতা বা প্রমত্ততা হেতু, যাহাতে তিনি সম্মতি দিতেছেন তাহার প্রকৃতি ও ফল বুঝিতে অক্ষম হয়েন; অথবা

শিশু কর্তৃক প্রদত্ত সম্মতি।—প্রসঙ্গ হইতে ভিন্নরূপ প্রতীয়মান না হইলে, যদি উক্ত সম্মতি প্রদত্ত হয়, এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক যাহার বয়স দ্বাদশ বৎসরের নিম্নে।

৯১। ক্ষতি সংসাধিত না হইলে যে সকল কার্য অপরাধ তাহা অপসারণ [Exclusion of acts which are offences independently of harm caused]। ৮৭, ৮৮ এবং ৮৯ ধারাসমূহের ব্যতিক্রম সেই সকল কার্যের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয় না যে সকল কার্য অপরাধ হইবে ক্ষতিকারক না হইলেও বা যাহা সম্মতিপ্রদানকারী ব্যক্তির অথবা সেই ব্যক্তির, যাহা অনুকূলে সম্মতি প্রদত্ত হইয়াছে, ক্ষতি করার জন্য অভিপ্রেত বা ক্ষতি করিবার সম্ভবনাপূর্ণ বলিয়া পরিজ্ঞাত।

দৃষ্টান্ত

গর্ভপাত ঘটানো (যদি না সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকটিব জীবন রক্ষার্থ সরল বিশ্বাসে উহা কৃত হয়) একটি অপরাধ উহা স্ত্রীলোকটির কোন ক্ষতি না করিলেও বা উহাদ্বারা স্ত্রীলোকটির

কোন ক্ষতি সংসাধনের অভিপ্রায় না থাকিলেও। সুতরাং, এইরূপ "ক্ষতি হওয়ার কারণে" ইহা একটি অপরাধ নহে ; এবং এইরূপ গর্ভপাত ঘটানোয় স্ত্রীলোকটির বা তাঁহার অভিভাবকের সম্মতি উক্ত কার্য সমর্থন করে না।

॥ টীকা॥

সাধারণ ব্যতিক্রমের ব্যতিক্রম। বর্তমান ধারাটি ৮৭, ৮৮ ও ৮৯ ধারায় বিধৃত সাধারণ ব্যতিক্রমের একটি ব্যতিক্রম। ক্ষতি সংসাধিত না হইলেও যদি কোন কার্য অপরাধ হয়, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিবে প্রদত্ত সম্মতি।

৯২। **সম্মতি ব্যতিরেকে ব্যক্তি বিশেষের হিতার্থে সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম** [Act done in good faith for benefit of a person without consent]। কোন কিছুই অপরাধ হইবে না এই কারণে যে ইহা এরূপ কোন ব্যক্তির ক্ষতি করিয়াছে যাহার হিতার্থে সরল বিশ্বাসে উহা কৃত হইয়াছে, এমন কি উক্ত ব্যক্তির সম্মত্তি ব্যতিরেকেও, যদি পরিস্থিতি এইরূপ হয় যে উক্ত ব্যক্তির পক্ষে সুবিধা সৃষ্টিকারী কৃত্য বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করা অসম্ভব, অথবা যদি উক্ত ব্যক্তি উহাতে সম্মতিপ্রদান করিতে অক্ষম হয়েন, এবং তাঁহার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন অভিভাবক কিংবা অন্য ব্যক্তি যদি না থাকিয়া থাকেন যাঁহার নিকট হইতে যথাকালে সম্মতি গ্রহণ করা সম্ভব: প্রকাশ থাকে যে—

অনুবিধি: প্রথমতঃ।- যে এই ব্যতিক্রম ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটানোয়, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টায় সম্প্রসারিত হইবে না ;

দ্বিতীয়তঃ।- যে এই ব্যতিক্রম সম্প্রসারিত হইবে না এমন কিছু সম্পাদনে যাহা ঐরূপ কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া জানেন মৃত্যু বা গুরুতর জখমে বাধা প্রদান অথবা কোন গুরুতর পীড়া বা অক্ষমতার চিকিৎসা ব্যতীত অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে ;

তৃতীয়তঃ।- যে এই ব্যতিক্রম সম্প্রসারিত হইবে না স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে জখম করায়, অথবা জখম করার চেষ্টায়, মৃত্যু বা জখমে বাধাদান ব্যতীত অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে ;

চতুর্থতঃ।- এই ব্যতিক্রম সম্প্রসারিত হইবে না কোন অপরাধের অপোৎসাহনে, যে অপরাধের সম্পাদনে উহা সম্প্রসারিত হইবে না।

দৃষ্টান্ত

প অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া অচেতন হইয়া যান। জনৈক শল্য চিকিৎসক, ক, দেখিতে পান যে ডাক্তারি করাত বা তুরপুন দিয়া তাঁহার মাথার খুলিতে ছিদ্র করা দরকার ক, প-এর মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় না করিয়া, এবং সরল বিশ্বাসে, প-এর হিতার্থে, প নিজের জন্য বিচার করার শক্তি পুনঃপ্রাপ্তির পূর্বে, উক্তরূপ ছিদ্র করেন। ক কোন অপরাধ করেন নাই।

(খ) একটি ব্যাঘ্র প-কে ধরিয়া লইয়া যায়। ক বাঘটির উদ্দেশ্যে গুলি নিক্ষেপ করেন ইহা অবগত থাকিয়া যে ইহা সম্ভব যে ঐরূপ গুলি বর্ষণ প-কে হত্যা করিতে পারে

ধারা ৯৩]

কিন্তু প-কে হত্যা করার অভিপ্রায় না করিয়া, এবং সরল বিশ্বাসে প-এর কল্যাণ কামনা করিয়া তিনি ঐরূপ করেন। ক-এর গুলি প-কে মারাত্মকভাবে আহত করে। ক কোন অপরাধ করেন নাই।

(গ) জনৈক শল্য চিকিৎসক ক একটি শিশুকে দুর্ঘটনায় পড়িতে দেখেন যে দুর্ঘটনা মারাত্মক হইতে পারে যদি না অবিলম্বে অস্ত্রোপচার করা হয়; উক্ত শিশুর অভিভাবককে জানাইবার সময় নাই। সরল বিশ্বাসে শিশুটির হিতার্থে, শিশুটির সনির্বন্ধ অনুরোধ [মিনতি] সত্ত্বেও ক উক্ত অস্ত্রোপচার করেন। ক কোন অপরাধ করেন নাই।

(ঘ) আগুন ধরিয়া গিয়াছে এরূপ একটি বাড়িতে ক একটি শিশু প সহ আছেন। নিম্নে অবস্থানকারী লোকেরা একটি কম্বল ধরে, ক, উক্ত বাড়ির শীর্ষ হইতে শিশুটিকে নিম্নে নিক্ষেপ করেন ইহা জানিয়া যে ঐরূপ পতনের ফলে শিশুটির মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু শিশুটিকে হত্যা করার অভিপ্রায় না করিয়া এবং সরল বিশ্বাসে শিশুটির হিত কামনা করিয়া তিনি ঐরূপ করেন। এখানে ঐরূপ পতনের ফলে শিশুটির মৃত্যু হইলেও ক কোন অপরাধ করে নাই।

ব্যাখ্যা।— ৮৮, ৮৯ এবং ৯২ ধারাসমূহের অর্থের মধ্যে কেবল আর্থিক সুবিধা নহে।

৯৩। **সরল বিশ্বাসে সংবাদ প্রদান** [Communication made in good faith]। যদি কোন ব্যক্তির সুবিধার জন্য সরল বিশ্বাসে তাঁহাকে কোন সংবাদ প্রদান করা হয় তাহা হইলে যাহাকে ঐরূপ সংবাদ প্রদান করা হইল তাঁহার কোন ক্ষতি হওয়ার কারণে ঐরূপ সংবাদ প্রদান অপরাধ হইবে না।

দৃষ্টান্ত

জনৈক শল্যচিকিৎসক ক সরল বিশ্বাসে তাঁহার রোগীকে জানান যে তিনি বাঁচিবেন না। যৎপরোনাস্তি বিহ্বলতাদায়ক আকস্মিত আঘাত [অভিঘাত] প্রাপ্তির ফলে ঐ রোগীর মৃত্যু ঘটে। ক কোন অপরাধ করেন নাই, যদিও তিনি জানিতেন যে ঐরূপ জানানোর ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে।

৯৪। **ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা কোন ব্যক্তিকে যে কার্য করিতে বাধ্য করা হয়** [Acts to which a person is compelled by threats]। খুন এবং রাষ্ট্রবিরোধী যে সকল অপরাধের জন্য মৃত্যু দন্ড হয় তাহা ব্যতিরেকে, কোন কিছুই অপরাধ হইবে না যাহা কোন ব্যক্তি ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়া করেন, যাহা উহা করিবার সময়, সঙ্গতভাবে এই আশঙ্কার সৃষ্টি করে যে অন্যভাবে তাৎক্ষণিক মৃত্যুই হইবে উহার ফল: অবশ্য যদি যে ব্যক্তি ঐ কার্য করেন তিনি নিজ হইতে অথবা তাৎক্ষণিক মৃত্যু অপেক্ষা কম কোন ক্ষতির সঙ্গত আশঙ্কা হইতে, নিজেকে এরূপ অবস্থায় উপস্থাপন করেন নাই যদ্দ্বারা তিনি ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা ১।— কোন ব্যক্তি যিনি নিজ হইতে, অথবা প্রহৃত হইবার ভয়ের কারণে, কোন ডাকাত-দলে তাহাদের চরিত্র অবগত থাকিয়া যোগদান করেন, তিনি এই ব্যতিক্রমের

ধারা ৯৫]

সুবিধা পাইবেন না এই কারণে যে তিনি, আইনতঃ অপরাধ এরূপ কার্য সম্পাদন করিতে তাঁহার সঙ্গীদের দ্বারা বাধ্য হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা ২।— কোন ব্যক্তি একদল ডাকাত কর্তৃক বন্দী হইয়া এবং তাৎক্ষণিক মৃত্যু ভয় দ্বারা বাধ্য হয় এরূপ কার্যের সংসাধন করিতে যাহা আইনতঃ অপরাধ ; যেমন কোন কর্মকারকে বাধ্য করা হইল তাঁহার যন্ত্রপাতি লইয়া কোন বাড়ির দরজা ভাঙিয়া ফেলিতে যাহাতে ডাকাতরা প্রবেশ করিতে ও লুণ্ঠনকার্য চালাইতে পারে, এখানে উক্ত কর্মকার এই ব্যতিক্রমের সুবিধা পাইবে।

৯৫। সামান্য ক্ষতি সংসাধক কার্য [Act causing slight harm]। কোন কিছু অপরাধ হইবে না এই কারণে যে ইহা কোন ক্ষতি সংসাধন করে অথবা ইহা কোন ক্ষতি সংসাধনের উদ্দেশ্যে করা হয় অথবা ইহা ক্ষতি করিতে পারে বলিয়া জানা আছে, যদি ঐ ক্ষতি এত সামান্য হয় যে সাধারণ অনুভূতি ও মানসিক ধাতের [মেজাজের] কোন ব্যক্তি ঐরূপ ক্ষতির অভিযোগ করিবেন না।

॥ টীকা ॥

১। **মন্তব্য।** আইন তুচ্ছ বা কিঞ্চিন্মাত্র [যৎকিঞ্চিৎ] বিষয়ের হিসাব লয় না [De minimis non curat lex] - এই প্রবচন (Maxim) টিই হইল বর্তমান ধারাটির ভিত্তি।

২। **ক্ষতি (Harm)** । দৈহিক আঘাত প্রদান বা আহত করা (physical injury) এই অভিব্যক্তিটির মধ্যে পড়ে [ভিদা মেনেজেস্ ব. ইউসুফ খাঁ, AIR 1966 SC 1773]।

৩। **সাধারণ চেতনার [বোধের, অনুভূতির, বোধশক্তির] ও প্রকৃতির [শারীরিক বা মানসিক ধাতের, মেজাজের] ব্যক্তি** (Person of ordinary sense and temper)· অভিযোগকারী যে শ্রেণীভুক্ত সেই শ্রেণী হইতে ঐরূপ ব্যক্তিকে লওয়া আবশ্যক।

আত্মরক্ষার অধিকার বিষয়ে

৯৬। আত্মরক্ষার্থ কৃত কর্ম [Things done in private defence]। আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগে কৃত কোন কিছু অপরাধ নহে।

॥ টীকা ॥

১। **আত্মরক্ষার অধিকার।** অভিযুক্ত ব্যক্তির দেহে কোন আঘাত লাগে নাই, তাহার দেহের কোনও স্থানে কোন ক্ষত নাই কিন্তু সে বাছবিচারহীন ভাবে [এলোমেলো ভাবে] গুলি চালাইয়া একজনকে হত্যা ও দুইজনকে আহত করিয়াছে ; অন্যদিকে, তাহার পক্ষের অন্যদের আঘাত যৎসামান্য, একপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার আত্মরক্ষার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে [মদন মোহন পাণ্ডে ব. স্টেট্ অব্ ইউ. পি. 1991 Cri. L. J. 46?]

২। **আত্মরক্ষার অধিকার** (Right of self-defence): অভিযুক্ত পক্ষের যেখানে অস্থিভঙ্গ হইয়াছে সেখানে দেখা যাইতেছে যে অভিশংসন সাক্ষীগণের দেহের ক্ষত অত্যন্ত সাধারণ প্রকৃতির। এই ব্যাপারে অভিশংসন কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি সন্দেহের সুবিধা (benefit of doubt) ও বেকসুর খালাস পাইবেন [মহিন্দার সিং ও অন্যান্য ব. স্টেট্ অব্ পাঞ্জাব, 1990 Cri L. J. NOC 4 (P&H)]

৯৭। **ব্যক্তিগত দেহ ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার** [Right of private defence of the body and of property]। ৯৯ ধারায় বিধৃত অনতিক্রম্য গণ্ডি সাপেক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে রক্ষা করার—

প্রথমতঃ।— তাঁহার নিজ দেহ, এবং অন্য কোন ব্যক্তির দেহ, মনুষ্যদেহের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী যে কোন অপরাধের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়তঃ।— সম্পত্তি, তাহা অস্থাবর বা স্থাবর যাহাই হউক না কেন তাঁহার নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির অপরাধমূলক যে কোন কার্যের বিরুদ্ধে, যে অপরাধমূলক কার্য চুরি, দস্যুতা [ডাকাতি, লুণ্ঠন, অপহরণ], ক্ষতি অথবা অপরাধমূলক সীমা লঙ্ঘন-এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে অথবা যাহা চুরি, দস্যুতা, ক্ষতি বা অপরাধমূলক সীমালঙ্ঘন করার প্রচেষ্টা।

॥ টীকা ॥

১। **আক্রমণকারী কি আত্মরক্ষার ওজর তুলিতে পারে?** আঘাতপ্রাপ্ত যেখানে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কিছু করিয়াছে সেখানেও আক্রমণকারী আত্মরক্ষার (private defence-এর) ওজর তুলিতে পারেন না। আইন কদাপি ইহা চাহে না যে কোনও ব্যক্তি অসঙ্গতভাবে অন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিবে [ভাস্করন নায়ার ওরফে ভাজি ব. স্টেট্ অব্ কেরালা, 1991 Cri, L. J. 23]

২। **আত্মরক্ষার অধিকার।** মৃত ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির ভ্রাতা। সে হস্তে একটি লৌহদণ্ড আন্দোলিত করিতে করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির গৃহ-সম্মুখে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে যে সে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি কাটারি হাতে লইয়া বাড়ির বাহিরে আইসে এবং কাটারি দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে অভ্যাঘাত করিতে থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে মৃত ব্যক্তিই আক্রমণকারী। *রায়: অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন* [যদু বেহেরা ব. স্টেট্, 1990 Cri. L. J. 817 (Orissa)]।

৯৮। **অসুস্থ মানসিকতার ব্যক্তি, ইত্যাদির, কার্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার** [Right of private defence against the act of a person of unsound mind, etc.]। যখন কোন কার্য, যাহা অন্যভাবে কোন নির্দিষ্ট অপরাধ হইত, ঐ প্রকার অপরাধ নহে যে ব্যক্তি উক্ত কার্য সম্পাদন করিতেছেন তাঁহার নাবালকত্ব, জ্ঞানবুদ্ধির অপক্কতা, অসুস্থ

ধারা ৯৯]

মানসিকতা অথবা প্রমত্ততা নিবন্ধন অথবা উক্ত ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা নিবন্ধন, তখন ঐ কার্যের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মরক্ষার সেই একই অধিকার থাকিবে ঐ কার্য ঐরূপ অপরাধ হইলে যে অধিকার তাঁহার থাকিত।

দৃষ্টান্ত

(ক) পাগলামির প্রভাবে প ক-কে হত্যা করিতে চেষ্টিত হয়; প কোন অপরাধ করে নাই। কিন্তু প সুস্থমনের ব্যক্তি হইলে ক-এর আত্মরক্ষার যে অধিকার থাকিত, ক-এর আত্মরক্ষার সেই একই অধিকার আছে।

(খ) যে গৃহে ক-এর আইনসম্মত প্রবেশাধিকার আছে ক রাত্রিকালে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। প সরল বিশ্বাসে ক-কে সিঁদেল চোর ভাবিয়া আক্রমণ করিল। এখানে প ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া ক-কে আক্রমণ করিয়া কোন অপরাধ করে নাই। কিন্তু প যদি ঐরূপ ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হইয়া কার্য না করিত তাহা হইলে প-এর বিরুদ্ধে ক-এর আত্মরক্ষার যে অধিকার থাকিত, আত্মরক্ষার সেই একই অধিকার ক-এর আছে।

।। টীকা ।।

মন্তব্য: বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে যে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিবার জন্য যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই অধিকার প্রয়োগ করা হয় তাহার দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতা কোনও বাধা নহে।

৯৯। **যে সকল কার্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার নাই** [Acts against which there is no right of private defence]। এরূপ কোন কার্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার নাই যাহা সঙ্গতভাবে মৃত্যুর বা গুরুতর জখমের ভয় সৃষ্টি করে না যদি সরল বিশ্বাসে কার্যসম্পাদনকারী সরকারী কর্মচারী [রাজভৃত্য] তাঁহার পদাধিকারের প্রয়োগে ঐ কার্য করিয়া থাকেন বা করিতে চেষ্টিত হইয়া থাকেন, যদিও ঐ কার্য আইনতঃ যথাযথভাবে ন্যায্যতা সমন্বিত না হইতে পারে।

এরূপ কোন কার্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার নাই যাহা সঙ্গতভাবে মৃত্যুর বা গুরুতর জখমের ভয় সৃষ্টি করে না যদি সরলবিশ্বাসে তাঁহার পদাধিকারের প্রয়োগে কার্যসম্পাদনকারী সরকারী কর্মচারীর [রাজভৃত্য] নির্দেশে ঐ কার্য করা হয় বা করার চেষ্টা করা হয়, যদিও ঐ নির্দেশ আইনতঃ যথাযথভাবে ন্যায্যতাসমন্বিত না হইতে পারে।

যেক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃপক্ষ সমূহের [প্রাধিকারীসমূহের] প্রতিরক্ষার সুবিধা লওয়ার সময় আছে, সেই সকল ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার নাই।

যে সীমা পর্যন্ত ঐ অধিকার প্রয়োগ করা যায় [Extent to which the right may be exercised]। আত্মরক্ষার নিমিত্ত যে পরিমান ক্ষতি করা আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করা অবধি কখনই আত্মরক্ষার অধিকার সম্প্রসারিত হয় না।

ব্যাখ্যা ১।— সরকারী কর্মচারী [রাজভৃত্য] কর্তৃক সরকারী কর্মচারীরূপে সম্পাদিত কার্য বা যে কার্য দ্বারা করার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি আত্মরক্ষার

ধারা ১০০]

অধিকার প্রয়োগ করা হইতে বঞ্চিত হইবেন না যদি না তিনি জানেন বা তাঁহার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে ঐ কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি একজন সরকারী কর্মচারী [রাজভৃত্য]।

ব্যাখ্যা ২।— সরকারী কর্মচারী [রাজভৃত্যের] নির্দেশে সম্পাদিত কার্য বা যে কার্য করার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা হইতে বঞ্চিত হইবেন না যদি না তিনি জানেন বা তাঁহার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, যে ব্যক্তি ঐ কার্য করিতেছেন তিনি ঐরূপ নির্দেশ দ্বারা কার্য করিতেছেন, অথবা, যদি না ঐ ব্যক্তি যে প্রাধিকার অধীনে কার্য করিতেছেন তাহা বিবৃত করেন, অথবা যদি তাঁহার লিখিত প্রাধিকার থাকিয়া থাকে, যদি না, চাওয়া হইলে তিনি ঐ প্রাধিকার প্রকাশ করেন।

।। টীকা।।

আইন অবৈধ কার্যকে এবং ক্ষেত্রাধিকার বিবর্জিতভাবে লোক-ভৃত্য কর্তৃক সম্পাদিত কার্যকে সমর্থন করে না। ৯৯ ধারামতে সুরক্ষা পাইতে হইলে সম্পাদিত কার্যটি অবশ্যই বৈধ হইতে হইবে। জনৈকা মহিলাকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার পিতার হস্তে সমর্পণ করার উদ্দেশ্যে পুলিশদল রাত্রিকালে গ্রামে গিয়াছেন। পুলিশ দলের ঐরূপ কার্য পুরাপুরি ক্ষেত্রাধিকার বহির্ভূত এবং সর্বৈব অবৈধ। অভিযুক্ত গ্রামবাসীগণের পুলিশের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ বেআইনী হয় নাই বা অধিকার বহির্ভূত হয় নাই। পুলিশদল ৯৯ ধারামতে সুরক্ষা দাবি করিতে পারেন না। পুলিশদল সরল বিশ্বাসে ঐরূপ কার্য করিয়াছেন এরূপ বলা যায় না [বামজীলাল ও অন্যান্য ব. স্টেট্ অব্ রাজস্থান, 1990 Cri. L. J. 392]।

১০০। যে স্থলে নিজের দেহ রক্ষা করার অধিকার মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় [When the right of private defence of the body extends to causing of death]। পূর্ববর্তী ধারায় উল্লেখিত অনতিক্রম্য গণ্ডীসমূহের অধীনে দেহের রক্ষার অধিকার স্বতঃ স্ফূর্তভাবে আক্রমণকারীর মৃত্যু ঘটানো অথবা অন্য কোন ক্ষতি করা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়, যদি, যে অপরাধের দরুন উক্ত অধিকার প্রয়োগ করার আবশ্যকতা হয় তাহা অতঃপর বর্ণিত যে কোন বিবরণের হয়, যথা:—

প্রথমতঃ।- এরূপ অভ্যাঘাত [আক্রমণ] যাহা সঙ্গতভাবে এই শঙ্কা সৃষ্টি করে যে অন্য প্রকারে মৃত্যুই হইবে এইরূপ অভ্যাঘাতের ফল;

দ্বিতীয়তঃ।- এরূপ অভ্যাঘাত যাহা সঙ্গতভাবে এই শঙ্কা সৃষ্টি করে যে অন্যপ্রকারে গুরুতরভাবে জখম হওয়া হইবে এইরূপ অভ্যাঘাতের ফল;

তৃতীয়তঃ।- ধর্ষণের অভিপ্রায়ে অভ্যাঘাত;

চতুর্থতঃ।- অস্বাভাবিক কাম লালসার পরিতৃপ্তির অভিপ্রায়ে অভ্যাঘাত;

পঞ্চমতঃ।- অপবাহন অথবা হরণের অভিপ্রায়ে অভ্যাঘাত;

ষষ্ঠতঃ।- কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে অভ্যাঘাত, যাহা এরূপ পরিস্থিতিতে করা হয় যাহাতে সঙ্গতভাবে তাঁহার মনে এই শঙ্কা জাগরিত হয় যে তাঁহার

মুক্তির জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ সমূহের সহায়তা তিনি লইতে পারিবেন না।

ধর্ষণ [কামলালসা চরিতার্থ করার জন্য স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার]: কোন ব্যক্তির আত্মরক্ষার যে অধিকার আছে সেই অধিকার বলে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাইতে পারেন যদি উক্ত ব্যক্তি উক্ত মহিলাকে ধর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে হঠাৎ তাঁহাকে প্রবল আক্রমণ করে বা বেআইনীভাবে তাঁহার দেহে কোন আঘাত করে যাহার ফলশ্রুতিতে উক্তরূপ আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয় [মহম্মদ সফি, 36 Cri. L. J. 281]।

১০১। যে স্থলে ঐ অধিকার মৃত্যু ঘটানো ব্যতীত অন্য ক্ষতি সংসাধন অবধি সম্প্রসারিত হয় [When such right extends to causing any harm other than death]। যদি উক্ত অপরাধ পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত যে কোন একটি বিবরণের না হয়, (তাহা হইলে) দেহের রক্ষার অধিকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে আক্রমণকারীর মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় না, কিন্তু ৯৯ ধারায় উল্লেখিত অনতিক্রম্য গণ্ডীসমূহের অধীনে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আক্রমণকারীর মৃত্যু ভিন্ন যে কোন ক্ষতি সংসাধন অবধি সম্প্রসারিত হয়।

১০২। দেহকে রক্ষা করার অধিকারের প্রারম্ভ ও অবিরাম অনুবৃত্তি [Commencement and continuance of the right of private defence of the body]। অপরাধ সম্পাদনের প্রচেষ্টা অথবা অপরাধ সম্পাদনের ভীতিপ্রদর্শন হইতে যখনই দেহ সম্বন্ধীয় বিপদের সঙ্গত শঙ্কা উদ্ভূত হয়, তখনই হয় দেহকে রক্ষা করার অধিকারের প্রারম্ভ, উক্ত অপরাধ সম্পাদিত না হইলেও; এবং যতক্ষণ দেহ সম্বন্ধীয় উক্তরূপ শঙ্কা থাকিয়া যায় ততক্ষণই উক্ত অধিকার থাকিয়া যায়।

১০৩। কখন সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় [When the right of private defence of property extends to causing of death]। ৯৯ ধারায় উল্লেখিত অনতিক্রম্য গণ্ডী সমূহের অধীনে, সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যায়কারীর মৃত্যু ঘটানো বা অন্য কোন ক্ষতিসাধন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়, যদি উক্ত অপরাধ, যাহার সম্পাদন অথবা যাহার সম্পাদন প্রচেষ্টা উক্ত অধিকার প্রয়োগের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তাহা অতঃপর বর্ণিত বিবরণ সমূহের যে কোনটির অপরাধ হয়, যথাঃ—

প্রথমতঃ। দস্যুতা;

দ্বিতীয়তঃ। রাত্রিকালে সিঁদ কাটিয়া চুরি;

তৃতীয়তঃ। মনুষ্যের বাসস্থানরূপে অথবা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয় এরূপ বাড়ি, তাঁবু বা জলযানে অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া ক্ষতি সংসাধন;

চতুর্থতঃ। এরূপ পরিস্থিতিতে চুরি, ক্ষতিসাধন বা গৃহে অনধিকার প্রবেশ যাহাতে সঙ্গতভাবে

এরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি করে যে, কথিতরূপ আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ না করিলে মৃত্যু বা গুরুতর জখমই হইবে প্রতিফলন।

১০৪। **কখন, ঐরূপ অধিকার মৃত্যু ঘটানো ব্যতীত অন্য কোন ক্ষতি সংসাধন অবধি সম্প্রসারিত হয়** [When such right extends to causing of any harm other than death]। যদি ঐ অপরাধ, যাহার সম্পাদন, অথবা যাহার সম্পাদনের প্রচেষ্টা আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের কারণ ঘটায়, হয় চুরি, ক্ষতিসাধন, অথবা অপরাধমূলক সীমা লঙ্ঘন, যাহা পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত বিবরণ সমূহের কোনটির নহে, (তাহা হইলে) উক্ত অধিকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে মৃত্যু ঘটানো অবধি সম্প্রসারিত হয় না, কিন্তু, ৯৯ ধারায় উল্লেখিত অনতিক্রম্য গণ্ডী সাপেক্ষে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যায়কারীর মৃত্যু ব্যতীত যে কোন ক্ষতি করা অবধি সম্প্রসারিত হয়।

১০৫। **সম্পত্তি রক্ষার অধিকারের প্রারম্ভ ও অবিরাম অনুবৃত্তি** [Commencement and continuance of the right of private defence of property]। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার অধিকারের আরম্ভ হয় তখন যখন ঐ সম্পত্তি বিষয়ে বিপদের সঙ্গত আশঙ্কা আরম্ভ হয়। চুরির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার অধিকার চলিতে থাকে ততক্ষণ যতক্ষণ না অপরাধকারী সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করিয়াছে অথবা হয় সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের সহায়তা পাওয়া গিয়াছে অথবা সম্পত্তি উদ্ধার কৃত হইয়াছে।

দস্যুতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ততক্ষণ চলিতে থাকে যতক্ষণ অপরাধকারী কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় অথবা তাঁহাকে জখম করে অথবা অন্যায়ভাবে আটক রাখে অথবা ঐরূপ করিতে চেষ্টিত হয় অথবা যতক্ষণ তাৎক্ষণিক মৃত্যুর বা জখম হওয়ার অথবা ব্যক্তিগত ভাবে আটক থাকার ভীতি বিদ্যমান থাকে।

অপরাধমূলক সীমালঙ্ঘন বা ক্ষতিসাধনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার অধিকার চলিতে থাকে যতক্ষণ অপরাধকারী অপরাধমূলক সীমালঙ্ঘন বা ক্ষতি সম্পাদন চালাইয়া যায়।

রাত্রিকালীন সিঁদেল চুরির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার অধিকার চলিতে থাকে ততক্ষণ যতক্ষণ এইরূপ সিঁদেল চোর দ্বারা আরম্ভ-করা গৃহে অনধিকার প্রবেশ জনিত অপরাধ চলিতে থাকে।

১০৬। **সাঙ্ঘাতিক অভ্যাঘাতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার, যখন নির্দোষ ব্যক্তির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে** [Right of private defence against deadly assault when there is risk of harm to innocent person]। যদি, সঙ্গতভাবে মৃত্যু-আশঙ্কা সৃষ্টি করে এরূপ অভ্যাঘাতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের কালে অপরাধী এরূপ অবস্থায় থাকে যে তিনি নির্দোষ ব্যক্তির ক্ষতি করার ঝুঁকি না লইয়া ফলদায়কভাবে সেই অধিকার প্রয়োগ করিতে অপারগ হয়েন, (তাহা হইলে) তাঁহার আত্মরক্ষার অধিকার ঐরূপ ঝুঁকি লওয়া অবধি সম্প্রসারিত হয়।

দৃষ্টান্ত

ক উচ্ছৃঙ্খল জনতা দ্বারা আক্রান্ত হন যে উচ্ছৃঙ্খল জনতা তাঁহাকে হত্যা করিতে প্রয়াসী হয়। তিনি উক্ত উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর গুলিবর্ষণ না করিয়া তাঁহার আত্মরক্ষার অধিকার কার্যকরভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন না, এবং যে শিশুরা উক্ত উচ্ছৃঙ্খল জনতার সহিত মিশিয়া আছে তাহাদের ক্ষতি করার ঝুঁকি না লইয়া তিনি গুলিবর্ষণ করিতে পারে না। ক যদি এরূপ গুলিবর্ষণ করিয়া ঐ শিশুদের কাহারও ক্ষতি করেন, তাহা হইলে তিনি কোন অপরাধ করেন না।

পরিচ্ছেদ ৫

প্রোৎসাহন বিষয়ক

১০৭। কোন জিনিসের প্রোৎসাহন [Abetment of a thing] কোন ব্যক্তি কোন কাজের প্রোৎসাহ দেয় যদি সে

প্রথমতঃ—কোনও লোককে ঐ কাজ করিতে প্ররোচিত করে; অথবা

দ্বিতীয়তঃ—এক বা একাধিক লোকের সঙ্গে ঐ কাজ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে এবং ঐ ষড়যন্ত্র মূলে ঐ কাজ করিবার উদ্দেশ্যে কোন কিছু করা হয় বা আইনমতে করিতে বাধ্য ঐরূপ কিছু না করা হয়; অথবা

তৃতীয়তঃ—ইচ্ছাপূর্বক কোন কাজ করিয়া বা আইনমতে করিতে বাধ্য এরূপ কিছু না করিয়া ঐ কার্যের সংঘটনের সহায়তা করে।

ব্যাখ্যা ১।—যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক অপ্রকৃত ভাষণ দ্বারা অথবা কোনও প্রয়োজনীয় জিনিষ যাহা সে প্রকাশ করিতে বাধ্য তাহা গোপন রাখা দ্বারা ইচ্ছা প্রনোদিত ভাবে কোন কাজ সংঘটন করায় বা করাইতে চেষ্টা করে তবে সে ঐ কাজের প্ররোচনা দেয় বলা হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত

ক একজন সরকারী আধিকারিক। আদালতের ওয়ারেন্টের বলে তিনি ট-কে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। খ তাহা জানে এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে ক-কে বলে যে গ-ই ট, যদিও সে জানে যে, গ ট নয়। ইহার ফলে সে ইচ্ছাপূর্বক গ-এর গ্রেপ্তার সংঘটন করায়। এখানে খ গ-এর গ্রেপ্তারে প্ররোচনা দিয়াছে।

ধারা ১০৮]

ব্যাখ্যা ২।— যদি কোন ব্যক্তি কোনও কার্য সংঘটনের পূর্বে অথবা সংঘটনের সময় ঐ কার্যটি সংঘটনের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে কিছু করে এবং তাহার ফলে ঐ কার্য সংঘটনের সহায়তা হয়, তবে, সে ঐ কার্য সংঘটনেব সহায়তা করিল বলিয়া গণ্য করা হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **অশ্লীলতার [নোংরামির] প্রোৎসাহন [অপোৎসাহন, abetment]**। ব্লু ফিল্ম প্রদর্শিত হইয়াছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা দেখিয়াছে। উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সে উহা প্রদর্শন করায় নাই বা উহাব প্রদর্শনেব ব্যবস্থা করে নাই। সুতরাং সে প্রোৎসাহক [অপোৎসাহক, abettor]নহে [ডঃ বি. রোজাইয়া ব. স্টেট অব্ অন্ধ্রপ্রদেশ, 1991 Cri. L.J. 189]।

২। **আত্মহত্যার প্রোৎসাহন** (Abetment)**: প্রোৎসাহন অপরাধের প্রকৃতি বা স্বরূপ**। যাহা প্রোৎসাহিত করা হইতেছে তাহা যদি অপরাধ হয় তাহা হইলে প্রোৎসাহন একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র অপরাধ। যে অপবাধ প্রোৎসাহিত কবা হইতেছে তাহার সম্পাদনের উপর প্রোৎসাহন প্রতিষ্টিত নহে। পৃথক ভাবেই ইহা একটি অপরাধ [গুরুবচন সিং ব. সত্পাল সিং, AIR 1990 SC 209 : 1990 Cri L. J. 562 : 1990 Cri. L. R. (SC) 100 : (1990). 1. SCC 445,, 448 : 1990 SCC (Cri) 151]।

১০৮। **প্রোৎসাহক [অপোৎসাহক]** (Abettor)। যদি কোন ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের প্রোৎসাহন দেয় অথবা, এমন কোন কাজের প্রোৎসাহন দেয় যাহা প্রোৎসাহকের যেরূপ জ্ঞান বা উদ্দেশ্য আছে সেইরূপ জ্ঞান বা উদ্দেশ্য লইয়া আইনমত ভাবে অপরাধ করিতে অপারগ নয় এরূপ কোন ব্যাক্তি কবিলে অপরাধ হইবে, তবে ঐ ব্যক্তি ঐ অপরাধের প্রোৎসাহন দিল বলা হইবে।

ব্যাখ্যা ১।— যে কাজ না করা কাহারও পক্ষে বেআইনী সেরূপ ব্যক্তিকে ঐ কাজ না করিতে প্রোৎসাহ দেওয়া অপরাধ হইবে যদিও প্রোৎসাহকেব নিজের ঐ কাজ করিবার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা না থাকিতে পারে।

ব্যাখ্যা ২।— প্রোৎসাহনের অপরাধ পরিপূর্ণ হইবার পক্ষে প্রোৎসাহিত কার্যটির সংঘটন যে রূপ ফল হইলে মূল অপরাধ সংঘটিত হইবে সেরূপ ফল হওয়া প্রয়োজনীয় নহে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক গ-কে খুন করার জন্য খ-কে প্ররোচনা দেয় কিন্তু খ অস্বীকার করে। ক খ-কে খুন করাব প্ররোচনা দিবার অপরাধে অপরাধী।

(খ) ক ঘ-কে খুন করার জন্য খ-কে প্ররোচনা দেয়। ইহার ফলে খ ঘ-কে ছোরা দ্বারা আঘাত করে কিন্তু ঘ আরোগ্য লাভ করে। ক খুন করার জন্য খ-কে প্ররোচনা দিবার অপরাধে অপরাধী।

ব্যাখ্যা ৩।— যাহাকে অপরাধ করিতে প্রোৎসাহিত করা হইল তাহার পক্ষে ঐ অপরাধ করিতে আইনগত ভাবে সমর্থ হওয়া অথবা প্রোৎসাহকের যেরূপ অপরাধমূলক জ্ঞান বা উদ্দেশ্য আছে সেইরূপ জ্ঞান বা উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজনীয় নহে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক কোন শিশুকে অথবা পাগলকে কোন কাজ করিতে প্ররোচিত করে যে কাজ আইনগতভাবে অপরাধ করিতে সমর্থ কোন ব্যক্তি যদি ক-এর যেরূপ উদ্দেশ্য আছে সেইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া করে তবে অপরাধ হইবে। এ ক্ষেত্রে কার্যটি সংঘটিত হউক বা না হউক, ক ঐ অপরাধে প্রোৎসাহ দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হইবে।

(খ) ক ট-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে একটি সাত বৎসর অপেক্ষা কম বয়স্ক শিশু খ-কে এমন কোন কাজ করিতে প্ররোচিত করে যাহার ফলে ট-এর মৃত্যু হয়। এই প্ররোচনার ফলে খ ক-এর অনুপস্থিতিতে সেই কাজটি করে এবং ইহার ফলে ট-এর মৃত্যু হয়। এখানে যদিও আইন অনুসারে খ কোন অপরাধ করিতে অসমর্থ তবুও খ যদি অপরাধ করিতে সমর্থ হইত এবং হত্যার অপরাধ করিত তাহা হইলে ক-এর যেরূপ শাস্তি হইতে পারিত খ-এর সেইরূপ শাস্তি হইবে অর্থাৎ সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য।

(গ) ক খ-কে কোন বাসগৃহে আগুন লাগাইবার জন্য প্ররোচিত করে। খ মানসিক অসুস্থতার জন্য তাহার কার্যটির স্বরূপ বুঝিতে অথবা সে যে কোন বেআইনী কাজ করিতেছে এরূপ বুঝিতে অক্ষমতার দরুন ক-এর প্ররোচনামূলে ঘরটিতে আগুন লাগায়। এখানে খ-এর কোন অপরাধ হয় নাই কিন্তু ক ঘরে আগুন লাগাইবার প্ররোচনা দিবার অপরাধে অপরাধী এবং ঐ অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডনীয়।

(ঘ) ক চুরির অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে খ-কে ট-এর সম্পত্তি ট-এর দখলের বাহিরে লইয়া যাইতে প্ররোচিত করে। ক খ-কে বুঝায় যে সম্পত্তিটি ক-এর। খ সম্পত্তিটিকে ক-এর সম্পত্তি মনে করিয়া উহাকে সরল বিশ্বাসে ট-এর অধিকারের বাহিরে লইয়া যায়। এক্ষেত্রে যেহেতু সে ভুল বিশ্বাসের বশে কাজ করিতেছিল অতএব সে অসৎভাবে সম্পত্তিটি লয় নাই এবং চুরির অপরাধে অপরাধী নহে। কিন্তু ক চুরির অপরাধ সম্পাদনে প্ররোচনা প্রদানের অপরাধে অপরাধী এবং খ চুরির অপরাধ করিলে ক-এর যে প্রকার শাস্তি হইতে পারিত এ-ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে।

ব্যাখ্যা ৪।— যেহেতু অপরাধের প্রোৎসাহন দেওয়া একটি অপরাধ, সেইহেতু এইরূপ প্রোৎসাহনে প্রোৎসাহ দেওয়াও অপরাধ।

দৃষ্টান্ত

ক খ-কে ট-কে খুন করিবার জন্য গ-কে প্ররোচনা দিবার জন্য প্ররোচিত করে। ইহার ফলে খ গ-কে ট-কে খুন করার জন্য প্ররোচিত করে এবং গ অপরাধটি করে। খ তাহার অপরাধের জন্য খুন করার অপরাধের দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং যেহেতু ক খ-কে ঐ অপরাধ করিবার প্ররোচনা দিয়াছিল সেইহেতু ক-ও অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ধারা ১০৮ ক]

ব্যাখ্যা ৫।— ষড়যন্ত্র মূলে অপরাধের সহযোগিতার ক্ষেত্রে যে অপরাধটি করে তাহার সহিত প্রত্যক্ষ সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে না। যদি সে ষড়যন্ত্রে যোগ দেয় এবং এইরূপ ষড়যন্ত্রের ফলে অপরাধটি সংঘটিত হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

ক খ-এর সঙ্গে ট-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে। এইরূপ ঠিক হয় যে, ক বিষ প্রয়োগ করিবে। খ তখন গ-এর নিকট পরিকল্পনাটি ব্যক্ত করে কিন্তু ক-এর নাম উল্লেখ না করিয়া বলে যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি বিষ প্রয়োগ করিবে। গ বিষ সংগ্রহ করিতে স্বীকৃত হয় এবং বিষ সংগ্রহ করিয়া খ-কে দেয় যাহাতে পরিকল্পনামত উহার ব্যবহার হইতে পারে। ক বিষ প্রয়োগ করে এবং ইহার ফলে ট-এর মৃত্যু হয়। এখানে যদিও ক এবং গ একত্রে ষড়যন্ত্র করে নাই তথাপি গ সেই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছে যাহার ফলে খুন হইয়াছে। গ এই ধারাতে বর্ণিত অপরাধ করিয়াছে এবং সে হত্যা অপরাধের দণ্ডে দণ্ডযোগ্য।

১০৮ ক। **ভারতে ভারতের বাহিরের অপরাধের প্রোৎসাহন** (Abetment in India of offences outside India)। এই সংহিতার অর্থের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ প্রোৎসাহিত করেন যিনি, ভারতে, ভারতের বহির্দেশে ভারতের নাগালের বাহিরে এরূপ কার্যের সম্পাদন প্রোৎসাহিত করেন যাহা ভারতে সম্পাদিত হইলে অপরাধ হইত।

ভারতে ক গোয়ার বিদেশী খ-কে গোয়াতে একটি খুন করিতে প্ররোচিত করে। ক খুন প্রোৎসাহিত করার অপরাধে অপরাধী।

১০৯। প্রোৎসাহনের দণ্ড, যদি প্রোৎসাহনের ফলে প্রোৎসাহিত কার্য সম্পাদিত হয় এবং যেখানে ইহার দণ্ডের নিমিত্ত কোন অভিব্যক্ত বিধান নাই [Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment]। যে কেহ কোন অপরাধ প্রোৎসাহিত করে, সে, ঐরূপ প্রোৎসাহনের ফলে যদি প্রোৎসাহিত কার্য সম্পাদিত হয়, এবং এরূপ প্রোৎসাহনের জন্য এই সংহিতা দ্বারা দণ্ডের কোন অভিব্যক্ত বিধান যদি না দেওয়া থাকে, তবে ঐ অপরাধের জন্য যে দণ্ডর ব্যবস্থা আছে সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা।— প্রোৎসাহনের ফলে কোন কার্য অথবা অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে বলা হইবে, যখন ঐরূপ প্ররোচনার ফলে, অথবা ঐ ষড়যন্ত্রের অনুসরণে উহা কৃত হয়, অথবা সেই সহায়তা দ্বারা উহা কৃত হয় যাহা ঐ প্রোৎসাহন গঠন করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, রাজভৃত্য খ-কে, খ-এর সরকারী কাজকর্মের সম্পাদনে ক-কে কিছু আনুকূল্য

প্রদর্শনের জন্য পুরস্কার হিসাবে উৎকোচ দিতে চাহে। খ ঐ উৎকোচ গ্রহণ করে। ক ১৬১ ধারায় সজ্ঞায়িত অপরাধ প্রোৎসাহিত করিয়াছে।

(খ) মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ক খ-কে প্ররোচিত করে। এইরূপ প্ররোচনার ফলে খ ঐ অপরাধ সম্পাদন করে। ক ঐ অপরাধ প্রোৎসাহনের অপরাধে অপরাধী, এবং খ-এর ন্যায় একই দণ্ডে সে দণ্ডিত হইতে পারে।

(গ) প এর উপর বিষ প্রয়োগ করার জন্য ক ও খ ষড়যন্ত্র করে। ক ঐ ষড়যন্ত্র অনুসরণ করিয়া বিষ সংগ্রহ করে এবং খ-কে উহা অর্পণ করে যাহাতে সে উহা প-এর উপর প্রয়োগ করিতে পারে। ঐ ষড়যন্ত্র অনুসরণ করিয়া খ, ক-এর অনুপস্থিতিতে, গ-এর উপর উক্ত বিষ প্রয়োগ করে এবং ঐ ভাবে প-এর মৃত্যু ঘটায়। এখানে খ খুনের অপরাধে অপরাধী। ক, ষড়যন্ত্র দ্বারা ঐ অপরাধ প্রোৎসাহিত করার অপরাধে অপরাধী এবং খুনের দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

॥ আচার (Practice) ॥

প্রক্রিয়া। এই ধারার অধীনে দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধের ঘটনা কোন আদালত বিচারার্থে গ্রহণ করিবেন না যদি না সরকারের আদেশানুসারে অভিযোগ আনীত হয়। দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৬(১) ধারা দ্রঃ।

অভিযোগ গঠন। অভিযোগ (charge)নিম্নলিখিত ভাবে লিখিত হইতে পারে:

আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও পদ ইত্যাদি] আপনার....বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ গঠন করিতেছি:

যে, ক খ [সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কে তাহা জানা না থাকিলে এইরূপে লিখুন: জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি] বিগত.......তারিখে.....স্থানে......অপরাধ সম্পাদন করিয়াছে এবং আপনি.....স্থানে কথিত......অপরাধ সম্পাদনে কথিত ক খ-এর প্রোৎসাহক [অপোৎসাহক] হইয়াছিলেন, যে অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছিল আপনার প্রোৎসাহন [অপোৎসাহন] এর ফলশ্রুতিতে এবং যে ঐরূপ কর্ম সম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১০৯ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন এবং উহা আমি বিচারার্থ গ্রহণ করিয়াছি [অথবা দণ্ডসত্র কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য]। এবং আমি উক্ত অভিযোগ কথিত আদালত কর্তৃক/ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আপনার বিচারের নির্দেশ দিতেছি।

প্রোৎসাহক [অপোৎসাহক](abettor)অপরাধ সম্পাদনকারী ব্যক্তির সহিত অভিযুক্ত হইলে এইরূপ লিখিতে হইবে:— যে, আপনি....,.....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে,.....ঘটিকায়.....কর্তৃক.......অপরাধ সম্পাদন প্রোৎসাহিত করিয়াছেন যে অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে আপনার প্রোৎসাহনের [অপোৎসাহনের] ফলশ্রুতিতে, এবং এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১০৯ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন এবং ঐ অপরাধ আমার আদালতে [দায়রা আদালতে (দণ্ডসত্রে)] বিচারার্থ গৃহীত হইয়াছে।

১১০। প্রোৎসাহনের দণ্ড, যদি প্রোৎসাহিত ব্যক্তি প্রোৎসাহকের উদ্দেশ্য হইতে ভিন্ন উদ্দেশ্যে কার্য করে [Punishment for abetment if person abetted does act with different intention from that of abettor]। যে কেহ কোন অপরাধের সম্পাদন প্রোৎসাহিত করে, সে, যদি প্রোৎসাহিত ব্যক্তি প্রোৎসাহকের উদ্দেশ্য বা জ্ঞান হইতে ভিন্ন উদ্দেশ্যে বা জ্ঞানে ঐ কার্য করে, ঐ অপরাধের জন্য যে দণ্ডের বিধান আছে সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে যে অপরাধ সম্পাদিত হইত যদি উক্ত কার্য সম্পাদিত হইত প্রোৎসাহকের উদ্দেশ্য বা জ্ঞান লইয়া এবং অন্য কোন উদ্দেশ্য বা জ্ঞান লইয়া নহে।

১১১। প্রোৎসাহকের দায়িত্ব যখন একটি কার্য প্রোৎসাহিত হয় এবং ভিন্ন কার্য সম্পাদিত হয় [Liability of abettor when one act abetted and different act done]। যখন কোন কার্য প্রোৎসাহিত হয় এবং ভিন্ন একটি কার্য সম্পাদিত হয়, (তখন) প্রোৎসাহক যে কার্য সম্পাদিত হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী সেই একই ভাবে এবং একই সীমা অবধি যেন সে সরাসরি উহা প্রোৎসাহিত করিয়াছিল :

অনুবিধি।— যদি সম্পাদিত কার্য হয় প্রোৎসাহনের সম্ভাব্য ফল, এবং তাহা যদি সম্পাদিত হইয়া থাকে প্ররোচনার প্রভাবে, অথবা ষড়যন্ত্রের সাহায্যে বা তাহা অনুসরণ করিয়া, যে ষড়যন্ত্র উক্ত প্রোৎসাহন গঠন করিয়াছিল।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক একটি শিশুকে প্ররোচিত করে প-এর খাদ্যে বিষ মিশাইয়া দিতে, এবং ঐ উদ্দেশ্যে তাহাকে বিষ প্রদান করে। ঐরূপ প্ররোচনার ফলে উক্ত শিশু ভ্রান্তিবশতঃ য-এর খাদ্যে উক্ত বিষ মিশাইয়া দেয়, যাহা প-এর খাদ্যের পার্শ্বেই ছিল। এখানে শিশুটি যদি ক-এর প্ররোচনার প্রভাবে কার্য করিয়া থাকে, এবং সম্পাদিত কার্য ঐ পরিস্থিতিতে যদি হইয়া থাকে ঐ প্রোৎসাহনের সম্ভাব্য ফল, (তাহা হইলে) ক দায়ী হইবে একইভাবে এবং একই সীমা অবধি যেন সে শিশুটিকে প্ররোচিত করিয়াছিল য-এর খাদ্যে বিষ মিশাইয়া দিতে।

(খ) ক প-এর বাড়ি পুড়াইয়া দিতে খ-কে প্ররোচিত করে। খ ঐ বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে এবং একই সময়ে সেখানে সম্পত্তি চুরি করে। ক যদিও উক্ত বাড়িতে অগ্নিসংযোগ প্রোৎসাহিত করার অপরাধে অপরাধী, উক্ত চৌর্য প্রোৎসাহিত করার অপরাধে অপরাধী সে নহে; কারণ চৌর্য কর্মটি ছিল একটি পৃথক কার্য এবং তাহা (বাড়ি) পুড়াইয়া দিবার সম্ভাব্য ফল নহে।

(গ) ক, খ এবং প-কে মধ্যরাত্রিতে দস্যুতার উদ্দেশ্যে লোকজন বাস করে এরূপ একটি বাড়িতে বলপূর্বক প্রবেশ করিতে প্ররোচিত করে, এবং ঐ উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দেয়। খ ও প বলপূর্বক উক্ত গৃহে প্রবেশ করে এবং অন্যতম গৃহবাসী গ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া গ-কে খুন করে। এখানে, ঐ খুন যদি কথিত প্রোৎসাহনের সম্ভাব্য ফল হইয়া থাকে, (তবে) ক-এর খুনের জন্য যে শাস্তি হয় তাহা হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

॥ আচার (Practice) ॥

সাক্ষ্য : প্রমাণ করুন (১) যে, অভিযুক্তত ব্যক্তি একটি বিশেষ কার্য সম্পাদন প্রোৎসাহিত [অপোৎসাহিত] করিয়াছেন,

(২) যে, এইরূপ প্রোৎসাহনের [অপোৎসাহনের] প্রভাবে প্রকৃতপক্ষে কৃত কর্ম সম্পাদিত হইয়াছে,

(৩) কৃত কর্মটি প্রোৎসাহনের [অপোৎসাহনের] একটি সম্ভাব্য [প্রমাণসাধ্য, বিশ্বাস করার হেতুবিশিষ্ট, মানিয়া লওয়ার যোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য, probable]। পরিণতি [ফল]।

১১২। **প্রোৎসাহক কখন প্রোৎসাহিত কার্যের জন্য ও সম্পাদিত কার্যের জন্য পুঞ্জীভূত দণ্ড পাইতে পারে** (Abettor when liable to cumulative punishment for act abetted and for act done)। পূর্ববর্তী ধারামতে যে কার্যের জন্য প্রোৎসাহক দায়ী তাহা যদি সম্পাদিত হয় প্রোৎসাহিত কার্যের সহিত এবং তাহা যদি একটি পৃথক অপরাধ গঠন করে, (তাহা হইলে) প্রোৎসাহক প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য শাস্তি পাইতে পারেন।

দৃষ্টান্ত

ক খ-কে জনৈক রাজভৃত্য-কৃত আসঞ্জন বলপূর্বক প্রতিরোধ করিতে প্ররোচিত করে। ইহার ফলশ্রুতিতে খ উক্ত আসঞ্জন প্রতিরোধ করে। এইরূপ বাধা দিবার কালে খ স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে আসঞ্জন নির্বাহকারী আধিকারিককে মারাত্মক ভাবে জখম করে। যেহেতু খ আসঞ্জনে বাধাদানের অপরাধ, এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে মারাত্মক জখম করার অপরাধ- এই উভয় অপরাধ করিয়াছে, খ উক্ত উভয় অপরাধ করার জন্য দণ্ডযোগ্য; এবং ক যদি জানিত যে খ আসঞ্জনে বাধা দিতে গিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক জখম করিতে পারে (তাহা হইলে) ক-ও এই অপরাধগুলির জন্য দন্ডনীয় হইবে।

১১৩। **প্রোৎসাহিত কার্যদ্বারা সৃষ্ট, প্রোৎসাহকের যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা অপেক্ষা ভিন্ন, ফলের জন্য প্রোৎসাহকের দায়িত্ব** [Liability of abettor for an effect caused by the act abetted different from that intended by the abettor]।—একটি বিশেষ ফল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রোৎসাহক কর্তৃক যখন কোন কার্য প্রোৎসাহিত হয়, এবং কোন কার্য যাহার জন্য প্রোৎসাহনের ফলে প্রোৎসাহক দায়ী, প্রোৎসাহকের উদ্দেশ্য অপেক্ষা ভিন্ন ফল সৃষ্টি করে, (তখন) প্রোৎসাহক সৃষ্ট ঐ ফলের জন্য দায়ী সেই একই ভাবে এবং একই সীমা অবধি যেন সে ঐ ফল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঐ কার্য প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, অবশ্য যদি তাহার জানা থাকিত যে প্রোৎসাহিত কার্য ঐ ফল উৎপাদন করিতে পারে।

ক, প-কে মারাত্মক ভাবে জখম করিতে খ-কে প্ররোচিত করে। এই প্ররোচনার ফলে খ, প-কে মারাত্মক ভাবে জখম করে। ইহার ফলে প-এর মৃত্যু হয়। এখানে, ক যদি জানিত যে প্রোৎসাহিত মারাত্মক জখম মৃত্যু ঘটাইতে পারে, (তাহা হইলে) খুনের জন্য যে দন্ডের বিধান আছে ক সেই দন্ডে দন্ডযোগ্য।

ধারা ১১৪]

১১৪। **অপরাধ সম্পাদনকালে প্রোৎসাহক [অপোৎসাহক] উপস্থিত** [Abettor present when offence is committed]। যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধমূলক কার্য সংঘটনের সময় উপস্থিত থাকিলে প্রোৎসাহক হিসাবে দণ্ডনীয় হইত, সেই ব্যাক্তি যদি তাহার প্রোৎসাহনের ফলে যে কার্য বা অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে ঐ কার্য বা অপরাধ সংঘটনের সময় উপস্থিত থাকে, তবে সে ঐ কার্য বা অপরাধ করিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে।

।। টীকা।।

১। **ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১১৪ ধারা**। মথুবালা রেড্ডি ব. হায়দ্রাবাদ রাজ্য [1956 Cri.L.J.341]মামলায় বিচারপতি জগন্নাথ দাস বলেন: "অতঃপর সওয়াল করা হইয়াছে যে আবেদনকারীকে প্রত্যক্ষভাবে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সে তাহার সহকর্মী নরসিংহ রেড্ডীকে গুলি করিতে প্ররোচিত করিয়া মৃত্যু ঘটাইয়াছে, ইহার অধিক কিছু করে নাই। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণে যদি কেবল প্রবোচনা দেওয়া ছাড়া আর কিছু প্রমাণ না হয় তাহা হইলেও এই প্ররোচনা যে দিযাছে সে অপরাধ সংঘটনের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১১৪ ধারামতে প্ররোচনাদানকারী নিজেই অপরাধটি করে এইরূপ ধরা হইয়া থাকে।

২। **শারীরিক উপস্থিতির সহিত পূর্বতন প্রোৎসাহন থাকিলে অংশ গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না**। শারীরিক উপস্থিতির সঙ্গে পূর্বতন প্রোৎসাহন থাকিলে অংশগ্রহণ ব্যতিত আর কিছুই বুঝাইতে পারে না। ইহাই ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১১৪ ধারামতে স্থিরীকৃত অনপনীয় প্রাক্‌প্রত্যয় [AIR 1925 PC 1]।

।। আচার (Practice) ।।

৩। **সাক্ষ্য: প্রমাণ করুন:—**

(১) মূল অপরাধের সম্পাদন।

(২) যে, উক্ত অপরাধ সম্পাদন কালে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত [হাজির] ছিলেন।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি উপস্থিত নাও থাকিতেন তাহা হইলেও অপরাধের প্রোৎসাহক [অপোৎসাহক] হিসাবে তিনি দায়ী হইতেন [১০৮ ধারা দ্রঃ]।

১১৫। **মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধের প্রোৎসাহন- যদি অপরাধ সম্পাদিত না হয়** [Abetment of offence punishable with death or imprisonment for life-if offence not committed]।যে কেহ মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধের সম্পাদন প্রোৎসাহিত করে, সে, ঐরূপ প্রোৎসাহনের ফলে উক্ত অপরাধ সম্পাদিত না হইলে এবং এই সংহিতা দ্বারা ঐরূপ প্রোৎসাহনের দন্ডের ব্যক্ত বিধান না দেওয়া হইয়া থাকিলে, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

ধারা ১১৫]

ফলশ্রুতিতে ক্ষতি সংসাধক কার্য সম্পাদিত হইলে - এবং এরূপ কোন কার্য সম্পাদিত হয় যাহার জন্য প্রোৎসাহনের ফলে প্রোৎসাহক দায়ী হন এবং যাহা কোন ব্যক্তির ক্ষতি সংসাধন করে, (তাহা হইলে) প্রোৎসাহক যে কোন প্রকারের কারাদন্ড প্রাপ্তির যোগ্য হইবে যাহার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক খ-কে প্ররোচিত করে প-কে খুন করার জন্য। কিন্তু অপরাধটি সম্পাদিত হয় না। খ যদি প-কে খুন করিত তাহা হইলে সে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্তির যোগ্য হইত। সুতরাং ক কারাদন্ড প্রাপ্তির যোগ্য যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে; এবং যদি উক্তরূপ প্রোৎসাহনের ফলে প-এর কোন ক্ষতি করা হয় তাহা হইলে সে এরূপ কারাদন্ডে দন্ডিত হইবার যোগ্য হইবে যাহার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর অবধি হইতে পারে এবং সে অর্থদন্ড প্রাপ্তিরও যোগ্য হইবে।

।। টীকা।।

১। **মন্তব্য:** বর্তমান ধারায় দন্ডদান করা হয় এরূপ কতকগুলি অপরাধের প্রোৎসাহনের [অপোৎসাহনের] যাহা হয় আদৌ সম্পাদিত হয় নাই অথবা প্রোৎসাহনের [অপোৎসাহনের] ফলে সম্পাদিত হয় নাই, কিংবা সম্পাদিত হইয়াছে কেবল আংশিক ভাবে।

বিদগ্ধ পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন যে, এই ধারায় প্রোৎসাহন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধ সম্পাদনের প্রোৎসাহন, [অপোৎসাহন] হইতেই হইবে এরূপ কোন কথা নাই [দ্বারকানাথ গোস্বামী (1932) 60 Cal 427.]

যে সকল অপরাধের দন্ড হইল যাবজ্জীবন কারাবাস: ১২১-ক, ১২২, ১২৪-ক, ১২৫, ১২৮, ১৩০, ১৩১, ১৯৪, ২২২, ২২৫, ২২৬, ২৩২, ২৩৮, ২৫৫, ৩০৪, ৩০৭, ৩১১, ৩১৩, ৩১৪, ৩২৬, ৩২৯, ৩৬৪, ৩৭১, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯৪, ৪০০, ৪০৯, ৪১২, ৪১৩, ৪৩৬, ৪৩৮, ৪৪৯, ৪৫৯, ৪৬৭, ৪৭২, ৪৭৪ এবং ৪৭৭ —— এই ধারাগুলি দেখুন।

যে-সকল অপরাধের দন্ড হইল মৃত্যু কিংবা যাবজ্জীবন কারাবাস: ১২১, ১৩২, ১৯৪, ৩০২, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৭ এবং ৩৯৬ —— এই ধারাগুলি দেখুন।

যে অপরাধের দন্ড হইল কেবল মৃত্যু: ৩০৩ ধারা দেখুন।

২। **সংশোধন:** ১৯৫৫-এর ২৬ অধিনিয়ম [বিহিতক, আইন] -এর ১১৭ ধারা এবং অনুসূচী দ্বারা ''সারাজীবনের জন্য দ্বীপান্তর'' শব্দত্রয়ের পরিবর্তে 'যাবজ্জীবন কারাবাস দন্ড' শব্দকয়টি বসানো হইয়াছে।

ধারা ১১৬]

॥ আচার (Practice) ॥

৩। **সাক্ষ্য:** প্রমাণ করুন যে প্রোৎসাহিত অপরাধ ঐরূপ প্রোৎসাহনের ফলে সম্পাদিত না হইলেও মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়।

৪। **প্রক্রিয়া:** প্রতিভাব্য [জামিনযোগ্য] নহে।

৫। **অভিযোগ গঠন:** আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি] এতদ্বারা আপনার ..... [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি: যে, আপনি .....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে, ...ঘটিকায়, জনৈক ক খ কর্তৃক .....অপরাধ সম্পাদন প্রোৎসাহিত [অপ্রোৎসাহিত] করিয়াছেন, যে অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য, কথিত যে অপরাধ ঐরূপ প্রোৎসাহন বা অপ্রোৎসাহনের পরিণতিতে সম্পাদিত হয় নাই, এবং এইরূপে আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১১৫ ধারামতে, আমার আদালতের [দায়রা আদালতের (দণ্ডসত্রের)] বিচারার্থ গ্রহণ যোগ্যতা সীমার মধ্যে, অপরাধ করিয়াছেন।

এবং আমি এতদ্বারা উক্ত অভিযোগে আপনার বিচারের নির্দেশ প্রদান করিতেছি।

১১৬। কারাদণ্ডে, দণ্ডযোগ্য অপরাধের প্রোৎসাহন- যদি অপরাধ সম্পাদিত না হয় [Abetment of offence punishable with imprisonment-if offence be not committed]। যে কেহ এরূপ অপরাধ প্রোৎসাহিত করে যাহা কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য, সে, ঐরূপ প্রোৎসাহনের ফলে যদি উক্ত অপরাধ সম্পাদিত না হয়, এবং এই সংহিতা দ্বারা যদি ঐরূপ প্রোৎসাহনের দণ্ডের কোন ব্যক্ত বিধান না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে ঐ অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট যেকোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ঐ অপরাধের জন্য দীর্ঘতম যে কালের দণ্ডের বিধান দেওয়া আছে তাহার এক-চতুর্থাংশ অবধি হইতে পারে; অথবা ঐ অপরাধের জন্য যে অর্থদণ্ডের বিধান দেওয়া আছে তাহার সেই অর্থদণ্ড হইতে পারে, অথবা তাহার উভয় দণ্ডই হইতে পারে।

প্রোৎসাহক কিংবা প্রোৎসাহিত ব্যক্তি যদি এরূপ রাজভৃত্য হন যাহার কর্তব্য হইল অপরাধ প্রতিরোধ করা।— এবং যদি প্রোৎসাহক অথবা প্রোৎসাহিত ব্যক্তি যদি রাজভৃত্য হন যাহার কর্তব্য হইল ঐরূপ অপরাধের সম্পাদন প্রতিরোধ করা, (তাহা হইলে) প্রোৎসাহক ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ঐ অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট দীর্ঘতম কালের অর্ধাংশ অবধি হইতে পারে, অথবা ঐ অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট অর্থদণ্ড হইতে পারে অথবা তাহার উভয় দণ্ডই হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক জনৈক রাজভৃত্য খ-কে উৎকোচ দিতে চাহে, ক-কে, খ-এর সরকারী কৃত্য সম্পাদনে কিছু সুবিধাদানের জন্য পুরস্কার হিসাবে। খ উক্ত উৎকোচ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। ক এই ধারার অধীনে দণ্ডযোগ্য।

(খ) ক, খ-কে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য প্ররোচিত করে। এখানে, খ যদি মিথ্যাসাক্ষ্য না দেয়, তাহা হইলেও ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে এবং তদনুযায়ী সে দণ্ডযোগ্য।

(গ) জনৈক সরকারী আধিকারিক ক, যাহার কর্তব্য হইল দস্যুতা প্রতিরোধ করা, দস্যুতা সম্পাদন প্রোৎসাহিত করে। এখানে, দস্যুতা যদি কৃত না হয়, তাহা হইলেও ক ঐ অপরাধের জন্য দীর্ঘতম যে কালখণ্ডের জন্য কারাদণ্ড নির্দিষ্ট আছে তাহার অর্ধাংশের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

(ঘ) খ জনৈক আরক্ষাধিকারিক ক কর্তৃক দস্যুতা সম্পাদন প্রোৎসাহিত করে, যে আরক্ষাধিকারিকের কর্তব্য হইল অপরাধ দমন করা। এখানে, দস্যুতা যদি সম্পাদিত না-ও হয়, তাহা হইলেও খ দস্যুতা অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধাংশের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা॥

১। **সাক্ষ্য (Evidence)**: প্রমাণ করুন যে, যে অপরাধ প্রোৎসাহিত করা হইয়াছে, তাহা ঐরূপ প্রোৎসাহনের ফলে সম্পাদিত না হইয়া থাকিলেও কারাদণ্ড দ্বারা দণ্ডযোগ্য, অথবা যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রোৎসাহিত ব্যক্তি একজন লোকভৃত্য; এবং যে ঐরূপ অপরাধের সম্পাদনে বাধা দেওয়া ছিল তাঁহার কর্তব্য।

২। **অভিযোগ (Charge)**:আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও পদ, ইত্যাদি] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] ....তারিখে .... ঘটিকায় ....স্থানে কারাদণ্ড দ্বারা দণ্ডযোগ্য.......... অপরাধ সম্পাদনে .... নামক ব্যক্তিকে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন এবং এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১১৬ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য [অথবা দায়রা আদালত কর্তৃক] বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

১১৭। **জনসাধারণ বা দশের অধিক ব্যক্তি দ্বারা অপরাধ সম্পাদনে প্রোৎসাহন [Abetting commission of offence by the public or by more than ten persons]**। যেকেহ সাধারণভাবে জনসাধারণ কর্তৃক অথবা দশের অধিক যে কোন সংখ্যক বা শ্রেণীর ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধ সম্পাদন প্রোৎসাহিত করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে অথবা তাহার উভয় দণ্ডই হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক দশ সদস্যের অধিক সংখ্যক সদস্য দ্বারা গঠিত সম্প্রদায়কে সারিবদ্ধভাবে রাস্তা দিয়া গমনকারী প্রতিপক্ষীয় সম্প্রদায়ের সদস্য বর্গকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট

সময়ে ও স্থানে মিলিত হইতে প্ররোচিত করিয়া প্রকাশ্য স্থানে প্রাচীরপত্র লটকাইয়া দেয়। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

॥ টীকা ॥

॥ ব্যবহার [Practice] ॥

১। সাক্ষ্য (Evidence): প্রমাণ করুন:—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রশ্নাধীন অপরাধের প্রোৎসাহন (abetment);

[২] যে, ঐ অপরাধটি সম্পাদিত হইয়াছে জনসাধারণ কর্তৃক বা দশের অধিক ব্যক্তি কর্তৃক।

২। প্রক্রিয়া (Procedure): প্রোৎসাহিত অপরাধের বেলা যে প্রকার সেই প্রকার হইবে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও স্মরণীয় এই যে, এই ধারার ও তৎসহ পঠিত অপরাধ আইন সংশোধন অধিনিয়ম (Criminal Law Amendment Act)-এর ১৭ (১) ধারার অধীন অপরাধের বিচার আহ্বানপত্র-মকদ্দমা (Summons Case) রূপে হইতে পারে যদি, যে দন্ড প্রদান করা হইবে তাহা ছয় মাসের অধিক কালের কারাদন্ড অতিক্রম না করে [32 Cri. L.J. 718]।

৩। অভিযোগ (Charge):

আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও পদ, ইত্যাদি] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি................তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ....ঘটিকায়..........স্থানে দশজনের অধিক ব্যক্তি দ্বারা ....অপরাধের সম্পাদন প্রোৎসাহিত করিয়াছেন এবং ঐরূপ কর্ম সম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১১৭ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ সম্পাদন করিয়াছেন এবং যে উহা মৎ কর্তৃক [অথবা দায়রা আদালত কর্তৃক] বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

১১৮। মৃত্যু দন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড দ্বারা দন্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদন করার অভিসন্ধি গোপন করা [Concealing design to commit offence punishable with death or imprisonment for life]। যে কেহ, মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা ইহা জানিয়া যে সে তদ্বারা ঐরূপ অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টি করিবে, স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে কোন কার্যদ্বারা অথবা কোন কার্য সম্পাদন হইতে অবৈধ বিরতি দ্বারা এইরূপ অপরাধ সম্পাদনের অভিসন্ধির বিদ্যমানতা গোপন করে অথবা এইরূপ অভিসন্ধি সম্বন্ধে এরূপ বক্তব্য রাখে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে, *যদি অপরাধ সম্পাদিত হয়: যদি অপরাধ সম্পাদিত না হয়।* সে, ঐ অপরাধ যদি সম্পাদিত হয়, যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে,

ধারা ১১৮]

অথবা, ঐ অপরাধ যদি সম্পাদিত না হয়, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে; এবং প্রতিক্ষেত্রেই সে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইতে পারে।

ক, খ-স্থানে শীঘ্রই ডাকাতি সম্পাদিত হইবে তাহা জানিয়া, মিথ্যাচারিতা সহকারে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান যে গ-স্থানে, যাহা বিপরীত দিকস্থ একটি স্থান, শীঘ্রই ডাকাতি হইবে, এবং এরূপে ম্যাজিস্ট্রেটকে, উক্ত অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, বিপথে চালিত করে। কথিত অভিসন্ধি অনুসারে খ-স্থানে ডাকাতি সম্পাদিত হয়। ক এই ধারায় দণ্ডিত হইবার যোগ্য।

॥ **ব্যবহার** (Practice) ॥

১। **সাক্ষ্য** (Evidence): প্রমাণ করুন:—

[১] কোনও অপরাধ সম্পাদনার্থ অভিসন্ধিভিত্তিক পরিকল্পনার বিদ্যমানতা।

[২] ঐ অপরাধ ছিল মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড দ্বারা দণ্ডনীয়।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ অভিসন্ধিভিত্তিক পরিকল্পনার বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব গুপ্ত রাখিয়াছিলেন—

(ক) তাঁহার কার্য বা কার্যসম্পাদন হইতে অবৈধ বিরতি দ্বারা কিংবা (খ) তাঁহার জানা মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা।

[৪] তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

[৫] ঐরূপ কর্ম সম্পাদন দ্বারা তিনি চাহিয়াছিলেন কথিত রূপ অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টি করিতে অথবা তিনি জানিতেন যে ঐরূপ কর্ম সম্পাদন দ্বারা তিনি কথিতরূপ অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টি করিবেন।

[৬] যে লুকাইয়া রাখা অপরাধটি সম্পাদিত হইয়াছে [ঘটনাটি প্রথম প্রকরণ-ভুক্ত হইয়া থাকিলে]।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure): যে অপরাধটি গুপ্ত রাখা হয় তাহা মৃত্যুদণ্ড দ্বারা বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দ্বারা দণ্ডনীয় হইয়া থাকিলে এবং অপরাধটি সম্পাদিত হইয়া থাকিলে কথিত অপরাধ জামিনযোগ্য নহে। অপরাধটি সম্পাদিত না হইয়া থাকিলে, জামিনযোগ্য।

৩। **অভিযোগ** (Charge):

আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ, ইত্যাদি] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি ....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ....ঘটিকায় ....স্থানে ....অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টির জন্য অথবা ইহা জানিয়া

ধারা ১১৯]

যে আপনি আপনার কার্য দ্বারা ....অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টি করিবেন, কথিত অপরাধ সম্পাদনের অভিসন্ধি ভিত্তিক পরিকল্পনার বিদ্যমানতা [অস্তিত্ব] গোপন করেন এবং এইরূপ কর্ম সম্পাদন দ্বারা আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১১৮ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন এবং উক্ত অপরাধ আমাকর্তৃক [বা, দায়রা (দন্ডসূত্র) আদালত কর্তৃক] বিচারর্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

১১৯। অপরাধ সম্পাদন করার অভিসন্ধি গোপনকারী রাজভৃত্য যে অপরাধ প্রতিরোধ করা তাঁহার কর্তব্য [Public servant concealing design to commit offence which it is his duty to prevent]। যে কেহ যিনি রাজভৃত্য, রাজভৃত্যরূপে যে অপরাধ দমন করা তাঁহার কর্তব্য, সেই অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা ইহা জানিয়া যে তিনি তদ্বারা উক্ত অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টি করিতে পারেন,

স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে কোন কার্য দ্বারা অথবা কোন কার্য সম্পাদন হইতে অবৈধ বিরতি দ্বারা এইরূপ অপরাধ সম্পাদনের অভিসন্ধির বিদ্যমানতা গোপন করেন অথবা এইরূপ অভিসন্ধি সম্বন্ধে এমন বক্তব্য রাখেন যাহা তিনি অসত্য বলিয়া জানেন,

যদি অপরাধ সম্পাদিত হয়।—যদি ঐ অপরাধ সম্পাদিত হয়, (তাহা হইলে তিনি) উক্ত অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ ঐরূপ কারাদন্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধাংশ অবধি হইতে পারে, অথবা তাঁহার ঐ অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট অর্থদন্ড হইবে, অথবা তাঁহার উভয় দন্ডই হইবে;

যদি অপরাধ মৃত্যুদন্ড ইত্যাদি দ্বারা দন্ডযোগ্য হয়।— অথবা, যদি উক্ত অপরাধ মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড দ্বারা দন্ডযোগ্য হয়, যে কোন বিবরণের কারাদন্ড দ্বারা যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে;

যদি অপরাধ সম্পাদিত না হয়। অথবা, যদি উক্ত অপরাধ সম্পাদিত না হয়।— উক্ত অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট যে কোন বিবরণের কারাদন্ড দ্বারা দন্ডিত হইবেন, যাহার মেয়াদ এইরূপ কারাদন্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ অবধি হইতে পারে অথবা উক্ত অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট অর্থদন্ড হইবে অথবা তাঁহার উভয়প্রকার দন্ডই হইবে।

দৃষ্টান্ত

জনৈক আরক্ষাধিকারিক, ক, তাহার জ্ঞানের মধ্যে আসিতে পারে এরূপ দস্যুতা সম্পাদনের সকল অভিসন্ধি সম্বন্ধীয় সমাচার দিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিয়া, এবং খ-যে দস্যুতা করার অভিসন্ধি করিয়াছে তাহা জানিয়া, ঐ অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, ঐরূপ সমাচার প্রদান করা হইতে বিরত থাকে। এখানে ক কার্য সম্পাদন হইতে অবৈধ বিরতি দ্বারা খ-এর অভিসন্ধির বিদ্যমানতা গোপন করিয়াছে, এবং সে এই ধারার বিধানানুসারে দন্ডিত হইবার যোগ্য।

॥ টীকা ॥

॥ ব্যবহার [Practice]

১। **সাক্ষ্য (Evidence)**: প্রমাণ করুন —

[১] অপরাধ সম্পাদনার্থ অভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনার বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন লোকভৃত্য/সরকারী কর্মচারী।

[৩] লোকভৃত্য বলিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কর্তব্য ছিল অপরাধটির সম্পাদনে বাধা দেওয়া।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি কথিতরূপ অভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনার বিদ্যমানতা গোপন রাখিয়াছিলেন (ক) তাঁহার কার্য দ্বারা বা কার্য সম্পাদন হইতে অবৈধ বিরতি দ্বারা, কিংবা (খ) স্বীয় জ্ঞাতসারে মিথ্যা বর্ণন দ্বারা;

[৫] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছিলেন স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে।

[৬] ঐরূপ কার্য সম্পাদনদ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তি কথিত অপরাধটির সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন অথবা তিনি জানিতেন যে ঐরূপ কর্ম সম্পাদনদ্বারা তিনি কথিত অপরাধটির সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টি করিবেন।

[৭] গোপন রাখা অপরাধটি সম্পাদিত হইয়াছে [ঘটনাটি প্রথম প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিলে]।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: যদি দেখা যায় যে গোপন রাখা হইয়াছে এমন অপরাধ যাহা মৃত্যুদণ্ড দ্বারা বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দ্বারা দণ্ডযোগ্য, তাহা হইলে, অপরাধটি হইবে জামিন অযোগ্য। অন্যথায়, প্রোৎসাহিত অপরাধের বেলা যে প্রক্রিয়া অবলম্বনীয়, সেই প্রক্রিয়াই অনুসরণ করিতে হইবে।

৩। **অভিযোগ (Charge)**:

আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ, -আদি] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি একজন লোকভৃত্য/সরকারী কর্মচারী হইতেছেন এবং আপনার কর্তব্য হইল ....অপরাধের সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করা এবং যে, ঐরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ....অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা ....অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টি হইবে ইহা জানিয়া আপনি ....কার্য করিয়াছেন/করা হইতে বিরত থাকিয়াছেন কথিত অপরাধ সম্পাদনের অভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনার বিদ্যমানতা গোপন রাখিতে, এবং এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১১৯ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি উক্ত অপরাধে আপনার বিচার হউক।

৪। **লোকভৃত্য (Public servant)**: ২১ ধারা দ্রঃ। বর্তমান ধারাটি কেবল সেই শ্রেণীর লোকভৃত্যগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাঁহাদের কর্তব্য হইল অপরাধ নিবারণ করা বা অপরাধ সম্পাদনে বাধা দেওয়া। অন্যদের ক্ষেত্রে এই ধারা অপ্রযোজ্য।

ধারা ১২০]

১২০। কারাদণ্ড দ্বারা দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদন করার অভিসন্ধি গোপন করা [Concealing design to commit offence punishable with imprisonment]। যে কেহ, কারাদণ্ড দ্বারা দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা ইহা জানিয়া যে তিনি তদ্দ্বারা ঐরূপ সুবিধা সৃষ্টি করিবেন,

স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে কোন কার্যদ্বারা অথবা কোন কার্যসম্পাদন হইতে অবৈধ বিরতি দ্বারা এইরূপ অপরাধ সম্পাদনের অভিসন্ধির বিদ্যমানতা গোপন করে অথবা এইরূপ অভিসন্ধি সম্বন্ধে এরূপ বিবৃতি রাখে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে,

যদি অপরাধ সম্পাদিত হয়: যদি অপরাধ সম্পাদিত না হয় — সে, যদি ঐ অপরাধ সম্পাদিত হয়, ঐ অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ঐরূপ কারাদণ্ডে দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ অবধি, এবং যদি উক্ত অপরাধ সম্পাদিত না হয়, এক-অষ্টমাংশ অবধি হইতে পারে অথবা তাহার উক্ত অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট অর্থদণ্ড হইবে অথবা তাহার উভয়প্রকার দণ্ডই হইবে।

পরিচ্ছেদ ৫-ক

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র:

১২০ ক। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞা [Definition of criminal conspiracy]। যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন

(১) অবৈধ কার্য, অথবা

(২) অবৈধ নহে এরূপ কোন কার্য অবৈধ পদ্ধতিতে করিতে বা করাইতে চুক্তি করে, (তখন) এরূপ চুক্তিকে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়:

প্রকাশ থাকে যে কোন অপরাধ সম্পাদনের চুক্তি ছাড়া কোন চুক্তি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র হইবে না যদি না ঐ চুক্তির ব্যাপারে ঐ চুক্তির এক বা একাধিক পক্ষ ঐ চুক্তি বহির্ভূত কোন কার্য করে।

ব্যাখ্যা।— ঐ অবৈধ কার্য ঐরূপ চুক্তির সর্বশেষ লক্ষ্য বা কেবল ঐ লক্ষ্যের আনুষঙ্গিক তাহা অবান্তর।

১২০-খ। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র দণ্ড [Punishment for criminal conspiracy]।- (১) যে কেহ মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা দুই বৎসরকাল বা ততোধিক কালের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সম্পাদনের জন্য অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের একটি পক্ষ হইবে, সে ঐরূপ ষড়যন্ত্রের জন্য এই সংহিতায় দণ্ডবিধানের কোন অভিব্যক্ত বিধান না থাকিলে, সেইভাবে দণ্ডিত হইবে যেন সে ঐরূপ অপরাধ প্রোৎসাহিত করিয়াছে।

ধারা ১২০ খ]

(২) যে কেহ উপরিউক্ত রূপে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সম্পাদনের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ব্যতীত যেকোন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের একটি পক্ষ, সে অনধিক ছয়মাসের জন্য যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রারম্ভিক মন্তব্য।** দণ্ডনীয় ষড়যন্ত্রের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর হয় যদি চুক্তি করা হয় একটি গুরুতর অপরাধ সম্পাদনের; পুনশ্চ, ঐ শাস্তির কঠোরতা তুলনায় অনেক কম হয় যদি চুক্তিটি সম্পাদিত হয় এমন একটি অপরাধমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য যাহার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দুই বৎসরের অধিক কালের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড। বর্তমান ধারাটি প্রয়োগযোগ্য হয় সেই সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাহারা ষড়যন্ত্রটি যখন চালাইয়া যাওয়া হইতেছে তখন উহার সহিত যুক্ত থাকে। এই স্থলে পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন যে বর্তমান ধারাটির (২)-উপধারা শ্রমিক সংঘর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে— ভারতীয় শ্রমিক সংঘ আইন, ১৯২৬ (১৯২৬-এর ১৬ অধিনিয়ম)-এর ১৭ ধারা দ্রঃ।

২। **সীমা (Scope):** বর্তমান ধারাটি প্রযোজ্য হয় কেবল সেই সকল ক্ষেত্রে যেখানে কার্যত কোন অপরাধ সম্পাদিত হয় নাই। একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা যাইতে পারে। ৩৯১ ধারায় ডাকাতির যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাহা হইতে দেখা যায় যে ডাকাতি হইল একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত যুক্ত কর্ম। এইরূপ কার্য যখন প্রকৃতপক্ষে করা হয় তখনই অপরাধ সম্পাদিত হয়। কিন্তু এমন একটি পর্যায় থাকিতে পারে যেখানে কেবল ঐ অপরাধ সম্পাদনার্থ চুক্তি করা হয়। উক্ত চুক্তি-ই কেবল বর্তমান ধারামতে দণ্ডযোগ্য [39 Cri. L. J. 266; (1965) (2) Cri. L. J. 713 দ্রঃ]।

॥ ব্যবহার (Practice) ॥

৩। **সাক্ষ্য (Evidence)**: প্রমাণ করুন যে-

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কার্য সম্পাদন করিতে বা করাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

[২] ঐ কার্যটি ছিল অবৈধ অথবা কার্যটি করিতে হইত অবৈধ প্রণালী দ্বারা।

[৩] উক্ত চুক্তি অনুসরণ পূর্বক বিশেষ উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একজন কর্তৃক কার্যটি সম্পাদন করিয়াছিল।

অভিযোগ (Charge): আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি] এতদ্দ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি ....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে .... ঘটিকায় ......স্থানে একটি অবৈধ কার্য [......] সম্পাদন করিতে বা করাইতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন/একটি কার্য [.......] অবৈধ প্রক্রিয়ায় করিতে বা করাইতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং যে, কথিত কার্যটি [..........] উক্ত চুক্তি অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং এই প্রকারে আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১২০-খ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্পাদন করিয়াছেন এবং যে উক্ত অপরাধ আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে উক্ত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

পরিচ্ছেদ ৬

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্পাদিত অপরাধ বিষয়ক :

১২১। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা বা যুদ্ধ পরিচালনা করিতে চেষ্টিত হওয়া অথবা যুদ্ধ পরিচালনা করা প্রোৎসাহিত করা [Waging or attempting to wage war or abetting waging of war against the Government of India]।- যে কেহ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে, অথবা এইরূপ যুদ্ধ পরিচালনা করিতে চেষ্টিত হয়, অথবা এইরূপ যুদ্ধ পরিচালনা করা প্রোৎসাহিত করে, সে মৃত্যুদণ্ডে, অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদান করে। ক এই ধারায় সংজ্ঞার্থিত অপরাধ করিয়াছে।

১২১-ক। ১২১ ধারা দ্বারা দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদনের ষড়যন্ত্র [Conspiracy to commit offences punishable by section 121]।- যে কেহ ভারতের অভ্যন্তরে বা বাহিরে ১২১ ধারা দ্বারা দণ্ডযোগ্য অপরাধসমূহের যে কোনটি সম্পাদন করার ষড়যন্ত্র করে, অথবা অপরাধমূলক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা কিংবা অপরাধমূলক শক্তি প্রদর্শন দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার বা যে কোন রাজ্য সরকারকে ভয় দেখাইয়া বাগে আনিবার ষড়যন্ত্র করে, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার অধীনে ষড়যন্ত্র গঠিত হইবার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় নহে যে উহা ফলশ্রুতিতে কোন কার্য সম্পাদিত হইবে কিংবা কোন কার্য সম্পাদন হইতে অবৈধ বিরতি সংঘটিত হইবে।

১২২। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার অভিপ্রায়ে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করা [Collecting arms, etc., with intention of waging war against the Government of India]। যে কেহ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার কিংবা যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার অভিপ্রায়ে লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র বা সামরিক সম্ভার সংগ্রহ করে অথবা অন্যভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে প্রস্তুত হয়, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ অনধিক দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

১২৩। সুবিধা করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ পরিচালনা করার পরিকল্পনা গোপন করা [গুপ্ত রাখা] [Concealing with intent to facilitate design to wage war]। যে কেহ যে কোন কার্য সম্পাদন দ্বারা কিংবা কার্য সম্পাদন হইতে অবৈধ বিরতি দ্বারা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনার বিদ্যমানতা গোপন করে এই উদ্দেশ্যে

যে এইরূপ গোপন করা ঐরূপ যুদ্ধ পরিচালনায় সুবিধা সৃষ্টি করিবে অথবা ইহা জানিয়া যে এইরূপ গোপন রাখা ঐরূপ যুদ্ধ পরিচালনায় সুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি সম্প্রসারিত হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

১২৪। আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য করা বা ঐরূপ ক্ষমতার প্রয়োগে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ প্রভৃতিকে অভ্যাঘাত [আক্রমণ] করা [Assaulting President, Governor or *Rajpramukh* etc with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power]। যে কেহ, ভারতের রাষ্ট্রপতি অথবা কোন রাজ্যের রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখকে এইরূপ রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখের বিধিসম্মত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বা যে কোন প্রকারে প্রয়োগ করা হইতে বিরত থাকিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে,

এইরূপ রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখকে দণ্ডনীয় বলপ্রয়োগ [কুকৃত বলপ্রয়োগ] দ্বারা কিংবা দণ্ডনীয় বল প্রদর্শন দ্বারা অভ্যাঘাত করে অথবা অন্যায়ভাবে বাধাপ্রদান করে, অথবা অন্যায়ভাবে বাধা দিতে চেষ্টিত হয় অথবা ভীতিপ্রদর্শনপূর্বক নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করে, অথবা ভীতিপ্রদর্শনপূর্বক নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করিতে চেষ্টিত হয়,

সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

১২৪ ক। রাজদ্রোহ [Sedition]। যে কেহ, কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা, অথবা ইঙ্গিত দ্বারা, অথবা দৃশ্য প্রতীক ব্যবহার দ্বারা, অথবা অন্যপ্রকারে ভারতে আইনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকার সম্পর্কে ঘৃণা বা অবমাননা সৃষ্টিকারী কার্য করে বা এইরূপ কার্য সম্পাদন করিতে চেষ্টিত [প্রয়াসী] হয়, অথবা আনুগত্যহীনতা [অনুরাগশূন্যতা, বিরূপতা] সৃষ্টিকারী কার্য করে বা এরূপ কার্য সম্পাদনে চেষ্টিত হয়, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, যাহার সহিত অর্থদণ্ড যুক্ত হইতে পাবে, অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনবৎসর অবধি হইতে পারে যাহার সহিত অর্থদণ্ড যুক্ত হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা ১।— "আনুগত্যহীনতা" অভিব্যক্তির মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতা [রাজদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা] এবং যাবতীয় শত্রুভাবাপন্নতা পড়িবে।

ব্যাখ্যা ২।— ঘৃণা, অবমাননা [অবজ্ঞা] অথবা আনুগত্যহীনতা, সৃষ্টিকারী কার্য না করিয়া বা ঐরূপ কার্য সম্পাদনে চেষ্টিত না হইয়া, আইনসম্মত পদ্ধতিতে সরকারের কার্যাবলীর পরিবর্তন সংসাধনের উদ্দেশ্যে এরূপ কার্যাবলীর অননুমোদনাত্মক মন্তব্য এই ধারার অধীনে অপরাধ নহে।

ব্যাখ্যা ৩।— ঘৃণা, অবমাননা অথবা আনুগত্যহীনতা সৃষ্টিকারী কার্য না করিয়া বা ঐরূপ কার্যসম্পাদনে চেষ্টিত না হইয়া সরকারের প্রশাসনিক বা অন্যবিধ কার্য বিষয়ে অননুমোদনাত্মক মন্তব্য এই ধারার অধীনে অপরাধ নহে।

ধারা ১২৫]

॥ টীকা ॥

১। ১২৪ ক ধারা বিধৃতি বিধানসমূহ সংবিধানের পরিপন্থী নহে।- ১২৪ ধারায় বিধৃত বিধানসমূহ ভারত সংবিধানের ১৯(১) (ক) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী নহে [কেদার নাথ সিং ব. স্টেট্ অব্ বিহার, AIR 1962 SC 955;।

১২৫। ভারত সরকারের সহিত মৈত্রীবন্ধনে অবদ্ধ এশিয়ার যে কোন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা [Waging war against any Asiatic power in alliance with the Government of Indiaশ। যে কেহ ভারত সরকারের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ বা শান্তিতে অবস্থানকারী এশিয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে, কিংবা এইরূপ যুদ্ধ পরিচালনা করিতে প্রযাসী হয়, অথবা এইরূপ যুদ্ধ পরিচালনা প্রোৎসাহিত করে, সে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে, যাহার সহিত অর্থদন্ড যুক্ত হইতে পারে অথবা সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাতবৎসর অবধি হইতে পারে, যাহার সহিত অর্থদন্ড যুক্ত হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইবে।

১২৬। ভারত সরকারের সহিত শান্তিতে অবস্থানকারী শক্তির এলেকায় লুঠতরাজ করা [Committing depredation on territories of power at peace with the Government of India]। যে কেহ ভারত সরকারের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ অথবা শান্তিতে অবস্থানকারী শক্তির এলেকায় লুঠতরাজ করে অথবা লুঠতরাজ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে এবং ঐরূপ লুঠতরাজ করার জন্য ব্যবহৃত অথবা ঐরূপ করার জন্য উদ্দিষ্ট বা ঐরূপ লুঠতরাজ দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতে পারে।

১২৭। ১২৫ এবং ১২৬ ধারায় উল্লেখিত যুদ্ধ বা লুঠতরাজ দ্বারা গৃহীত সম্পত্তি পরিগ্রহণ [Receiving property taken by war or depredation mentioned in sections 125 and 126]। যে কেহ, ১২৫ ও ১২৬ ধারায় উল্লেখিত অপরাধসমূহের যে কোনটি সম্পাদনের দ্বারা গৃহীত বলিয়া জানিয়াও কোন সম্পত্তি গ্রহণ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে এবং ঐরূপে প্রাপ্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইতে পারে।

১২৮। রাজভৃত্য কর্তৃক স্বেচ্ছাক্রিয় ভাবে রাষ্ট্রবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে পলায়ন করিতে দেওয়া [Public servant voluntarily allowing prisoner of state or of war to escape]। যে কেহ, যিনি রাজভৃত্য এবং কোন রাষ্ট্রবন্দী বা যুদ্ধবন্দীর প্রহরায় রত, স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে ঐরূপ বন্দীকে, যে স্থানে ঐরূপ বন্দীকে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে দেন, তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দণ্ডিত হইবেন, অথবা যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাঁহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

ধারা ১২৯]

১২৯। **রাজভৃত্য কর্তৃক অবহেলাভরে এইরূপ বন্দীকে পলায়ন করিবার সুযোগ দেওয়া** [Public servant negligently suffering such prisoner to escape]। যে কেহ, যিনি রাজভৃত্য এবং রাষ্ট্রবন্দী বা যুদ্ধবন্দীর প্রহরায় রত, অবহেলাভরে উক্ত বন্দীকে যে স্থানে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে আটকাইয়া রাখার সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে দেন, তিনি অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাঁহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

১৩০। **এইরূপ বন্দীকে পলায়নে সহায়তা করা, উদ্ধার করা অথবা আশ্রয় দেওয়া** [Aiding escape of, rescuing or harbouring such prisoner]। যে কেহ জ্ঞানতঃ কোন রাষ্ট্রবন্দী বা যুদ্ধবন্দীকে বিধিসম্মত প্রহরা হইতে পলায়নে সহায়তা বা সাহায্য করে, অথবা এরূপ কোন বন্দীকে উদ্ধার করে অথবা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে, অথবা বিধিসম্মত প্রহরা হইতে পলাইয়া যাওয়া এরূপ কোন বন্দীকে আশ্রয়দান করে বা লুকাইত রাখে অথবা এরূপ কোন বন্দীকে পুনরায় ধরার কার্যে বাধাদান করে বা বাধাদান করিতে চেষ্টিত হয়, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

ব্যাখ্যা।— কোন রাষ্ট্রবন্দী বা যুদ্ধবন্দী যাহাকে ভারতের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্যারোলে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে সে যদি যে সীমার অভ্যন্তরে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার বহির্দেশে গমন করে তাহা হইলে সে বিধিসম্মত প্রহরা হইতে পলায়ন করিয়াছে বলা হয়।

পরিচ্ছেদ ৭

সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ক

১৩১। **প্রকাশ্য বিদ্রোহকে প্রোৎসাহিত করা অথবা সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে তাঁহার কর্তব্য হইতে বিপথে চালিত করিতে চেষ্টা করা** [Abetting mutiny or attempting to seduce a soldier, sailor or airman from his duty]। যে কেহ ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীভুক্ত কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক দ্বারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা প্রোৎসাহিত করে অথবা এরূপ কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে তাঁহার আনুগত্য [বশ্যতা] বা তাঁহার কর্তব্য হইতে বিপথে চালিত করিতে চেষ্টিত হয়, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

ধারা ১৩২]

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় ''আধিকারিক,'' ''সৈনিক'', ''নাবিক'' এবং ''বৈমানিক'' শব্দসমূহের মধ্যে এরূপ যে কোন ব্যক্তি পড়িবেন যিনি সৈন্যবাহিনী আইন [ফৌজী আইন], সৈন্যবাহিনী আইন, ১৯৫০, নৌবাহিনী নিয়মানুবর্তিতা আইন, ভারতীয় নৌবাহিনী (নিয়মানুবর্তিতা) আইন, ১৯৩৪, বিমানবাহিনী আইন অথবা বিমানবাহিনী আইন, ১৯৫০ এর অধীন, যে স্থলে যে প্রকার

॥ টীকা॥

॥ আচার [Practice] ॥

১। সাক্ষ্য (Evidence):প্রমাণ করুন যে—

[১] প্রোৎসাহিত ব্যক্তি ভারত সরকারের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমানবাহিনীর [বিমান-বল' এর] একজন আধিকারিক, ইত্যাদি।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছে; অথবা, তাঁহাকে তাঁহার আনুগত্য হইতে ভুলাইয়া লইয়া বিপথে চালিত করিয়াছে।

২। প্রক্রিয়া (Procedure) গ্রাহ্য—পরওয়ানা— জামিন অযোগ্য- শাস্তি মাফ করা বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য। বিচার হইবে দায়রা আদালতে।

৩। অভিযোগ (Charge).আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ভারত সরকারের স্থলবাহিনী বা নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনীতে কর্মরত [আধিকারিকের নাম] নামধারী আধিকারিককে [অথবা স্থলসেনা, নৌসেনা বা বায়ুসেনাকে] প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার আনুগত্য বা কর্তব্য হইতে সরাইয়া আনিয়া বিপথে চালিত করিতে প্রয়াস চালাইয়াছেন এবং এইরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১৩১ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন এবং উহা দায়রা আদালত (অথবা হাইকোর্ট) কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণীয়।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে কথিত আদালত কর্তৃক আপনার বিচার সম্পাদিত হউক।

১৩২। প্রকাশ্য বিদ্রোহের প্রোৎসাহন, যদি তাহার ফলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হয় [Abetment of mutiny, if mutiny is committed in consequence thereof]। যে কেহ ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমানবাহিনীভুক্ত কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা প্রোৎসাহিত করে, (তাহা হইলে) সে, যদি উক্ত প্রোৎসাহনের ফলে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হয়, মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে, যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

॥ আচার [Practice] ॥

১। সাক্ষ্য [Evidence] প্রমাণ করুন যে—

[১] যে ব্যক্তিকে প্রোৎসাহিত করা হইয়াছে তিনি ভারত সরকারের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমানবাহিনীর একজন আধিকারিক।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছে।

[৩] ঐরূপ প্রোৎসাহনের ফলে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা হইয়াছে।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure) প্রগ্রাহ্য—পরওয়ানা—জামিন অযোগ্য—শাস্তি মাফ করা বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য—দায়রা আদালত।

৩। **অভিযোগ** (Charge) আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:—

যে আপনি......তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ভারত সরকারের স্থলবাহিনী/ নৌবাহিনী/ বিমানবাহিনীর আধিকারিক/ স্থলসেনা/ নৌসেনা/ বিমানসেনা,......কে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন এবং ঐরূপ প্রোৎসাহনের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে তিনি প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিয়াছেন, এবং এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১৩১ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন এবং উহা দায়রা [দণ্ড সত্র] আদালত/ হাইকোর্ট কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণীয়।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে বর্ণিত আদালত কর্তৃক আপনার বিচার সংসাধিত হউক।

১৩৩। **সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক তাঁহার ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের উপর অভ্যাঘাতের অপোৎসাহন, যখন ঐ আধিকারিক তাঁহার কর্তব্যপালনে রত আছেন** [Abetment of assault by soldier, sailor or airman on his superior officer, when in execution of his office]। যে কেহ, ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমানবাহিনীভুক্ত কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক কর্তব্য পালনরত যে কোন ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের উপর অভ্যাঘাত প্রোৎসাহিত করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনবৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

॥ আচার [Practice] ॥

১। সাক্ষ্য [Evidence] প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রোৎসাহনের [অপোৎসাহনের] অপরাধে অপরাধী।

[২] প্রোৎসাহিত ব্যক্তি ভারত সরকারের সেনাবাহিনীর একজন আধিকারিক, ইত্যাদি।

[৩] প্রোৎসাহিত ব্যক্তির ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের উপর অভ্যাঘাত আসিত।

ধারা ১৩৪]

[৪] ঐরূপ অধিকারিক ঐ সময়ে কর্তব্যরত ছিলেন।

২। প্রক্রিয়া (Procedure):প্রগ্রাহ্য—পরওয়ানা- -জামিন অযোগ্য—শাস্তি মাফ করা বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য- দায়রা আদালত/ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট্/ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্।

৩। অভিযোগ (Charge):আমি [এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি... তারিখ বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.....সময়ে....স্থানে ভারত সরকারের সেনাবাহিনীর [স্থলবাহিনীর / নৌবাহিনীর / বিমানবাহিনীর] আধিকারিক / স্থলসেনা / নৌসেনা / বায়ুসেনা....কর্তৃক কর্তব্যরত উচ্চতর আধিকারিক......এঁর উপর অভ্যাঘাতকরণ প্রোৎসাহিত করিয়াছেন এবং এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১৩৩ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন এবং উহা মৎকর্তৃক / দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণীয়।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

১৩৪। এইরূপ অভ্যাঘাতের প্রোৎসাহন, অভ্যাঘাত যদি সম্পাদিত হয় [Abetment of such assault, if the assault is committed]। যে কেহ ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমানবাহিনীভুক্ত কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক অথবা বৈমানিক কর্তৃক, তাঁহার কর্তব্যপালনরত উর্ধ্বতন আধিকারিকের উপর অভ্যাঘাত প্রোৎসাহিত করে, সে ঐ প্রোৎসাহনের ফলে অভ্যাঘাত সম্পাদিত হইলে, যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

।। টীকা ।।

১। সাক্ষ্য (Evidence):প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রোৎসাহনের অপরাধে অপরাধী ছিল।

[২] প্রোৎসাহন ছিল প্রোৎসাহিত ব্যক্তির উর্ধ্বতন আধিকারিকের উপর অভ্যাঘাতের।

[৩] কথিত আধিকারিক ঐ সময়ে কর্তব্যরত ছিলেন।

[৪] প্রোৎসাহনের ফলে অভ্যাঘাত করা হইয়াছে।

২। প্রক্রিয়া (Producer):প্রগ্রাহ্য—পরওয়ানা—জামিন-অযোগ্য—শাস্তি মাফ করার বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য—প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্।

৩। অভিযোগ (charge): আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]—নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্নিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি.... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে..... স্থানে.....সময়ে ভারত সরকারের সেনাবাহিনীর [স্থলবাহিনী / নৌবাহিনী / বিমানবাহিনী-এর] আধিকারিক / স্থলসেনা / নৌসেনা / বায়ুসেনা..... কর্তৃক কর্তব্যরত উর্ধ্বতন আধিকারিক....এঁর উপর অভ্যাঘাত করার জন্য প্রোৎসাহিত করিয়াছেন এবং ঐ অভ্যাঘাত সম্পাদিত হইয়াছে, এবং এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১৩৪ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা দায়রা আদালত / হাইকোর্ট কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণীয়।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত আদালতে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

১৩৫। **সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক-এর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাওয়ার অপোৎসাহন** [Abetment of desertion of soldier, sailor or airman]। যে কেহ ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমানবাহিনীভুক্ত কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক কর্মপরিত্যাগপূর্বক পলায়ন প্রোৎসাহিত করে, সে, যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা তাহার উভয়দন্ডই হইবে।

॥ **টীকা** ॥

১। **সাক্ষ্য** (Evidence):প্রমাণ করুন যে—

[১] প্রোৎসাহিত ব্যক্তি, ভারত সরকারের স্থলবাহিনী / নৌবাহিনী / বিমানবাহিনীর একজন আধিকারিক।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ ব্যক্তিকে কর্মপরিত্যাগপূর্বক পলাইয়া যাইতে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure): প্রগ্রাহ্য—পরওয়ানা— জামিনযোগ্য—শাস্তি মাফ করার বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য—মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট্ / প্রথম শ্রেণীর / দ্বিতীয় শ্রেণীর / ম্যাজিস্ট্রেট্।

৩। **অভিযোগ** (Charge):আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে....স্থানে....সময়ে ভারত সরকারের স্থলবাহিনীর/ নৌবাহিনীর/ বিমানবাহিনীর আধিকারিক/ স্থলসেনা/ নৌসেনা/ বায়ুসেনা.....কে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া পালাইয়া যাইতে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন এবং এইরূপ কর্ম সম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১৩৫ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

১৩৬। **যে ব্যক্তি কর্ম পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়াছে তাহাকে আশ্রয়দান** (Harbouring deserter)। যে কেহ, অতঃপর বর্ণিত ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে, জ্ঞানতঃ অথবা

ধারা ১৩৬]

ইহা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে, ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমানবাহিনীভুক্ত কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিয়াছে, ঐরূপ আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে আশ্রয়দান করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা তাহার অর্থদণ্ড হইবে অথবা তাহার উভয় দণ্ডই হইবে।

ব্যতিক্রম। যে ক্ষেত্রে স্ত্রী তাহার স্বামীকে আশ্রয়দান করে, সেই ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

।। টীকা।।

আচার [Practice]

১। **সাক্ষ্য [Evidence]**:প্রমাণ করুন যে---

[১] সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি ভারত সরকারের স্থলবাহিনী / নৌবাহিনী / বিমানবাহিনীর একজন আধিকারিক বা.....পদাধিকারী।

[২] উক্ত ব্যক্তি কর্মত্যাগপূর্বক পলাইয়া গিয়াছেন।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন তাঁহাকে আশ্রয় দেন তখন তিনি জানিতেন যে / তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে ঐ ব্যক্তি একজন কর্মত্যাগপূর্বক পালাইয়া আসা ব্যক্তি।

[৫] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির পত্নী নহেন।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**:প্রগ্রাহ্য—পরওয়ানা—জামিনযোগ্য—শাস্তি মাফ করার বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য—মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট্ বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্।

৩। **অভিযোগ (Charge)**:আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করিতে হইবে] এতদ্দ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছিঃ

যে আপনি......তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.... ..ঘটিকায়......স্থানে [পলাতক ব্যক্তির নাম] যে ভারত সরকারের স্থলবাহিনী / নৌবাহিনী / বিমানবাহিনীর একজন আধিকারিক / স্থলসেনা / নৌসেনা / বায়ুসেনা এবং তিনি যে কর্মত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছেন তাহা জানিয়া / তাহা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও ঐরূপ আধিকারিককে / স্থলসেনাকে / নৌসেনাকে / বায়ুসেনাকে আশ্রয় দিয়াছেন এবং এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১৩৬ ধারামতে অপরাধ করিয়াছেন এবং তাহা আমাকর্তৃক বিচরার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে বর্ণিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

১৩৭। পোতাধ্যক্ষর অবহেলায় বাণিজ্যিক জাহাজে কর্ম পরিত্যাগপূর্বক পলাতক ব্যক্তিকে গোপন করিয়া রাখা [Deserter concealed on board merchant vessel, through negligence of master]। বাণিজ্যিক [বানিজ] জাহাজের পোতাধ্যক্ষ অথবা কর্তৃত্বকারী ব্যাক্তি, যে বাণিজ্যিক জাহাজে ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনী হইতে কর্মপরিত্যাগপূর্বক পলাতক ব্যক্তিকে লুকাইত রাখা হয়, এইরূপ লুকাইত রাখা বিষয়ে অনবহিত থাকিলেও দন্ডযোগ্য হইবেন যাহার পরিমাণ হইবে অনধিক পাঁচশত টাকা, যদি এইরূপ পোতাধ্যক্ষ বা কর্তৃত্বকারী ব্যাক্তির কর্তব্য বিষয়ে কোন অবহেলা না থাকিলে কিংবা উক্ত জাহাজে নিয়মানুবর্তিতার অভাব না থাকিলে ঐরূপ লুকাইত রাখা বিষয়ে তিনি অবহিত হইতেন।

॥ টীকা॥

১। সাক্ষ্য (Evidence):প্রমাণ করুন যে—

[১] প্রশ্নাধীন ব্যাক্তি ভারত সরকারের স্থলবাহিনী / নৌবাহিনী / বিমানবাহিনী হইতে কর্মত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন।

[২] কর্মত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসা এইরূপ ব্যক্তিকে একটি সওদাগরী জাহাজে লুকাইয়া রাখা হয়।

[৩] এইরূপ লুকাইয়া রাখার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি কথিত জাহাজের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরূপে কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শনের দোষে দোষী /জাহাজে নিয়মানুবর্তিতা [শৃঙ্খলা] রক্ষা না করার দোষে দোষী।

[৫] ঐরূপ লুকাইত রাখার হেতু হইল কথিতরূপ কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন বা নিয়মানুবর্তিতার [শৃঙ্খলার] অভাব।

২। প্রক্রিয়া(Procedure): অগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য—শাস্তি মাফ করার বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য—মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য।

৩। অভিযোগ (Charge):আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করিতে হইবে]; এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিতরূপ অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

যে ভারত সরকারের স্থলবাহিনী / নৌবাহিনী / বিমানবাহিনী হইতে কর্মত্যাগপূর্বক পলাইয়া আসা [পলাতক ব্যক্তির নাম]......তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.......নামক বানিজ্য জাহাজে আপনি যাহার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ও আছেন, নিজেকে লুকাইত রাখিয়াছিলেন যাহা সম্ভবপর হইয়াছিল ঐরূপ জাহাজের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি রূপে আপনার কর্তব্যচ্যুতির জন্য / কথিত জাহাজে শৃঙ্খলার অবিদ্যমানতার জন্য এবং এইরূপ আচরণ দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১৩৭ ধারামতে অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

১৩৮। সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক-এর অধীনতা অস্বীকার করামূলক কার্যর প্রোৎসাহন [অপোৎসাহন] [Abetment of act of insubordination by soldier, sailor or airman]। যে কেহ এরূপ কার্য প্রোৎসাহিত করে যাহা, সে ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমানবাহিনী ভুক্ত কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক-এর অধীনতা অস্বীকারকরামূলক কার্য বলিয়া জানে, সে, যদি উক্ত প্রোৎসাহনের ফলে ঐরূপ অধীনতা অস্বীকারকরামূলক কার্য সম্পাদিত হয়, যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা তাহার উভয়দন্ডই হইবে।

॥ টীকা॥

১। **সাক্ষ্য (Evidence)**:প্রমাণ করুন যে---

[১] কার্যটি ছিল অবাধ্যতার [অনধীনতার]।

[২] এইরূপ কাজের দোষী ব্যক্তি ভারতসরকারের স্থলবাহিনী / নৌবাহিনী / বিমানবাহিনীর একজন আধিকারিক /.....পদাধিকারী।

[৩] এইরূপ কার্য সম্পাদনে অভিযুক্ত ব্যক্তি কথিত আধিকারিককে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন।

[৪] সংশ্লিষ্ট সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ কার্যকে অবাধ্যতার কার্য বলিয়া জানিতেন।

[৫] ঐরূপ প্রোৎসাহনের [অপোৎসাহনের] ফলশ্রুতিতে ঐরূপ অবাধ্যতার ঘটনা ঘটিয়াছে।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: প্রগ্রাহ্য—পরওয়ানা—জামিনযোগ্য—শাস্তি মাফ করার বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য-মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট্ / প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্- সংক্ষেপে বিচারযোগ্য।

৩। **অভিযোগ (Charge)**:আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ অনয়ন করিতেছি:

যে আপনি......তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে..... ঘটিকায়......স্থানে যে কার্যকে আপনি অবাধ্যতার কার্য বলিয়া জানিতেন তাহা করিতে ভারত সরকারের স্থলবাহিনী / নৌবাহিনী / বিমানবাহিনীর আধিকারিক / স্থলসেনা / নৌসেনা/ বায়ুসেনা.....কে প্রোৎসাহিত করেন এবং এইরূপ প্রোৎসাহনের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে ঐরূপ অবাধ্যতার কার্যসম্পাদিত হয় এবং এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১৩৮ ধরামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে, কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

১৩৮ ক। **[নিরসিত]**

১৩৯। কতকগুলি আইনের অধীন ব্যক্তিবর্গ [Persons subject to certain Acts]। সৈন্যবাহিনী আইন [ফৌজী আইন], সৈন্যবাহিনী আইন, ১৯৫০, নৌবাহিনী নিয়মানুবর্তিতা আইন, ভারতীয় নৌবাহিনী (নিয়মানুবর্তিতা) আইন, ১৯৩৪, বিমানবাহিনী আইন অথবা বিমানবাহিনী আইন ১৯৫০-এর অধীন কোন ব্যক্তি, এই পরিচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত অপরাধসমূহের কোনটির জন্য এই সংহিতার অধীনস্থ দন্ডে দন্ডযোগ্য নহেন।

১৪০। সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক-এর পোষাক পরিধান বা তাঁহাদের ব্যবহৃত প্রতীক বহন [Wearing garb or carrying token used by soldier, sailor or airman]। যে কেহ, ভারত সরকারের সামরিক, নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনী কৃত্যক-ভুক্ত কোন সৈনিক, নাবিক অথবা বৈমানিক না হইয়াও, এইরূপ সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক ব্যবহৃত পোষাক বা প্রতীকের ন্যায় পোষাক পরিধান করে বা প্রতীক বহন করে এই উদ্দেশ্যে যে এইরূপ বিশ্বাস করা হইতে পারে যে সে ঐরূপ সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনমাস অবধি হইতে পারে অথবা সে পাঁচশত টাকা অবধি অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবে।

।। টীকা ।।

১। **সাক্ষ্য** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্নাধীন পোষাক পরিধান করিয়াছিলেন অথবা প্রতীক বহন করিয়াছিলেন।

[২] এইরূপ পোষাক বা প্রতীক স্থলবাহিনী/নৌবাহিনী/বিমানবাহিনীর কর্মীদের ব্যবহার্য পোষাক বা প্রতীকের তুল্য ছিল।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি স্থলসেনা/নৌসেনা/বায়ুসেনা ছিলেন না।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি কথিত পোষাক পরিধান করিয়াছিলেন/প্রতীক ধারণ করিয়া ছিলেন/বহন করিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে এইরূপ বিশ্বাস করা হইবে যে তিনি স্থলবাহিনী/নৌবাহিনী/বিমানবাহিনীর সদস্য।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure): প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য—শাস্তি মাফ করার বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য- যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য।

৩। **অভিযোগ** (Charge): আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করিতে হইবে] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিতরূপ অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

যে আপনি ভারত সরকারের স্থলবাহিনী/নৌবাহিনী/বিমানবাহিনীর অধীন স্থলসেনা/নৌসেনা/বায়ুসেনা না হইয়াও ....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ....ঘটিকায় ....স্থানে [পোষাকের অনুপুঙ্খ বিবরণ এখানে দিন] পোষাক পরিধান করিয়াছিলেন/ .... এর ন্যায় দেখিতে এরূপ প্রতীক ধারণ করিয়াছিলেন/ বহন করিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে এইরূপ বিশ্বাস করা হইবে যে আপনি ঐরূপ একজন স্থলসেনা/নৌসেনা/বায়ুসেনা, এবং এইরূপ কার্যসম্পাদন করিয়া আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১৪০ ধারামতে দন্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

পরিচ্ছেদ ৮

জনসাধারণের শান্তি বিরোধী অপরাধসমূহ বিষয়ক

১৪১। বেআইনী সমাবেশ [Unlawful assembly]। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশকে "বেআইনী সমাবেশ আখ্যা দেওয়া হইবে যদি উক্ত সমাবেশ গঠনকারী ব্যক্তিবর্গের সাধারণ উদ্দেশ্য হয়—

প্রথমতঃ।— অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ দ্বারা, কিংবা অপরাধমূলক বল প্রদর্শন দ্বারা কেন্দ্রীয় বা যে কোন রাজ্য সরকার অথবা সংসদ অথবা যে কোন রাজ্যের বিধানসভা, অথবা রাজভৃত্যরূপে বিধিসম্মত ক্ষমতা প্রয়োগকারী যে কোন রাজভৃত্যকে অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত করা ; অথবা

দ্বিতীয়তঃ।— যে কোন আইনের অথবা যে কোন বৈধিক পরওয়ানার নির্বাহকে বাধাদান করা ; অথবা

তৃতীয়তঃ।— যে কোন ক্ষতি অথবা অপরাধমূলক সীমা লঙ্ঘন, অথবা অন্যবিধ অপরাধ সম্পাদন করা ; অথবা

চতুর্থতঃ।— অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ দ্বারা অথবা যে কোন ব্যক্তিকে অপরাধমূলক বল প্রদর্শন দ্বারা যে কোন সম্পত্তি গ্রহণ করা বা উহার দখল লওয়া, অথবা কোন ব্যক্তি পথ দিয়া চলাচলের অধিকার অথবা জল ব্যবহারের অধিকার অথবা অন্যবিধ বিমূর্ত অধিকার যাহা তাহার অধিকারে আছে বা যাহা তিনি ভোগ করিয়া থাকেন তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা, অথবা কোন অধিকার বা কল্পিত অধিকার বলবৎ করা ; অথবা

পঞ্চমতঃ।— অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ দ্বারা, অথবা অপরাধমূলক বল প্রদর্শন দ্বারা কোন ব্যক্তিকে এরূপ কার্য করিতে বাধ্য করা যাহা করিতে সে আইনতঃ বাধ্য নহে, অথবা যাহা সে আইনতঃ করিতে সক্ষম তাহা করা হইতে তাহাকে বিরত থাকিতে বাধ্য করা।

ব্যাখ্যা।— কোন সমাবেশ, গঠিত হইবার সময় বেআইনী না থাকিলেও পরবর্তীকালে একটি বেআইনী সমাবেশে রূপান্তরিত হইতে পারে।

১৪২। বেআইনী সমাবেশে থাকা [Being member of unlawful assembly]। যে কেহ, যে তথ্য কোন সমাবেশকে বেআইনী সমাবেশে রূপান্তরিত করে সেই তথ্য বিষয়ে সচেতন থাকিয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে উক্ত সমাবেশে যোগদান করে অথবা উহাতে থাকিয়া যায়, সে বেআইনী সমাবেশের সদস্য এইরূপ বলা হয়।

১৪৩। দণ্ড (Punishment)। যে কেহ বেআইনী সমাবেশের সদস্য হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৪৪। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বেআইনী সমাবেশে যোগদান [Joining unlawful assembly armed with deadly weapons]। যে কেহ, যে কোন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অথবা এরূপ কিছুদ্বারা সজ্জিত হইয়া যাহা আক্রমণাত্মক অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে মৃত্যু ঘটাইতে পারে, বেআইনী সমাবেশের সদস্য হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৪৫। কোন বেআইনী সমাবেশকে ভাঙিয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে জানিয়াও ঐরূপ সমাবেশে যোগদান করা বা উহাতে থাকিয়া যাওয়া [Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commended to disperse]। যে কেহ, কোন বেআইনী সমাবেশকে আইনদ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ভাঙিয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা জানিয়াও ঐরূপ সমাবেশে যোগদান করে বা তাহাতে থাকিয়া যায়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৪৬। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা [Rioting]। যখনই কোন বেআইনী সমাবেশ কর্তৃক বা তাহার কোন সদস্য কর্তৃক, উক্ত সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য পালনে বল বা যৎপরোনাস্তি প্রবলতা যুক্ত হিংস্রতা ব্যবহৃত হয়, (তখন) ঐরূপ সমাবেশের প্রত্যেক সদস্যই দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার অপরাধে অপরাধী হয়।

১৪৭। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার দণ্ড [Punishment for rioting]। যে কেহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার অপরাধে অপরাধী হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৪৮। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা [Rioting, armed with deadly weapon]। যে কেহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অথবা আক্রমণাত্মক শস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে মৃত্যু ঘটাইতে পারে এরূপ কিছু দ্বারা সজ্জিত হইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার অপরাধে অপরাধী, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসব অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৪৯। বেআইনী সমাবেশের প্রত্যেক ব্যক্তি একই উদ্দেশ্যে কার্য করার অপরাধে অপরাধী [Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object]। সাধারণ উদ্দেশ্যে কার্য সম্পাদনকারী বেআইনী সমাবেশের কোন সদস্য যদি কোন অপরাধ করে অথবা যদি এরূপ কিছু করে যাহা ঐ উদ্দেশ্যে সংসাধনে সম্পাদিত হইতে পারে বলিয়া ঐ সমাবেশের সদস্যবর্গের জানা ছিল, (তাহা হলে) প্রত্যেক ব্যক্তি, যে ঐ অপরাধ সম্পাদনকালে ঐ একই সমাবেশের সদস্য, ঐ অপরাধে অপরাধী হইবে।

ধারা ১৫০]

১৫০। বেআইনী সমাবেশে যোগদান করার জন্য লোকজন ভাড়া করা, অথবা নীরবে ঐরূপ ভাড়াকরা সমর্থন করা [Hiring, or conniving at hiring, of persons to join unlawful assembly]। যে কেহ বেআইনী সমাবেশে যোগদান করার জন্য অথবা ঐরূপ সমাবেশের সদস্য হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে ভাড়া করে কিংবা চুক্তিবদ্ধ করায়, কিংবা নিয়োগ করে, কিংবা অগ্রসর করায়, কিংবা ঐরূপ ভাড়া করা, চুক্তিবদ্ধ করানো অথবা নিয়োগ করা নীরবে সমর্থন করে, সে ঐরূপ বেআইনী সমাবেশের সদস্য হিসাবে দন্ডনীয় হইবে, এবং এইরূপ ভাড়া করা, চুক্তিবদ্ধ করানো বা নিয়োগের মাধ্যমে ঐরূপ বেআইনী সমাবেশের সদস্যরূপে ঐরূপ কোন ব্যক্তি যে অপরাধ করে, তন্নিমিত্ত সে একইভাবে দন্ডনীয় হইবে যেন সে ঐ বেআইনী সমাবেশের সদস্য ছিল, অথবা নিজেই ঐ অপরাধ করিয়াছে।

১৫১। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশকে ভাঙিয়া দিতে আদেশ দিবার পর জানিয়া শুনিয়া উহাতে যোগদান করা বা উহাতে থাকিয়া যাওয়া [Knowingly joining or continuing in assembly of five or more persons after it has been commanded to disperse]। যে কেহ, জনসাধারণের শান্তিভঙ্গ করিতে পারে এরূপ পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির কোন সমাবেশকে ভাঙিয়া দিবার আদেশ দেওয়ার পর জানিয়া শুনিয়া ঐরূপ সমাবেশে যোগদান করে বা তাহাতে থাকিয়া যায়, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা।—উক্ত সমাবেশ ১৪১ ধারার অর্থের মধ্যে বেআইনী সমাবেশ হইলে অপরাধী ১৪৫ ধারামতে দন্ডনীয় হইবে।

১৫২। দাঙ্গা প্রভৃতি দমন করিবার সময় রাজভৃত্যকে অভ্যাঘাত [আক্রমণ] করা বা বাধা দেওয়া [Assaulting or obstructing public servant when suppressing riot, etc,]। যে কেহ বেআইনী সমাবেশ ভাঙিয়া দিবার প্রয়াসে, অথবা দাঙ্গা বা মারামারি [শান্তিভঙ্গ] দমন করিবার প্রয়াসে রাজভৃত্যরূপে কর্তব্য সাধনকারী কোন রাজভৃত্যকে অভ্যাঘাত [আক্রমণ] করে কিংবা অভ্যাঘাত করার ভীতি প্রদর্শন করে কিংবা বাধা দেয় কিংবা বাধাপ্রদান করিতে চেষ্টিত হয় অথবা এইরূপ রাজভৃত্যের উপর দুষ্কৃত বল প্রয়োগ করে অথবা প্রয়োগ করার ভীতি প্রদর্শন করে, কিংবা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনবৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৫৩। দাঙ্গা বাধাইবার উদ্দেশ্যে অবাধ্যভাবে উৎক্ষোভন প্রদান- যদি দাঙ্গা সংঘটিত হয়, যদি দাঙ্গা সংঘটিত না হয় [Wantonly giving provocation with intent to cause riot-if rioting be committed; if not committed]। যে কেহ, যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষপূর্ণভাবে কিংবা উচ্ছৃঙ্খলভাবে [অবাধ্যভাবে, উদ্দেশ্যহীনভাবে, খেয়ালীভাবে, লাম্পট্য সহকারে] অবৈধ কিছু করিয়া কোন ব্যক্তিকে উৎক্ষোভন প্রদান করে এই উদ্দেশ্যে যে

বা ইহা জানিয়া যে এইরূপ উৎক্ষোভনের ফলে দাঙ্গা বাধিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, সে, এইরূপ উৎক্ষোভনের ফলে দাঙ্গা করার অপরাধ সম্পাদিত হইলে, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে; এবং যদি দাঙ্গাকরার অপরাধ সম্পাদিত না হয়, (তাহা হইলে সে) যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৫৩-ক। **ধর্ম, জাতি, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতাবর্ধক কার্য করা এবং সমন্বয় রক্ষার পরিপন্থী কার্য করা** [Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, language, etc, and doing acts prejudicial to maintenance of harmony]। যে কেহ (ক) কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা, কিংবা চিহ্ন দ্বারা কিংবা দৃশ্য প্রতীক দ্বারা অন্যপ্রকারে, ধর্ম, জাতি, ভাষা, শ্রেণী বা সম্প্রদায়-এর ভিত্তিতে অথবা অন্য যে কোন ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মীয়, জাতিগত, বা ভাষাগত গোষ্ঠীর মধ্যে বা শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতাভাব বা ঘৃণাভাব উৎপাদন করে বা ঐরূপ করিতে চেষ্টিত হয়, অথবা (খ) এরূপ যে কোন কার্য করে যাহা বিভিন্ন ধর্মীয়, জাতিগত বা ভাষাগত গোষ্ঠীর মধ্যে অথবা বিভিন্ন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার পরিপন্থী এবং যাহা জনসাধারণের শান্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বা করিতে পারে, সে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৫৪। **যে ভূমিখণ্ডের উপর বেআইনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় তাহার মালিক বা দখলকারী** [Owner or occupier of land on which an unlawful assembly is held]। যখনই কোন বেআইনী সমাবেশ বা দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, যে জমির উপর ঐরূপ বেআইনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় কিংবা ঐরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পাদিত হয় তাহার মালিক বা দখলকারী, এবং ঐরূপ জমিতে স্বার্থসম্পন্ন বা স্বার্থ দাবিকারী ব্যক্তি, অনধিক এক হাজার টাকা অবধি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, যদি সে বা তাহার নিযুক্তক বা ব্যবস্থাপক, এইরূপ অপরাধ সম্পাদিত হইতেছে বা সম্পাদিত হইয়াছে ইহা জানিয়া বা সম্পাদিত হইতে পারে এইরূপ বিশ্বাস করার হেতু থাকা সত্ত্বেও, তাহার বা তাহাদের ক্ষমতামধ্যস্থ সর্বাধিক দ্রুতি সহকারে নিকটতম থানার প্রধান আধিকারিকের নিকট ঐ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি না দেয়, এবং উহা সম্পাদিত হইতে যাইতেছে তাহার বা তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকার ক্ষেত্রে তাহার বা তাহাদের ক্ষমতামধ্যস্থ যাবতীয় বিধিসম্মত শক্তি প্রয়োগ না করে উহা প্রতিরোধ করার জন্য, এবং উহা যদি সম্পাদিত হয়, তাহার বা তাহাদের ক্ষমাতামধ্যস্থ যাবতীয়

বিধিসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ঐ দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমন করিবার জন্য বা ঐ বেআইনী সমাবেশ ভাঙিয়া দিবার জন্য।

১৫৫। যে ব্যক্তির সুবিধা সৃষ্টির জন্য দাঙ্গার সংঘটন করা হয় তাহার দায়িতা [Liability of person for whose benefit riot is committed]। যখনই এরূপ কোন ব্যক্তির সুবিধা সৃষ্টির জন্য বা এরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষে দাঙ্গার সংঘটন করা হয় যে ব্যক্তি এরূপ কোন জমির মালিক বা দখলকারী যাহার সম্বন্ধে ঐরূপ দাঙ্গা সংঘটিত হয় বা যে ঐরূপ জমিতে অথবা যে বিবাদ উক্ত দাঙ্গার সৃষ্টি করে তাহার বিষয় বস্তুতে কোন স্বার্থ দাবি করে অথবা যে উহা হইতে কোন সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে বা তুলিয়া লইয়াছে, ঐরূপ ব্যক্তি অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে, যদি সে বা তাহার নিযুক্তক বা ব্যবস্থাপক, এইরূপ দাঙ্গা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা আছে এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও অথবা যে বেআইনী সমাবেশ দ্বারা ঐ দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াছে সেই বেআইনী সমাবেশ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা জানিয়া, ঐরূপ সমাবেশকে বাধা দিবার জন্য বা ঐ দাঙ্গা হওয়ায় বাধা দিবার জন্য, এবং উহা দমন করার ও ভাঙিয়া দিবার জন্য তাহার বা তাহাদের ক্ষমতামধ্যস্থ যাবতীয় বিধিসম্মত প্রক্রিয়াপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া থাকে।

১৫৬। যে মালিক বা দখলকারীর সুবিধা সৃষ্টির জন্য দাঙ্গা সংসাধিত হয় তাহার নিযুক্তকের দায়িতা [Liability of agent of owner or occupier for whose benefit riot is committed]। যখনই ঐরূপ কোন ব্যক্তির সুবিধাসৃষ্টির জন্য বা এরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন দাঙ্গা সংঘটিত হয় যে এরূপ জমির মালিক বা দখলকারী যাহার সম্বন্ধে উক্ত দাঙ্গার সংঘটন হয়, অথবা যে উক্ত জমিতে কোন স্বার্থ দাবি করে, অথবা এরূপ কোন বিবাদের বিষয় বস্তুতে স্বার্থ দাবি করে যাহা উক্ত দাঙ্গার উদ্ভব ঘটাইয়াছে, অথবা যে উহা হইতে কোন সুবিধা লইয়াছে বা আহরণ করিয়াছে, ঐরূপ ব্যক্তির নিযুক্তক বা ব্যবস্থাপক অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে, যদি এইরূপ নিযুক্তক বা ব্যবস্থাপক, ঐরূপ দাঙ্গা হইতে পারে তাহা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও অথবা যে বেআইনী সমাবেশ দ্বারা উক্ত দাঙ্গা সংঘটিত হইযাছে সেই বেআইনী সমাবেশ হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা বিশ্বাস করার হেতু থাকা সত্ত্বেও তাহার ক্ষমতামধ্যস্থ যাবতীয় বিধিসম্মত প্রক্রিয়া প্রণালী ব্যবহার না করে ঐরূপ দাঙ্গা বা সমাবেশ হওয়ায় বাধা দিবার জন্য এবং উহা দমন করার জন্য ও ভাঙিয়া দিবার জন্য।

১৫৭। বেআইনী সমাবেশের জন্য ভাড়াকরা ব্যক্তিবর্গকে আশ্রয়দান [Harbouring persons hired for an unlawful assembly]। যে কেহ, কিছু লোককে, বেআইনী সমাবেশে যোগদান করার জন্য অথবা বেআইনী সমাবেশের সদস্য হইবার জন্য ভাড়া করা হইয়াছে, চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছে অথবা নিয়োগ করা হইয়াছে, অথবা ভাড়া করা হইতে যাইতেছে, চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ করা হইতে যাইতেছে বা নিয়োগ করা হইতে যাইতেছে ইহা অবগত হইয়া ঐ ব্যক্তিবর্গকে তাহার দখলভুক্ত বা কর্তৃত্বাধীন বা তাহার নিয়ন্ত্রনাধীন কোন বাড়িতে বা চতুষ্পার্শ্বস্থ অঙ্গনাদি সহ অট্টালিকায় আশ্রয়দান করে, গ্রহণ করে বা একত্রিত

ধারা ১৫৮]

করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৫৮। বেআইনী সমাবেশ বা দাঙ্গায় অংশগ্রহণের জন্য ভাড়া হওয়া, অথবা অস্ত্রসজ্জিত হইয়া যাওয়া [Being hired to take part in an unlawful assembly or riot or to go armed]। যে কেহ ১৪১ ধারায় নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত কার্যাবলীর যে কোনটি করার জন্য বা উহাতে সহায়তা করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় অথবা ভাড়াকৃত হয় অথবা নিজেকে উৎসর্গ করে অথবা ভাড়াকৃত হইতে বা চুক্তিবদ্ধ হইতে চেষ্টিত হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে,

এবং যে কেহ উপরিউক্তরূপে চুক্তিবদ্ধ বা ভাড়াকৃত হইয়া যে কোন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হইয়া অথবা আক্রমণের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে যাহা মৃত্যু ঘটাইতে পারে ঐরূপ কিছুদ্বারা সজ্জিত হইয়া যায় অথবা ঐরূপ সজ্জিত হইয়া যাইতে চুক্তিবদ্ধ করে বা নিজেকে উৎসর্গ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৫৯। শান্তিভঙ্গ [Affray]। যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে মারামারি করিয়া সাধারণের শান্তিভঙ্গ করে তবে তাহারা মারামারি করিয়া সাধারণের শান্তিভঙ্গ করে বলা হইয়া থাকে।

১৬০। শান্তিভঙ্গ করার দণ্ড [Punishment for committing affray]। যে কেহ মারামারি করিয়া সাধারণের শান্তিভঙ্গ করিলে তাহাকে একমাস পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ড অথবা একশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা কিংবা উভয় প্রকারের দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

পরিচ্ছেদ ৯

রাজভৃত্য দ্বারা সম্পাদিত বা রাজভৃত্য সম্বন্ধীয় অপরাধসমূহ বিষয়ক

১৬১। সরকারী কার্যের ব্যাপারে রাজভৃত্য কর্তৃক বিধিসম্মত পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্য প্রকারের উৎকোচ গ্রহণ [Public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act]। যে কেহ, যিনি রাজভৃত্য বা রাজভৃত্য হইতে প্রত্যাশী কোন ব্যক্তির নিকট হইতে নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য বিধিসম্মত পারিশ্রমিক ব্যতীত যে কোন প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন

ধারা ১৬১]

বা গ্রহণ করেন বা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতে সম্মত হন বা গ্রহণ করিতে চেষ্টিত হন কোন সরকারী কার্য করার বা করা হইতে বিরত থাকার অথবা সরকারী কার্য সম্পাদনে কোন ব্যক্তিকে আনুকূল্য [অনুগ্রহ, পক্ষপাত] বা আনুকূল্যহীনতা [বিরাগ] প্রদর্শনের জন্য বা উহা প্রদর্শন করা হইতে বিরত থাকার জন্য, অথবা কেন্দ্রীয় বা যে কোন রাজ্যসরকার বা লোকসভা বা যে কোন রাজ্যের বিধানসভা-এর সহিত বা ২১ ধারায় উল্লেখিত যে কোন স্থানীয় প্রাধিকারী, নিগম বা সরকারী সংগঠ-র সহিত বা রাজভৃত্য হিসাবে যে কোন রাজভৃত্য-এর সহিত সংযুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে সেবা প্রদান বা তাহার অহিত সাধনের জন্য গতিদায়ক প্রেরণা বা পুরস্কার হিসাবে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনবৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা। —**"রাজভৃত্য হইতে প্রত্যাশী"**। যদি পদপ্রাপ্তির আশা করে না এরূপ কোন ব্যক্তি শীঘ্রই তাহার পদপ্রাপ্তি ঘটিবে এবং তখন সে তাহাদের সেবা করিবে এইরূপ বিশ্বাস করাইয়া অন্যদের প্রতারিত করিয়া উৎকোচ গ্রহণ করে (তাহা হইলে) সে প্রতারণার অপরাধে অপরাধী হইতে পারে কিন্তু সে এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধে অপরাধী নহে।

"উৎকোচ"। "উৎকোচ" শব্দটি আর্থিক উৎকোচের মধ্যে অথবা অর্থদ্বারা মূল্য বিচার যোগ্য উৎকোচের মধ্যে সীমিত নহে।

"বিধিসম্মত পারিশ্রমিক"। "বিধিসম্মত পারিশ্রমিক" শব্দদ্বয় রাজভৃত্য আইন সম্মতভাবে যে পারিশ্রমিক দাবি করিতে পারেন তাহার মধ্যে সীমিত নহে, পরন্তু ইহার মধ্যে এরূপ সকল পারিশ্রমিক পড়িবে যাহা লইতে যে সরকারের অধীনে তিনি কার্যরত সেই সরকারের নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

"সম্পাদন করার গতিদায়ক প্রেরণা বা পুরস্কার।" যে কার্য করার অভিপ্রায় তাহার নাই তাহা করার জন্য গতিদায়ক প্রেরণা হিসাবে অথবা যাহা সে করে নাই তাহা করার জন্য পুরস্কার হিসাবে যে ব্যক্তি উৎকোচ লয়েন তিনি এই শব্দসমূহের মধ্যে পড়েন।

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক মুন্সিফ ক জনৈক ব্যাঙ্কার প-এর নিকট হইতে প-এর ব্যাঙ্কে ক-এর ভ্রাতার জন্য একটি পদ প্রাপ্ত হয় প-এর অনুকূলে একটি মকদ্দমার রায় দিবার জন্য ক-কে প্রদত্ত পুরস্কার হিসাবে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) ক একটি বিদেশী রাষ্ট্রে বাণিজ্য-দূতের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ঐ রাষ্ট্রের মন্ত্রীর নিকট হইতে একলক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। এইরূপ প্রতীয়মান হয় না যে ক কোন বিশেষ সরকারী কার্য সম্পাদন করার জন্য বা ঐ রূপ কার্য সম্পাদন করা হইতে বিরত থাকার জন্য বা ভারত সরকারের সহিত ঐ রাজ্যে কোন বিশেষ সেবা প্রদানের জন্য বা ঐরূপ সেবা প্রদানে চেষ্টিত হওয়ার জন্য গতিদায়ক প্রেরণা বা পুরস্কার হিসাবে ক ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এইরূপ অনুমিত হয় যে সাধারণভাবে সরকারী কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত রাষ্ট্রকে আনুকূল প্রদর্শনার্থ গতিদায়ক প্রেরণা বা পুরস্কার হিসাবে ক ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

(গ) জনৈক রাজভৃত্য, ক, প-কে ভুল ভাবে এইরূপ বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করে যে সরকারের উপর ক-এর যে প্রভাব আছে তাহার ফলশ্রুতিতে প-এর জন্য স্বত্ব পাওয়া গিয়াছে এবং এইভাবে প-কে প্ররোচিত করে ক-কে এই সেবাকর্মের জন্য পুরস্কার হিসাবে টাকা দিতে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

১৬২। অপচারমূলক বা অবৈধ প্রক্রিয়ায় রাজভৃত্যকে প্রভাবিত করার জন্য উৎকোচ গ্রহণ [Taking gratification, in order, by corrupt or illegal means, to influence public servant]। যে কেহ অপচারমূলক বা অবৈধ প্রক্রিয়ায় যে কোন রাজভৃত্যকে যে কোন সরকারী কার্য করিতে বা যে কোন সরকারী কার্য করা হইতে বিরত থাকিতে, কিংবা সরকারী কার্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে আনুকূল্য বা বিরাগ প্রদর্শন করিতে কেন্দ্রীয় বা যে কোন রাজ্যসরকার বা লোকসভা বা যে কোন রাজ্যের বিধানসভা বা ২১ ধারায় উল্লেখিত কোন স্থানীয় প্রাধিকারী, নিগম বা সরকারী সংস্থার সহিত বা রাজভৃত্য রূপে রাজভৃত্যর সহিত যুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে সেবা প্রদান বা তাহার ক্ষতি সাধনের নিমিত্ত প্ররোচিত করার জন্য গতিদায়ক প্রেরণা বা পুরস্কার হিসাবে যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য যে কোন উৎকোচ লইতে স্বীকার করে বা লয়, অথবা লইতে স্বীকার করিতে সম্মত হয় অথবা লইতে চেষ্টিত হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দন্ডিত হইবে।

১৬৩। রাজভৃত্যর উপর ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগের জন্য উৎকোচ গ্রহণ [Taking gratification, for exercise of personal influence with public servant]। যে কেহ, যে কোন রাজভৃত্যকে যে কোন সরকারী কার্য করিতে বা ঐরূপ কার্য করা হইতে বিরত থাকিতে, অথবা এরূপ রাজভৃত্যর সরকারী কার্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তিকে আনুকূল্য বা আনুকূল্যহীনতা [বিরাগ] প্রদর্শন করিতে অথবা কেন্দ্রীয় বা যে কোন রাজ্য সরকার বা লোকসভা বা যে কোন রাজ্যের বিধানসভা অথবা ২১ ধারায় উল্লেখিত যে কোন স্থানীয় প্রাধিকারী, নিগম বা সরকারী সংস্থার বা যে কোন রাজভৃত্যরূপী রাজভৃত্যর সহিত যুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে সেবা প্রদানের জন্য বা তাহার অহিত সাধনের জন্য ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ দ্বারা প্ররোচিত করার গতিদায়ক প্রেরণা বা পুরস্কার হিসাবে যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে নিজের জন্য বা যে কোন ব্যক্তির জন্য যে কোন উৎকোচ লইতে স্বীকার করে বা লয় বা লইতে স্বীকার করিতে সম্মত হয় হইতে চেষ্টিত হয়, সে অশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

অধিবক্তা, যিনি বিচারকের সম্মুখে কোন মকদ্দমা বিষয়ে যুক্তিতর্কে অবতীর্ণ হইবার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন; কোন ব্যক্তি, যিনি সরকারের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রার্থনা পত্র

ধারা ১৬৪

[স্মারকলিপি], যাহাতে প্রার্থনাপত্র-প্রদানকারীর সেবা ও দাবি বর্ণিত থাকে, দিবার ব্যবস্থা করার ও সংশোধন করার জন্য বেতন লয়েন, নিন্দিত অপরাধীর বেতনভোগী নিযুক্তক যিনি সরকারের নিকট এরূপ বিবৃতিসমূহ দাখিল করেন যাহা দেখাইতে চাহে যে দণ্ডদান অসঙ্গত হইয়াছে, এই ধারার মধ্যে পড়েন না কারণ তাঁহারা ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করেন না বা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন না।

১৬৪। ১৬২ বা ১৬৩ ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ রাজভৃত্য প্রোৎসাহিত করিলে তাহার দণ্ড [Punishment for abetment by public servant of offences defined in section 162 or 163]। যে কেহ যিনি রাজভৃত্য, যাহার সম্পর্কে পূর্ববর্তী ধারাদ্বয়ে সংজ্ঞায়িত যে কোন অপরাধ সম্পাদিত হয় উক্ত অপরাধ প্রোৎসাহিত করেন, তিনি যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন অথবা তিনি উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

দৃষ্টান্ত

ক জনৈক রাজভৃত্য; ক-এর স্ত্রী খ, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কর্মে নিয়োগ করার জন্য ক-কে বলিবার নিমিত্ত প্রতিদায়ক প্রেরণা হিসাবে একটি উপহার গ্রহণ করেন। ক ঐরূপ করিতে তাহাকে প্রোৎসাহিত [অপোৎসাহিত] করেন। খ কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য যে কারাদণ্ডের মেয়াদ অনধিক এক বৎসর হইতে পারে অথবা তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অথবা তিনি উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডযোগ্য। ক কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য যাহার মেয়াদ তিনবৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডযোগ্য।

১৬৫। রাজভৃত্যকৃত কার্যবাহ বা তাঁহার কাজকর্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে বিনা প্রতিদানে উক্ত রাজভৃত্য কর্তৃক মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ [Public servant obtaining valuable thing, without consideration, from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant]। যে কেহ, যিনি রাজভৃত্য নিজের জন্য বা অন্য কাহারও জন্য কোন মূল্যবান বস্তু বিনা প্রতিদানে বা এরূপ প্রতিদানে যাহা তিনি যথেষ্ট নহে বলিয়া জানেন, লইতে স্বীকৃত হন বা লন বা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিতে বা লইতে সম্মত হন।

যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে, যাহাকে তিনি ঐরূপ রাজভৃত্য কর্তৃক সম্পাদিত বা সম্পাদিত হইতে যাইতেছে এরূপ যে কোন কার্যবাহ বা কারবারের সহিত যুক্ত আছেন, বা থাকিবেন বা হইতে পারেন বলিয়া জানেন অথবা যাহার নিজের বা তিনি যাহার অধস্তন এরূপ কোন রাজভৃত্যের সরকারী কাজকর্মের সহিত কোন যোগাযোগ আছে, অথবা এরূপ যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যাহাকে তিনি এরূপে যুক্ত ব্যক্তিতে স্বার্থযুক্ত বা এরূপে যুক্ত ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক যুক্ত বলিয়া জানেন, তিনি যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন অথবা তিনি উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক সমাহর্তা (কালেক্টর) ক, প-এর বাড়ি ভাড়া করেন, যে প-এর একটি জমি-জরিপ ও করনির্ধারণ বিষয়ক মকদ্দমা তাঁহার সমক্ষে অমীমাংসিত [মুলতবী] আছে। এইরূপ চুক্তি করা হয় যে, ক মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিবেন, যদিও বাড়িটি এরূপ যে, সরল বিশ্বাসে দর কষাকষি করা হইলে ক-কে মাসে দুইশত টাকা দিতে হইত। ক যথেষ্ট প্রতিদান না দিয়া প-এর নিকট হইতে একটি মূল্যবান বস্তু লইয়াছেন।

(খ) জনৈক বিচারক, ক, প-এর নিকট হইতে, যে প-এর একটি মকদ্দমা ক-এর আদালতে অমীমাংসিত আছে, সরকারী প্রত্যর্থপত্র (গভর্নমেন্ট প্রমিসরি নোট) কম মূল্যে খরিদ করেন যখন উহা বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। ক যথেষ্ট প্রতিদান ব্যতিরেকে প-এর নিকট হইতে মূল্যবান বস্তু লইয়াছেন।

(গ) মিথ্যাসাক্ষ্য দানের অভিযোগে প-এর ভ্রাতাকে গ্রেফতার করা হয় এবং শাসক (ম্যাজিস্ট্রেট) ক-এর সম্মুখে তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়। ক প-এর নিকট অধিক মূল্যে কোন ব্যাঙ্কের অংশ বিক্রয় করে যখন ঐগুলি বাজারে কম মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। প, ক-কে ঐভাবে অংশর মূল্য প্রদান করে। ক কর্তৃক এইভাবে প্রাপ্ত অর্থ তদ্কর্তৃক যথেষ্ট প্রতিদান ব্যতিরেকে প্রাপ্ত মূল্যবান বস্তু।

১৬৫-ক। ১৬১ ধারা কিংবা ১৬৫ ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধের প্রোৎসাহনের দণ্ড [Punishment for abetment of offence defined in section 161 or section 165]। যে কেহ ১৬১ ধারা অথবা ১৬৫ ধারামতে দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ প্রোৎসাহিত করে, ঐরূপ প্রোৎসাহনের [অপোৎসাহনের] ফলে ঐ অপরাধ সম্পাদিত হউক বা না হউক, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৬৬। যে কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাজভৃত্য কর্তৃক আইন অমান্যকরণ [Public servant disobeying law, with intent to cause injury to any person]। যে কেহ, যিনি রাজভৃত্য, জানিয়া-শুনিয়া রাজভৃত্য হিসাবে কি প্রকারে নিজেকে তিনি পরিচালিত করিবেন তদ্বিষয়ক আইনের নির্দেশ অমান্য করেন যে কোন ব্যক্তির ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে ঐরূপ অমান্যকরণ দ্বারা কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হইবে সে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

কোন আদালত কর্তৃক প-এর অনুকূলে ঘোষিত আজ্ঞাপ্তি অনুযায়ী পাওনা পুরাপুরি মেটানর জন্য উহা নির্বাহকালে সম্পত্তি লইতে আইন দ্বারা নির্দেশিত আধিকারিক, ক, জানিয়া-শুনিয়া আইনের ঐ নির্দেশ অমান্য করেন, ইহা অবগত থাকিয়া যে তিনি ঐভাবে প-এর ক্ষতি করিতে পারেন। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছেন।

ধারা ১৬৭]

১৬৭। ক্ষতি সংসাধনের উদ্দেশ্যে রাজভৃত্যকর্তৃক ভুল দস্তাবেজ [লেখ্য] প্রনয়ণ [Public servant framing an incorrect document with intent to cause injury]। যে কেহ, যিনি রাজভৃত্য, রাজভৃত্য হিসাবে যে কোন দস্তাবেজের প্রস্তুতি বা অনুবাদ-কর্মের দায়িত্ব প্রাপ্ত থাকিয়া এরূপভাবে উহা প্রস্তুত করেন বা অনুবাদ করেন যাহা তিনি ভ্রান্ত বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, এবং তিনি ঐরূপ করেন এই অভিপ্রায়ে যে ঐ প্রকারে তিনি যে কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করিবেন অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে ঐ প্রকারে তিনি যে কোন ব্যক্তির ক্ষতি করিতে পারেন, তিনি যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন অথবা তিনি উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৬৮। রাজভৃত্যের নিজেকে বেআইনীভাবে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করা [Public servant unlawfully engaging in trade]। যে কেহ, যিনি রাজভৃত্য, রাজভৃত্যরূপে ব্যবসায়ে নিজেকে নিযুক্ত না করিতে যিনি আইনতঃ বাধ্য, নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করেন, তিনি অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন অথবা তিনি উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৬৯। রাজভৃত্যের বেআইনীভাবে সম্পাদিত ক্রয় বা সম্পত্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে দাম দিবার প্রস্তাব [Public servant unlawfully buying or bidding for property]। যে কেহ, যিনি রাজভৃত্য, এবং ঐরূপ রাজভৃত্যরূপে যিনি কোন সম্পত্তি ক্রয় না করিতে বা নিলামে দর না দিতে চাহিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিয়া নিজ নামে বা অন্যব্যক্তির নামে, অথবা যৌথভাবে বা অন্যের সহিত অংশীদারীতে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন বা নিলামে দর দিতে চাহেন, তিনি অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন অথবা তিনি উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; এবং সম্পত্তিটি যদি ক্রীত হইয়া থাকে (তাহা হইলে) তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৭০। রাজভৃত্যের ভান্ করা [Personating a public servant]। যে কেহ রাজভৃত্যরূপে কোন বিশেষ পদের অধিকারীর ভান করে ইহা জানিয়া যে সে ঐ পদের অধিকারী নহে কিংবা মিথ্যাভাবে ঐরূপ পদাধিকারী অন্য ব্যক্তির ছদ্মবেশ লয়, এবং এইরূপ কপট চরিত্রে ঐরূপ পদের অধিকারীর রূপ লইয়া কোন কার্য করে বা করিতে চেষ্টিত হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুইবৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৭১। প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে রাজভৃত্যের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা বা তাহার ব্যবহার্য প্রতীক বহন করা [Wearing garb or carrying token used by public servant with fraudulent intent]। যে কেহ, রাজভৃত্যগণের কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও সেই শ্রেণীর রাজভৃত্যগণ যে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেন বা যে প্রতীক

ধারা ১৭১ ক]

বহন করেন তাহার ন্যায় পোষাক-পরিচ্ছদ পরেন বা প্রতীক বহন করেন এই অভিপ্রায়ে যে এইরূপ বিশ্বাস করা হইতে পারে যে, অথবা এইরূপ অবগত থাকিয়া যে ঐরূপ বিশ্বাস করার সম্ভাবনা আছে যে, সে সেই শ্রেণীর রাজভৃত্য, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনমাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

পরিচ্ছেদ ৯-ক

নির্বাচন সম্বন্ধীয় অপরাধ বিষয়ক

১৭১ ক। "নির্বাচন প্রার্থী", "নির্বাচনী অধিকার" সংজ্ঞায়িত [Candidates", "Electoral right" defined]।- এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে—

(ক) "নির্বাচনপ্রার্থী" বলিতে বুঝায় এরূপ ব্যক্তিকে যাহাকে যে কোন নির্বাচনে একজন নির্বাচন প্রার্থীরূপে মনোনীত করা হইয়াছে;

(খ) "নির্বাচনী অধিকার" বলিতে বুঝায় কোন ব্যক্তির একজন নির্বাচন প্রার্থীরূপে দাঁড়াইবার অথবা না দাঁড়াইবার অথবা নির্বাচন প্রার্থী হওয়া হইতে প্রত্যাহৃত হওয়ার অথবা ভোটদানের অথবা ভোটদান হইতে বিরত থাকার অধিকার।

১৭১ খ। ঘুষ প্রদান বা গ্রহণ [Bribery]।- (১) যে কেহ—

(ক) যে কোন ব্যক্তিকে ঘুষ প্রদান করে তাহাকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনী অধিকার প্রয়োগ করিতে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে অথবা এইরূপ অধিকার প্রয়োগ করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে; অথবা

(খ) নিজের জন্য অথবা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য এইরূপ কোন অধিকার প্রয়োগ করিবার জন্য অথবা এইরূপ কোন অধিকার প্রয়োগ করার জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করার জন্য অথবা প্ররোচিত করিতে চেষ্টা করার জন্য।

সে ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার অপরাধ সম্পাদন করে:

প্রকাশ থাকে যে, সরকারী নীতির বা সরকারী কার্যের প্রতিশ্রুতির ঘোষণা এইধারার অধীনে অপরাধ হইবে না।

(২) যে ব্যক্তি ঘুষ দিতে চাহে অথবা দিতে অঙ্গীকার করে, অথবা সংগ্রহ করিতে চাহে বা ঐরূপ করার চেষ্টা করে সে ঘুষ দেয় বলিয়া ধরা হইবে।

(৩) যে ব্যক্তি ঘুষ লয় অথবা লইতে স্বীকার করে অথবা লইতে প্রয়াসী হয় সে ঘুষ লয় বলিয়া ধরা হইবে, এবং যে ব্যক্তি, যে কার্য করিতে সে ইচ্ছুক নহে তাহা করার প্রেরণা হিসাবে অথবা যে কার্য সে করে নাই তাহা করার পুরস্কার হিসাবে ঘুষ লয়, সে পুরস্কার হিসাবে ঘুষ লইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে।

১৭১ গ। **নির্বাচনে অবৈধ প্রভাব** [Undue influence at elections]।- (১) যে কেহ স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে নির্বাচনী অধিকারের স্বাধীন প্রয়োগে হস্তক্ষেপ করে বা করিতে চেষ্টিত হয়, সে নির্বাচনে অবৈধ প্রভাব প্রয়োগের অপরাধ করে।

(২) (১)- উপধারার বিধানসমূহের সাধারণত্ব ক্ষুন্ন না করিয়া, যে কেহ—

(ক) কোন নির্বাচনপ্রার্থীকে অথবা ভোটদাতাকে, অথবা এরূপ কোন ব্যক্তিকে যাহাতে নির্বাচনপ্রার্থী বা ভোটদাতা স্বার্থসম্পন্ন, যে কোন ধরণের ক্ষতির ভীতি প্রদর্শন করে, অথবা

(খ) কোন নির্বাচনপ্রার্থীকে বা ভোটদাতাকে ইহা বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করে কিংবা প্ররোচিত করিতে চেষ্টা করে যে তিনি বা যে কোন ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে তিনি স্বার্থসম্পন্ন তিনি ঈশ্বরের অপ্রীতিভাজন হইবেন অথবা তিনি ঈশ্বরের তিরস্কার প্রাপ্ত হইবেন,

তিনি, (১) উপধারার অর্থের মধ্যে ঐরূপ নির্বাচনী প্রার্থী বা ভোটদাতার নির্বাচনী অধিকারের স্বাধীন প্রয়োগে হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া ধরা হইবে।

(৩) সরকারী নীতির কিংবা সরকারী কার্যের প্রতিশ্রুতির ঘোষণা অথবা নির্বাচনী অধিকারে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কেবল বৈধিক অধিকারের প্রয়োগ এই ধারার অর্থের মধ্যে হস্তক্ষেপ বলিয়া ধরা হইবে না।

১৭১ ঘ। **নির্বাচনে ছদ্মবেশ ধারণ [আকৃতি বা চরিত্র অনুকরণ করা, ভান করা]** [Personation at elections]। যে কেহ নির্বাচনে জীবিত বা মৃত অন্য কোন ব্যক্তির নামে ভোটপত্রের জন্য আবেদন করে অথবা ভোট দেয় অথবা মিথ্যা নামে ভোট দেয় অথবা যে এরূপ নির্বাচনে একবার ভোট দিবার পর একই নির্বাচনে নিজনামে ভোটপত্রের জন্য আবেদন করে, এবং যে কেহ এরূপ কোন প্রকারে কোন ব্যক্তি দ্বারা ভোট দান প্রোৎসাহিত করে, সংগ্রহ করে অথবা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে সে নির্বাচনে ছদ্মবেশ ধারণের অপরাধ সম্পাদন করে।

১৭১ ঙ। **ঘুষ প্রদান বা গ্রহণের দন্ড** [Punishment for bribery]। যে কেহ ঘুষ প্রদান বা গ্রহণের অপরাধ করে সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ একবৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে :

প্রকাশ থাকে যে মনোরঞ্জন দ্বারা ঘুষ প্রদান বা গ্রহণের দন্ড হইবে কেবল অর্থদন্ড।

ব্যাখ্যা।- ''মনোরঞ্জন'' বলিতে বুঝায় এরূপ ধরণের ঘুষ প্রদান বা গ্রহণ যেখানে ঘুষ হইল খাদ্য, পানীয়, পানভোজন-আমোদ প্রমোদ কিংবা ভবিষ্যতে ব্যবহার্য বস্তু।

১৭১ চ। **নির্বাচনে অবৈধ প্রভাব প্রয়োগের অথবা ছদ্মবেশ ধারণের দণ্ড** [Punishment for undue influence or personation at an election]। যে কেহ নির্বাচনে অবৈধ প্রভাব প্রয়োগের অথবা ছদ্মবেশ ধারণের অপরাধ করে সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা তাহার অর্থদণ্ড হইবে অথবা তাহার উভয়দণ্ডই হইবে।

১৭১ ছ। **নির্বাচন সম্বন্ধীয় মিথ্যা বিবৃতি** [False statement in connection with an election]। যে কেহ নির্বাচনের ফলে প্রভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন নির্বাচন প্রার্থীর চরিত্র বা আচরণ সম্পর্কে তথ্যের বিবৃতি বলিয়া মনে হয় এরূপ বিবৃতি প্রকাশ করে যাহা মিথ্যা এবং যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে অথবা যাহা সে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৭১ জ। **নির্বাচন সম্পর্কে অবৈধ অর্থ প্রদান** [Illegal payment in connection with an election]। যে কেহ কোন নির্বাচন প্রার্থীর সাধারণ বা বিশেষ লিখিত প্রাধিকার ব্যতিরেকে কোন সার্বজনিক সভানুষ্ঠানের জন্য অথবা কোন বিজ্ঞাপন, ইশতিহার বা প্রকাশনের ব্যাপারে, অথবা অন্য কোন ভাবে, ঐরূপ নির্বাচনপ্রার্থীর নির্বাচন উন্নতি বিধানের বা ঘটানোর উদ্দেশ্যে, অর্থব্যয় করে বা অর্থব্যয় করার প্রাধিকার দেয় সে অর্থদণ্ডে দাণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা অবধি হইতে পারে: প্রকাশ থাকে যে যদি কোন ব্যক্তি প্রাধিকার ব্যতিরেকে অনধিক দশ টাকা ব্যয় করিয়া এইরূপ ব্যয় করার তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে নির্বাচনপ্রার্থীর লিখিত অনুমতি গ্রহণ করে (তাহা হইলে) সে নির্বাচন প্রার্থীর প্রাধিকার লইয়া ঐ অর্থব্যয় করিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে।

১৭১ ঝ। **নির্বাচনী হিসাব রক্ষা করার অক্ষমতা** [Failure to keep election accounts]। যে কেহ সমকালে বলবৎ থাকা যে কোন আইন বা আইনশক্তি সমন্বিত নিয়ম অনুসারে নির্বাচনে বা নির্বাচন সূত্রে ব্যয়িত অর্থের হিসাব রাখিতে বাধ্য হইয়াও ঐরূপ হিসাব রাখিতে অক্ষম হয় সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা অবধি হইতে পারে।

পরিচ্ছেদ ১০

রাজভৃত্যের বিধিসম্মত প্রাধিকারের অবমান বিষয়ক

১৭২। আহবানপত্র প্রদান বা অন্য কার্যবাহ পরিহারার্থ আত্মগোপন করিয়া থাকা [ফেরার হওয়া] [Absconding to avoid service of summons or other proceeding]। যে কেহ আত্মগোপন করে যাহাতে এরূপ কোন রাজভৃত্য কর্তৃক বিলিকৃত আহ্বানপত্রের [সমনস্] বিজ্ঞপ্তির বা আদেশের অর্পণ পরিহার করা যায় যে রাজভৃত্য, ঐরূপ রাজভৃত্য রূপে বিধিসম্মতভাবে ঐরূপ আহ্বানপত্র, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ বিলি করিতে যোগ্যতাসম্পন্ন সে অশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ একমাস অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা অবধি হইতে পারে, অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে; অথবা, যদি উক্ত আহ্বানপত্র, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ কোন আদালতে ব্যক্তিগতভাবে বা নিযুক্তকের মাধ্যমে উপস্থিত হওয়ার জন্য বা কোন দস্তাবেজ প্রকাশের জন্য হয়, তাহা হইলে সে অশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ একহাজার টাকা অবধি হইতে পারে, অথবা সে উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৭৩। আহবানপত্র বা অন্য পরোয়ানা অর্পণে অথবা ইহার প্রকাশে বাধা দেওয়া [Preventing service of summons or other process, or preventing publication thereof]। যে কেহ যে কোন প্রকারে ইচ্ছাপ্রনোদিতভাবে তাহার নিজের উপর, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির উপর এরূপ কোন রাজভৃত্য প্রদত্ত কোন আহ্বান পত্র, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ অর্পণ করিতে বাধা দেয়, যে রাজভৃত্য, ঐরূপ রাজভৃত্যরূপে, ঐরূপ আহ্বানপত্র, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ দিতে বিধিসম্মতভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন অথবা ইচ্ছাপ্রনোদিতভাবে যে কোন স্থানে ঐরূপ কোন আহ্বানপত্র, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ আঁটিয়া (লাগাইয়া) দিতে বাধা দেয়, অথবা যে স্থানে ঐরূপ আহ্বানপত্র, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ আইনসম্মতভাবে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই স্থান হইতে ইচ্ছাপ্রনোদিতভাবে উহা অপসারণ করে, অথবা যে রাজভৃত্য, ঐরূপ রাজভৃত্য রূপে, কোন উদ্‌ঘোষণা করার নির্দেশ দিতে বিধিসম্মতভাবে সক্ষমতাযুক্ত, সেই রাজভৃত্যর প্রাধিকারের অধীনে বিধিসম্মতভাবে উদ্‌ঘোষণা করায় ইচ্ছাপ্রনোদিত ভাবে বাধা দেয়, সে অশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ একমাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ পাঁচশত টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে; কিংবা যদি উক্ত আহ্বানপত্র, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা উদ্‌ঘোষণা কোন আদালতে ব্যক্তিগতভাবে বা নিযুক্তক-এর মাধ্যমে হাজির হওয়ার জন্য অথবা আদালতে কোন দস্তাবেজ প্রকাশ করার জন্য হয় (তাহা হইলে সে) অশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয় মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ একহাজার টাকা অবধি হইতে পারে, অথবা সে উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৭৪। রাজভৃত্যের আদেশ অমান্য করিয়া হাজির না হওয়া [Non-attendance in obedience to an order from public servant]। যে কেহ, যে রাজভৃত্য ঐরূপ রাজভৃত্যরূপে বিধিসম্মতভাবে আহ্বানপত্র, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা উদ্‌ঘোষণা অর্পণ বা প্রকাশ করিতে সক্ষমতাসম্পন্ন সেই রাজভৃত্য কর্তৃক অর্পিত বা প্রকাশিত আহ্বানপত্র, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা উদ্‌ঘোষণা মান্য করিয়া ব্যক্তিগতভাবে অথবা নিযুক্তকের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে আইন সম্মতভাবে হাজির থাকিতে বাধ্য থাকিয়া, ইচ্ছাপ্রনোদিতভাবে ঐ স্থানে বা সময়ে হাজির থাকা হইতে বিরত থাকে, অথবা যে স্থানে সে হাজির থাকিতে বাধ্য সেই স্থান যে সময়ে সে বিধিসম্মতভাবে পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই সময়ের পূর্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করে, সে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ একমাস অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা অবধি হইতে পারে, অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা, যদি ঐ আহ্বানপত্র, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা উদ্‌ঘোষণা আদালতে ব্যক্তিগতভাবে বা নিযুক্তকের মাধ্যমে হাজির হওয়ার জন্য অর্পিত বা প্রকাশিত হয়, (তাহা হইলে সে) অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ একহাজার টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক কলিকাতা-স্থিত হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত পরওয়ানা [সপীনা] মান্য করিয়া উক্ত হাইকোর্টে হাজির হইতে বাধ্য থাকিয়াও ইচ্ছাকৃতভাবে ঐরূপ হাজির হওয়া হইতে বিরত থাকে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) ক, জিলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত আহ্বানপত্র (সামনস্) মান্য করিয়া সাক্ষীরূপে ঐ জিলা জজের সমক্ষে হাজির থাকিতে বাধ্য থাকিয়াও, ইচ্ছাকৃতভাবে হাজির হওয়া হইতে বিরত থাকে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

১৭৫। রাজভৃত্যের সমক্ষে দস্তাবেজ প্রকাশ করিতে যে ব্যক্তি আইনতঃ বাধ্য সেই ব্যক্তি কর্তৃক উহা ঐরূপে প্রকাশ না করা [Omission to produce document to public servant by person legally bound to produce it]। যে কেহ রাজভৃত্য রূপে কোন রাজভৃত্যের নিকট কোন দস্তাবেজ প্রকাশ বা অর্পণ করিতে বিধিসম্মত ভাবে বাধ্য থাকিয়াও ইচ্ছাপ্রনোদিত ভাবে উহা ঐরূপে প্রকাশ করা হইতে বা অর্পণ হইতে বিরত থাকে, সে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা অবধি হইতে পারে, অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে; অথবা যদি উক্ত দস্তাবেজ কোন আদালতে প্রকাশ্যে বা অর্পণীয় হয় (তাহা হইলে সে) অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি প্রসারিত হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ একহাজার টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা ১৭৬]

১৭৬। **রাজভৃত্যকে যে ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি বা সমাচার দিতে আইনতঃ বাধ্য সেই ব্যক্তি কর্তৃক উহা না দেওয়া** [Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it]। যে কেহ রাজভৃত্যরূপে, কোন রাজভৃত্যকে যে কোন বিষয়ে কোন বিজ্ঞপ্তি বা কোন সমাচার দিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিয়াও ইচ্ছাপ্রনোদিত ভাবে আইনদ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় ও সময়ে ঐরূপ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইতে অথবা ঐরূপ সমাচার প্রদান করা হইতে বিরত থাকে, সে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ একমাস অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে; অথবা, যদি কোন অপরাধ সম্পাদন বিষয়ে ঐ বিজ্ঞপ্তি বা সমাচার দেওয়া প্রয়োজন হয়, কিংবা ঐরূপ বিজ্ঞপ্তি বা সমাচার দেওয়া যদি আবশ্যক হয় কোন অপরাধ সম্পাদনে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে অথবা কোন অপরাধীকে গ্রেফ্‌তাব করার জন্য, তাহা হইলে সে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা অবধি হইতে পারে, অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে; অথবা প্রদেয় বিজ্ঞপ্তি বা সমাচার যদি প্রদেয় হয় দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮-এর ৫৬৫ ধারার (১)-উপধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ দ্বারা, (তাহা হইলে সে) যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক হাজার টাকা অবধি হইতে পারে, অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দাণ্ডিত হইবে।

১৭৭। **মিথ্যা সমাচার প্রদান** [Furnishing false information]। যে কেহ, রাজভৃত্যরূপে কোন রাজভৃত্যকে যে কোন বিষয়ে যে কোন সমাচার প্রদান করিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিয়া ঐ বিষয়ে সত্য বলিয়া এরূপ সামাচার প্রদান করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা যাহা তাহার মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করার কারণ আছে, সে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয় মাস অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ একহাজার টাকা অবধি হইতে পারে, অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে; অথবা, আইনতঃ যে সমাচার দিতে সে বাধ্য তাহা যদি কোন অপরাধ সম্পাদন বিষয়ক হয়, অথবা তাহা যদি প্রয়োজনীয় হয় কোন অপরাধ নিবারণ করার উদ্দেশ্যে, অথবা কোন অপরাধীকে গ্রেফ্‌তার করার জন্য (তাহা হইলে সে) যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক ভূস্বামী ক তাহার স্থাবর সম্পত্তির সীমার মধ্যে একটি খুন হইয়াছে জানিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে সংশ্লিষ্ট জিলার ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে এই ভ্রান্ত সমাচার দেয় যে সর্পদংশনের ফলে দুর্ঘটনায় ঐ মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধে অপরাধী।

(খ) জনৈক গ্রাম্য চৌকিদার, ক, নিকটবর্তী স্থানে বসবাসকারী ধনী ব্যবসায়ী প-এর বাড়িতে ডাকাতি করার জন্য উল্লেখ্য সংখ্যক বহিরাগত ব্যক্তি ঐ গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে ইহা জানিয়া, বঙ্গীয় সংহিতার (বেঙ্গল কোডের) রেগুলেশন ৩, ১৮২১, সেকশন ৭, প্রকরণ ৫ অনুসারে ঐ তথ্য সম্পর্কে নিকটতম থানার আধিকারিককে দ্রুত ও সময়মত সমাচার দিতে বাধ্য থাকিয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ পুলিশ আধিকারিককে এই মিথ্যা সমাচার দেয় যে কিছু সন্দেহজনক চরিত্রের লোক ভিন্ন দিকে একটি নির্দিষ্ট দূরবর্তী স্থানে ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে গিয়াছে। এখানে ক এই ধারার শেষাংশে সংজ্ঞায়িত অপরাধে অপরাধী।

ব্যাখ্যা।— ১৭৬ ধারায় এবং এই ধারায় "অপরাধ" শব্দটির মধ্যে পড়ে ভারতের বাহিরে যে কোন স্থানে সম্পাদিত যে কোন কার্য, যাহা ভারতের মধ্যে সম্পাদিত হইলে নিম্নলিখিত ধারা সমূহের যে কোন ধারায় দণ্ডযোগ্য হইত, যথা, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, এবং ৪৬০, এবং "অপরাধী" শব্দটির মধ্যে পড়ে যে কোন ব্যক্তি যে এইরূপে কার্য সম্পাদনের অপরাধে অপরাধী বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে।

১৭৮। রাজভৃত্য যথাযথভাবে শপথ লইতে বা দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করিতে বলিলে উহা লইতে বা করিতে অস্বীকার করা [Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it]। যে কেহ, যে রাজভৃত্য আইনানুগভাবে তাহাকে শপথগ্রহণ বা দৃঢ়তাসহকারে ঘোষণাপূর্বক সত্য বলিতে নিজেকে বাধ্য করিতে বলিতে যোগ্যতা সম্পন্ন, সেই রাজভৃত্য ঐরূপ করিতে বলিলে ঐরূপ করিতে অস্বীকার করে, সে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ এক সহস্র টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৭৯। প্রশ্ন করিতে প্রাধিকৃত রাজভৃত্যর প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকৃতি [Refusing to answer public servant authorised to question]। যে কেহ যে কোন রাজভৃত্যর নিকট যে কোন বিষয়ে সত্য কথা বলিতে আইনানুগভাবে বাধ্য থাকিয়াও সেই রাজভৃত্যর, ঐরূপ রাজভৃত্যরূপে বৈধিক ক্ষমতা প্রয়োগে জিজ্ঞাসিত ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করে, সে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ একসহস্র টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৮০। বিবৃতিতে সহি করিতে অস্বীকৃতি [Refusing to sign statement]। যে কেহ, তদ্দ্বারা কৃত কোন বিবৃতিতে সহি করিতে অস্বীকার করে যখন এরূপ কোন রাজভৃত্য তাহাকে উহাতে সহি করিতে বলেন যিনি আইনানুগভাবে তাহাকে উক্ত বিবৃতিতে সহি করিতে বলিতে যোগ্যতাসম্পন্ন, সে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা ১৮১]

১৮১। রাজভৃত্যর সমক্ষে অথবা ধর্ম বা ঈশ্বরের নাম লইয়া বা না লইয়া শপথবাক্য পাঠ করাইতে প্রাধিকৃত ব্যক্তির সমক্ষে ধর্ম বা ঈশ্বরের নাম লইয়া বা না লইয়া শপথ গ্রহণান্তে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান [False statement on oath or affirmation to public servant or person authorised to administer an oath or affirmation]। যে কেহ ধর্ম বা ঈশ্বরের নাম লইয়া বা না লইয়া শপথবাক্য পাঠ করাইতে প্রাধিকৃত্য রাজভৃত্যর বা অন্য ব্যক্তির নিকট যে কোন বিষয়ে সত্যকথা বলিতে ধর্ম বা ঈশ্বরের নাম লইয়া বা না লইয়া কৃত শপথ দ্বারা বিধিসম্মতভাবে থাকিয়া ঐরূপ রাজভৃত্যর নিকট অথবা পূর্বোক্তরূপ অন্য ব্যক্তির নিকট ঐ বিষয় সম্বন্ধে এরূপ বিবৃতি দেয় যাহা মিথ্যা এবং যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে অথবা যাহা সে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনবৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

১৮২। রাজভৃত্য যাহাতে তাহার বিধিসম্মত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া অন্য ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করেন সেই উদ্দেশ্যে রাজভৃত্যকে মিথ্যা সামাচার প্রদান [False information with intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person]। যে কেহ কোন রাজভৃত্যকে, যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে এইরূপ কোন সমাচার প্রদান করে এই উদ্দেশ্যে যে ঐরূপ কার্যদ্বারা ঐরূপ রাজভৃত্য (ক) এরূপ কিছু করিবেন বা করা হইতে বিরত হইবেন যাহা উক্ত রাজভৃত্যর করা বা করা হইতে বিরত থাকা উচিৎ হয় না যদি, যে বিষয় সম্পর্কে ঐ সামাচার দেওয়া হয় তদ্বিষয়ক প্রকৃত তথ্যাবলী তাঁহার জানা থাকে, অথবা (খ) তাঁহার বৈধিক ক্ষমতা কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনে বা বিরক্তি উৎপাদনে প্রয়োগ করিবেন, অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে তিনি ঐরূপ করিতে পারেন, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ একসহস্র টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট্কে জানায় যে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণাধীন জনৈক পুলিশ আধিকারিক প কর্তব্যপালনে অবহেলার বা অসদাচরণের দোষে দুষ্ট, এই সমাচার মিথ্যা বলিয়া জানিয়া, এবং ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব হয় যে ঐ সমাচার উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়া প-কে বরখাস্ত করাইবে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) ক জনৈক রাজভৃত্যকে এই মিথ্যা সমাচার প্রদান করে যে একটি গোপন স্থানে প চোরাই চালানী লবন রাখিয়াছে, এই সমাচার মিথ্যা বলিয়া জানিয়া, এবং ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে এইরূপ সমাচার প্রদানের ফল হইবে প-এর বাড়িতে অনুসন্ধান, যাহা প-এর মনে বিরক্তির সৃষ্টি করিবে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

(গ) ক জনৈক পুলিশ কর্মীকে এই মিথ্যা সমাচার দেয় যে, একটি নির্দিষ্ট গ্রাম সন্নিকটে তাহাকে আক্রমণ করা হইয়াছে এবং তাহার জিনিযপত্র লুণ্ঠন করা হইয়াছে। তাহার আক্রমণকারী হিসাবে সে কোন ব্যক্তিব নাম উল্লেখ করে না, কিন্তু ইহা জানে যে ইহা সম্ভব যে এই সমাচার প্রদত্ত হওয়ার ফলে পুলিশ তদন্ত করিবে এবং ঐ গ্রামে অনুসন্ধান পরিচালনা করিবে যাহাতে উক্ত গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ বা তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিরক্ত হইবে। ক এই ধারার অধীনে অপরাধ করিয়াছে।

১৮৩। **রাজভৃত্যর বিধিসম্মত প্রাধিকার দ্বারা সম্পত্তি গ্রহণে বাধাপ্রদান** [Resistance to the taking of property by the lawful authority of a public servant]। যে কেহ কোন রাজভৃত্যর বিধিসম্মত প্রাধিকার দ্বারা সম্পত্তি গ্রহণে বাধা প্রদান করে তিনি ঐরূপ রাজভৃত্য তাহা জানিয়া বা তাহা জানিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ এক সহস্র টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৮৪। **রাজভৃত্যর প্রাধিকার দ্বারা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত সম্পত্তির বিক্রয়ে বিঘ্নসৃষ্টি** [Obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant]। যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে রাজভৃত্যরূপে, রাজভৃত্যর বিধিসম্মত প্রাধিকার দ্বারা বিক্রয় করিতে চাওযা সম্পত্তির বিক্রযে বাধা দেয় সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেযাদ একমাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৮৫। **রাজভৃত্যর প্রাধিকার দ্বারা বিক্রয়ের নিমিত্ত উপস্থাপিত সম্পত্তির অবৈধ ক্রয় বা ক্রয়ের প্রস্তাবদান** [Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servant]। যে কেহ রাজভৃত্যরূপে রাজভৃত্যর বিধিসম্মত প্রাধিকার দ্বারা অনুষ্ঠিত সম্পত্তির যে কোন বিক্রয়ে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহার নিজের পক্ষে বা অন্য এরূপ কাহারও পক্ষে ঐ বিক্রয়ে ঐ সম্পত্তি খরিদ করার বৈধিক ক্ষমতা যাহার নাই বলিয়া সে জানে অথবা ঐ সম্পত্তি খরিদের প্রস্তাব দেয়, সেই সকল বাধ্যবাধকতা মানার অভিপ্রায় না রাখিয়া, যে বাধ্যবাধকতার অধীনে সে নিজেকে উপস্থাপিত করে ঐরূপ ক্রযের প্রস্তাবদানদ্বারা, যে কোন সম্পত্তি ক্রয় করে বা ক্রয়ের প্রস্তাব দেয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৮৬। **রাজভৃত্যকে সরকারী কার্যসম্পাদনে বাধাদান** [Obstructing public servant in discharge of public function]। যে কেহ, স্বেচ্ছাপ্রনোদিত ভাবে যে কোন রাজভৃত্যকে

তাহার সরকারী কার্যসম্পাদনে বাধাদেয় সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনমাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৮৭। **যখন আইনতঃ রাজভৃত্যকে সাহায্য প্রদান বাধ্যতামূলক তখন তাহাকে সাহায্য প্রদান করা হইতে বিরত থাকা** [Omission to assist public servant when bound by law to give assistance]। যে কেহ, যে, যে কোন রাজভৃত্যকে তাঁহার সরকারী কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তাপ্রদান বা অর্পণ করিতে আইনতঃ বাধ্য, সে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে ঐরূপ সহায়তা প্রদান করা হইতে বিরত থাকে, সে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ একমাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে; এবং কোন আদালত কর্তৃক বিধিসম্মত ভাবে প্রদত্ত কোন পরোয়ানা নিবাহিত করায় অথবা কোন অপরাধের সম্পাদনে বাধা দিবার অথবা কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা শান্তিভঙ্গ দমন করায় অথবা কোন অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত বা কোন অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে বা আইনানুগ প্রহরা হইতে পলাতক ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করার উদ্দেশ্যে সহায়তা চাহিতে বিধিসম্মতভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন রাজভৃত্য কর্তৃক যদি ঐরূপ সহায়তা চাওয়া হয় (তাহা হইলে সে) অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা অবধি হইতে পারে অথবা উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৮৮। **রাজভৃত্য কর্তৃক যথাযথভাবে জারি-কৃত আদেশ অমান্য করা** [Disobedience to order duly promulgated by public servant]। যে কেহ, ইহা জানিয়া যে, বিধিসম্মতভাবে এরূপ আদেশ ব্যাপকভাবে প্রচার করার ক্ষমতাসম্পন্ন রাজভৃত্য ব্যাপক ভাবে প্রচারিত আদেশ দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করা হইতে বিরত থাকিতে অথবা তাহার অধিকারভুক্ত বা তাহার ব্যবস্থাপনার অধীন কোন সম্পত্তির সহিত কোন আদেশ গ্রহণ করিতে সে নির্দেশিত হইয়াছে, ঐরূপ আদেশ অগ্রাহ্য করে, সে, যদি ঐরূপ নির্দেশ অগ্রাহ্য করার ফলে বিধিসম্মত ভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কোন বিঘ্ন, বিরক্তি ক্ষতি উৎপাদিত হয় বা ঐরূপ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় বা বিঘ্ন, বিরক্তি বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ একমাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। এবং যদি এইরূপ নির্দেশ অগ্রাহ্য করার ফলে মানুষের জীবনের, স্বাস্থ্যের বা নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন বিপদ সৃষ্ট হয় বা ঐরূপ সৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয় অথবা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা শান্তিভঙ্গ হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি

ধারা ১৮৯]

হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক হাজার টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা।— ইহা প্রয়োজনীয় নহে যে অপরাধকারীর অভিপ্রায় থাকিবে ক্ষতি করার কিংবা নির্বিষ্টভাবে সে অবলোকন করিবে যে ঐরূপ অগ্রাহ্যকরণ ক্ষতিসৃষ্টি করিতে পারে। ইহা যথেষ্ট হইবে, যদি, যে আদেশ সে অগ্রাহ্য করে সেই আদেশ সম্পর্কে সে অবহিত থাকে এবং যদি সে জানে যে তাহার ঐরূপ অগ্রাহ্যকরণ ক্ষতি সৃষ্টি করে বা ঐরূপ করার সম্ভাবনা যুক্ত।

দৃষ্টান্ত

বিধিসম্মতভাবে এরূপ আদেশ দিতে ক্ষমতাসম্পন্ন কোন রাজভৃত্য একটি আদেশ দেন যদ্বারা এই নির্দেশ প্রদত্ত হয় যে একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা একটি নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া যাইবে না। জানিয়া-শুনিয়া ক এই আদেশ অগ্রাহ্য করে এবং ঐরূপ করিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিপদ সৃষ্টি করায়। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

১৮৯। **রাজভৃত্যকে ক্ষতি করার ভীতিপ্রদর্শন** [Threat of injury to public servant]। যে কেহ যে কোন রাজভৃত্যকে অথবা ঐ রাজভৃত্য যে ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন বলিয়া সে বিশ্বাস করে এইরূপ ব্যক্তিকে কোন ক্ষতি করার ভীতিপ্রদর্শন করে সেই রাজভৃত্যকে এরূপ কোন কার্য করিতে বা এরূপ কোন কার্য করা হইতে বিরত থাকিতে বা এরূপ কোন কার্য করিতে বিলম্ব করিতে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে, যে কার্য ঐরূপ রাজভৃত্যর সরকারী কার্য সম্পাদনের সহিত যুক্ত, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৯০। **রাজভৃত্যকে রক্ষা করা হইতে বিরত থাকার জন্য প্ররোচিত করিতে ক্ষতি করার ভীতি প্রদর্শন** [Threat of injury to induce person to refrain from applying for protection to public servant]। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি করার ভীতি প্রদর্শন করে সেই ব্যক্তিকে, কোন রাজভৃত্যর ক্ষতি করার বিরুদ্ধে বিধিসম্মত সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হইতে বিরত বা নিবৃত্ত থাকার জন্য প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে, ঐরূপ সুরক্ষা প্রদান করিতে বিধিসম্মত ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত থাকিয়া অথবা এরূপ সুরক্ষা প্রদান করার ব্যাপারে বিরত বা নিবৃত্ত থাকার জন্য প্ররোচিত করিতে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ একবৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

পরিচ্ছেদ ১১

মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান ও সার্বজনিক ন্যায়পরতাবিরোধী অপরাধ বিষয়ক।

[Of false evidence and offences against public justice]

১৯১। মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান [Giving false evidence] যে কেহ শপথ দ্বারা বা আইনের কোন ব্যক্ত বিধানদ্বারা আইনত সত্যকথা বিবৃত করিতে বাধ্য থাকিয়া, কিংবা যে কোন বিষয়ে কোন ঘোষণা করিতে আইনত বাধ্য থাকিয়া এরূপ কোন বিবৃতি দেয় যাহা মিথ্যা, এবং যাহা সে হয় মিথ্যা বলিয়া জানে বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করে বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বলা হয়।

ব্যাখ্যা ১।— কোন বিবৃতি মৌখিক ভাবে বা অন্যভাবে প্রদত্ত হইলেও তাহা এই ধারার অর্থের মধ্যে বিবৃত হইবে।

ব্যাখ্যা ২।— প্রত্যায়নকারী [তস্‌দিককারী] ব্যক্তির বিশ্বাস সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি এই ধারার অর্থের মধ্যে পড়ে, এবং কোন ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করে না তাহা বিশ্বাস করে বলিয়া বিবৃতি দিয়া এবং যাহা সে জানে না তাহা জানে বলিয়া বিবৃতি দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) খ-এর প-এর বিরুদ্ধে এক হাজার টাকার যে ন্যায্য দাবি আছে তাহার সমর্থনে বিচার কালে এই মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় যে সে প-কে খ-এর দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করিতে শুনিয়াছে। ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

(খ) ক শপথ দ্বারা সত্য বলিয়া বাধ্য থাকিয়া এইরূপ বিবৃত করে যে একটি নির্দিষ্ট স্বাক্ষরকে সে প-এর হাতের লেখা বলিয়া বিশ্বাস করে, যখন সে উহা প-এর হাতের লেখা বলিয়া বিশ্বাস করে না। এখানে ক যাহা বিবৃত করে তাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে এবং, অতএব, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।

(গ) ক, প-এর হাতের লেখার সাধারণ চরিত্র জানিয়াও বলে যে কোন একটি স্বাক্ষরকে প-এর হাতের লেখা বলিয়া সে বিশ্বাস করে; ক সরল বিশ্বাসে এইরূপ বিশ্বাস করে। এখানে ক-এর বিবৃতি কেবল তাহার বিশ্বাস সম্বন্ধীয়, এবং তাহার বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে উহা সত্য, এবং, সুতরাং ঐ স্বাক্ষর যদি প-এর না-ও হয়, ক মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় নাই।

(ঘ) ক শপথ দ্বারা সত্যকথা বলিতে বাধ্য থাকিয়া এবং ঐ বিষয়ে অন্য কিছু না জানিয়া বলে যে সে জানে যে একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে প উপস্থিত ছিল। প উল্লেখিত দিনে ঐস্থানে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, ক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।

(ঙ) জনৈক ব্যাখ্যাকারী বা অনুবাদক ক কোন একটি বিবৃতির বা দস্তাবেজের সত্য ব্যাখ্যা বা অনুবাদ দেয় বা সত্য বলিয়া শংসিত করে, যাহা সে শপথ দ্বারা যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে বা অনুবাদ করিতে বাধ্য, যাহা সত্য নহে এবং যাহা সে সত্য ব্যাখ্যা বা অনুবাদ বলিয়া বিশ্বাস করে না। ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

১৯২। **মিথ্যাসাক্ষ্য উদ্ভাবন** [Fabricating false evidence]। যে কেহ এরূপ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান থাকায় বা কোন বহিতে বা নথিতে এরূপ কোন মিথ্যা লিখন প্রবিষ্ট করে, অথবা এরূপ দস্তাবেজ প্রস্তুত করে যাহাতে মিথ্যা বিবৃতি বিধৃত আছে, এই উদ্দেশ্যে যে এইরূপ পরিস্থিতি, মিথ্যা লিখন বা মিথ্যা বিবৃতি কোন বিচারিক কার্যবাহে অথবা রাজভৃত্যরূপে রাজভৃত্যর সম্মুখে আইন দ্বারা আনীত কার্যবাহে অথবা মীমাংসকের সম্মুখে আইনদ্বারা আনীত কার্যবাহে সাক্ষ্যে আনীত হইতে পারে, এবং যে এইরূপ সক্ষ্যে আনীত পরিস্থিতি, মিথ্যা লিখন বা মিথ্যা বিবৃতি যে কোন ব্যক্তিকে, যাহাকে ঐ কার্যবাহে ঐ সাক্ষ্যর প্রেক্ষিতে মত গঠন করিতে হইবে, এরূপ ভ্রান্ত মত গঠন করায় যাহা ঐরূপ কার্যবাহের ফল-এর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধীয়, সে " মিথ্যাসাক্ষ্য উদ্ভাবন করে" বলা হয়।

১৯৩। **মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানের দন্ড** [Punishment for false evidence]। যে কেহ বিচারিক কার্যবাহের যে কোন পর্যায়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় অথবা কোন বিচারিক কার্যবাহের যে কোন পর্যায়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মিথ্যাসাক্ষ্য উদ্ভাবন করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে এবং, আরও তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে এবং যে কেহ অন্য কোন ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা মিথ্যাসাক্ষ্য উদ্ভাবন করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পরে, এবং, আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ১।— অপরাধী সৈনিকদের বিচারার্থ সামরিক কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত বিচার সভার সম্মুখস্থ বিচার বিচারিক কার্যবাহি হইবে।

ব্যাখ্যা ২।— আদালতের সম্মুখস্থ কার্যবাহর আইন দ্বারা নির্দিষ্ট প্রস্তুতিমূলক তদন্ত বিচারিক কার্যবাহর একটি পর্যায় হইবে, যদিও উক্ত তদন্ত আদালতের সন্মুখে সম্পাদিত না-ও হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

প-কে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইবে কিনা তাহা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখস্থ তদন্তে ক শপথ গ্রহণান্তে একটি বিবৃতি দেয় যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে। যেহেতু তদন্তটি একটি বিচারিক কার্যবাহর পর্যায় (বা স্তর), ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

ব্যাখ্যা ৩।— আইনানুসারে আদালত নির্দেশিত এবং কোন আদালতের প্রাধিকারের অধীনে পরিচালিত তদন্ত বিচারিক কার্যবাহের একটি ধাপ [দশা] উক্ত তদন্তে আদালতের সম্মুখে অনুষ্ঠিত না হইলেও।

দৃষ্টান্ত

জমির সীমানা উক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া নির্ধারণ করার জন্য আদালত কর্তৃক নিযুক্ত জনৈক আধিকারিকের সম্মুখস্থ একটি তদন্তে ক শপথ লইয়া এরূপ একটি বিবৃতি দেয় যাহা সে

ধারা ১৯৪]

মিথ্যা বলিয়া জানে। যেহেতু এই তদন্ত বিচারিক কার্যবাহের একটি ধাপ [দশা], ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রক্রিয়া (Procedure):**

[১] অপ্রগ্রাহ্য।

[২] জামিন যোগ্য [প্রতিভাব্য]।

[৩] গ্রেফ্‌তারের পরোয়ানা প্রদানযোগ্য।

[৪] শাস্তি মাফ্ করার বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

[৫] যে কোন আদালতে অপরাধটি সম্পাদিত হইলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা, অন্যথায় যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচার যোগ্য।

২। **অভিযোগ গঠন** (Charge):

আমি [আদালত এর নাম, ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ করুন] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.....ঘটিকায়.... .স্থানে (এখানে বিচারের প্রকৃতি উল্লেখ্য] বিচার [এখানে আদালতের নামোল্লেখ করুন] আদালতের সমক্ষ্যে এই মর্মে সাক্ষ্য দেন যে [এখানে সাক্ষ্যর বিবরণ দিতে হইবে] যে সাক্ষ্য ছিল মিথ্যা এবং যাহা মিথ্যা বলিয়া আপনি জানিতেন বা বিশ্বাস করিতেন এবং এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১৯৩ ধারামতে দন্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদন করিয়াছেন এবং ঐরূপ কার্য মৎকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে উক্ত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

৩। **মিথ্যা সাক্ষ্য নির্মাণ** (Fabrication of false evidence);

আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ অনায়ন করিতেছি:

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম].....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ...এর বিচারিক কার্যবাহে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে [কি প্রকারে মিথ্যা সাক্ষ্য নির্মাণ বা বয়ান করা হইয়াছে তাহা এখানে উল্লেখ করুন] মিথ্যা সাক্ষ্য নির্মাণ করিয়াছেন এবং এইরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১৯৩ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ সম্পাদন করিয়াছেন এবং উহা মৎকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগ আপনার বিচার হউক।

১৯৪। **মৃত্যুদন্ড আকর্ষক অপরাধে অপরাধীরূপে সাব্যস্ত করাইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা ঐরূপ সাক্ষ্য উদ্ভাবন** [Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital offence]। যে কেহ মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়

ধারা ১৯৫]

বা উদ্ভাবন করে এই অভিপ্রায়ে যে উহাদ্বারা কোন ব্যক্তি এরূপ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে যাহা ভারতে সমকালে বলবৎ থাকা আইনদ্বারা মৃত্যুদন্ড আকর্ষক অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে সে ঐভাবে কোন ব্যক্তিকে এরূপ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করাইবে যাহা ভারতের সমকালে বলবৎ থাকা আইনদ্বারা মৃত্যুদন্ড আকর্ষক, সে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশবৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

যদি ঐরূপ কার্যদ্বারা নির্দোষ ব্যক্তি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এবং যদি কোন নির্দোষ ব্যক্তি এইরূপ মিথ্যা সাক্ষ্যর ফলশ্রুতিতে দোষী বলিয়া সাবস্ত হয় এবং তাহার ফাঁসি হয়, (তাহা হইলে) যে ব্যক্তি ঐরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সে হয় মৃত্যুদ্বারা দন্ডিত হইবে নতুবা পূর্বে বর্ণিত দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৯৫। যাবজ্জীবন কারাদন্ডে অথবা কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য অপরাধে অপরাধীরূপে সাব্যস্ত করাইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা ঐরূপ সাক্ষ্য উদ্ভাবন [Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of offence punishable with imprisonment for life or imprisonment]। যে কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা উদ্ভাবন করে কোন ব্যক্তিকে এরূপ অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করাইবার উদ্দেশ্যে অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে ঐ কার্যদ্বারা কথিত ব্যক্তি এরূপ অপরাধে অপরাধী বলিয়া নির্ণীত হইবে যাহা সমকালে ভারতে প্রচলিত আইনমতে মৃত্যুদন্ড আকর্ষক নহে, কিন্তু যাহা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য অথবা সাত বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য, সে এরূপ ব্যক্তির ন্যায় দন্ডিত হইবে যে ব্যক্তি ঐ অপরাধে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে দন্ডযোগ্য হইত।

দৃষ্টান্ত

ক কোন আদালতে সম্মুখে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এই অভিপ্রায়ে যে ঐরূপ কার্যদ্বারা প ডাকাতির অপরাধে অপরাধী প্রতিপন্ন হইবে। ডাকাতির দন্ড হইল যাবজ্জীবন কারাদন্ড, কিংবা সশ্রম কারাদন্ড যাহার মেয়াদ দশবৎসর অবধি হইতে পারে, অর্থদন্ড সহ বা অর্থদন্ড ছাড়া। অতএব, ক অর্থদন্ড সহ বা অর্থদন্ড ব্যতিরেকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা কারাদন্ডে দন্ডিত হইবার যোগ্য।

।। টীকা ।।

যেহেতু একই লেনদেন ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১৯৫ ধারামতেও অপরাধ সেইহেতু ৫০০ ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আদালতে অভিযুক্ত করা বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা বিঘ্নিত হয় না। ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৫০০ ধারামতে কাহারও বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা বা আদালতে অভিযোগ আনা বাধাপ্রাপ্ত হয় না কেবল এইকারণে যে ঐ একই লেনদেন উক্ত সংহিতার ১৯৩ ধারামতে মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধ [প্রবীনচাঁদ ব. ইব্রাহিম মহম্মদ, 1987 Cri. L. J. 1795]।

ধারা ১৯৬]

১৯৬। মিথ্যা বলিয়া জানা সাক্ষ্য ব্যবহার করা [Using evidence known to be false]। যে কেহ বিকৃতভাবে, যে সাক্ষ্য সে মিথ্যা বা উদ্ভাবিত বলিয়া জানে তাহা সত্য বা স্বাভাবিক [অকৃত্রিম, আন্তরিক] বলিয়া ব্যবহার করে বা ব্যবহার করিতে চেষ্টিত হয়, সে সেইভাবে দন্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বা মিথ্যাসাক্ষ্য উদ্ভাবন করিয়াছে বা ঐরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

১৯৭। মিথ্যা প্রমাণপত্র দেওয়া বা তাহাতে সহি করা [Issuing or signing false certificate]। যে কেহ, কোন প্রমাণপত্র, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিয়া, দেয় বা সাক্ষরযুক্ত করে আইনানুসারে যে প্রমাণপত্র দিতে বা স্বাক্ষর যুক্ত করিতে হয় অথবা এরূপ তথ্য সম্বন্ধে ঐ প্রমাণপত্র দেয় যাহার প্রমাণপত্র আইনমতে সাক্ষ্যে স্বীকার্য, সে সেই একই ভাবে দন্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

১৯৮। মিথ্যা বলিয়া জানা প্রমাণপত্র সত্য বলিয়া ব্যবহার করা [Using as true a certificate known to be false]। যে কেহ বিকৃত ভাবে, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন প্রমাণপত্র মিথ্যা বলিয়া জানিয়া ঐরূপ প্রমাণপত্র সত্য বলিয়া ব্যবহার করে বা ব্যবহার করিতে প্রয়াসী হয় সে সেই একইভাবে দন্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

১৯৯। আইনানুসারে যে ঘোষণা সাক্ষ্যরূপে গ্রহণীয় তাহাতে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া [False statement made in declaration which is by law receivable as evidence]। যে কেহ, তাহার দ্বারা কৃত বা স্বাক্ষরিত যে কোন ঘোষণায়, যে ঘোষণা কোন আদালত অথবা কোন রাজভৃত্য বা অন্য কোন ব্যক্তি কোন তথ্যর সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে আইন দ্বারা বাধ্য বা প্রাধিকৃত, এরূপ কোন বিবৃতি করে যাহা যে উদ্দেশ্যে ঘোষণাটি করা হয় বা ব্যবহৃত হয় তাহার কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পর্শ করে, এবং যাহা মিথ্যা এবং যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে সেই একইভাবে দন্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

২০০। এরূপ ঘোষণাকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়াও সত্য হিসাবে ব্যবহার করা [Using as true such declaration knowing it to be false]। যে কেহ বিকৃতভাবে এরূপ কোন ঘোষণাকে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা জানিয়া সত্যরূপে ব্যবহার করে বা করিতে চেষ্টিত হয়, সে সেই একইভাবে দন্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

ব্যাখ্যা।—কোন ঘোষণা যাহা কেবল যথা নিয়মের ধারাবর্জিত হওয়ার কারণে অস্বীকার্য, তাহা ১৯৯ এবং ২০০ ধারার অর্থ-র মধ্যে ঘোষণা হইবে।

২০১। অপরাধীকে বাঁচাইবার জন্য অপরাধের সাক্ষ্য লোপ করা বা মিথ্যা সমাচার প্রদান করা [Causing disappearance of evidence of offence, or giving false information to screen offender]। যে কেহ কোন অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে তাহা জানিয়া বা তাহা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও, উক্ত অপরাধ সম্পাদানের সাক্ষ্য লোপ করায় বৈধ দন্ড প্রাপ্তি হইতে অপরাধীকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অথবা সেই উদ্দেশ্যে ঐ অপরাধ সম্পর্কে এরূপ কোন সমাচার দেয় যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে।

মৃত্যুদন্ড আকর্ষক অপরাধ হইলে— যদি উক্ত অপরাধ, যাহা সে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে, মৃত্যুদন্ডে দন্ডযোগ্য হয় (তাহা হইলে সে) যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেযাদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য অপরাধ হইলে— এবং যদি উক্ত অপরাধ যাবজ্জীবন করাদন্ডে দন্ডযোগ্য হয় অথবা কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য হয় যাহার মেয়াদ তিনবৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে, তাহা হইলে সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনি বৎসর অবধি হইতে পাবে, এবং আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

দশ বৎসরের কম সময়ের মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য হইলে— এবং যদি উক্ত অপরাধ দশবৎসরের কম সময়ের মেয়াদের জন্য কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য হয়, তাহা হইলে সে ঐ অপরাধেব জন্য যে কোন বিবরণেব কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত দীর্ঘতম মেয়াদের এক চতুর্থাংশ অবধি প্রসারিত হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

খ যে প-কে খুন করিয়াছে ইহা অবগত থাকিয়া ক খ-কে মৃতদেহ লুকাইয়া ফেলিতে সাহায্য করে খ-কে দন্ডপ্রাপ্তি হইতে বাঁচাইবার জন্য অন্তরালে লুকাইয়া রাখে। ক সাত বৎসরের যে কোন বিবরণের কারাদন্ড পাইবার যোগ্য এবং, আরও, সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইতে পারে।

।। টীকা ।।

২০১ ধারামতে দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ। যে বালিকাকে মৃত্যু ভোগ করিতে হইয়াছে এবং যাহার দেহ রেল লাইন সন্নিকটে পাওয়া যায় তাহাকে তাহার স্বামী ও শ্বশুর খুন করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইলেও ৩০২ ধারামতে অপরাধ প্রমাণ করা যায় নাই। অভিযুক্ত স্বামীর মতে মৃতদেহ তাহার স্ত্রীর নহে এবং কলেরা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে লইয়া যাইবার পথে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে এবং নিকটবর্তী শ্মশানে তাহার মৃতদেহের সৎকার করা হইয়াছে। কিন্তু শ্মশানের যে নিবন্ধপুস্তক (register) হইতে প্রমাণপত্রের প্রতিলিপি লওয়া হইয়াছে সেই নিবন্ধপুস্তক তাহারা দেখাইতে পারে নাই এবং তাহার মৃত্যু ও মৃতদেহ দাহ করা বিষয়ে গ্রামের কোন ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যকে কিছু জানানো হয় নাই। পরন্তু, রেল লাইনের নিকট যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে তাহার ফটো হইতে মৃতাকে অভিযুক্ত ব্যক্তির পত্নীরূপে শনাক্ত করা হয়। পত্নীর মৃত্যু সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই। মৃতদেহটি দাহ করার

ধারা ২০২]

যে বিবরণ দেওয়া হয় তাহাও সন্দেহজনক। এইরূপ পরিস্থিতিতে, ২০১ ধারামতে যে অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে তাহা প্রমাণিত, এবং ৩৪ ধারার সহিত পঠিত ২০১ ধারামতে সংশ্লিষ্ট স্বামীকে দোষী বলিয়া সাব্যস্তকরণ যুক্তিযুক্ত [বাখোড়া চৌধারী ব. স্টেট্ অব্ বিহার, 1991 Cri. L. J. 91]।

২০২ : **যে ব্যক্তি অপরাধের খবর দিতে বাধ্য সেই ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ খবর দেওয়া হইতে বিরত থাকা** [Intentional omission to give information of offence by person bound to inform]। যে কেহ একটি অপরাধ যে সম্পাদিত হইয়াছে তাহা অবগত থাকিয়া বা উহা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ অপরাধ বিষয়ে সমাচার প্রদান করা হইতে বিরত থাকে, যে সমাচার প্রদান করিতে সে আইনতঃ বাধ্য, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেযাদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২০৩। **সম্পাদিত কোন অপরাধ সম্পর্কে মিথ্যা খবর প্রদান** [Giving false information respecting an offence committed]। যে কেহ একটি অপরাধ যে সম্পাদিত হইয়াছে তাহা অবগত থাকিয়া বা তাহা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও ঐ অপরাধ সম্পর্কে এমন সমাচার প্রদান করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা।— ২০১ এবং ২০২ ধারায় এবং এই ধারায় "অপরাধ" শব্দটির মধ্যে পড়ে ভারতের বাহিরে যে কোন স্থানে সম্পাদিত যে কোন কার্য যাহা ভারতের অভ্যন্তরে সম্পাদিত হইলে নিম্নলিখিত ধারাসমূহের অধীনে দন্ডযোগ্য হইত, যথা, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, এবং ৪৬০।

২০৪। **সাক্ষ্যরূপে প্রকাশ করায় বাধা দিবার জন্য দস্তাবেজ [লেখ্য] নষ্ট করিয়া ফেলা** [Destruction of document to prevent its production as evidence]। যে কেহ যে কোন দস্তাবেজ যাহা সাক্ষ্য হিসাবে আদালতে বা রাজভৃতরূপে কোন রাজভৃত্যর সমক্ষে বিধিসম্মতভাবে অনুষ্ঠিত কার্যবাহে সাক্ষ্য হিসাবে প্রকাশ করিতে তাহাকে বাধ্য করা যাইতে পারে গোপন করে বা ধ্বংস করে কিংবা উপরি-উক্তরূপ আদালতের বা রাজভৃত্যর সমক্ষে সাক্ষ্যরূপে প্রকাশিত বা ব্যবহৃত হওয়া বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে ঐ দস্তাবেজ সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে যেন পড়া না যায় এমনভাবে মুছিয়া ফেলে [ঘসিয়া তুলিয়া ফেলে, নিশ্চিহ্ন করে, বিলোপ করে] বা পড়ার অনুপযুক্ত করে অথবা ঐ উদ্দেশ্যে বিধিসম্মতভাবে তাহাকে আহ্বান করার বা উহা প্রকাশ করিতে বলার পর ঐরূপ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২০৫। **মকদ্দমায় বা অভিশংসনে কার্য বা কার্যবাহর উদ্দেশ্যে মিথ্যা ভান করা** [False personation for purpose of act or proceeding in suit or prsecution]। যে কেহ প্রতারণাপূর্ণভাবে অন্য ব্যক্তির ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং এইরূপ কপট চরিত্রে কোন স্বীকৃতি করে বা বিবৃতি দেয় বা রায় সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে কিংবা কোন পরওয়ানা জারি করায় কিংবা জামিন বা প্রতিভূতি হয়, কিংবা যে কোন মামলায় বা ফৌজদারী অভিশংসনে অন্য কোন কার্য করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

২০৬। **প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি অপসারণ করা বা লুক্কাইত রাখা যাহাতে উহার বাজেয়াপ্তকৃত হিসাবে কিংবা নির্বাহিকার্যে ক্রোক-করা বাধাপ্রাপ্ত (বিঘ্নিত) হয়** [Fraudulent removal or concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution]। যে কেহ প্রতারণাপূর্ণভাবে কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি বা তাহাতে অবস্থিত কোন স্বার্থ অপসারণ করে, লুক্কাইত রাখে, হস্তান্তর করে বা অর্পণ করে, উক্ত সম্পত্তি বা তাহাতে অবস্থিত স্বার্থ বাজেয়াপ্তকৃতরূপে বা অর্থদণ্ড আদায়খাতে গৃহীত হওয়া বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে, এরূপ দণ্ডাদেশের অধীনে যাহা ঘোষিত হইয়াছে, বা যাহা ঘোষিত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া সে জানে, যে দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে কোন আদালত কর্তৃক বা যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য প্রাধিকারী কর্তৃক, অথবা আজ্ঞপ্তির বা আদেশের নির্বাহে গৃহীত হওয়া বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে যে আজ্ঞাপ্তি বা আদেশ কোন আদালত কর্তৃক কোন দেওয়ানী মকদ্দমায় প্রদত্ত হইয়াছে বা প্রদত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া সে জানে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

২০৭। **বাজেয়াপ্তকৃত হিসাবে বা নির্বাহ কার্যে কোন সম্পত্তির ক্রোকে বাধা দিবার জন্য প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি দাবি করা** [Fraudulent claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution]। যে কেহ প্রতারণামূলকভাবে কোন সম্পত্তি বা তাহাতে অবস্থিত স্বার্থ স্বীকার করে, গ্রহণ করে বা দাবি করে ইহা অবগত থাকিয়া যে এইরূপ সম্পত্তি বা স্বার্থে তাহার কোন অধিকার বা অধিকার ভিত্তিক দাবি নাই অথবা এইরূপ কোন সম্পত্তির বা তাহাতে অবস্থিত স্বার্থের অধিকার স্পর্শ করে এরূপ প্রতারণামূলক কার্য সম্পাদন করে, উক্ত সম্পত্তি বা তাহাতে অবস্থিত স্বার্থ বাজেয়াপ্তকৃত রূপে বা অর্থদণ্ড আদায় খাতে গৃহীত হওয়া বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে এরূপ দণ্ডাদেশের অধীনে, যাহা ঘোষিত হইয়াছে বা যাহা ঘোষিত হইবার সম্ভবনা আছে বলিয়া সে জানে, যে দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে কোন আদালত কর্তৃক, অথবা যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য প্রাধিকারী কর্তৃক, অথবা আজ্ঞাপ্তির বা আদেশের নির্বাহে গৃহীত হওয়া বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে যে

আজ্ঞপ্তি বা আদেশ কোন আদালত কর্তৃক কোন দেওয়ানী মকদ্দমায় প্রদত্ত হইয়াছে বা প্রদত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া সে জানে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

২০৮। যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার জন্য প্রতারণামূলকভাবে আজ্ঞপ্তি দিতে দেওয়া [Fraudulently suffering decree for sum not due]। যে কেহ প্রতারণামূলকভাবে যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার জন্য অথবা ঐরূপ ব্যক্তির উপর যে টাকা প্রাপ্য তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ টাকার জন্য অথবা এরূপ কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তির স্বার্থ যাহা উক্ত ব্যক্তির প্রাপ্য নহে তাহার জন্য যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক আনীত মকদ্দমায় তাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞপ্তি বা আদেশ প্রদান করায় অথবা প্রতারণামূলকভাবে কোন আজ্ঞপ্তি বা আদেশের প্রেক্ষিতে টাকা আদায় হইয়া যাইবার পর, অন্য কিছুর জন্য যাহার ব্যাপারে টাকা আদায় করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে উক্ত আজ্ঞপ্তি বা আদেশ নির্বাহিত করায়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক, প-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। প, ইহা জানিয়া যে ক তাহার বিরুদ্ধে একটি আজ্ঞপ্তি পাইতে পারে, প্রতারণামূলকভাবে খ-এর মকদ্দমায় অধিকার পরিমাণ টাকার জন্য তাহার বিরুদ্ধে রায় দেওয়ায়, যে খ-এর তাহার বিরুদ্ধে কোন যথার্থ দাবি নাই, যাহাতে খ, নিজের জন্য বা প-এর হিতার্থে প-এর সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের অংশ পাইতে পারে, যে সম্পত্তি ক-এর আজ্ঞপ্তির অধীনে বিক্রীত হইতে পারে। প এই ধারার অধীনে অপরাধ সম্পাদন করিয়াছে।

২০৯। অসৎভাবে আদালতে মিথ্যা দাবি পেশ করা [Dishonestly making false claim in court]। যে কেহ প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে, অথবা কোনব্যক্তির ক্ষতি করার জন্য বা তাহার বিরক্তি উৎপাদনের জন্য, কোন আদালতে কোন দাবি করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুইবৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

২১০। যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার জন্য প্রতারণামূলকভাবে আজ্ঞপ্তি [ডিক্রী] গ্রহণ [Fraudulently obtaining decree for sum not due]। যে কেহ প্রতারণামূলকভাবে যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার জন্য অথবা যে টাকা প্রাপ্য তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ টাকার জন্য অথবা যে কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তি বিধৃত স্বার্থের জন্য যাহা তাহার প্রাপ্য নহে যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আজ্ঞপ্তি বা আদেশ গ্রহণ করে, অথবা প্রতারণামূলকভাবে দাবি পূরণ হইয়া যাইবার পরও যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আজ্ঞপ্তি বা আদেশ

ধারা ২১১]

নির্বাহিত করায় অথবা যে কোন কিছুর জন্য যাহার সম্পর্কে দাবি পরিপূরিত হইয়াছে, ঐরূপ করে, অথবা প্রতারণামূলকভাবে তাহার নামে এরূপ কোন কার্য সম্পাদন করায় বা করার অনুমতি দেয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩০০, ৩৬৪ এবং ২১০ ধারা।

এই মামলায় খুনের উদ্দেশ্য অপ্রমাণিত। পরন্তু, আবস্থিক প্রমাণও উপযুক্ত মানের নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ বাতিলকৃত হইল [**সর্দার হুসাইন ব. স্টেট্ অব্ ইউ. পি,** AIR 1988 SC 1766]।

২১১। **ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন** [False charge of offence made with intent to injure]। যে কেহ, যে কোন ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী কার্যবাহ দায়ের করে বা করায় অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করার মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করে ইহা অবগত থাকিয়া যে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐরূপ কার্যবাহ বা অভিযোগ আনয়নের কোন যথার্থ বা বিধিসম্মত কারণ নাই, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে; এবং যদি ঐরূপ ফৌজদারী কার্যবাহ দায়ের করা হয় এরূপ অপরাধের মিথ্যা অভিযোগে যাহা মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা সাত বা ততোধিক বৎসরের মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।

২১২। **অপরাধীকে আশ্রয় দান** [Harbouring offender]। যখনই কোন অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে, যে কেহ এরূপ ব্যক্তিকে আশ্রয়দান করে বা লুকাইতে রাখে যাহাকে সে অপরাধী বলিয়া জানে বা ঐরূপ বিশ্বাস করার কারণ আছে, বিধিসম্মত দণ্ডপ্রাপ্তি হইতে তাহাকে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে;

মৃত্যুদণ্ড আকর্ষক অপরাধ হইলে: —সে, ঐ অপরাধ যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইলে: — এবং অপরাধটি যদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অথবা এরূপ কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে; এবং যদি অপরাধটি এরূপ কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি

ধারা ২১৩]

হইতে পারে, এবং দশ বৎসর অবধি নহে, সে সেই বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহা ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত আছে যাহার মেয়াদ ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত কারাদন্ডের সর্বাধিক মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

এই ধারায় ''অপরাধ''-এর মধ্যে পড়ে ভারতের বাহিরে যে কোন স্থানে সম্পাদিত অপরাধ যাহা ভারতে সম্পাদিত হইলে নিম্নলিখিত ধারাসমূহের যে কোন ধারায় দন্ডযোগ্য হইত, যথা, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ এবং ৪৬০; এবং এরূপ প্রত্যেক কার্য, এই ধারার প্রযোজনে, এরূপে দন্ডযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি ভারতে ঐ অপরাধে অপরাধী হইয়াছে।

ব্যতিক্রম।- এরূপ কোন ক্ষেত্রে, যেখানে অপরাধীর স্বামী বা স্ত্রী দ্বারা ঐ আশ্রয়দান বা লুক্কাইত রাখা সংসাধিত হয়, এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

দৃষ্টান্ত

খ ডাকাতি করিয়াছে ইহা জানিয়া, ক, জানিয়া-শুনিয়া খ-কে লুক্কাইত রাখে তাহাকে বিধিসম্মত দন্ডপ্রাপ্তি হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে। এখানে, যেহেতু খ যাবজ্জীবন কারাদন্ড পাইবার যোগ্য, ক যে কোন বিবরণের কারাদন্ড পাইবার যোগ্য হইবে যাহার মেয়াদ হইবে অনধিক তিন বৎসর, এবং, আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

২১৩। **দন্ড হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অপরাধীকে অন্তরালে রাখিবার জন্য উপহার ইত্যাদি গ্রহণ** [Taking gift, etc. to screen an offender from punishment]। যে কেহ, কোন অপরাধ লুক্কাইত রাখার বা কোন অপরাধের জন্য বিধিসম্মত দন্ড হইতে যে কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহাকে বিধিসম্মত দন্ডে দন্ডিত করাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য প্রতিদান হিসাবে, নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন উৎকোচ, বা নিজের নিকট বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি উদ্ধার স্বীকার করে বা লইতে চেষ্টিত হয় বা স্বীকার করিতে সম্মত হয়;

মৃত্যুদন্ড আকর্ষক অপরাধ হইলে :— সে, উক্ত অপরাধ মৃত্যুদন্ডে দন্ডযোগ্য হইলে, যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে এবং আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে;

যাবজ্জীবন কারাদন্ডে অথবা কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য হইলে :— এবং অপরাধটি যদি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে অথবা কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য হয় যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে; এবং যদি অপরাধটি কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য হয় যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি প্রসারিত হয় না, সে, সেই অপরাধের জন্য নির্ধারিত বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ প্রসারিত হইতে পারে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত কারাদন্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ অবধি অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

ধারা ২১৪]

২১৪। অপরাধীকে অন্তরালে রাখার প্রতিদানে উপহার দিতে চাওয়া বা সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিতে চাওয়া [Offering gift or restoration of property in consideration of screening offender]। যে কেহ যে কোন ব্যক্তিকে কোন উৎকোচ দেয় বা দেওয়ায় বা দিতে চাহে বা দিতে বা দেওয়াইতে সম্মত হয় বা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দেয় বা দেওয়ায় উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোন অপরাধ লুক্কাইত রাখার প্রতিদানে বা কোন অপরাধের জন্য বিধিসম্মত দণ্ড প্রাপ্তি হইতে কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য প্রতিদান হিসাবে বা কোন ব্যক্তিকে বৈধিক দণ্ড দিবার উদ্দেশ্যে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করার প্রতিদানে।

মৃত্যুদণ্ড আকর্ষী অপরাধ হইলে :—সে, উক্ত অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইলে, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে এবং, আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে ;

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে কিংবা কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইলে :—এবং অপরাধটি যদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ হয় বা কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, (তাহা হইলে সে) যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে ; এবং যদি অপরাধটি অনধিক দশবৎসরের জন্য কারাদণ্ডের দণ্ডযোগ্য হয়, (তাহা হইলে সে) সেই বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহা ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত আছে যাহার মেয়াদ ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদরে এক-চতুর্থাংশ অবধি প্রসারিত হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যতিক্রম।—২১৩ ধারা এবং ২১৪ ধারার বিধানসমূহ এরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে যে ক্ষেত্রে অপরাধটি বিধিসম্মতভাবে আপোষ মীমাংসিত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

[নিরসিত]

২১৫। **চুরি হইয়া যাওয়া সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিতে সাহায্য করার জন্য উপহার গ্রহণ** [Taking gift to help to recover stolen property]। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে কোন অস্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য সাহায্য করার ছলে বা সাহায্য করার জন্য কোন উৎকোচ লয় বা লইতে সম্মত হইতে রাজী হয়, যে সম্পত্তি হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন এই সংহিতা দ্বারা দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ সম্পাদিত হওয়ায়, সে, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে, যদি না সে তাহার ক্ষমতামধ্যস্থ সকল উপায় ব্যবহার করে অপরাধীটিকে গ্রেফ্‌তার করাইতে ও অপরাধীরূপে তাহাকে সাব্যস্ত করাইতে।

ধারা ২১৬]

২১৬। **যে অপরাধী নিরাপদ রক্ষণ হইতে পলায়ন করিয়াছে বা যাহাকে গ্রেফ্তার করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে আশ্রয়দান** [Harbouring offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered]। যখনই অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হওয়া বা অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি, ঐ অপরাধের জন্য বিধিসম্মত নিরাপদ রক্ষণে থাকিয়া ঐরূপ নিরাপদ রক্ষণ হইতে পলায়ন করে, কিংবা যখনই কোন রাজভৃত্য, এইরূপ রাজভৃত্যর বিধিসম্মত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কোন অপরাধের জন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিতে আদেশ দেন, যে কেহ এইরূপ পলায়ন বা গ্রেফ্তারের আদেশ সম্পর্কে অবহিত থাকিয়া উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করেন বা লুকাইয়া রাখেন তাহার গ্রেফ্তার এড়ানর অভিপ্রায়ে, সে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে দণ্ডিত হইবে, যথা,

মৃত্যু দণ্ড আকর্ষক অপরাধ হইলে:—যে অপরাধের দরুণ উক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখা হইয়াছিল বা গ্রেফ্তার করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইলে, বা কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইলে:— যদি অপরাধটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় অথবা দশ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডযোগ্য হয় (তাহা হইলে) সে অর্থদণ্ডসহ বা অর্থদণ্ড ব্যতিরেকে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং অপরাধটি যদি কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে এবং দশ বৎসর নহে, সে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ঐরূপ অপরাধের জন্য নির্ধারিত কারদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ অবধি প্রসারিত হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

এই ধারায "অপরাধ" এর মধ্যে আরও পড়ে কার্যসম্পাদন হইতে যে কোন বিরতি যাহার অভিযোগ কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া ভারতের বাহিরে অপরাধী হয়, যাহা, যদি সে ভারতে ঐ অপরাধে অপরাধী হইত (তাহা হইলে) অপরাধ রূপে দণ্ডনীয় হইত, এবং যাহার জন্য সে, বিচারার্থ বা দণ্ডদানার্থ বিদেশী সরকারের হাতে অর্পণ করা সংক্রান্ত যে কোন আইনানুসারে বা অন্যভাবে ভারতে গ্রেফ্তার করার বা নিরাপদ রক্ষণে আটক করার যোগ্য হইত, এবং এইরূপ প্রত্যেক কার্য বা কার্য সম্পাদন হইতে বিরতি, এই ধারার প্রয়োজনে, দণ্ডযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে ঠিক যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি ভারতে ঐ অপরাধে অপরাধী হইয়াছে।

ব্যতিক্রম।— এই বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যেখানে, যে ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করা হইবে তাহার স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক ঐরূপ আশ্রয়দান করা বা লুক্কাইত রাখা [অন্তরালে রাখা] হয়।

ধারা ২১৬ ক]

২১৬ ক। **দস্যু বা ডাকাতকে আশ্রয় দানের শাস্তি** [Penalty for harbouring robbers or decoits]। যে কেহ, কোন ব্যক্তিবর্গ দস্যুতা বা ডাকাতি করিতে যাইতেছে বা সম্প্রতি দস্যুতা বা ডাকাতি করিয়াছে ইহা জানিয়া বা এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও, তাহাদের বা তাহাদের যে কোন একজনকে, ঐরূপ দস্যুতা বা ডাকাতি করায় সুবিধা সৃষ্টি করার জন্য অথবা দন্ডপ্রাপ্তি হইতে তাহদের বা তাহাদের যে কোন একজনকে অন্তরালে রাখার অভিপ্রায়ে, আশ্রয়দান করে, সে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে এবং আরও তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

২১৬ খ। [নিরসিত]

২১৭। **কোন ব্যক্তিকে দন্ড হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে কিংবা কোন সম্পত্তি অপবর্তন (বাজেয়াপ্ত) হওয়া হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাজভৃত্য কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমান্য করা** [Public servant disobeying direction of law with intention to save person from punishment or property from forfeiture]। যে কেহ, যিনি রাজভৃত্য, জানিয়া-শুনিয়া কিভাবে তিনি ঐরূপ রাজভৃত্য রূপে নিজেকে পরিচালিত করিবেন তদ্বিষয়ে আইনের নির্দেশ অমান্য করেন কোন ব্যক্তিকে বৈধিক দন্ড হইতে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে বা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে ঐভাবে তিনি যে কোন ব্যক্তিকে বৈধিক দন্ড হইতে রক্ষা করিবেন অথবা যে দন্ড তাহার প্রাপ্য তদপেক্ষা কম দন্ডে তাহাকে দন্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে অথবা অপবর্তন হইতে কোন সম্পত্তি বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে, অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে তিনি এভাবে কোন সম্পত্তি অপবর্তন হইতে রক্ষা করিবেন অথবা আইনত: যে অভিযোগ কোনব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্যমান আছে তাহা হইতে তাহাকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে, তিনি যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে, অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২১৮। **কোন ব্যক্তিকে দন্ড হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে বা কোন সম্পত্তি অপবর্তন (বাজেয়াপ্ত) হওয়া হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাজভৃত্য কর্তৃক অসত্য নথি বা লিখন প্রণয়ন** [Public servant framing incorrect record from writing with intent to save person from punishment or property from forfeiture]। যে কেহ, যিনি রাজভৃত্য, এবং এইরূপ রাজভৃত্য রূপে কোন নথি প্রস্তুতি বা অন্য লিখনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপে ঐ নথি বা লিখন প্রস্তুত করেন যাহা তিনি ভ্রান্ত বলিয়া জানেন, জনসাধারণের বা যে কোন ব্যক্তির লোকসান বা ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে বা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে তিনি ঐ প্রকারে ঐরূপ লোকসান বা ক্ষতি করিবেন, অথবা ঐ প্রকারে কোন ব্যক্তিকে বৈধিক দন্ডপ্রাপ্তি হইতে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে ঐ ভাবে তিনি কোন ব্যক্তিকে বৈধিক দন্ডপ্রাপ্তি হইতে রক্ষা করিবেন অথবা কোন সম্পত্তি অপবর্তন হইতে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে ঐরূপ কার্যদ্বারা কোন সম্পত্তি অববর্তন হইতে রক্ষা পাইবে অথবা আইনত: অন্য

ধারা ২১৯]

যে দায় তাহার আছে তাহা হইতে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে ঐরূপ কার্য দ্বারা সে ঐরূপ দায় হইতে রক্ষা পাইবে, তিনি যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন অথবা তিনি উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২১৯। **বিচারিক কার্যবাহে রাজভৃত্য কর্তৃক আইনের পরিপন্থী প্রতিবেদন ইত্যাদি অপচারমূলক ভাবে প্রণয়ন** [Public servant in judicial proceeding corruptly making report, etc., contrary to law]। যে কেহ যিনি রাজভৃত্য, অপচারমূলক ভাবে বা বিদ্বেষপরায়ণতা সহকারে কোন বিচারিক কার্যবাহের যে কোন স্তরে কোন প্রতিবেদন, আদেশ, রায় বা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন বা ঘোষণা করেন যাহা তিনি আইনের পরিপন্থী বলিয়া জানেন, তিনি যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন অথবা তিনি উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২২০। **প্রাধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বিচারার্থ বা কারাবরোধে প্রেরণ, যে প্রাধিকারী জানেন যে তিনি আইনের পরিপন্থী কার্য করিতেছেন** [Commitment for trial or confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law]। যে কেহ, যিনি এরূপ পদে অধিষ্ঠিত আছেন যাহা তাঁহাকে বৈধিক প্রাধিকার দেয় ব্যক্তিবর্গকে বিচারার্থ বা কারাবরোধে প্রেরণ করার, বা ব্যক্তিবর্গকে আটকাইয়া রাখার, অপচারমূলক ভাবে বা বিদ্বেষপরায়ণতা সহকারে ঐ প্রাধিকার প্রয়োগ করিয়া কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থ প্রেরণ করেন বা আটকাইয়া রাখার জন্য প্রেরণ করেন, বা কোন ব্যক্তিকে আটকাইয়া রাখেন ইহা জানিয়া যে ঐরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা তিনি আইনের পরিপন্থী কার্য করিতেছেন, তিনি যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা তিনি উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২২১। **যে রাজভৃত্য গ্রেফ্তার করিতে বাধ্য, গ্রেফ্তার করা হইতে ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁহার বিরত থাকা [বিরতি]** [Intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend]। যে কেহ, যিনি রাজভৃত্য, ঐ রূপ রাজভৃত্য রূপে এরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিতে বা আটক রাখিতে আইনতঃ বাধ্য যে ব্যক্তি কোন অপরাধ সম্পাদনের জন্য ঐ অপরাধে অভিযুক্ত হইবার বা গ্রেফ্তার হইবার যোগ্য, ইচ্ছাকৃতভাবে ঐরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করা হইতে বিরত থাকেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে ঐরূপ ব্যক্তিকে পলায়ন করিতে দেন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ রূপ আটক থাকা ঐরূপ ব্যক্তির পলায়নে বা পলায়নের প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন, তিনি নিম্নলিখিত রূপে দণ্ডিত হইবেন, যথা : যেকোন বিবরণের কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, অর্থদণ্ডসহ কিংবা অর্থদণ্ড ব্যতিরেকে, যদি আটক থাকা ব্যক্তি বা যে ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করা উচিৎ, এরূপ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে বা গ্রেফ্তার হওয়ার যোগ্য হইয়াছে যাহা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য; অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর

অবধি হইতে পারে, অর্থদন্ডসহ বা অর্থদন্ড ব্যতিরেকে, যদি আটক থাকা ব্যক্তি বা যে ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করা উচিৎ, এরূপ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে বা গ্রেফ্‌তার হওয়ার যোগ্য হইয়াছে যাহা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য অথবা কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে, অর্থদন্ডসহ বা অর্থদন্ড ব্যতিরেকে, যদি আটক থাকা ব্যক্তি বা যে ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করা উচিৎ, এরূপ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে বা গ্রেফ্‌তার হওয়ার যোগ্য হইয়াছে যাহা দশ বৎসরের কম মেয়াদের জন্য কারাদন্ডে দন্ড যোগ্য।

২২২। যে রাজভৃত্য দন্ডাধীন অথবা আইনসঙ্গত ভাবে যাহার ভার লওয়া হইয়াছে এরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করিতে বাধ্য, গ্রেফ্‌তার করা হইতে ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার বিরত থাকা [Intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed]। যে কেহ যিনি রাজভৃত্য, এইরূপ রাজভৃত্যরূপে অপরাধের জন্য আদালতের দন্ডাদেশের অধীন বা আইনানুসারে আটক ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করিতে বা আটক রাখিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিয়াও ইচ্ছাকৃতভাবে ঐরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করা হইতে বিরত থাকেন, বা ইচ্ছাকৃত ভাবে ঐরূপ ব্যক্তিকে পলায়ন করিত দেন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ ব্যক্তিকে পলায়নে বা পলায়নের প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন, তিনি নিম্নলিখিত রূপ দন্ডে দন্ডিত হইবেন, যথা- যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে যাহার মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর অবধি হইতে পারে, অর্থদন্ডসহ বা অর্থদন্ড ব্যতিরেকে, যদি আটক রাখা ব্যক্তি বা যাহাকে গ্রেফ্‌তার করা উচিৎ মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত হয়, অথবা যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, অর্থদন্ডসহ বা অর্থদন্ড ব্যতিরেকে, যদি আটক রাখা ব্যক্তি বা যাহাকে গ্রেফ্‌তার করা উচিৎ, আদালতের দন্ডাদেশের দ্বারা কিংবা এরূপ দন্ডের পরিবর্তন দ্বারা, যাবজ্জীবন কারাদন্ডে অথবা দশ বৎসর বা তাহার অধিক কালের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হয়; অথবা যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা অর্থ দন্ডসহ, অথবা উভয় দন্ডে, যদি আটক রাখা ব্যক্তি অথবা যাহাকে গ্রেফ্‌তার করা উচিৎ, আদালতের আদেশ দ্বারা কারাদন্ডে দন্ডিত হয় দশ বৎসরের কম সময়ের জন্য, অথবা ঐ ব্যক্তিকে যদি বিধিসম্মত ভাবে আটক রাখা হইয়া থাকে।

২২৩। রাজভৃত্য কর্তৃক অবহেলাভরে কারাবরোধ বা কয়েদ হইতে পলায়ন বরদাস্ত করা [Escape from confinement or custody negligently suffered by public servant]। যে কেহ, যিনি রাজভৃত্য, এইরূপ রাজভৃত্যরূপে, যে কোন অপরাধে অভিযুক্ত বা দোষীরূপে সাব্যস্ত যে কোন ব্যক্তিকে অথবা বিধিসম্মতভাবে আটক রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এরূপ ব্যক্তিকে আটক রাখিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিয়া অবহেলাভরে কারাবরোধ বা কয়েদ হইতে পলায়ন করিতে দেয়, সে অশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

ধারা ২২৪]

২২৪। বিধিসম্মতভাবে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করার ব্যাপারে সেই ব্যক্তি কর্তৃক বাধাদান বা প্রতিবন্ধকাতা সৃষ্টি করা [Resistance or obstruction by a person to his lawful apprehension]। যে কেহ, যে কোন অপরাধ সম্পাদনের জন্য, যে অপরাধের অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছে অথবা যে অপরাধে যে অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়াছে, বিধিসম্মতভাবে তাহাকে গ্রেফ্তাব করার ব্যাপাবে ইচ্ছাকৃতভাবে যে কোন বাধাদান করে বা অবৈধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অথবা এরূপ কোন অপরাধের জন্য বিধিসম্মতভাবে তাহাকে আটক করা হইলে নিরাপদ রক্ষণ হইতে সে পলায়ন করে বা পলায়ন করিতে চেষ্টিত হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার দন্ড, উক্ত ব্যক্তিকে যে অপরাধে অভিযুক্ত করা হইয়াছে বা যে অপরাধের জন্য তাহাকে অপরাধীরূপে সাব্যস্ত [প্রতিপন্ন] করা হইয়াছে এবং যে কারণে তাহাকে গ্রেফ্তার করা হইবে বা নিরাপদ রক্ষণে আটক রাখা হইবে, সেই অপরাধের যে দন্ড, তদতিরিক্ত।

২২৫। অন্য একজন ব্যক্তির বিধিসম্মত গ্রেফ্তারে বাধাদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা [Resistance or obstruction to lawful apprehension of another person]। যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন অপরাধের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির বিধিসম্মত গ্রেফ্তারে বাধা দেয় বা অবৈধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, কিংবা কোন অপরাধের জন্য বিধিসম্মতভাবে আটক রাখা ব্যক্তিকে নিরাপদ রক্ষণ হইতে উদ্ধার করে বা উদ্ধার করিতে চেষ্টিত হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দন্ডিত হইবে; অথবা, যদি, যে ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করা হইবে, বা যে ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হইয়াছে অথবা যে ব্যক্তিকে উদ্ধার করার চেষ্টা হইয়াছে সে যদি এরূপ অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হইযা থাকে বা এরূপ অপরাধের জন্য গ্রেফ্তার হওয়ার যোগ্য হয় যাহার শাস্তি হইল যাবজ্জীন কারাদন্ড বা কারাদন্ড যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে; অথবা যে ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিতে হইবে বা উদ্ধার করিতে হইবে, বা উদ্ধার করার চেষ্টা করিতে হইবে সে যদি এরূপ অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় বা গ্রেফ্তাব যোগ্য হয় যাহার শাস্তি হইল মৃত্যুদন্ড, (তাহা হইলে) সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে; অথবা যে ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিতে হইবে বা উদ্ধার করিতে হইবে বা উদ্ধার করার চেষ্টা করিতে হইবে সে যদি কোন আদালতের দন্ডাদেশে কিংবা ঐ দন্ড পরিবর্তিত করার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য হয় বা দশ বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য হয়, সে যে কোন বিবরণের

কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে; অথবা যে ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করিতে হইবে বা উদ্ধার করিতে হইবে বা উদ্ধার করার চেষ্টা করিতে হইবে সে যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়, (তাহা হইলে) সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ অনধিক দশ বৎসর হইবে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

২২৫ ক। অন্যভাবে যে সকল ক্ষেত্রে বিষয়ে বিধান দেওয়া নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে রাজভৃত্য কর্তৃক গ্রেফ্‌তার করা হইতে বিরত থাকা অথবা পালায়ন বরদাস্তকরণ [Omission to apprehend, or sufferance of escape on part of public servant, in cases not otherwise provided for]। যে কেহ, যিনি রাজভৃত্য, এরূপ রাজভৃত্য রূপে ২২১ ধারা ২২২ ধারা কিংবা ২২৩ ধারায় বা বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যে সকল ক্ষেত্রের বিধান দেওয়া নাই সেই সকল ক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করিতে বা আটক রাখিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিয়া ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করা হইতে বিরত থাকেন বা আটক থাকা হইতে তাহার পলায়ন বরদাস্ত করেন, তিনি দণ্ডিত হইবেন—(ক) তিনি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ঐরূপ করেন, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয়প্রকার দণ্ডে; এবং (খ) তিনি যদি অবহেলাভরে ঐরূপ করেন, অশ্রম কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে।

২২৫ খ। অন্যভাবে যে সকল ক্ষেত্র বিষয়ে বিধান দেওয়া নাই সেই সমুদয় ক্ষেত্রে বিধিসম্মত গ্রেফ্‌তারে বাধাদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, বা নির্গমন বা উদ্ধার [Resistance or obstruction to lawful apprehension, or escape or rescue in cases not otherwise provided for]। যে কেহ, ২২৪ ধারায় বা ২২৫ ধারায় যে ক্ষেত্রসমূহ বিষয়ে বিধানসমূহ বিধৃত নাই বা সমকালে বলবৎ থাকা অন্য কোন আইনে যে রূপ ক্ষেত্রের বিধান নাই সেইরূপ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে বিধিসম্মতভাবে তাহাকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করায় বাধা দেয় বা অবৈধভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, বা যে নিরাপদ রক্ষণে তাহাকে ন্যায়ানুগভাবে আটক রাখা হইয়াছে তাহা হইতে পলায়ন করে বা পলায়ন করিতে চেষ্টিত হয় অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে, যাহাকে ন্যায়ানুগভাবে আটক রাখা হইয়াছে, তাহার নিরাপদ রক্ষণ হইতে উদ্ধার করে বা উদ্ধার করিতে চেষ্টিত হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয় মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

২২৬। [নিরসিত]।

২২৭। দন্ড হ্রাস করার শর্ত লঙ্ঘন [Violation of condition of remission of punishment]। যে কেহ, শর্তাধীন দন্ডহ্রাস স্বীকার করিয়া লইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ কোন শর্ত লঙ্ঘন করে যাহার ভিত্তিতে দন্ডহ্রাস করা হইয়াছিল, সে মূলগত ভাবে যে দণ্ডে তাহাকে দণ্ডিত করা হইয়াছিল সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে যদি ইতোপূর্বে সে উক্ত দণ্ডের

ধারা ২২৮]

কোন অংশ ভোগ না করিয়া থাকে, এবং যদি সে উক্ত দণ্ডের কোন অংশ পূর্বে ভোগ করিয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত দণ্ডের যে অংশ সে ইতোপূর্বে ভোগ করে নাই সেই অংশ ভোগ করিবে।

২২৮। **বিচারিক কার্যবাহ পরিচালনাকারী রাজভৃত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা বা তাঁহার কাজের মধ্য পথে বাধা দেওয়া** [Intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding]। যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে, কোন রাজভৃত্যকে, যখন উক্ত রাজভৃত্য কোন বিচারিক কার্যবাহের যে কোন স্তরে কার্যরত আছেন, অপমান করে বা তাঁহার কাজের মধ্যপথে বাধা দেয়, সে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ এক সহস্র টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

২২৮ ক। **কতকগুলি অপরাধ দ্বারা নিপীড়িত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ, ইত্যাদি।**—(১) যে কেহ, এরূপ ব্যক্তির নাম বা যে কোন বিষয় মুদ্রিত বা প্রকাশিত করে যাহা এরূপ যে কোন ব্যক্তির পরিচয় জানাজানি করিয়া দেয় যাহার বিরুদ্ধে ৩৭৬ ধারা, ৩৭৬-ক ধারা, ৩৭৬-খ ধারা, ৩৭৬-গ ধারা অথবা ৩৭৬-ঘ ধারার অধীন অপরাধ সম্পাদনের অভিযোগ আনীত হইয়াছে কিংবা ঐরূপ অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া পরিদৃষ্ট হয় (অতঃপর অত্র ধারার মধ্যে নিপীড়িত ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখিত), সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

(২) (১) উপধারার কোনকিছু এরূপ কোন নামের কিংবা এরূপ অন্য বিষয়েব মুদ্রণ বা প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না যাহা নিপীড়িত ব্যক্তির পরিচয় জানাজানি করিয়া দেয়, যদি, ঐরূপ মুদ্রণ বা প্রকাশনা—কৃত হয়—

(ক) কোন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের অথবা তদন্তের স্বার্থে সরল বিশ্বাসে কার্য সম্পাদনকারী ঐরূপ অপরাধের তদন্ত সম্পাদনকারী পুলিশ আধিকারিকের লিখিত আদেশ দ্বারা বা ঐরূপ আদেশের অধীনে, অথবা

(খ) নিপীড়িত ব্যক্তি দ্বারা অথবা তাহার লিখিত প্রাধিকার মাধ্যমে; অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে নিপীড়িত ব্যক্তি মৃত, অথবা নাবালক অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক, (সেক্ষেত্রে) নিপীড়িত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়ের লিখিত প্রাধিকার প্রদানদ্বারা বা ঐরূপ প্রাধিকারের মাধ্যমে : প্রকাশ থাকে যে, যে কোন স্বীকৃত কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সভাপতি বা সম্পাদক, যে নামেই তাঁহার অভিহিত হউন না কেন,—ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত নিকটাত্মীয় ঐরূপ প্রাধিকার অর্পণ করিবেন না।

ব্যাখ্যা।—এই উপধারার প্রয়োজনে "স্বীকৃত কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন" বলিতে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে বুঝায়।

ধারা ২২৯]

(৩) যে কেহ আদালতের আদেশ পূর্বে না লইয়া উক্ত আদালত সম্মুখস্থ (১)-উপধারায় উল্লেখিত অপরাধ সম্বন্ধীয় যে কোন কার্যবাহ সম্পর্কিত যে কোন বিষয় মুদ্রিত করে বা প্রকাশ করে, সে, যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার কারাদন্ডও হইতে পারে।

ব্যাখ্যা।— কোন হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রীম কোর্টের রায়ের মুদ্রণ বা প্রকাশন এই ধারার অর্থের মধ্যে অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

।। টীকা ।।

১। **২২৮-ক ধারার পরিচয়।** বর্তমান ধারাটি অপরাধ আইন (সংশোধন) বিহিতক [অধিনিয়ম], ১৯৮৩ (১৯৮৩-এর ৪৩ আইন) দ্বারা ভারতীয় দন্ড সংহিতা মধ্যে যোজিত করা হইয়াছে।

২। **পরিভাষা।** Victim: নিপীড়িত ব্যক্তি; Act: বিহিতক, অধিনিয়ম; Fine:অর্থদন্ড [জরিমানা]

২২৯। জুরি [নির্ণয়ক] বা নির্ধারিকের ভান করা [Personation of a juror or assessor]। যে কেহ, ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া [অন্য কাহারও চরিত্র বা আকৃতি ধারণ করিয়া, ভান করিয়া] বা অন্যভাবে ইচ্ছাকৃত ভাবে জুরি [নির্ণায়ক নির্ধারক] হিসাবে নির্বাচিত, তালিকাভুক্ত [নামসূচীভুক্ত] বা শপথ দ্বারা প্রতিশ্রুত হয় জ্ঞনতঃ ঐরূপ হওয়া বরদাস্ত করে যে ক্ষেত্রে সে জানে যে সে আইনতঃ এরূপে নির্বাচিত, তালিকাভুক্ত বা প্রতিশ্রুত হইতে পারে না, বা সে যে আইনভঙ্গ করিয়া ঐরূপে নির্বাচিত, তালিকাভুক্ত বা প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহা জানিয়া, স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে ঐরূপ জুরি বা ঐরূপ নির্ধারক রূপে কার্য করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

।। টীকা ।।

।। আচার (Practice) ।।

১। **সাক্ষ্য** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে নির্ণায়ক বা নির্ধারক রূপে তালিকাভুক্ত [নামসূচী ভুক্ত] করিয়াছেন ইত্যাদি

[২] আইনত: তিনি ঐরূপে তালিকাভুক্ত হইতে পারেন না, ইত্যাদি।

[৩] মিথ্যা ভান করিয়া বা অন্যভাবে তিনি ঐরূপ তালিকাভুক্ত হইয়াছেন।

[৪] ঐ ভাবে তালিকাভুক্ত হইবার সময় তিনি জানিতেন যে ঐ ভাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা তাহার ছিল না।

অথবা

[৩] তাঁহার ঐরূপ তালিকাভুক্ত হওয়া আইনেব সহিত সামঞ্জস্যহীন।

[৪] তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কার্য সম্পাদন করিয়াছেন।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: অপ্রগ্রাহ্য— আহ্বানপত্র— জামিনযোগ্য—শাস্তি মাফ্ করা বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার আযোগ্য— মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট্ বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচার যোগ্য।

৩। **অভিযোগ (Charge)**: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করিতে হইবে] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম].... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ..... ঘটিকায় ....স্থানে ......মকদ্দমায়, যেন আপনি [অমুক] ব্যক্তি এইরূপ ভান করিয়া জুরি হিসাবে তালিকাভুক্ত হন যদিও আপনি সম্যক অবগত ছিলেন যে ঐরূপে তালিকাভুক্ত হওয়ার আদৌ কোন যোগ্যতা আপনার নাই / যে, আপনি আইনের সহিত সামঞ্জস্যহীন ভাবে আপনি ঐরূপ তালিকাভুক্ত হইয়াছেন / ঐরূপ অবগত থাকিয়া আপনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঐ পদে কার্য করিয়াছেন, এবং এইরূপ কায সম্পাদন করিয়া আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতাব ২২৯ ধারামতে দন্ড যোগ্য অপরাধ করিযাছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণ যোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অপরাধে আপনার বিচার হউক।

পরিচ্ছেদ ১২

মুদ্রা ও সরকারী স্ট্যাম্প সম্বন্ধীয় অপরাধ

২৩০। **'মুদ্রা' সংজ্ঞায়িত ['Coin' defined]**। মুদ্রা হইল সমকালে অর্থরূপে ব্যবহৃত, এবং এরূপে ব্যবহারার্থ কোন রাষ্ট্রর বা সার্বভৌম শক্তির প্রাধিকার দ্বারা বৈশিষ্ট্যসূচক ছাপ দেওয়া এবং প্রচারিত, ধাতু।

ভারতীয় মুদ্রা— অর্থরূপে ব্যবহারার্থ ভারত সরকারের প্রাধিকার দ্বারা বৈশিষ্ট্যসূচক ছাপ দেওয়া ও প্রচারিত ভারতীয় মুদ্রা ধাতু; এবং ধাতু যাহা এইরূপে বৈশিষ্ট্যসূচক ছাপ যুক্ত এবং প্রচারিত (তাহা) এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে, অর্থরূপে ইহার ব্যবহার বন্ধ হইয়া গিযা থাকিলেও, ভারতীয় মুদ্রারূপে থাকিয়া যাইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) কড়ি মুদ্রা নহে।

(খ) বৈশিষ্ট্যসূচক ছাপযুক্ত নহে এরূপ তাম্রপিন্ড অর্থরূপে ব্যবহৃত হইলেও মুদ্রা নহে।

(গ) পদক মুদ্রা নহে, যেহেতু উহার অর্থরূপে ব্যাবহৃত হওয়া অভিপ্রেত নহে।

(ঘ) কোম্পানীর টাকা রূপে আখ্যাত মুদ্রা ভারতীয় মুদ্রা।

(ঙ) ''ফারুখাবাদ'' টাকা, যাহা ভারত সরকারের প্রাধিকারের অধীনে পূর্বে অর্থরূপে ব্যবহৃত হইত তাহা ভারতীয় মুদ্রা যদিও ইহা বর্তমানে ঐরূপে ব্যবহৃত হয় না।

॥ টীকা ॥

সাধারণ মন্তব্য। (১) মুদ্রার যে সংজ্ঞাটি এখানে বর্তমানে আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা সংশোধন আইন (১৮৭২-এর ১৯ আইন) দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে। পূর্বে যে সংজ্ঞা ছিল তাহা ছিল ত্রুটিযুক্ত, কারণ দেশীয় রাজ্যগুলির মুদ্রা তখন এই সংহিতার অর্থের মধ্যে মুদ্রা বলিয়া গণ্য হইত না। (২) বিভিন্ন মূল্যের, ওজনের, মাপের ও নকশার মুদ্রাবিষয়ে বিধানসমূহ ভারতীয় টঙ্কন আইন, ১৯০৬ (১৯০৬-এর ৩ আইন) (Indian Coinage Act, 1906) এ বিধৃত আছে। (৩) দৃষ্টান্ত (ঙ) ভারতীয় দণ্ড সংহিতা সংশোধন আইন ১৮৯৬ (১৮৯৬-এর ৬ আইন) দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ টাকা ফারুখাবাদ টাকার সমতুল্য।

২৩১। মুদ্রা জাল করা [Counterfeiting coin] যে কেহ মুদ্রা জাল করে কিংবা জ্ঞানতঃ মুদ্রা জাল করার কার্যের সহিত সম্পর্কিত যে কোন কার্য সম্পাদন করে সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা।— প্রতারণার উদ্দেশ্যে অথবা ঐরূপ কার্যদ্বারা যে প্রতারণা করা হইবে তাহা অবগত থাকিয়া যে ব্যক্তি একটি আসল মুদ্রাকে ভিন্ন মুদ্রার ন্যায় দেখায় এরূপ করে সে এই অপরাধ সম্পাদন করে।

॥ টীকা ॥

॥ ব্যবহার (Practice) ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] ধাতুখণ্ডটি হইতেছে 'মুদ্রা'।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জাল করিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জাল করার ধারাবাহিক কার্যাবলীর যে কোন অংশ সম্পাদন করিয়াছে।

[৩] জানিয়া-শুনিয়া সে এই কার্য করিয়াছে।

ধারা ২৩২]

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)** প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য-প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিচার্য।

৩। **অভিযোগ (Charge)** আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছে:

যে আপনি......তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.....ঘটিকায়.....স্থানে মুদ্রা জাল করিয়াছেন/মুদ্রা জাল করার ধারাবাহিক কার্যাবলীর অংশ সম্পাদন করিয়াছেন এবং যে, ঐরূপ কর্ম সম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২৩১ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিযাছেন এবং উহা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে উপরিবর্ণিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

২৩২। ভারতীয় মুদ্রা জাল করা [Counterfeiting Indian Coin]। যে কেহ ভারতীয় মুদ্রা জাল করে অথবা সজ্ঞানে ঐরূপ জাল করার কার্যের সহিত সম্পর্কিত যে কোন কার্য করে সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইতে পারে.

।। টীকা ।।

।। ব্যবহার (Practice) ।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ [Evidence]**—প্রমাণ করুন যে—

[১] যে মুদ্রা জাল করা হইতেছে তাহা 'ভারতীয় মুদ্রা'।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জাল করিয়াছে/অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জাল করার ধারাবাহিক কার্যাবলীর যে কোন অংশ সম্পাদন করিয়াছে।

[৩] জানিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া সে এই কার্য করিয়াছে।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য-দায়রা আদালত দ্বারা বিচার্য।

৩। **অভিযোগ (Charge)**: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছে:

যে, আপনি.....তারিখে/ঐ তারিখের সন্নিকটবর্তী তারিখে.....ঘটিকায়......স্থানে ভারতীয় মুদ্রা জাল করিয়াছেন/ভারতীয় মুদ্রা জাল করার ধারাবাহিক কার্যাবলীর একটি/একাধিক অংশ সম্পাদন করিয়াছেন এবং যে, ঐরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২৩২ ধারামতে অপরাধ করিয়াছেন যাহা দায়রা [দণ্ডসত্র] আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত আদালতে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

২৩৩। মুদ্রা জাল করার যন্ত্রপাতি তৈয়ার বা বিক্রয় করা [Making or Selling instrument for counterfeiting coin]। যে কেহ কোন ছাঁচ বা যন্ত্রপাতি তৈয়ার করেন

বা মেরামত করেন অথবা তৈয়ার করা বা মেরামত করার কার্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন কার্য করেন, অথবা ক্রয়, বিক্রয় বা বিলিবন্দেজ করে মুদ্রা জাল করার উদ্দেশ্যে উহার ব্যবহারের জন্য, অথবা মুদ্রা জাল করার উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহৃত হইবে তাহা অবগত থাকিয়া বা ঐরূপ করা হইবে তাহা বিশ্বাস করার হেতু থাকা সত্ত্বেও ঐরূপ করেন, তিনি যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাঁহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

॥ ব্যবহার (Practice) ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence) : প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি মুদ্রা জাল করার উদ্দেশ্যে কোন ছাঁচ/যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়াছেন/তৈয়ার করার/মেরামত করার ধারাবাহিক কার্যাবলীর সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন কার্য করিয়াছেন/ক্রয়-বিক্রয় বিলিবন্দেজ করিয়াছেন।

[২] তিনি ঐরূপ করিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে ঐরূপ ছাঁচ বা যন্ত্র মুদ্রা জাল করার নিমিত্ত ব্যবহার করা যাইবে/তিনি জানিতেন/তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে উহা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure) : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য-প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচার্য।

২৩৪। ভারতীয় মুদ্রা জাল করার জন্য যন্ত্রপাতি তৈয়ার অথবা বিক্রয় করা [Making or selling instrument for counterfeiting Indian coin]। যে কেহ কোন ছাঁচ বা যন্ত্রপাতি তৈয়ার করে অথবা মেরামত করে অথবা তৈয়ার করার বা মেরামত কার্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন কার্য করে অথবা ক্রয়, বিক্রয় বা বিলিবন্দেজ করে ভারতীয় মুদ্রা জাল করার উদ্দেশ্যে উহার ব্যবহারের জন্য অথবা ভারতীয় মুদ্রা জাল করার উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহৃত হইবে তাহা অবগত থাকিয়া অথবা ঐরূপ করা হইবে তাহা বিশ্বাস করার হেতু থাকা সত্ত্বেও, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং সে অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

॥ ব্যবহার (Practice) ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence) : প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি ভারতীয় মুদ্রা জাল করার উদ্দেশ্যে কোন ছাঁচ/যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়াছেন/তৈয়ার করার/মেরামত করার ধারাবাহিক কার্যাবলীর সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন কার্য করিয়াছেন/ক্রয়, বিক্রয় বিলিবন্দেজ করিয়াছেন।

[২] তিনি ঐরূপ করিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে ঐরূপ ছাঁচ বা যন্ত্র ভারতীয় মুদ্রা জাল করার নিমিত্ত ব্যবহার করা যাইবে/তিনি জানিতেন/তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে উহা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

ধারা ২৩৫]

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)** : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য-দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য।

৩। **অভিযোগ (Charge)** : আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্ন বর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছে :

যে, আপনি.....তারিখ/ তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে .....ঘটিকায়.....স্থানে ভারতীয় মুদ্রা জাল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য ছাঁচ/ যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়াছেন/ মেরামত করিয়াছেন/ তৈয়ার করার/মেরামত করার ধারাবাহিক কার্যাবলীর একটি/ একাধিক অংশ সম্পাদন করিয়াছেন/ উহা ঐকার্যে ব্যবহৃত হইবে তাহা জানিয়া-শুনিয়া/ তাহা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও আপনি ঐরূপ করিয়াছেন এবং কথিতরূপে কার্যসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৩৪ ধারামতে অপরাধ করিয়াছেন যাহা দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে উক্ত অপরাধে আপনার বিচার হউক।

২৩৫। **মুদ্রা জাল করার জন্য ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি বা জিনিষপত্র নিজের নিকট রাখা** [Possession of instrument or material for the purpose of using the same for counterfeiting coin]। যে কেহ মুদ্রা জাল করার উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহারের জন্য কিংবা ঐ উদ্দেশ্যে উহার ব্যবহার উদ্দিষ্ট তাহা অবগত থাকিয়া বা তাহা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন যন্ত্রপাতি বা জিনিষপত্র নিজের নিকট রাখে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

ভারতীয় মুদ্রা হইলে— এবং যে মুদ্রা জাল করা হইবে তাহা যদি ভারতীয় মুদ্রা হয়, (তাহা হইলে) সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

২৩৬। **ভারতের বাহিরে মুদ্রা জাল করার জন্য ভারতের অভ্যন্তরে প্রোৎসাহন** [Abetting in India the counterfeiting out of India of coin]। যে কেহ ভারতের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভারতের বাহিরে মুদ্রা জাল করা প্রোৎসাহিত করে, সে সেই একই ভাবে দন্ডিত হইবে যেন সে ভারতের অভ্যন্তরে ঐরূপ মুদ্রা জাল করা প্রোৎসাহিত করিয়াছিল।

২৩৭। **জাল মুদ্রার আমদানি বা রপ্তানি** [Import or export of counterfeit coin]। যে কেহ, জালমুদ্রাকে জালরূপে জানিয়া বা জাল রূপে বিশ্বাস করার কারণ থাকা অবস্থায় ভারতের মধ্যে জালমুদ্রা আমদানি করে বা ভারত হইতে জালমুদ্রা রপ্তানি করে, সে যে কোন বিবরণের কারাবাস দন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

২৩৮। **জাল ভারতীয় মুদ্রার আমদানি ও রপ্তানি** [Import or export of counterfeits of the Indian coin]। যে কেহ জালমুদ্রা, যাহা সে জাল বলিয়া জানে বা যাহা তাহার জাল বলিয়া বিশ্বাস করার কারণ আছে, ভারতের মধ্যে আমদানি করে কিংবা

ভারত হইতে রপ্তানি করে সে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

২৩৯। **জাল বলিয়া জানা আছে নিজের নিকটে থাকা এরূপ মুদ্রার অর্পণ** [Delivery of coin, possessed with knowledge that it is counterfeit]। যে কেহ, যাহার নিকট জালমুদ্রা আছে, যাহা তাহার নিকট যখন আইসে তখন সে জাল বলিয়া জানিত, প্রতারণামূলক ভাবে অথবা প্রতারণা করার অভিপ্রায়ে যে কোন ব্যক্তিকে উহা অর্পণ করে অথবা কোন ব্যক্তিকে উহা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিতে প্রয়াসী হয়, (তখন), সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

২৪০। **জাল বলিয়া জানা আছে নিজের নিকটে থাকা এরূপ ভারতীয় মুদ্রার অর্পণ** [Delivery of Indian coin, possessed with knowledge that it is counterfeit]। যে কেহ, যাহার নিকট জালমুদ্রা আছে, যাহা জাল ভারতীয় মুদ্রা, যাহা তাহার নিকট যখন আইসে তখন সে জাল বলিয়া জানিত, প্রতারণামূলক ভাবে অথবা প্রতারণা করার অভিপ্রায়ে যে কোন ব্যক্তিকে উহা অর্পণ করে অথবা কোন ব্যক্তিকে উহা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিতে প্রয়াসী হয়, (তখন) সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

॥ ব্যবহার (Practice) ॥

১। **প্রক্রিয়া (Procedure)** : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য— দায়রা [দন্ডসত্র] আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য।

২। **অভিযোগ (Charge)**: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করুন] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

যে, আপনি ....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ...... ঘটিকায় .... স্থানে নিজের নিকট ......নামে পরিচিত...টি ভারতীয় মুদ্রা রাখিয়াছিলেন এবং যখন আপনি ঐগুলি আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন তখন আপনি জানিতেন যে ঐগুলি জাল/কৃত্রিম নকল, এবং ঐরূপ জানিয়া-শুনিয়া নিতান্ত প্রতারণামূলক ভাবে বা প্রতারিত করার অভিপ্রায়ে ....নামক ব্যক্তিকে উহা অর্পণ করিয়াছেন/উহা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছেন এবং এইরূপ কর্ম সম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৪০ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত আদালত কর্তৃক কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

ধারা ২৪১]

২৪১। আসল বলিয়া জাল মুদ্রা অর্পণ, যাহা, যখন প্রথম দখলে রাখা হইয়াছিল অর্পণকারী উহা জাল বলিয়া জানিত না [Delivery of coin as genuine, which, when first possessed, the deliverer did not know to be counterfeit]। যে কেহ কোন জালমুদ্রা, যাহা সে জাল বলিয়া জানে কিন্তু যাহা, সে যখন উহা নিজের নিকট লইয়াছিল তখন জাল বলিয়া জানিত না, অন্য কোন ব্যক্তিকে আসল রূপে উহা অর্পণ করে, কিংবা কোন ব্যক্তিকে আসল রূপে উহা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিতে চেষ্টিত হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা এরূপ পরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহা জাল করা মুদ্রার মূল্যের দশগুন অবধি হইতে পারে, অথবা সে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

জনৈক মুদ্রাজালকারী, ক, তাহার দুষ্কর্মে সহযোগী খ-কে বাজারে চালাইবার জন্য জাল কোম্পানীর টাকা অর্পণ করে। খ উক্ত টাকা অন্য একজন জাল মুদ্রাচালুকারী গ-এর নিকট বিক্রয় করে, যে ঐগুলি জাল জানিয়া ক্রয় করে। মালপত্রের মূল্য পরিশোধে সে উহা ঘ-কে দিয়া দেয়, যে উহা যে জাল তাহা না জানিয়া গ্রহণ করে। ঘ ঐ টাকা লইবার পর আবিষ্কার করে যে ঐগুলি জাল এবং ভাল মুদ্রারূপে ঐগুলি দিয়া দেয়। এখানে ঘ কেবল এই ধারামতে দণ্ডযোগ্য, কিন্তু খ ও গ ২৩৯ বা ২৪০ ধারামতে দণ্ডযোগ্য, যেখানে যে প্রকার।

।। টীকা ।।

।। **ব্যবহার** (Practice) ।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে- [১] প্রশ্নাধীন মুদ্রা জালমুদ্রা হইতেছে। [২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা অর্পণ করিয়াছে/ কোনও ব্যক্তিকে উহা আসল মুদ্রা হিসাবে লইতে প্ররোচিত/উৎসাহিত করিতে চেষ্টিত/প্রয়াসী হইয়াছেন।

[৩] অর্পণকালে/আসলমুদ্রারূপ উহা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করার কালে অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে ঐ মুদ্রা প্রকৃত পক্ষে জালমুদ্রা ভিন্ন আর কিছু নহে।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure): প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণ পত্র—জামিন যোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য- যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার্য।

৩। **অভিযোগ** (Charge): আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করিতে হইবে] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামক/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি ....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ....ঘটিকায় ......স্থানে আপনার নিকট ....নামে পরিচিত ....টি জাল মুদ্রা রাখিয়াছিলেন এবং ঐ জালমুদ্রাগুলি আসল মুদ্রারূপে জনৈক ....কে অর্পণ করিয়াছিলেন/জনৈক

........কে আসল মুদ্রারূপে ঐ জাল মুদ্রাগুলি লইতে প্ররোচিত করিতে প্রয়াসী/চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং ঐ মুদ্রাগুলি যখন আপনার হাতে আসে তখন ঐ মুদ্রাগুলি যে জাল তাহা আপনি না জানিলেও ঐগুলি উপরিউক্তরূপ অর্পণ কালে বা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিতে চেষ্টিত হওয়ার কালে তাহা আপনার জানা ছিল এবং কথিতরূপ কার্যসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছিলেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার অনুষ্ঠিত হউক।

২৪২। কোন ব্যক্তি কর্তৃক জালমুদ্রা নিজের নিকট রাখা যে উহা নিজের নিকট রাখিবার সময় জাল বলিয়া জানিত [Possession of counterfeit coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof]। যে কেহ, প্রতারণামূলকভাবে অথবা এই উদ্দেশ্যে যে প্রতারণা সংসাধিত হইতে পারে, জাল মুদ্রা নিজের নিকট রাখিয়াছে, উহা নিজের নিকট রাখিবার জন্য/ লইবার সময় উহা যে জাল তাহা জানিয়া, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনবৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

২৪৩। কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভারতীয় মুদ্রা নিজের নিকট রাখা যে উহা নিজের নিকট রাখিবার সময় জাল বলিয়া জানিত [Possession of Indian coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof]। যে কেহ প্রতারণামূলক ভাবে অথবা এই উদ্দেশ্যে যে প্রতারণা সংসাধিত হইতে পারে, এরূপ জাল মুদ্রা নিজের নিকট রাখিয়াছে, যাহা ভারতীয় মুদ্রার জাল, উহা নিজের নিকট রাখিবার জন্য লইবার সময় উহা যে জাল তাহা জানিয়া, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

২৪৪। আইনদ্বারা নির্দিষ্ট ওজন বা উপাদানসমূহ অপেক্ষা ভিন্ন ওজন বা উপাদানের মুদ্রা তৈয়ারকারী টাঁকশালে [তঙ্কশালায়] নিযুক্ত ব্যক্তি [Person employed in mint causing coin to be of different weight or composition from that fixed by law]। যে কেহ, ভারতে আইন সম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত টাঁকশালে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত টাঁকশাল হইতে আইনদ্বারা নির্দিষ্ট ওজন অথবা উপাদান অপেক্ষা ভিন্ন ওজন বা উপাদানের মুদ্রা উক্ত টাঁকশাল হইতে বাহির হওয়ানোর উদ্দেশ্যে যে কোন কার্য করে অথবা আইনানুসারে যে কার্য সে করিতে বাধ্য তাহা করা হইতে বিরত থাকে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

২৪৫। অবৈধভাবে টাঁকশাল হইতে মুদ্রা তৈয়ার করার যন্ত্রপাতি লওয়া [Unlawfully taking coining instrument from mint]। যে কেহ, আইনসম্মত প্রাধিকার ব্যতিরেকে, ভারতে আইনসম্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত টাঁকশালে হইতে, মুদ্রা তৈয়ার করার যে কোন সাধনী

বা যন্ত্রপাতি বাহিরে লইয়া যায় সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও [জরিমানা] হইতে পারে।

২৪৬। **প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে মুদ্রার ওজন হ্রাস করা বা তাহার উপাদানসমূহের পরিবর্তন করা** [Fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of coin]। যে কেহ প্রতারণামূলকভাবে কিংবা অসৎভাবে কোন মুদ্রার উপর এরূপ কার্য করে যাহা উহার ওজন হ্রাস করিয়া দেয় অথবা ঐ মুদ্রার উপাদানগত পরিবর্তন ঘটায়, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

ব্যাখ্যা।— কোন ব্যক্তি যদি কোন মুদ্রার অংশবিশেষ তুলিয়া লয় এবং ঐ শর্তে অন্য কিছু দিয়া দেয় (তাহা হইলে) সে উক্ত মুদ্রার উপাদানগত পরিবর্তন ঘটায়।

২৪৭। **প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে ভারতীয় মুদ্রার ওজন হ্রাস করা বা তাহার উপাদানসমূহের পরিবর্তন করা** [Fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of Indian coin]। যে কেহ প্রতারণামূলকভাবে কিংবা অসৎভাবে কোন ভারতীয় মুদ্রার উপর এরূপ কার্য করে যাহা উহার ওজন হ্রাস করিয়া দেয় অথবা ঐ মুদ্রার উপাদানগত পরিবর্তন ঘটায়, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

২৪৮। **মুদ্রার বাহ্যরূপ পরিবর্তিত করা এই উদ্দেশ্যে যে উহা পৃথক বিবরণের মুদ্রারূপে চলিবে** [Altering appearance of coin with intent that it shall pass as coin of different description]। যে কেহ কোন মুদ্রার বাহ্যরূপের পরিবর্তন সাধক কোন কার্য করে এই উদ্দেশ্যে যে উক্ত মুদ্রা ভিন্ন বিবরণের মুদ্রারূপে চলিবে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং সে অর্থদন্ডেও দণ্ডিত হইতে পারে।

২৪৯। **ভারতীয় মুদ্রার বাহ্যরূপ পরিবর্তিত করা এই উদ্দেশ্যে যে উহা পৃথক বিবরণের মুদ্রারূপে চলিবে** [Altering appearance of Indian coin with intent that it shall pass as coin of different description]। যে কেহ কোন ভারতীয় মুদ্রার বাহ্যরূপের পরিবর্তনসাধক কোন কার্য করে এই উদ্দেশ্যে যে উক্ত মুদ্রা ভিন্ন বিবরণের মুদ্রারূপে চলিবে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

২৫০। **পরিবর্তিত করা হইয়াছে ইহা জানিয়া নিজের নিকটে রাখা মুদ্রার অর্পণ** [Delivery of coin, possessed with knowledge that it is altered]। যে কেহ, যাহার নিকট এরূপ মুদ্রা আছে যাহার সম্পর্কে ২৪৬ বা ২৪৮ ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে, এবং উক্ত মুদ্রা স্বীয় হেপাজতে আনয়ন কালে ঐ মুদ্রার বিষয়ে যে ঐরূপ অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে অবহিত থাকিয়া, প্রতারণামূলকভাবে কিংবা এই উদ্দেশ্যে যে প্রতারণা সঙ্ঘটিত হইতে পারে, অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত মুদ্রা অর্পণ করে, কিংবা অন্য

কোন ব্যক্তিকে উহা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিতে চেষ্টিত হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

২৫১। পরিবর্তিত করা হইয়াছে ইহা জানিয়া নিজের নিকটে রাখা ভারতীয় মুদ্রার অর্পণ [Delivery of Indian coin possessed with knowledge that it is altered]। যে কেহ, যাহার নিকট এরূপ মুদ্রা আছে যাহার সম্পর্কে ২৪৭ বা ২৪৯ ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে এবং উক্ত মুদ্রা স্বীয় হেপাজতে আনয়ন কালে ঐ মুদ্রার বিষয়ে যে ঐরূপ অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে অবহিত থাকিয়া, প্রতারণামূলকভাবে কিংবা এই উদ্দেশ্যে যে প্রতারণা সঙঘটিত হইতে পারে, অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত মুদ্রা অর্পণ করে, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে উহা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিতে চেষ্টিত হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

২৫২। এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক মুদ্রা নিজের নিকট রাখা যে উহার প্রাপ্তিকালে উহা যে পরিবর্তিত করা হইয়াছে তাহা জানিত [Possession of coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof]। যে কেহ প্রতারণামূলকভাবে অথবা প্রতারণা সঙ্ঘটিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে এরূপ মুদ্রা স্বীয় হেপাজতে রাখে যাহার সম্পর্কে ২৪৬ অথবা ২৪৮ ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে, নিজ হেপাজতে আনয়ন কালে ইহা জানিয়া যে ঐরূপ মুদ্রা সম্বন্ধে ঐরূপ অপরাধ সঙঘটিত হইয়াছিল, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

২৫৩। এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ভারতীয় মুদ্রা নিজের নিকট রাখা যে উহার প্রাপ্তি কালে উহা যে পরিবর্তিত করা হইয়াছে তাহা জানিত [Possession of Indian coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof]। যে কেহ প্রতারণামূলকভাবে অথবা প্রতারণা সঙঘটিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে এরূপ মুদ্রা স্বীয় হেপাজতে রাখে যাহার সম্পর্কে ২৪৭ অথবা ২৪৯ ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে, নিজ হেপাজতে আনয়নকালে ইহা জানিয়া যে ঐরূপ মুদ্রা সম্বন্ধে ঐরূপ অপরাধ সঙঘটিত হইয়াছিল, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

২৫৪। আসল বলিয়া মুদ্রা অর্পণ যাহা, অর্পণকারী প্রথম নিজ দখলে আনয়নকালে পরিবর্তিত বলিয়া জানিত না [Delivery of coin as genuine which, when first possessed, the deliverer did not know to be altered]। যে কেহ আসল রূপে অথবা মুদ্রাটি যাহা তদপেক্ষা ভিন্ন বিবরণের মুদ্রারূপে অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করে অথবা যে কোন ব্যক্তিকে আসল রূপে অথবা উহা যাহা তদপেক্ষা ভিন্ন মুদ্রারূপে গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিতে চেষ্টিত হয় এরূপ মুদ্রা যাহার সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন যে ২৪৬,

ধারা ২৫৫]

২৪৭, ২৪৮ অথবা ২৪৯ ধারায় উল্লেখিত কার্য সম্পাদিত হইয়াছে কিন্তু যাহার সম্পর্কে তিনি উহা নিজ দখলে লইবার সময় জানিতেন না যে ঐরূপ কার্য করা হইয়াছে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা তাহার এরূপ অর্থদণ্ড হইতে পারে যাহার পরিমাণ যে মূল্যের মুদ্রার জন্য পরিবর্তিত মুদ্রা চালানো হইয়াছে বা চালাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার দশগুণ অবধি হইতে পারে।

২৫৫। সরকারী স্ট্যাম্প জাল করা [Counterfeiting government stamp]। যে কেহ রাজস্বর উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বিক্রীত যে কোন স্ট্যাম্প জাল করে বা জ্ঞানতঃ জালকরার কার্যের যে কোন অংশ সম্পাদন করে সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

ব্যাখ্যা।— যে ব্যক্তি এক আখ্যার আসল স্ট্যাম্পকে অন্য আখ্যার আসল স্ট্যাম্পের ন্যায় করিয়া উহা জাল করে সে এই অপরাধ সম্পাদন করে।

২৫৬। সরকারী স্ট্যাম্প জাল করার জন্য যন্ত্রপাতি বা উপাদানসমূহ স্বীয় হেপাজতে রাখা [Having possession of instrument or material for counterfeiting government stamp]। যে কেহ রাজস্বর উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বিলিকৃত যে কোন স্ট্যাম্প জাল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য কিংবা ইহা যে ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে তাহা জানিয়া বা তাহা বিশ্বাস করার কারণ থাকা অবস্থায় স্বীয় হেপাজতে যন্ত্রপাতি বা উপাদানসমূহ রাখিয়াছে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

২৫৭। সরকারী স্ট্যাম্প জাল করার জন্য যন্ত্রপাতি তৈয়ার বা বিক্রয় করা [Making or selling instrument for counterfeiting government stamp]। যে কেহ রাজস্বর জন্য সরকার কর্তৃক বিলিকৃত যে কোন স্ট্যাম্প জাল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বা ব্যবহারের জন্য উদ্দিষ্ট ইহা জানিয়া বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা অবস্থায় কোন যন্ত্রপাতি তৈয়ার করে অথবা তৈয়ার করার কার্যের যে কোন অংশ সম্পাদন করে, অথবা ক্রয় করে, অথবা বিক্রয় করে, অথবা বিলিবন্দেজ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

২৫৮। জাল সরকারী স্ট্যাম্প বিক্রয় করা [Sale of counterfeit government stamp]। যে কেহ এরূপ যে কোন স্ট্যাম্প বিক্রয় করে অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করে যাহা সে রাজস্বর জন্য সরকার কর্তৃক বিলিকৃত স্ট্যাম্পের জাল বলিয়া জানে অথবা যাহার ঐরূপ বিশ্বাস করার কারণ আছে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

২৫৯। জাল সরকারী স্ট্যাম্প স্বীয় হেপাজতে রাখা [Having possession of counterfeit government stamp]। যে কেহ স্বীয় হেপাজতে এরূপ যে কোন স্ট্যাম্প রাখে, যাহা সে রাজস্বর জন্য সরকার কর্তৃক বিলিকৃত যে কোন স্ট্যাম্পের জাল বলিয়া জানে,

উহা আসল স্ট্যাম্পরূপে বিক্রয়ের বা বিনিবন্দেজের জন্য অথবা যাহাতে উহা আসল স্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

॥ ব্যবহার (Practice) ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] রাজস্ব উপার্জনার্থ সরকার কর্তৃক বিক্রীত স্ট্যাম্প জালকৃত হইয়াছে।

[২] এইরূপ জাল/কৃত্রিম/নকল/অনুকৃত স্ট্যাম্প নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন।

[৩] ঐ স্ট্যাম্প যে জাল, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা জানিতেন।

[৪] আসল স্ট্যাম্পরূপে ব্যবহারের/বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে/অভিপ্রায়ে তিনি উহা নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure). প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য—আপোষ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য-প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিচারযোগ্য।

৩। **অভিযোগ** (Charge): আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করুন] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি .. .. তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ....ঘাটকায় .... স্থানে সরকার কর্তৃক রাজস্ব অর্জনার্থ বিক্রীত স্ট্যাম্প ন্যায় দেখিতে জাল স্ট্যাম্প আপনার নিকট আসল স্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করার অথবা বিক্রয় করার অভিপ্রায়ে আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন এবং যে এইরূপ কর্ম সম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২৫৯ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা মৎকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং এতদ্দ্বারা আমি নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অপরাধে আপনার বিচার হউক।

২৬০। **জাল হিসাবে জানা সরকারী স্ট্যাম্প আসল স্ট্যাম্প রূপে ব্যবহার করা** [Using as genuine a government stamp known to be counterfeit]। যে কেহ কোন স্ট্যাম্প, রাজস্বর জন্য সরকার কর্তৃক বিলিকৃত কোন স্ট্যাম্পের জাল বলিয়া জানিয়া আসল হিসাবে উহা ব্যবহার করে সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

॥ ব্যবহার (Practice) ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] রাজস্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বিক্রীত স্ট্যাম্প জাল করা হইয়াছে।

[২] ঐ স্ট্যাম্প যে জাল অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা জানিতেন।

ধারা ২৬১]

[৩] ঐরূপ জানিয়া-শুনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত জাল স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়াছেন।

[৪] শুদ্ধ স্ট্যাম্প যে ভাবে ব্যবহৃত হয় সেইভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই জাল স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়াছেন।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য-প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য।

৩। **অভিযোগ (Charge)**: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করুন] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামক/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি .... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ...... ঘটিকায় .... স্থানে সরকার কর্তৃক রাজস্ব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিক্রীত স্ট্যাম্প-এর অনুরূপ জাল স্ট্যাম্প অকৃত্রিম [আসল, খাঁটি, বিশুদ্ধ, স্বাভাবিক] স্ট্যাম্প রূপে ব্যবহার করিযাছেন/উহা জাল বলিয়া জানিয়া-শুনিয়া আপনি উহা ব্যবহার করিয়াছেন, এবং এইরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৬০ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অপরাধে আপনার বিচার হউক।

২৬১। **সরকারের ক্ষতি সংসাধনের উদ্দেশ্যে সরকারী স্ট্যাম্পবাহী বস্তু হইতে লিখন নিশ্চিহ্নকরণ অথবা কোন দস্তাবেজ হইতে উহার জন্য ব্যবহৃত স্ট্যাম্প অপসারণ** [Effacing writing from substance bearing government stamp, or removing from document a stamp used for it]। যে কেহ প্রতারণামূলকভাবে অথবা সরকারের ক্ষতি সংসাধনের উদ্দেশ্যে, রাজস্বর জন্য সরকার কর্তৃক বিলিকৃত স্ট্যাম্পবাহী যে কোন বস্তু হইতে যে কোন লিখন অথবা দস্তাবেজ যাহার জন্য উক্ত স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইয়াছে, অপসারিত বা নিশ্চিহ্ন করে, অথবা যে কোন লিখন বা দস্তাবেজ হইতে কোন স্ট্যাম্প যাহা ঐরূপ লিখন বা দস্তাবেজের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, অপসারণ করে, যাহাতে একপ স্ট্যাম্প পৃথক কোন লিখন বা দস্তাবেজের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে, অথবা তাহার উভয় দন্ডই হইতে পারে।

২৬২। **পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া জানা আছে এরূপ সরকারী স্ট্যাম্প ব্যবহার** [Using government stamp known to have been before used]। যে কেহ প্রতারণামূলকভাবে অথবা সরকারের ক্ষতি সংসাধনের উদ্দেশ্যে রাজস্বর জন্য সরকার কর্তৃক বিলিকৃত এরূপ স্ট্যাম্প যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে যাহা সে পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া জানে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] রাজস্ব অর্জন উদ্দেশ্যে সরকার ঐ স্ট্যাম্প বিক্রয় করিয়াছেন।

[২] উহা ব্যবহার করা হইয়া গিয়াছে।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি পরে উহা পুনর্বার ব্যবহার করিয়াছেন।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন উহা ব্যবহার করেন তখন তিনি সম্যক জানিতেন যে ঐ স্ট্যাম্প পূর্বে ব্যবহার করা হইয়াছে।

[৫] অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যবহৃত স্ট্যাম্প পুনর্বার ব্যবহার করিয়াছেন সরকারকে প্রতারিত করার ও সরকারের আর্থিক ক্ষতি সংসাধনের সততাবিবর্জিত উদ্দেশ্যে।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: প্রগ্রাহ্য— প্রগ্রহণপত্র— জামিনযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য-যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচার্য।

২৬৩। **স্ট্যাম্প যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নির্দেশকারী চিহ্ন ঘর্ষণ দ্বারা নিশ্চিহ্নকরণ [Erasure of mark denoting that stamp has been used]**। যে কেহ প্রতারণামূলক ভাবে অথবা সরকারের ক্ষতি সংসাধনের উদ্দেশ্যে, রাজস্বর জন্য সরকার কর্তৃক বিলিকৃত স্ট্যাম্প হইতে উহার উপর যে চিহ্ন অঙ্কিত করা হয় অথবা উক্ত স্ট্যাম্পের উপর চাপ প্রয়োগপূর্বক যে ছাপ দেওয়া হয় ইহা প্রদর্শনের উদ্দেশে যে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঘর্ষণ দ্বারা নিশ্চিহ্ন করে বা অপসারণ করে, অথবা এরূপ কোন স্ট্যাম্প, যাহা হইতে ঐরূপ চিহ্ন ঘর্ষণ দ্বারা নিশ্চিহ্ন বা অপসারণ করা হইয়াছে তাহা জ্ঞানত: নিজের হেপাজতে রাখে, অথবা সে যে স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া জানে তাহা বিক্রয় বা বিলিবন্দেজ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনবৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা তাহার উভয় দন্ডই হইতে পারে।

।। **টীকা**।।

।। **ব্যবহার** [Practice] ।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence):প্রমাণ করুন যে—

[১] রাজস্বপ্রাপ্তির জন্য প্রশ্নাধীন স্ট্যাম্প সরকার কর্তৃক প্রচলিত করা হইয়াছিল।

[২] ঐ উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

[৩] ইহাতে এরূপ চিহ্ন বা ছাপ ছিল যাহা দেখায় যে উহা কথিত রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ চিহ্ন বা ছাপ ঘষিয়া বা অন্য প্রক্রিয়ায় তুলিয়া ফেলিয়াছে।

[৫] অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন ঐ চিহ্ন বা ছাপ তুলিয়া ফেলে তখন সে ঐরূপ করে সরকারকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে / সরকারের ক্ষতি সংসাধনের উদ্দেশ্যে।

কিংবা, [১], [২] ও [৩] প্রমাণ করিবার পর, প্রমাণ করুন যে—

[৪] ঐরূপ ছাপ, ঘষিয়া বা অন্যপ্রকারে তুলিয়া ফেলিবার পর ঐ স্ট্যাম্প অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের নিকট রাখিয়াছেন।

[৫] ঐ সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে ঐরূপ চিহ্ন বা ছাপ ঐভাবে ঘষিয়া বা অন্য প্রণালীতে তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

ধারা ২৬৩ ক]

কিংবা, [১], [২] ও [৩] প্রমাণ করার পর প্রমাণ করুন যে—

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ স্ট্যাম্প বিক্রয় বা বিলিবন্দেজ করিয়াছেন।

[৫] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ স্ট্যাম্প বিক্রয় করার বা বিলিবন্দেজ করার সময় জানিতেন যে উহা ঐভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure):** প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য-প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচার্য।

২৬৩ ক। **অলক [অসত্য, সাজস] স্ট্যাম্প সম্বন্ধীয় প্রতিষেধ [নিষেধাজ্ঞা] [Prohibition of fictious stamps]।** (১) যে কেহ—

(ক) কোন অলীক স্ট্যাম্প তৈয়ার করে, জানিয়া-শুনিয়া চালায়, উহার লেনদেন করে বা উহা বিক্রয় করে, অথবা জানিয়া-শুনিয়া কোন অলীক স্ট্যাম্প ডাক সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, অথবা

(খ) বিধিসম্মত কৈফিয়ত ব্যতিরেকে কোন অলীক স্ট্যাম্প নিজ হেপাজতে রাখিয়াছে, অথবা

(গ) অলীক স্ট্যাম্প তৈয়ার করার ছাঁচ, ধাতুপট্ট, যন্ত্রপাতি বা উপাদানসমূহ তৈয়ার করে অথবা বিধিসম্মত কৈফিয়ত ব্যতিরেকে স্বীয় অধিকারে রাখে, সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা অবধি হইতে পারে।

(২) অলীক স্ট্যাম্প তৈয়ার করার জন্য কোন ব্যক্তির অধিকারে থাকা এরূপ কোন স্ট্যাম্প, ছাঁচ, ধাতুপট্ট, যন্ত্রপাতি বা উপাদানসমূহ সবলে হস্তগত করা যাইতে পারে এবং সবলে হস্তগত করা হইলে উহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(৩) এই ধারায় "অলীক স্ট্যাম্প" বলিতে বুঝায় এরূপ স্ট্যাম্প যাহা ডাকের হার নির্দেশ করার জন্য সরকার কর্তৃক বিলিকৃত বলিয়া প্রসাধুতা সহকারে প্রদর্শিত হয় অথবা যাহার ঐ উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বিলিকৃত স্ট্যাম্প-এর যে কোন প্রতিরূপ, অথবা নকল অথবা প্রতীক, তাহা কাগজের উপর বা অন্যভাবে যে ভাবেই হউক না কেন।

(৪) এই ধারায় এবং, আরও, ২৫৫ হইতে ২৬৩ ধারাসমূহে, উভয় ধারাসহ "সরকার" শব্দটির মধ্যে, যেখানে ডাকের হার নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে বিলিকৃত যে কোন স্ট্যাম্প সম্পর্কে বা প্রসঙ্গে উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে ১৭ ধারায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও, পড়িবে ভারতের যে কোন অংশে, এবং আরও, বৃটিশ স্বায়ত্ব শাসিত উপনিবেশের যে কোন অংশে অথবা যে কোন বিদেশী রাষ্ট্রে নির্বাহী সরকার পরিচালনার জন্য আইনদ্বারা প্রাধিকৃত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ।

॥ **টীকা** ॥

॥ **ব্যবহার (Practice)** ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence): প্রমাণ করুন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্নাধীন অসত্য স্ট্যাম্প তৈয়ার করিয়াছেন, লেনদেন করিয়াছেন, বিক্রয় করিয়াছেন, অথবা জানিয়া-শুনিয়া ঐরূপ বানানো, মিথ্যা বা অলীক স্ট্যাম্প ডাকসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন অথবা তাঁহার**

ধারা ২৬৪।

নিকট ঐরূপ মিথ্যা স্ট্যাম্প পাওয়া গিয়াছে এবং ঐরূপ মিথ্যা স্ট্যাম্প নিজের নিকট রাখার ব্যাপারে তিনি কোন বিশ্বাস্য কৈফিয়ত দিতে পারেন নাই অথবা তিনি যে কোন ছাঁচ, চাকতি [পট্ট, পট্টকা, খোদাই করা ধাতু পট্ট] তৈয়ার করিয়াছেন অথবা ঐরূপ স্ট্যাম্প তৈয়ার করার জন্য কোন ছাঁচ, চাকতি, যন্ত্র বা দ্রব্য নিজের নিকট রাখিয়াছেন।

২। প্রক্রিয়া (Procedure): প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণ পত্র—জামিন যোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য-যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য।

পরিচ্ছেদ ১৩

ওজন ও মাপ সম্বন্ধীয় অপরাধ বিষয়ক

২৬৪। ওজনের জন্য প্রতারণামূলকভাবে মিথ্যা যন্ত্র ব্যবহার [Fraudulent use of false instrument for weighing]। যে কেহ ওজনের জন্য প্রতারণামূলকভাবে কোন যন্ত্র ব্যবহার করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে, সে এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

টীকা ॥

॥ ব্যবহার (Practice)

১। সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] প্রশ্নাধীন যন্ত্রটি একটি মাপনযন্ত্র।

[২] যন্ত্রটি মিথ্যা।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি যন্ত্রটিকে মিথ্যা বলিয়া জানিতেন।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি যন্ত্রটিকে মিথ্যা জানিয়াও উহা ব্যবহার করিয়াছেন।

[৫] অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে ঐরূপ করিয়াছেন।

২। প্রক্রিয়া (Procedure): অপগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য-যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিচারযোগ্য।

৩। অভিযোগ (Charge): আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করুন] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] - নামধারী ... আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি..... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে..... ঘটিকায়..... স্থানে

ধারা ২৬৫]

প্রতারণামূলকভাবে একটি তুলাদন্ড ব্যবহার করিয়াছেন ঐরূপ ব্যবহার কালে উহা যে মিথ্যা তাহা জানিয়াও, এবং এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা অপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৬৪ ধারামতে দন্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন, যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগ আপনার বিচার হইক।

২৬৫। **প্রতারণামূলকভাবে মিথ্যা ওজন বা মাপ ব্যবহার** [Fraudulent use of false weight or measure]। যে কেহ প্রতারণামূলকভাবে যে কোন মিথ্যা বাটখাড়া বা দৈর্ঘ্য বা পরিমাণের মিথ্যা মাপ ব্যবহার করে, অথবা যে কোন বাটখাড়া বা দৈর্ঘ্য বা পরিমাণের যে কোন মাপ ব্যবহার করে উহা যাহা তদপেক্ষা পৃথক বাটখাড়া বা মাপ হিসাবে সে এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতারণামূলক অভিপ্রায়ের প্রাক্‌প্রত্যয়।** অভিশংসন [অভিযোগকারী] কে প্রমাণ করিতে হইবে যে অভিযুক্ত জানিত যে মাপটি সঠিক নহে এবং এইরূপ সাক্ষ্য না দেওয়া হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতারণামূলক উদ্দেশ্য (বা অভিপ্রায়) সম্বন্ধে কোন প্রাকপ্রত্যয় (presumption)থাকিবে না [(1929) 30 Cri. L.J. 692]।

॥ ব্যবহার (Practice) ॥

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence)**:প্রমাণ করুন যে—

[১] প্রশ্নাধীন বাটখাড়া বা মাপিবার যন্ত্র বা পাত্র মিথ্যা/ যে ভাবে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে কার্যত উহা তাহা হইতে পৃথক।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ মিথ্যা বা পৃথক বাটখাড়া বা মাপনযন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছেন প্রতারণা করার অভিপ্রায়ে।

৩। **প্রক্রিয়া (Procedure)**:অপগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য-যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচার যোগ্য-সংক্ষিপ্ত বিচার।

৪। **অভিযোগ (Charge)**: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ, ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী / নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]..... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে প্রতারণামূলক ভাবে মিথ্যা বাটখাড়া ব্যবহার করিয়াছেন / মিথ্যা মাপন যন্ত্র / পরিমাপনপাত্র ব্যবহার করিয়াছেন/প্রতারণামূলকভাবে এরূপ বাটখাড়া / মাপন যন্ত্র / পরিমাপনপাত্র ব্যবহার করিয়াছেন উহা কার্যত যাহা ছিল তাহা হইতে পৃথক বাটখাড়া / যন্ত্র / পাত্র হিসাবে, এবং এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৬৫ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

২৬৬। মিথ্যা বাটখাড়া ও মাপ সঙ্গে রাখা। যে কেহ কোন ওজন করার যন্ত্র অথবা বাটখাড়া অথবা দৈর্ঘ্য বা পরিমাণ মাপনী সঙ্গে রাখিয়াছে, যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে, প্রতারণামূলকভাবে উহা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, সে এক বৎসর পর্যন্ত কোন বিবরণের কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence):** প্রমাণ করুন যে—

[১] প্রশ্নাধীন যন্ত্র / পরিমাপক / বাটখাড়া মিথ্যা।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন।

[৩] উহা যে মিথ্যা অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা জানিতেন।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিপ্রায় ছিল এই যে উক্ত মিথ্যা বাটখাড়া ইত্যাদি ব্যবহারের দ্বারা কাহাকেও প্রতারিত করা যাইবে।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure):** অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য- যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য-সংক্ষিপ্ত বিচার।

৩। **অভিযোগ (Charge):** আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ-আদি এখানে উল্লেখ্য] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী / নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে..... ঘটিকায়...... স্থানে কিছু ওজন / পরিমাপ যন্ত্র আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন ঐরূপ নিজের নিকট রাখিবার সময় সম্যক অবহিত থাকিয়া যে উহা মিথ্যা, এবং আপনার অভিপ্রায় ছিল যে উহা প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারিবে এবং এইরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৬৬ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন, যাহা, আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

২৬৭। মিথ্যা বাটখাড়া বা মাপ তৈয়ারী বা বিক্রয় করা। যে কেহ ওজন করার কোন যন্ত্র, অথবা বাটখাড়া, অথবা দৈর্ঘ্য বা পরিমাণ মাপনী তৈয়ার, বিক্রয় বা বিলিবন্দেজ করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে, যাহাতে উহা সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে কিংবা ইহা জানিয়া যে উহা সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে, সে এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে অথবা অর্থদন্ডে অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **উদ্দেশ্য:** বর্তমান ধারা সেই সকল ব্যক্তিকে দন্ডিত করে যাঁহারা মিথ্যা তুলাদন্ড [দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি], বাটখাড়া অথবা মাপকাঠি তৈয়ারী করে, বিক্রয় করে অথবা বিলিবন্দেজ করে।

ধারা ২৬৭]

স্পষ্টত, মিথ্যা তুল   ১, বাটখাড়া বা মাপকাঠির ব্যবহার প্রতিরোধ করাই এই ধারার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।

প্রয়োগ (Practice)

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence) প্রমাণ করুন যে—

[১] প্রশ্নাধীন তুলাদন্ড / বাটখাড়া / মাপকাঠি মিথ্যা।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা তৈয়ারী করিয়াছে / বিক্রয় করিয়াছে / বিলিবন্দেজ করিয়াছে।

[৩] ঐরূপ করার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা তৈয়ার করেন / বিক্রয় করেন / বিলিবন্দেজ করেন যাহাতে উহা সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে / তিনি জানিতেন যে উহার সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে।

৩। **প্রক্রিয়া** (Procedure):— গ্রেপ্তার—আহ্বানপত্র— জামিন অযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য- যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য-সংক্ষেপে বিচারযোগ্য।

৪। **অভিযোগ** (Charge): আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

যে আপনি.....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে....ঘটিকায়....স্থানে ওজন করার যন্ত্র / বাটখারা / মাপকাঠি / মাপার পাত্র তৈয়ারী / বিক্রয় / বিলিবন্দেজ করিয়াছেন, ঐরূপ তৈয়ারী / বিক্রয় / বিলিবন্দেজ করিবার সময় সম্যক অবগত থাকিয়া যে উহা মিথ্যা, এবং আপনি ঐরূপ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন যাহাতে উহা সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে বা উহা সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে, এবং এইরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৬৭ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার বিচার হউক।

পরিচ্ছেদ ১৪

জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা, শোভনতা ও নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধীয় অপরাধ বিষয়ক

২৬৮। লোক-কন্টক [Public nuisance] । যে ব্যক্তি একপ কোন কার্য করে বা বেআইনীভাবে একপ কোন কার্য সম্পাদন হইতে বিরত থাকে, যাহার ফলে সর্বসাধারণের কোন ক্ষতি, বিপদ বা বিরক্তি উৎপন্ন হয়; অথবা যাঁহারা ঐ অঞ্চলে থাকেন বা সম্পত্তি অধিকার করেন তাঁহাদের ক্ষতি, বিপদ বা বিরক্তি উৎপাদিত হয়; অথবা যাহার ফলে লোকের কোন সাধারণ অধিকার ভোগের ব্যাপারে ক্ষতি, বাধা, বিপদ বা বিরক্তি উৎপন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী, সে ব্যক্তি সাধারণের পক্ষে উপদ্রব সৃষ্টি করার অপরাধে অপরাধী।

॥ টীকা ॥

১। **প্রাসঙ্গিক মন্তব্য**। ইংরাজী 'নুইস্যান্স' (nuisance) কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হইল 'উপদ্রব', 'জঘন্য কার্য বা অবস্থা' ইত্যাদি [দেখুন: সংসদ ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান, পঞ্চম সং, পৃ. ৭৪৪-৭৪৫]। পাবলিক নুইসান্স (public nusiance) অভিব্যক্তিটির বাংলা প্রতিশব্দ 'লোক-কন্টক' [দেখুন: সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা, তৃতীয় স্তবক, পৃ. ৩৪]। 'লোক-কন্টক' অভিব্যক্তিটির মধ্যে যে শ্রুতি মাধুর্য আছে তাহাই আমাদের উৎসাহিত উদ্দীপিত করিয়াছে ঐ শব্দটি বর্তমান গ্রন্থে ব্যবহার করিতে। তবে, nuisance-এর প্রতিশব্দ 'উপদ্রব' ধরা হইলে public nuisance বলিতে আমরা 'পাঞ্চজনিক বা সার্বজনিক ক্ষতিসাধক উপদ্রব' লিখিতে পারি এবং ঐরূপ ক্ষেত্রে private nuisance- এর বেলা আমরা লিখিতে পারি 'ব্যক্তিগত ক্ষতিসাধক উপদ্রব'।

এইখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে উপদ্রব দ্বিবিধ হইতে পারে: (১) পাঞ্চজনিক ক্ষতিসাধক উপদ্রব বা সাধারণ ক্ষতিসাধক উপদ্রব এবং (২) ব্যক্তিগত ক্ষতিসাধক উপদ্রব।

২। **উপাদান** (Ingredients): দুইটি অত্যাবশ্যক উপাদানের বিদ্যমানতা এই ধারার পক্ষে প্রয়োজনীয়:

[১] কোন ব্যক্তি একটি কার্য করিবে অথবা কোনও কার্য সম্পাদন করা হইতে অবৈধভাবে বিরত থাকিবে।

[২] এইরূপ কার্য সম্পাদন অথবা কার্য সম্পাদন করা হইতে বিরতি (ক) সাধারণ ক্ষতি সংসাধিত করিবে অথবা বিপদ ঘটাইবে অথবা বিরক্তি উৎপাদন করিবে সর্বসাধারণের কিংবা সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের বা ঐ এলাকার সম্পত্তির মালিকবৃন্দের, অথবা (খ) করিবে সার্বজনিক অধিকার ব্যবহারকারী কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তি-গোষ্ঠীর ক্ষতি সংসাধন, বিঘ্ন, বিপদ বা বিরক্তির উৎপাদন [AIR 1953 Mad 243; 1953 Cri.L.J. 500 দ্রঃ]।

ধারা ২৬৯]

২৬৯। **অবহেলাপূর্ণ কার্য যাহা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটাইতে পারে** [Negligent act likely to spread infection of disease, dangerous to life] । যে কেহ বেআইনীভাবে অথবা অবহেলা ভরে এরূপ কোন কার্য করে যাহা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক কোন রোগের সংক্রমণের বিস্তার ঘটাইতে পারে অথবা যাহা ঐরূপ করিতে পারে বলিয়া সে জানে বা যাহার ঐরূপ বিশ্বাস করিবার হেতু আছে, সে ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে অথবা অর্থদন্ডে অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবে।

।। টীকা ।।

১। **উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ**। বর্তমান ধারাটি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে এরূপ যাবতীয় অবৈধ বা অবহেলাপূর্ণ কার্য মনুষ জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক সংক্রামক ও ব্যাপ্তিশীল রোগ-ব্যাধিসমূহ যাহা ছড়াইয়া দিতে পারে। সম্পাদিত কার্যটি যে তৎক্ষনাৎ জীবনের পক্ষে ক্ষতিসাধক হইতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তি সুস্থ মানুষের সংস্পর্শে আসিলে উক্ত সুস্থ মানুষগুলির মধ্যে কুষ্ঠরোগ সংক্রামিত হইতে পারে যাহা চূরান্ত পর্যায়ে মনুষ্য জীবনের পক্ষে বিপদ-সঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইতে পারে ; সুতরাং কুষ্ঠ রোগের শিকার কোন ব্যক্তি সুস্থ মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করিলে ঐরূপ কার্যকে অবশ্যই 'অবহেলাপূর্ণ' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে—কারণ তাঁহার ঐরূপ কার্য সাধারণ সুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে মনুষ্য জীবনের পক্ষে নিতান্ত বিপজ্জনক কুষ্ঠব্যাধি ছড়াইয়া দিতে পরে [AIR 1955 (NOC) Bom 4834]। এই পর্যায়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে কুষ্ঠর ন্যায় উপদংশ রোগ (সিফিলিস) মসূরিকা বা বসন্ত রোগ, প্লেগ এবং ওলাওঠা [বিসূচিকা] বা কলেরাও মনুষ্য জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ।

কোন ব্যক্তি যদি ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত হন এবং রেল কর্তৃপক্ষকে তাঁহার অবস্থার কথা বিজ্ঞাপিত না করিয়া রেলগাড়িতে ভ্রমণ করেন তাহা হইলে তিনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৬৯ ধারামতে দোষী পরিগণিত হইবেন [ILR 7 Mad 276]।

জটিল উপদংশ বা সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হইবার পর জনৈকা বেশ্যা নিজেকে সুস্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া জনৈক পুরুষকে তাঁহার সহিত যৌনসঙ্গম করিতে প্ররোচিত করেন এবং ঐ পুরুষ তাঁহার সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিলে তিনি ঐ রোগে আক্রান্ত হন। বম্বে হাইকোর্ট এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই ক্ষেত্রে উক্ত বারবণিতা ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৬৯ ধারামতে দোষী নহেন, কারণ, অভিযোক্তা স্বয়ং সহাপরাধী [দুষ্কৃতি সঙ্গী] রূপে ঐরূপ পরিস্থিতির জন্য দায়ী ছিলেন [ILR 11 Bom 59] । অনেক প্রাজ্ঞব্যক্তি অবশ্য এই সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বা ন্যায্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

একটি মকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁহার ইটখোলায় কতিপয় স্বাস্থবর্ধক বা স্বাস্থ্য বিধানসংক্রান্ত পূর্বাহ্নিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অক্ষম হওয়ায় কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং ফলে বহু মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটে। এখানে ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৬৯ ধারামতে কোন অপরাধ হয় নাই [AIR 1923 Rang 140]।

বসন্তরোগে আক্রান্ত একটি শিশুর মাতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার কন্যাকে হাসপাতালে পাঠাইতে অস্বীকার করেন। এখানে উক্ত মহিলা কোন বেআইনী বা অবহেলাপূর্ণ কার্য করেন নাই কারণ এমন কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নাই যদ্বারা প্রদর্শিত হয যে অন্য বাসিন্দাদের একই গৃহে রাখা হইয়াছিল [ILR 24 Cal 494]। সমজাতীয় অন্য একটি মকদ্দমার বিবরণ এইরূপ : অভিযুক্ত ব্যক্তির পুত্র বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলে মাদ্রাজ পৌরসভার স্বাস্থ্য-আধিকারিক মাদ্রাজ পৌরসভা অধিনিয়মের বিধানসমূহ অনুসারে ঐ ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন তাঁহার পুত্রকে স্বতন্ত্র হাসপাতালে পাঠাইয়া দিতে; কিন্তু ঐ ব্যক্তি তাহাকে একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক বাড়িতে স্থানান্তরিত করেন। এখানেও আদালত একই অভিমত প্রকাশ করেন [AIR 1920 Mad 420]।

প্লেগরোগীর সহিত বসবাসকারী জনৈক ব্যক্তি, উক্ত রোগীর মৃত্যুর পর, স্বাস্থ্য আধিকারিকের আদেশ অগ্রাহ্য ও লঙ্ঘন করিযা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করেন। এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৬৯ ধারামতে দোষী বলিয়া পরিগণিত হইবেন, কারণ, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস
করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে তাঁহার ঐরূপ কার্য ছিল সর্ব অর্থে বিপজ্জনক, যেহেতু তাঁহার ঐরূপ কার্যের ফলশ্রুতিতে একটি ভয়াবহ ব্যাধির প্রসারলাভ করার বিপুল সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল [(1902) Punjab Report (Cr) No. 22, p. 56]। টিকা দেওয়া অবৈধ বা অবহেলাপূর্ণ কার্য নহে [Burnet (1815) 4 M & S 272]।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence)**: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি অবৈধ ভাবে বা অবহেলাপূর্ণ ভাবে কোনও কার্য করিয়াছেন।

[২] এইরূপ কার্য মনুষ্যজীবনের পক্ষে বিপজ্জনক সংক্রামক রোগের প্রসার ঘটাইতে পারিত।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন বা তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে তাঁহার কার্যের ফলশ্রুতিতে সংক্রামক রোগ বিস্তারলাভ করিতে পারে।

৩। **অভিযোগ (Charge)**: আমি [অগ্রাধিকারিকের নাম, পদ এবং তাঁহার আদালতের বিবরণ] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]........তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে........স্থানে অবৈধ ভাবে/ অবহেলাপূর্ণ ভাবে........কার্য করিয়াছিলেন যাহা মনুষ্য জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক........সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটাইতে পারিত/ যাহা মনুষ্যজীবনের পক্ষে বিপজ্জনক........সংক্রামক রোগের প্রসার ঘটাইতে পারে বলিয়া আপনার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ছিল, এবং ঐরূপ কর্ম সম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৬৯ ধারামতে দন্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

২৭০। অতি অপকারী কার্য যাহা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক সংক্রামক রোগের বিস্তার

ধারা ২৭১]

ঘটাইতে পারে [Malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life]। যে কেহ অত্যন্ত ক্ষতিকর ভাবে এরূপ কোন কার্য করে যাহা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক কোন রোগের সংক্রমণের বিস্তার ঘটাইতে পারে এবং যাহা ঐরূপ করিতে পারে বলিয়া সে জানে বা বিশ্বাস করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে অথবা অর্থদন্ডে অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ। মারাত্মকতা, প্রাবল্য বা সংক্রামতাই এই ধারার অধীন অপরাধের মূল উপাদান। সুতরাং এই উপাদানটি অবিদ্যমান থাকিলে গ্রামের মধ্যে বা তাহার পার্শ্বে পশুপক্ষীর মৃতদেহ মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া দেওয়া হইলে তাহা অপরাধমূলক হয় না [(1894)7 CPLR 5]। এই ধারার অভিপ্রায় হইলে সেই সকল অপরাধীদের সম্পর্কে ব্যবস্থাগ্রহণ যাঁহাদের ক্ষতিসাধক কার্যের ফলে সঙ্গে সঙ্গে না হইলেও পরিশেষে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence)**: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত এমন কার্য সম্পাদন করিয়াছেন যাহা মারাত্মক।

[২] মনুষ্যজীবনের পক্ষে ক্ষতিসাধক সংক্রামক রোগের বিস্তার লাভের সম্ভাবনা ছিল ঐরূপ কার্যের ফলে।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন এবং/অথবা তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে তাঁহার কার্যের ফলে সংক্রামক রোগ প্রসার লাভ করিতে পারে।

৩। **অভিযোগ (Charge)**: আমি [এখানে অপ্রাধিকারিকের নাম, পদ এবং তাঁহার আদালতের নাম উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]........তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে........ স্থানে........ কার্য করিয়াছেন যাহার ফলে মনুষ্য জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক......... সংক্রামক রোগ প্রসারলাভ করিতে পারিত অথবা যদ্দারা মনুষ্য জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক....... সংক্রামক রোগ বিস্তারলাভ করিতে পারে বলিয়া আপনি জানিতেন/করিতে পারে বলিয়া আপনার বিশ্বাস করার কারণ ছিল এবং এইরূপ কার্য সম্পাদন করিয়া আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৭০ ধারানতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

২৭১। **নিরোধন সম্বন্ধীয় নিয়ম অমান্য করা** [Disobedience to quarantine rule]। যে কেহ কোন জলযানকে নিরোধনের অবস্থায় ফেলিবার জন্য অথবা নিরোধনের অবস্থায় ফেলা জলযানসমূহের উপকূলের সহিত বা অন্য জলযানসমূহের সহিত মেলামেশা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, অথবা সংক্রামক রোগ রহিয়াছে এরূপ স্থানসমূহ ও অন্য স্থানসমূহের

মধ্যে মেলামেশা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত এবং প্রবর্তিত যে কোন নিয়ম জানিয়া-শুনিয়া অগ্রাহ্য করে, সে ছয়মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ। এই ধারায় সরকার কর্তৃক বলবৎ করা নিরোধন নিয়মাবলীর লঙ্ঘনজনিত অপরাধের দন্ড বিধানের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় বন্দর আইন, ১৯০৮ অথবা মহামারী রোগ আইন, ১৮৯৭-এর বিধান সমূহ লঙ্ঘিত হইলে এই ধারামতে অপরাধীদের দণ্ডিত করা যায়।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence)**: প্রমাণ করুন যে—

[১] কোনও নিরোধন সংক্রান্ত নিয়মাবলী বলবৎ করা ছিল।

[২] সরকার ঐ নিয়মাবলী বলবৎ ও কার্যকর করিয়াছিল।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

[৪] জানিয়া শুনিয়া তিনি ঐ নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন/লঙ্ঘন করিয়াছেন/অমান্য করিয়াছেন।

২৭২। **বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রক্ষিত খাদ্যে বা পানীয়ে ভেজাল দেওয়া [Adulteration of food or drink intended for sale]**। যে কেহ খাদ্য বা পানীয় বস্তুতে ভেজাল দিয়া উহাকে খাদ্য বা পানীয়রূপে ক্ষতিকর করিয়া ফেলেন এবং উক্ত খাদ্য বা পানীয়রূপে বিক্রয়ের অভিপ্রায় করেন অথবা জানেন যে উহা খাদ্য বা পানীয়রূপে বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা আছে, তিনি ছয়মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে অথবা একহাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

॥ টীকা ॥

ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ: এই ধারার উদ্দেশ্য হইল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ভেজালযুক্ত খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় করাকে বা বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে ক্রেতাসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করাকে প্রতিহত ও দণ্ডিত করা। ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক যে কোন খাদ্যবস্তু বা পানীয় ভেজালযুক্ত করা হইয়াছে এবং উহা বিক্রয় করার অভিপ্রায় করা হইয়াছে অথবা যে, ইহা জানাছিল যে উহা ঐভাবে বিক্রীত হইতে পারে। [AIR 1943 Bom 445]।

কিন্তু অধিক লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্ষতিকর নহে এরূপ অল্পপরিমাণ জল দুগ্ধের সহিত মিশানো হইলে তাহা এই ধারার অধীনে দন্ডনীয় হইবে না [(1902) 1 LBR 153] তবে, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ঐরূপ কুকার্য খাদ্যে ভেজালদান নিরোধক আইন, ১৯৫৪-এর বিধানসমূহ অনুসারে কঠোর দন্ড হইতে পারে।

ভেজালযুক্ত খাদ্য নষ্ট করিয়া ফেলা সংক্রান্ত আইন বিধৃত আছে ভারতীয় দন্ডপ্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এর ৫২১ (১) ধারায়। উক্ত আইনানুসারে আদালত ক্ষতিকর খাদ্য

ধারা ২৭৩]

বা পানীয় নষ্ট করিয়া ফেলার নির্দেশ দিতে পারেন [সুনীল কুমার মিত্র: ভারতীয় দন্ড প্রক্রিয়া সংহিতা দ্রঃ]।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidenc]: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন খাদ্য বা পানীয় ভেজালযুক্ত করিয়াছেন।

[২] এইরূপ ভেজালমিশ্রিত খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করিলে তাহা ক্ষতিসাধক হইবে।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি খাদ্যে বা পানীয়ে ভেজাল মিশাইয়াছেন উহা খাদ্য বা পানীয়রূপে বিক্রয় করার অভিপ্রায়ে অথবা সম্যকরূপে ইহা জানিয়া যে ঐরূপ ভেজালবাহী খাদ্য বা পানীয় খাদ্য বা পানীয়রূপে বিক্রীত/বন্টিত হইবে।

২৭৩। **ক্ষতিকর খাদ্য ও পানীয় বিক্রয়** [Sale of noxious food or drink]। যে কেহ এরূপ বস্তু যাহাকে ক্ষতিকর করিয়া ফেলা হইয়াছে অথবা যাহা ক্ষতিকর হইয়া গিয়াছে অথবা খাদ্য বা পানীয় ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায় আসিয়াছে তাহা যে খাদ্য বা পানীয়রূপে ক্ষতিকর তাহা জনিয়া বা ঐরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও উহা বিক্রয় করে অথবা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব দেয় বা সর্বজন সমক্ষে রাখে, সে ছয়মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

।।টীকা।।

১। **ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ**। যখন মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের অনুপযোগী কোন খাদ্যবস্তু বিক্রয়ার্থ উপাস্থাপন করা হয় তখনই ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৭৩ ধারানুযায়ী অপরাধ গঠিত হয় [AIR 1934 Pat 113] । এই ধারার বিষয়বস্তু কেবল খাদ্যবস্তু, যে সকল দ্রব্য খাদ্যরূপে ব্যবহারের পূর্বে পরিষ্কার করা হয়, চূর্ণ করা হয় এবং রন্ধন করা হয় তাহা এই ধারার পরিসীমার মধ্যে পড়ে না। সুতরাং গমের সহিত ধূলোবালি, কাঠের টুক্‌রা ইত্যাদি মিশানো হইলে ঐরূপ কার্য বর্তমান ধারানুসারে অপরাধ নহে [1 Cri.L.J. 618:(1904) 6 Bom L.R. 520]। পশুখাদ্য রূপে ব্যবহারার্থ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর (noxious) খাদ্য বিক্রয় করা হইলে ঐরূপ কার্য বর্তমান ধারামতে অপরাধ নহে [7 Cri. L.J. 278]। দুগ্ধের সহিত জল মিশাইলে তাহা স্বাস্থ্যর পক্ষে ক্ষতিকর হয় না এবং সেই কারণে কেহ জল মিশানো দুগ্ধ বিক্রয়ার্থ উপস্থাপন করিলে ঐরূপ কার্য ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৭৩ ধারামতে অপরাধ নহে [AIR 1926 Lah 49:26 Cri. L.J. 1441]। পুনশ্চ, দুগ্ধজাত ঘৃতের সহিত বনস্পতি ঘৃত মিশ্রিত করিলে উহা স্বাস্থ্যর পক্ষে ক্ষতিকর হয়না [12 CWN 608 : 7 Cri. L. J. 405]। নিম্নমানের খাদ্য কম দামে বিক্রয় করা হইলে: খাদ্য হিসাবে উহা ক্ষতিকর না হইলে এই ধারামতে কোন অপরাধ করা হয় না। নিম্নমানের ময়দা দাম কমাইয়া বিক্রয় করা হইলে এবং ক্রেতা জানিয়া-শুনিয়া উহা ক্রয় করিলে এই ধারামতে কোন অপরাধ করা হয় না [PR 15 of 1873]।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

ধারা ২৭৪]

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন খাদ্যবস্তু বা পানীয় বিক্রয় করিয়াছেন/বিক্রয় করিতে চাহিয়াছেন/বিক্রয়ার্থ উপস্থাপন করিয়াছেন।

[২] এইরূপ দ্রব্য স্বাস্থ্যর পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল/খাদ্য বা পানীয় রূপে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়াছিল।

[৩] বিক্রয়কালে/বিক্রয় করিতে চাহিবার কালে/বিক্রয়ার্থ উপস্থাপন কালে অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে উক্ত খাদ্যবস্তু বা পানীয় ক্ষতিকর [noxious)/খাদ্য বা পানীয় রূপে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

৩। **অভিযোগ (Charge)** : আমি [এখানে অগ্রাধিকারিকের নাম, পদ ও আদালতের নাম উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]........তারিখ.......স্থানে খাদ্য/পানীয়রূপে [দ্রব্যের নাম] বিক্রয় করিযাছেন/বিক্রয় করিতে চাহিযাছেন/বিক্রযার্থ উপস্থাপন করিয়াছেন, যে দ্রব্য ক্ষতিকর হইয়া গিয়াছিল/খাদ্য বা পানীয় রূপে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং আপনি ঐ কার্য করিয়াছেন ইহা জানিয়া যে ঐ দ্রব্য ক্ষতিকর বা খাদ্য/পানীয়রূপে ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া গিয়াছে অথবা এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও এবং এইরূপ কর্ম সম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৭৩ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণ যোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে আপনার বিচার হউক।

৪। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য—প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য।

২৭৪। **ঔষধে অপমিশ্রণ [Adulteration of drugs]**। যে কেহ কোন ভেষজ পদার্থ বা ডাক্তারি দ্রব্য এরূপে ভেজাল যুক্ত করে যে অভীষ্ট ফলদানে ইহার সক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় অথবা এইরূপ ভেষজ পদার্থ বা ডাক্তারি দ্রব্যর কার্যকারিতা পরিবর্তিত হয় অথবা ইহা ক্ষতিকর হয় এবং এই অভিপ্রায় থাকে যে ইহা বিক্রীত বা ব্যবহৃত হইবে অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে ইহা বিক্রীত বা ব্যবহৃত হইবে যে কোন আরোগ্য কর [রোগহর, ভেষজ, ঔষধ সংক্রান্ত] উদ্দেশ্যে এরূপে যেন ইহাতে কোন ভেজাল দেওয়া হয় নাই, সে ছয়মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে অথবা একহাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা॥

১। **ব্যাপ্তি (Space)**: ঔষধের বিশুদ্ধতা রক্ষা এই ধারার উদ্দেশ্য এবং ঔষধে ভেজাল মেশানোর অপরাধে অপরাধীকে দন্ডিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এই ধারায়।

ব্যবস্থা (Practice)

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] প্রশ্নাধীন দ্রব্যটি একটি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় ভেষজ পদার্থ বা উপাদান/ডাক্তারী দ্রব্য।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহাতে ভেজাল মিশাইয়াছেন।

[৩] এইরূপ অপমিশ্রণে উহার কার্যক্ষমতা কমাইতে চহিয়াছেন/উহা হইতে বঞ্চিত ফলপ্রাপ্তি অসম্ভব করিতে চহিয়াছেন/ উহাকে ক্ষতিকর করিয়া তুলিয়াছেন/তুলিতে চাহিয়াছেন।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি চহিয়াছিলেন যে ঐরূপ ভেজালযুক্ত ভেষজ বিক্রীত হইবে/নির্ভেজাল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইবে/অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে ঐ দ্রব্য নির্ভেজাল ঔষধরূপে ব্যবহারের জন্য বিক্রীত হইতে পারে/নির্ভেজাল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

৩। **প্রক্রিয়া** (Procedure): অপ্রগ্রাহ্য— আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য—প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য।

৪। **ভেজালযুক্ত ভেষজ নষ্ট করিয়া ফেলা**। দোষীরূপে সাব্যস্ত হইলে আদালত প্রশ্নাধীন ভেষজ/ডাক্তারী উৎপাদন নষ্ট করিয়া ফেলার আদেশ দিতে পারেন—ভারতীয় দন্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৫৫ ধারার (২) উপধারা দেখুন।

২৭৫। **অপমিশ্রিত [ভেজাল] ঔষধ বিক্রয়** [Sale of adulterated drugs]। যে কেহ, কোন ভেষজ বা আরোগ্যকর দ্রব্য এরূপে ভেজালযুক্ত করা হইয়াছে যে, অভীষ্ট ফলদানে ইহার সক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার কার্যকারিতা পরিবর্তিত হইয়াছে বা ইহা ক্ষতিকর হইয়াছে ইহা জানিয়া উহা বিক্রয় করে অথবা উহা বিক্রয়ের প্রস্তাব দেয় বা বিক্রয়ের নিমিত্ত জনসমক্ষে উপস্থাপন করে, অথবা ভেজালমিশ্রিত নহে বলিয়া আরোগ্যকর [ভেষজ] উদ্দেশ্যে কোন ভেষজশালা [ডিস্পেন্সারি] হইতে দেয়, অথবা যে ব্যক্তির ঐ ভেজালদানের কথা জানা নাই তদকর্তৃক ভেষজ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে দেয়, সে ছয়মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে অথবা একহাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবে।

।। টীকা ।।

১। **প্রারম্ভিক মন্তব্য**। নির্ভেজাল ঔষধরূপে ভেজালযুক্ত ঔষধ বিক্রয় করিলে, বিক্রয় করিতে চাহিলে, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করিলে অথবা ঔষধ ডিস্পেন্সারি করিয়া বিতরণের প্রতিষ্ঠান হইতে বন্টন করা হইলে এই ধারা আকৃষ্ট হয়।

ভেষজ ও অঙ্গরাগ অধিনিয়ম (১৯৪০ এর ২৩ আইন) (Drugs and Cosmetics Act) ভেষজের আমদানি, উৎপাদন, অঙ্গরাগ বন্টন সরবরাহ এবং বিপনন বা বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

ধারা ২৭৬]

[১] প্রশ্নাধীন ভেষজ ভেজালযুক্ত করা হইয়াছে।

[২] ঐরূপ অপমিশ্রন ঐ ভেষজের কর্মক্ষমতা কমাইয়া দিয়াছে, উহার কার্যকারিতা পরিবর্তিত করিয়া দিয়েছে, উহাকে ক্ষতিকর (noxious) করিয়া তুলিয়াছে।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ ভেষজ বিক্রয় করিযাছেন/বিক্রয় করিতে চাহিয়াছেন/বিক্রয়ার্থ উপস্থাপন করিয়াছেন/অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা ঔষধ তৈয়ারি করিয়া বিতরণের প্রতিষ্ঠান হইতে বন্টন করিয়াছেন/ঔষধরূপে ব্যবহার করাইয়াছেন।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা নির্ভেজাল ঔষধরূপে বিক্রয় করিয়াছেন/অন্যাকে দিয়াছেন/কোন ব্যক্তিকে দিয়া উহা ব্যবহার করাইয়াছেন যে ব্যক্তি ঐরূপ অপমিশ্রণ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না।

[৫] অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন উহা বিক্রয় করেন/ বিক্রয় করিতে চাহেন/বিক্রয়ার্থ উপস্থাপন করেন/ বন্টন করেন/ অন্যাকে দিযা ব্যবহার করান, তখন তিনি জানিতেন যে ঐ ঔষধে ভেজাল মেশানো হইয়াছে।

৩। প্রক্রিয়া (Procedure): অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য-প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য।

৪। **নষ্ট করিয়া ফেলার আদেশ**। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষীরূপে সাব্যস্ত হইলে আদালত প্রশ্নাধীন ভেযজ নষ্ট করিয়া ফেলার আদেশ দিতে পারেন—দন্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৫৫ ধারার (২) উপধারা দ্রঃ।

২৭৬। **কোন ভেষজ, ভিন্ন কোন ভেষজ বা প্রস্তুতিরূপে বিক্রয়** [Sale of drug as a different drug or preparation]। যে কেহ, কোন ভেষজ বা আরোগ্যকর দ্রব্য জানিয়া-শুনিয়া ভিন্ন কোন ভেষজ বা আরোগ্যকর দ্রব্য হিসাবে বিক্রয় করে, বা বিক্রয়ের প্রস্তাব দেয় অথবা বিক্রয়ের জন্য জনসমক্ষে উপস্থিত করে অথবা আরোগ্যকর উদ্দেশ্যে কোন ভেষজশালা [ডিস্পেন্সারি] হইতে দেয়, সে ছযমাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবে।

।। **টীকা** ।।

১। **প্রারম্ভিক মন্তব্য:** বর্তমান ধারা এবং পূর্ববর্তী দুইটি ধারার মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে বর্তমান ধারামতে দোষীরূপে সাব্যস্ত করণের জন্য অপমিশ্রণ (adulteration) প্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক নহে কিন্তু পূর্ববর্তী ধারাদ্বয়ে অপমিশ্রণ প্রয়োজনীয় শর্ত। বর্তমান ধারা কেবল ভেষজের সহিত যুক্ত—খাদ্য বা পানীয়ের সহিত নহে।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঔষধ বা ডাক্তারি দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছেন/বিক্রয় করিতে চাহিয়াছেন/বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করিয়াছেন/ঔষধ বন্টন প্রতিষ্ঠান হইতে ঔষধ রূপে ব্যবহার করার জন্য অন্যাকে দিয়াছেন।

[২] প্রকৃত পক্ষে উহা যাহা তদপেক্ষা পৃথক ভেষজ বা ডাক্তারি উৎপাদন রূপে বিক্রয়

ধারা ২৭৭]
ইত্যাদি করা হইয়াছে।

[৩] বিক্রয় ইত্যাদি করার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।

৩। **প্রক্রিয়া** (Procedure): অপ্রগ্রাহ্য—-আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য—প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য।

২৭৭। **সার্বজনিক ঝর্ণা বা জলাশয়ের জল দূষিত করা** [Fouling water of public spring or reservoir]। যে কেহ স্বেচ্ছায় সাধারণের ব্যবহার্য কোন ঝর্ণা বা জলাশয়ের জলকে বিকৃত বা দূষিত করে যাহাতে উক্ত জল পূর্বে সাধারণত যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত সেইরূপ ব্যবহারের পক্ষে কম উপযুক্ত হয় তাহাকে তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদন্ড অথবা পাঁচশত টাকা অবধি জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের দন্ডে দন্ডিত করা হইবে।

।। **টীকা**।।

১। **প্রারম্ভিক মন্তব্য**। সার্বজনিক নির্ঝর [ঝরণা, প্র৺ বণ] অথবা জলাধার সর্বসাধারণের যৌথ সম্পত্তি এবং কেহ স্বতঃপ্রনোদিতভাবে নোংরা [ময়লা, দূষিত, ক্লেদপূর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, অপবিত্র] করিলে তিনি সর্বজনিক [পাঞ্চজনিক) ক্ষতিসাধক কর্ম করেন।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] নির্ঝর বা জলাধারটি সার্বজনিক।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহার জল দূষিত করিয়াছেন।

[৩] তিনি স্বতঃপ্রনোদিতভাবে [=স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে] ঐরূপ করিয়াছেন।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তির কার্যর ফলে ঐ জলের ব্যবহার করার উপযুক্ততা হ্রাস পাইয়াছে।

৩। **প্রক্রিয়া** (Procedure): অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য—প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৭৮। **বায়ুমন্ডলকে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর করা** [Making atmosphere noxious to health]। যে কেহ ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন স্থানের বায়ুমন্ডল এরূপে দূষিত করে যে সন্নিকটে বসবাসকারী বা কারবার পরিচালনকারী বা সার্বজনিক পথ দিয়া যাতায়াতকারী মানুষজনের স্বাস্থের পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হয় (তবে) সে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

।। **টীকা**।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি আবহাওয়া দূষিত করাইয়াছেন।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

[৩] এইরূপ দূষিত করণ স্বাস্থ্যর পক্ষে ক্ষতিকর।

[৪] ঐ স্থানের সন্নিকটে যাঁহারা বাসবাস করেন অথবা ব্যবসায় পরিচালনা করেন অথবা ঐ স্থানের মধ্যবর্তী/সন্নিকটবর্তী রাজপথ/সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পথ দিয়া যাঁহারা যাতায়াত করেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যর পক্ষে উহা ক্ষতিকর।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: ''পগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র — জামিনযোগ্য — প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য — সংক্ষেপে বিচাবযোগ্য — অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৭৯। **সর্বসাধারণের পথ দিয়া বেপরোয়াভাবে গাড়ী চালানো বা অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া যাওয়া** [Rash driving or riding on a public way] । যে কেহ যে কোন সার্বজনিক রাস্তায় এত বেপরোয়া বা অসর্তকভাবে গাড়ী চালায় বা অশ্বারোহনে যায় যে তাহা মনুষ্যজীবনের পক্ষে সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়ায়, কিংবা তাহা অন্যকোন ব্যক্তিকে জখম বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে, সে ছয়মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে কিংবা একহাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হইবে।

।। টীকা।।

১। **দুর্ঘটনাহেতু শিশুর মৃত্যু।** রাজ্য সড়ক পথে (জাতীয় সড়ক নহে) মালভর্তি ট্রাক বেপরোয়া ভাবে ও অযত্ন সহকারে চালোনো হইয়াছে এবং ঐরূপ কার্য দ্বারা একটি শিশুর মৃত্যু ঘটানো হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ আনীত হইয়াছে। সাক্ষীগণ যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য এরূপ মনে করা যায় না। চালক তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে তিনি হর্ন বাজানোয় ভীত হইয়া বালকটি হঠাৎ রাস্তা পার হইতে চেষ্টিত হয় এবং চালক উহা দেখিতে পান নাই। চালকের এই সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য। রায়: ঘটনাটি একটি দুর্ঘটনা ভিন্ন আর কিছু নয়, গাড়ির চালক বেপরোয়াভাবে বা অযত্ন সহকারে গাড়ি চালাইয়াছেন এরূপ বলা যায় না, সুতরাং ৩০৪-ক ধারামতে তাঁহাকে যে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে তাহা বাতিল করা হইল [গুরচরন সিং ব. স্টেট্ অব্ হিমাচল প্রদেশ, 1919 Cri. L. J. 771]।

।। টীকা।।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence)**: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি গাড়ি চালাইতেছিলেন/ অশ্বারোহনে যাইতেছিলেন।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি যে পথ দিয়া গাড়ি চালাইয়া/ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন তাহা ছিল পাব্ধজনিক পথ।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি গাড়ি চালাইতে ছিলেন/ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন বেপরোয়া ভাবে/ দুঃসাহসিকতা সহকারে/ অসতর্কভাবে/ অবহেলা সহকারে/ অমনোযোগী হইয়া।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি গাড়ি চালানোর/ অশ্বারোহনের প্রকৃতি এরূপ ছিল যে, তাহা মানুষের জীবনকে বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল/ তাহা ক্ষতিসংসাধন করিতে পারিত।

৩। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র — জামিনযোগ্য — প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য — সংক্ষেপে বিচারযোগ্য — অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

ধারা ২৮৩]

২৮০। বেপরোয়াভাবে জলযান চালানো [Rash navigation of vessel] । যে কেহ এত বেপরোয়া বা অসতর্কভাবে জলযান চালায় যে তাহা মনুষ্যজীবনের পক্ষে সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়ায়, কিংবা তাহা অন্য কোন ব্যক্তিকে জখম বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে সে ছয়মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে, কিংবা একহাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে—

[১] একটি জলযান চালনা করা হইতেছিল।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা চালাইতেছিলেন।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিতেছিলেন বেপরোয়া ভাবে অথবা অসতর্ক ভাবে।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি এরূপভাবে উহা চালাইতে ছিলেন যে তদ্দ্বারা মানুষের জীবনের বিপদ ঘটিতে পারিত অথবা ক্ষতি সংসাধন করিতে পারিত।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র — জামিনযোগ্য — যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য — সংক্ষেপে বিচারযোগ্য — অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৮১। মিথ্যা আলো, নিশানা বা বয়া প্রদর্শন [Exhibition of false light, mark or buoy]। যে কেহ মিথ্যা আলো, নিশানা বা বয়া প্রদর্শন করে এই অভিপ্রায়ে, বা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে, এইরূপ প্রদর্শন জলযানচালককে [নৌচালককে, নাবিককে] বিপথে চালিত করিবে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে অথবা অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ **টীকা** ॥

১। **প্রারম্ভিক মন্তব্য**। কোন জলযান চালককে [নাবিককে] বিপথে চালিত করানোর/ ভুল করানোর উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আলোক, ভ্রমাত্মক নিশানা বা বিভ্রান্তিকর বয়া (জাহাজের পথনির্দেশার্থ নঙ্গর-বাঁধা ভাসন্ত কুম্ভাকৃতি বস্তু বিশেষ) প্রদর্শন করা হইলে ঐরূপ কার্য এই ধারার অধীনে দন্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু কাজটি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে করা না হয় এবং অসতর্কতা বা অবহেলার দরুন যদি ঐ প্রকার ঘটনা ঘটিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে এই ধারা অপ্রযোজ্য।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্নাধীন আলোকবর্তিকা, নিশানা বা বয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

[২] ঐরূপ আলোকবর্তিকা, নিশানা বা বয়া ছিল মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছিলেন এই অভিপ্রায়ে যে এইরূপ মিথ্যাচারিতা যে কোন নাবিককে বিপথে চালিত করিবে/ অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছিলেন ইহা সম্যক অবগত থাকিয়া যে তাঁহার ঐরূপ কার্য যে কোন নাবিককে বিপথগামী করিবে।

৩। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণ পত্র — জমিনযোগ্য — প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ, আদালতের নাম ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করুন] এতদ্দ্বারা (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম)......তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে......স্থানে মিথ্যা আলোক প্রদর্শন করিয়াছিলেন/ মিথ্যা নিশানা বা বয়া দেখাইয়াছিলেন এই অভিপ্রায়ে যে আপনার কার্যদ্বারা যে কোন নাবিক বিপথগামী হইবেন, এবং এইরূপ কর্ম সম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৮১ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণীয়।

এবং আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

২৮২। **বিপদজনক বা অত্যাধিক বোঝাই করা জলযানে জলপথে ভাড়ায় ব্যক্তি বহন** [Conveying person by water for hire in unsafe or overloaded vessel]। যে কেহ জ্ঞানতঃ কিংবা অবহেলাভরে জলপথে যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন জলযানে ভাড়ায় বহন করে বা বহন করায়, যখন ঐ জলযানের অবস্থা এরূপ যে কিংবা উহা এত অত্যাধিক বোঝাই করা যে সেই ব্যক্তির জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়, সে ছয়মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে অথবা একহাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

।। টীকা ।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি ভাড়ার বিনিময়ে জনৈক ব্যক্তিকে বহন করিয়াছিলেন/ করাইয়াছিলেন।

[২] কথিত ব্যক্তিকে বহন করা হইয়াছিল জলযানে।

[৩] ঐ জলযান ঐ সময়ে যে অবস্থায় ছিল/ যেরূপ ভারযুক্ত ছিল যে উহা কথিত ব্যক্তির জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল।

[৪] কথিত ব্যক্তিকে ঐভাবে বহন করার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি অসতর্কতা সহকারে/ অবহেলা ভরে অথবা জানিয়া-শুনিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র— জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য— সংক্ষেপে বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৮৩। **সার্বজনিক স্থলপথ অথবা জলপথে বিপদ বা বাধা** [Danger or obstruction in public way or line of navigation] । যে কেহ কোন কার্য করিয়া অথবা তাহার রক্ষনাবেক্ষনের অধীন কিংবা দখলভুক্ত কোন সম্পত্তি সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া সাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থলপথে বা জলপথে কোন ব্যক্তির বিপদ, বাধা বা ক্ষতির সৃষ্টি করে সে দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

ধারা ২৮৪]

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্নাধীন বিপদ, প্রতিবন্ধকতা বা ক্ষতি ঘটাইয়াছেন।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কার্য করিয়া অথবা তাঁহার রক্ষনাবেক্ষনের অধীন কিংবা দখলভুক্ত কোন সম্পত্তি সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া সার্বজনিক স্থলপথে/জলপথে কোন ব্যক্তির বিপদ, বাধা বা ক্ষতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure): প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র— জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— সংক্ষেপে বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৮৪। **বিষাক্ত দ্রব্যসম্বন্ধে অবহেলাপূর্ণ আচরণ** [Negligent conduct with respect to poisonous substance]। যে কেহ কোন বিষাক্ত দ্রব্য লইয়া এরূপ কার্য করে যাহা এত হঠকারী [বেপরোয়া, দুঃসাহসী] বা অবহেলাপূর্ণ যে তদ্বারা মনুষ্যজীবন সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে, কিংবা যাহা যে কোন ব্যক্তিকে জখম বা ক্ষতিগ্রস্থ করিতে পারে, কিংবা জ্ঞানতঃ বা অবহেলাভরে তাহার দখলে থাকা বিষাক্ত দ্রব্য সম্পর্কে এরূপ ব্যবস্থা লওয়া হইতে বিরত থাকে যাহা এইরূপ বিষাক্ত দ্রব্য হইতে মনুষ্যজীবনের সম্ভাব্য বিপদ হওয়াকে ঠেকাইয়া রাখিবার ব্যাপারে যথেষ্ট,

সে ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে, অথবা একহাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] প্রশ্নাধীন দ্রব্যটি বিষাক্ত ছিল এবং উহা গ্রহণ করিলে তাহা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক হইত অথবা বেদনাদায়ক বা ক্ষতিসাধক হইত।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা লইয়া এমন কার্য করিয়াছিলেন যাহা মানুষের জীবনকে বিপদগ্রস্থ বা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল অথবা যাহা মনুষ্য জীবনকে বিপদগ্রস্থ বা বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারিত অথবা করিতে পারিত বেদনাদায়ক বা ক্ষতিসাধক।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছিলেন বেপরোয়া ভাবে [হঠকারিতা সহকারে, দুঃসাহসিকতা সহকারে] এবং অবহেলা ভরে।

কিংবা

[১] প্রমাণ করিবার পর, প্রমাণ করুন যে—

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কথিত বিষাক্ত দ্রব্য ছিল।

[৩] উহা হইতে মানুষের জীবনের যে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল তাহার বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তি যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতে বিরত ছিলেন।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তির এইরূপ কার্য ছিল অবহেলাভিত্তিক/ অভিযুক্ত ব্যক্তি কথিতরূপ সম্ভাব্য বিপদের কথা জানিয়া-শুনিয়া ঐ ভাবে উপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতে বিরত ছিলেন।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র— জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— সংক্ষেপে বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৮৫। অগ্নি কিংবা সহজদাহ্য বস্তু সম্পর্কে অবহেলাপূর্ণ আচরণ [Negligent conduct with respect to fire or combustable matter]। যে কেহ, অগ্নি বা সহজদাহ্য বস্তু লইয়া এরূপ কার্য করে যাহা এত হঠকারী [বেপরোয়া, দুঃসাহসী] বা অবহেলাপূর্ণ যে তদ্বারা মনুষ্যজীবন সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে কিংবা যাহা যে কোন ব্যক্তিকে জখম বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে, কিংবা জ্ঞানতঃ বা অবহেলাভরে তাহার দখলে থাকা অগ্নি বা সহজ দাহ্য বস্তু সম্পর্কে এরূপ ব্যবস্থা লওযা হইতে বিরত থাকে যাহা এইরূপ অগ্নি বা সহজদাহ্য বস্তু হইতে মানুষ্য জীবনের সম্ভাব্য বিপদ হওয়াকে ঠেকাইয়া রাখিবার ব্যাপারে যথেষ্ট,

সে ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence)**: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি এরূপ কার্য করিয়াছেন যাহা জীবনকে বিপন্ন করিয়াছে অথবা জীবনকে বিপন্ন করিতে পারিত অথবা যাহার ক্ষতি সংসাধন করার সম্ভাবনা ছিল।

[২] এইরূপ কার্য সংসাধন করা হইয়াছিল অগ্নি অথবা দাহ্যবস্তু লইয়া।

[৩] ঐরূপ কার্য সংসাধিত হইযাছিল বেপরোযাভাবে অথবা অবহেলা সহকারে।

কিংবা

প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট অগ্নি বা কোন দাহ্যবস্তু ছিল।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি, উহা হইতে মনুষ্য জীবনের ক্ষেত্রে যে বিপদ আসিবার সম্ভাবনা ছিল তাহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা লওয়া হইতে বিরত ছিলেন।

[৩] এইরূপ বিরতি ছিল অবহেলাভিত্তিক এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ বিরতির সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র— জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— সংক্ষেপে বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওযার অযোগ্য।

২৮৬। বিস্ফোরক দ্রব্য সম্বন্ধে অবহেলাপূর্ণ আচারণ [Negligent conduct with respect to explosive substance]। যে কেহ কোন বিস্ফোরক দ্রব্য লইয়া এরূপ কার্য করে যাহা এত হঠকারী [বেপরোয়া, দুঃসাহসী] বা অবহেলাপূর্ণ যে তদ্বারা মনুষ্যজীবন সঙ্কটাপন্ন

হইতে পারে কিংবা যাহা যে কোন ব্যক্তিকে জখম বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে, কিংবা জ্ঞানতঃ বা অবহেলভরে তাহার দখলে থাকা বিস্ফোরক দ্রব্য সম্পর্কে এরূপ ব্যবস্থা লওয়া হইতে বিরত থাকে যাহা ঐরূপ বিস্ফোরক দ্রব্য হইতে মনুষ্য জীবনের সম্ভাব্য বিপদ হওয়াকে ঠেকাইয়া রাখিবার ব্যাপারে যথেষ্ট, সে ছয়মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে, বা একহাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবে।

।। টীকা ।।

১। **প্রারম্ভিক মন্তব্য:** বর্তমান ধারাটি পূর্ববর্তী ধারারই অনুরূপ, পার্থক্য কেবল এই যে পূর্ববর্তী ধারার প্রধান বিষয়বস্তু যেখানে অগ্নি অথবা দাহ্য পদার্থ, সেখানে বর্তমান ধারাটি হইল বিস্ফোরক পদার্থ সংক্রান্ত। 'বিস্ফোরক পদার্থ'-র সংখ্যা বর্তমান ধারায় বিধৃত নাই, উহা পাওয়া যাইবে ১৮৮৪-এর বিস্ফোরক আইনে, এবং ১৯০৮-এর বিস্ফোরক পদার্থ আইনে।

বন্দুক, রাইফেল বা রিভলভার, 'বিস্ফোরক পদার্থ' কিনা তদ্বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। জনৈক সহকারী কালেক্টর তাঁহার গুলিভর্তি ছয়ঘরা রিভলভার রেলওয়ে প্লাটফর্মের উপর তাঁহার অফিসের একটি বাক্সর উপর রাখিয়া পোষাক-পরিচ্ছেদ পাল্টাইবার জন্য স্টেশন মাষ্টারের ঘরে প্রবেশ করিলে তাঁহার পিয়োন উহা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে থাকে। তখন উহা হইতে একটি গুলি বাহির হইয়া গিয়া নিকটে দন্ডায়মান একজন পুলিশ কনেষ্টবলকে আঘাত করিলে তিনি আহত হন। আদালত এই রায় দেন যে উক্ত পিয়োনকে ২৮৬ ধারামতে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, কারণ, রিভলভার বিস্ফোরক পদার্থ নহে। তবে তিনি বেপরোয়াভাবে বা অবহেলা সহকারে কার্য করিয়াছেন এইরূপ প্রমাণ থাকিলে ৩৩৭ ধারামতে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইত। [(1886), I. Weir 235]। এলাহাবাদের একটি মামলায় এই অভিমত দৃঢ়ীকৃত হয় [ILR 28 All 461] । কিন্তু বম্বের একটি মকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি বন্দুক হইতে একটি ক্ষুদ্রাকার বাড়ির সংকীর্ণ পথের মধ্যে গুলি ছুঁড়িলে যে মকদ্দমার উদ্ভব হয় তাহাতে বলা হয় যে ঐ ক্ষেত্রে ২৮৬ ধারা প্রযোজ্য হইবে [AIR 1994 Bom 29:49 Cr. L. J. 583]। মাদ্রাজের একটি মকদ্দমায় [ILR 8 Mad 421] বন্দুককে বিস্ফোরক দ্রব্য বলিয়া ধারা হয়।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): ২৮৫ ধারার ক্ষেত্রে যাহা যাহা প্রমাণ করিতে হইয়াছে, এখানেও তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে, পার্থক্য শুধু এই যে, অগ্নি বা দাহ্যবস্তুর বদলে বিস্ফোরক পদার্থ হইবে এই ধারার অধীন অপরাধের বিষয়বস্তু।

৩। **প্রক্রিয়া** (Procedure): প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য—যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৮৭। **যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে অবহেলাপূর্ণ আচরণ** [Negligent conduct with respect to machinery]। যে কেহ কোন যন্ত্রপাতি লইয়া এরূপ কার্য করে যাহা এত হঠকারী [বেপরোয়া,

দুঃসাহসী] বা অবহেলাপূর্ণ যে তদ্বারা মনুষ্যজীবন সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে, কিংবা যাহা যে কোন ব্যক্তিকে জখম বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে, কিংবা জ্ঞানতঃ বা অবহেলাভরে তাহার দখলে যত্নাধীনে থাকা যন্ত্রপাতি সম্পর্কে এরূপ ব্যবস্থা লওয়া হইতে বিরত থাকে যাহা ঐরূপ যন্ত্রপাতি হইতে মনুষ্যজীবনের সম্ভাব্য বিপদ হওয়াকে ঠেকাইয়া রাখিবার ব্যাপারে যথেষ্ট,

সে ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে অথবা একহাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ (Proof)**: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কার্য সম্পাদন করিয়াছেন মেশিনসমূহ (যন্ত্রপাতিসমূহ) লইয়া।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ কার্য করিয়াছেন বেপরোয়া ভাবে/ অবহেলা সহকারে।

[৩] যে কার্য বিষয়ে নালিশ করা হইয়াছে তাহা মানুষের জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিল/ অন্যকোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করিতে পরিত।

কিংবা

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে কিছু মেশিন ছিল।

[২] ঐরূপ মেশিনসমূহ হইতে মনুষ্যজীবনের ক্ষেত্রে যে বিপদের আগমন সম্ভবনা ছিল তাহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা বা সাবধানতামূলক ব্যবস্থা লওয়া হইতে তিনি বিরত ছিলেন।

[৩] এইরূপ বিরতি ছিল অবহেলাভিত্তিক/ অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অবহিত থাকিয়া কথিতরূপ কর্তব্যসম্পাদন হইতে বিরত ছিলেন।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র— জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— সংক্ষেপে বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৮৮। **বাড়ি ভাঙিয়া ফেলা কিংবা বাড়ির সংস্কার করা সম্বন্ধে অবহেলাপূর্ণ আচরণ [Negligent conduct with respect to pulling down or repairing buildings]**। যে কেহ, কোন বাড়ি ভাঙিয়া ফেলিতে গিয়া কিংবা উহার সংস্কার করিতে গিয়া জানিয়া-শুনিয়া বা অবহেলাভরে ঐ বাড়ির ব্যাপারে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকে যাহা ঐ বাড়ির বা উহার যে কোন অংশের পড়িয়া যাওয়া হইতে মনুষ্য জীবনের সম্ভাব্য কোন বিপদের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে যথেষ্ট, সে ছয়মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে অথবা একহাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রশস্ততা ও প্রযোজ্যতা**। বাড়ি ভাঙিয়া ফেলা বা বাড়ির মেরামত করা বা জীর্ণ সংস্কার

সাধন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অবহেলাপূর্ণ আচরণ করা হইলে তন্নিমিত্ত দন্ডদানের ব্যবস্থা বর্তমান ধারায় করা হইয়াছে। বাড়ি ভাঙিয়া ফেলার বা বাড়ির জীর্ণ সংস্কারসাধন করার সময়ে কোন ক্ষতি সংসাধিত হইলে বর্তমান ধারা আকৃষ্ট হয়। ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিক কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ইষ্টকখন্ড দ্বারা কেহ আহত হইলে তন্নিমিত্ত উক্ত ঠিকাদার দোষী সাব্যস্ত হইবেন না [72 Bom, L. R. 629 : 1970 MLJ 870]।

২। সাক্ষ্যপ্রমাণ (Proof) :প্রমাণ করুন যে——

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি বাড়ি ভাঙিয়া ফেলিতে ছিলেন/ একটি বাড়ি মেরামত করিতেছিলেন।

[২] বাড়িটির বা বাড়িটির কোন অংশের পতন হইতে মানুষের জীবনের যে ক্ষতি হইতে পারে তাহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতামূলক বা সাবধানতামূলক ব্যবস্থা অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রহণ করেন নাই।

[৩] অবহেলাভরে/ সম্ভাব্য বিপদ বিষয়ে অবহিত থাকিয়াও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিয়াছেন।

৩। **অভিযোগ** (Charge): আমি [অগ্রাধিকারিকের নাম, পদ ও আদালতের নাম এখানে উল্লেখ করুন] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

যে আপনি..........তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.......স্থানে অবস্থিত একটি [বাড়িটির বিবরণ দিন] বাড়ি ভাঙিয়া ফেলার সময়/ মেরামত করার সময় অবহেলাভরে/ জানিয়া-শুনিয়া এরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়াছেন যাহা, বাড়িটির বা তাহার কোন অংশের পড়িয়া যাওয়া হইতে উদ্‌ভূত মনুষ্যজীবনের পক্ষে বিপজ্জনক সম্ভাব্য ঘটনাকে প্রতিহত করার পক্ষে যথেষ্ট হইত। এবং এইভাবে আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৮৮ ধারামতে দন্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার বিচার হউক।

২৮৯। **জন্তু সম্পর্কে অসতর্কতা** [Negligent conduct with respect to animal]। যে কেহ সজ্ঞানে কিংবা অসতর্কভাবে তাহার দখলভুক্ত কোন জন্তু সম্পর্কে এরূপ ব্যবস্থা না করে যাহা মনুষ্য জীবনের কোন সম্ভাব্য বিপদ কিংবা সম্ভাব্য গুরুতর জখমের বিপদ নিবারণ করার পক্ষে যথেষ্ট, তবে তাহাকে ছয় মাস পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদন্ডে অথবা একহাজার টাকা অবধি জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের দন্ডে দন্ডিত করা হইবে।

।। টীকা ।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence) : প্রমাণ করুন যে-—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্নাধীন পশুটির মালিক।

[২] ঐ পশু যাহাতে মানুষের জীবন বিপন্ন না করিতে পারে বা কোন যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতি বা উৎপীড়ন না করিতে পারে তন্নিমিত্ত যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় ছিল অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

[৩] অবহেলা ভরে/ সম্ভাব্য বিপদ বিষয়ে অবহিত থাকিয়াও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ উপযুক্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিয়াছেন।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র— জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— সংক্ষেপে বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৯০। অন্যভাবে যেরূপ ক্ষেত্রে বিধান দেওয়া হয় নাই সেইরূপ ক্ষেত্রে লোক-কন্টকের দন্ড [Punishment for public nuisance in cases not otherwise provided for]। যে কেহ এই সংহিতার অন্য কোন ধারামতে দন্ডযোগ্য নয় এইরূপ কোন সাধারণের উপদ্রব [লোক-কন্টক] সৃষ্টি করিবে তাহাকে দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত করা যাইবে।

॥ টীকা ॥

১। **লোক-কন্টক [Public nuisance]**। লোক-কন্টকের সংজ্ঞা ২৬৮ ধারায় বিধৃত আছে।

১। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র— জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— সংক্ষিপ্ত বিচার— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৯১। বন্ধের আদেশ দিবার পর উপদ্রব [জঘন্য কর্ম] চালাইয়া যাওয়া [Continuance of nuisance after injunction to discontinue]। যে কেহ, যে রাজভৃত্যের বিধিসম্মত প্রাধিকার আছে উপদ্রবের পুনরাবৃত্তি [পুনর্বৃত্তি] না চালাইয়া যাওয়া বন্ধ করিতে নিষেধাজ্ঞা দিবার, সেই রাজভৃত্য কর্তৃক ঐরূপ নিষেধাজ্ঞা দিবার পর, ঐরূপ লোক-কন্টকের পুনরাবৃত্তি করে কিংবা চালাইয়া যায়, সে ছয়মাস পর্যন্ত অশ্রম কারাদন্ডে অথবা অর্থদন্ডে অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার—সংক্ষিপ্ত বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৯২। অশ্লীল পুস্তক ইত্যাদি বিক্রয়, প্রভৃতি [Sale etc. of obscene books, etc.] যে কেহ—

(ক) কোন অশ্লীল পুস্তক, আবাঁধা পুস্তিকা, কাগজ, ছবি, মিলিত স্ত্রী পুরুষের প্রতিরূপ বা মূর্তি অথবা অন্য যে কোন অশ্লীলবস্তু বিক্রয় করে, ভাড়া দেয়, বন্টন করে, প্রকাশ্যে প্রদর্শন করে অথবা যে কোন প্রকারে প্রচার করে, অথবা বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া, বন্টন, প্রকাশ্য প্রদর্শন বা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে উহা তৈয়ার করে, উৎপাদন করে অথবা নিজ দখলে রাখে, অথবা,

ধারা ২৯৩]

(খ) উপরি-লিখিত যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন অশ্লীল বস্তু আমদানি করে, রফতানি করে বা বহন করে, অথবা ইহা জানিয়া অথবা এইরূপ বিশ্বাস করিবার হেতু থাকা সত্ত্বেও যে ঐরূপ বস্তু বিক্রীত হইবে, ভাড়া দেওয়া হইবে, বন্টিত হইবে অথবা প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হইবে অথবা যে কোন প্রকারে প্রচারিত হইবে, অথবা,

(গ) যে কোন ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করে অথবা উহা হইতে লাভ গ্রহণ করে যে কর্মের ভিতর দিয়া সে জানে অথবা তাহার জানার কারণ থাকে যে ঐরূপ অশ্লীল বস্তুগুলি উপরে কথিত উদ্দেশ্যসমূহের যে কোন উদ্দেশ্যে, তৈয়ারী করা, উৎপাদিত, ক্রীত, রক্ষিত, আমদানি কৃত, রফতানি কৃত, বাহিত, প্রকাশ্যে প্রদর্শিত অথবা যে কোন প্রকারে প্রচারিত হইবে, অথবা,

(ঘ) বিজ্ঞাপিত করে বা যে কোন পদ্ধতিতে জানায় যে, যে কোন ব্যক্তি এরূপ যে কোন কার্যে নিযুক্ত আছে বা নিযুক্ত হইতে প্রস্তুত আছে যাহা এই ধারামতে অপরাধ, অথবা যে, কোন ব্যক্তির নিকট হইতে বা মাধ্যমে ঐরূপ অশ্লীল বস্তু সংগ্রহ করা যাইবে, অথবা,

(ঙ) এই ধারার অধীনে যাহা অপরাধ এইরূপ কার্য করিবার প্রস্তাব দেয় অথবা ঐরূপ কার্য সম্পাদনে প্রয়াসী হয়,

সে তিন মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাতিক্রম

প্রকৃত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে রক্ষিত বা ব্যবহৃত যে কোন পুস্তক, আবাঁধা পুস্তিকা, লিখন, ছবি অথবা বর্ণলেপন-এর ক্ষেত্রে অথবা যে কোন মন্দিরগাত্রে বা উহার অভ্যন্তরে অথবা প্রতিমা বহনার্থ ব্যবহৃত যানের গাত্রে খোদাই করা, মিনা করা, বর্ণলেপিত বা অন্যভাবে প্রদর্শিত যে কোন প্রতিরূপ-এর, অথবা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে রক্ষিত বা ব্যবহৃত যে কোন প্রতিরূপ-এর ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য নহে।

১। **প্রক্রিয়া** (Procedure): প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহনপত্র— জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২। **অশ্লীলতার প্রোৎসাহন**। ব্লু ফিল্ম প্রদর্শিত হইয়াছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা দেখিয়াছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে সে উহা প্রদর্শন করাই নাই কিংবা উহার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে নাই। এইরূপ পরিস্থিতিতে তাহাকে প্রোৎসাহক [অপোৎসাহক: abettor] বলা যায় না [ডঃ বি. রোজাইয়া ব. স্টেট্ অব্ অন্ধ্রপ্রদেশ, 1991 Cri L.J. 189]

২৯৩। **অল্পবয়স্ক ব্যক্তির নিকট অশ্লীল দ্রব্যর বিক্রয়, প্রভৃতি** [Sale, etc., of obscene objects to young person]। যে কেহ পূর্ববর্তী ধারায় যে প্রকার উল্লেখিত হইয়াছে সেই প্রকার অশ্লীল বস্তু কুড়ি বৎসরের কম বয়সের যে কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে, ভাড়া দেয়, বন্টন করে, প্রদর্শন করে অথবা প্রচার করে অথবা ঐরূপ করার ব্যাপারে প্রস্তাব

দেয় অথবা ঐরূপ করিতে চেষ্টিত হয়, সে ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] বইখানি/ [বস্তুর নাম উল্লেখ করুন] অশ্লীল বা নোংরা ধরণের।

[২] যে ব্যক্তির নিকট উহা বিক্রীত হয়/.......হয়/ বিক্রয়ার্থ উপস্থাপন করা হয়/ বিক্রয় করার জন্য চেষ্টা করা হয় সেই ব্যক্তির বয়স কুড়ি বৎসরের নিম্নে।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure): প্রগ্রাহ্য— প্রগ্রহনপত্র— জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩। **নষ্ট করিয়া ফেলার ক্ষমতা**। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষীরূপে সাব্যস্ত হইলে আদালত সংশ্লিষ্ট জিনিষের সকল কপি বিনষ্ট করিয়া ফেলার আদেশ দিতে পারেন- *দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৫৫ ধারা দ্রঃ*।

১৯৪। **অশ্লীল কার্য ও সঙ্গীত** [Obscene acts and songs]। যে ব্যক্তি অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া—

(ক) কোন প্রকাশ্য স্থানে কোন অশ্লীল কার্য সম্পাদন করে, কিংবা

(খ) কোন সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অথবা তাহার নিকটে কোন অশ্লীল গান গায়, অশ্লীল কবিতা আবৃত্তি করে বা কোন অশ্লীল কথার উচ্চারণ করে,

তাহাকে তিনমাস পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ডে অথবা জরিমানায় অথবা উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

॥ টীকা॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনকিছু করিয়াছেন/ অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অশ্লীল গান গাহিয়াছেন/ অশ্লীল গাথাসঙ্গীত গাহিয়াছেন/ অশ্লীল শব্দসমূহ উচ্চারণ করিয়াছেন।

[২] সর্বসাধারণের ব্যবহার্যস্থানে বা ঐরূপ স্থানসন্নিকটে ঐকার্য সম্পাদিত হইয়াছে।

[৩] কার্যটি অশ্লীল প্রকৃতির।

[৪] ঐ কার্যের সম্পাদনের ফলে অন্যদের বিরক্তি উৎপাদিত হইয়াছে।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure): প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র— জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য— সংক্ষেপে বিচার যোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৯৪ ক। **লটারি পরিচালন** [Keeping lottery office]। যে কেহ, রাজ্য লটারি বা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাধিকৃত লটারি ব্যতিরেকে যে কোন লটারি ড্র করিবার উদ্দেশ্যে কোন কার্যালয় বা স্থান রক্ষা করে সে ছয়মাস পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা ২৯৫]

এবং যে কেহ এরূপ কোন লটারিতে কোন টিকেট, লট, সংখ্যা বা রাশি ড্র-করার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বা উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোন পরিস্থিতিতে বা আনুষঙ্গিকতায় যে কোন ব্যক্তির সুবিধা সৃষ্টির জন্য যে কোন অর্থ দিতে, অথবা যে কোন মাল অর্পণ করিতে, অথবা কোন কার্য সম্পাদন করিতে বা কোন কার্য সম্পাদন করা হইতে বিরত থাকিতে কোন প্রস্তাব প্রকাশ করে সে একহাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

।। টীকা ।।

১ সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence) : প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি কার্যালয় বা কার্যস্থান রাখিয়াছে।

[২] লটারি ড্র করিবার উদ্দেশ্যে ঐ কার্যালয় বা কার্যস্থান ব্যবহৃত হইত।

[৩] উক্ত লটারি রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাধিকৃত ছিল না।

ধারাটির দ্বিতীয় প্রকরণের প্রয়োজনে প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্নাধীন প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন।

[২] ঐ প্রস্তাবের প্রকৃতি ছিল এই ধরায় বর্ণিত পরিস্থিতিতে অর্থপ্রদান ইত্যাদি।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র— জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য— সংক্ষেপে বিচার যোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

পরিচ্ছেদ ১৫

ধর্মসম্বন্ধীয় অপরাধ বিষয়ক

২৯৫। যে কোন শ্রেণীর ধর্মকে অপমান করার উদ্দেশ্যে ধর্মস্থান ক্ষতিগ্রস্ত বা দূষিত [নোংরা, বিকৃত, কলুষিত] করা (Injuring or defiling place of worship with intent to insult the religion of any class) ।- যে কেহ, কোন ধর্মস্থান অথবা কোন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ পবিত্র বলিয়া যাহাকে মনে করে এরূপ বস্তু ধ্বংস করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে বা দূষিত করে, ঐভাবে কোন শ্রেণীর মানুষের ধর্মকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যে অথবা ইহা জানিয়া যে কোন শ্রেণীর মানুষ ঐরূপ ধ্বংসসাধন, ক্ষতিগ্রস্তকরণ বা দূষিতকরণকে তাহাদের ধর্মের অপমান বলিয়া মনে করিতে পারে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence):** প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন পূজা-স্থান বা যেস্থানে কোন সামগ্রী রক্ষিত আছে এরূপ স্থান ধ্বংস করিয়াছেন [ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন, চূর্ণ করিয়াছেন, বিনষ্ট করিয়াছেন], ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন/ দূষিত [নোংরা, মলিন, বিকৃত, কলুষিত] করিয়াছেন।

[২] এক শ্রেণীর লোক উক্ত সামগ্রী যে স্থানে রক্ষিত আছে সেই স্থানকে পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করেন।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ শ্রেণীর মানুষের ধর্মের অমর্যাদা বা অপমান করার অভিপ্রায়ে ঐরূপ করিয়াছেন/অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিতেন যে এক শ্রেণীর মানুষ কথিতরূপ ধ্বংসসাধন, ক্ষতিসংসাধন বা দূষিত করণকে তাঁহাদের ধর্মের অপমান বলিয়া মনে করিতে পারেন।

২। **অভিযোগ (Charge):** আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও তাঁহার কার্যালয়ের বিবরণ এখানে উল্লেখ করিতে হইবে] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি ....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ...স্থানে অবস্থিত [কোন্ পূজাস্থল/উপাসনাস্থল তাহা এখানে উল্লেখ্য করুন] পূজাস্থল/উপাসনাস্থল/.....সামগ্রী, যাহা একশ্রেণীর মানুষ, যথা, ...পবিত্রস্থান/পবিত্র বলিয়া মনে করেন, ধ্বংস করিয়াছেন/ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন/ দূষিত করিয়াছেন তাঁহাদের ধর্মের অমর্যাদা করার অভিপ্রায়ে/ ইহা জানিয়া যে ঐরূপ ধ্বংসসাধন, ক্ষতিগ্রস্ত করণ বা দূষিত করণকে তাঁহাদের ধর্মের অবমাননা বলিয়া মনে করিতে পারেন, এবং যে, এইরূপ কর্ম সম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতা ২৯৫ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন, যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য। এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে উক্ত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

৩। **প্রক্রিয়া (Procedure):** প্রগ্রাহ্য— জামিনঅযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার যোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৯৫ ক। যে কোন শ্রেণীর ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাসকে অপমান করিয়া উক্ত শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিকে সাঙ্ঘাতিক আঘাত করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষপরায়ণ কার্য (Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs)। যে কেহ, ভারতের নাগরিকগণের কোন শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিকে সাঙ্ঘাতিক আঘাত করার স্বতঃস্ফূর্ত ও বিদ্বেষপরায়ন উদ্দেশ্যে কথিত বা লিখিত শব্দদ্বারা, অথবা ইঙ্গিতদ্বারা, অথবা দৃশ্য-প্রতীক দ্বারা অথবা অন্যভাবে, ঐ শ্রেণীর ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাসকে অপমান করে বা অপমান করিতে প্রয়াসী হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

।। টীকা।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): —প্রমাণ করুন যে [১] অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন শব্দসমূহ উচ্চারণ করিয়াছেন বা কহিয়াছেন কিংবা লিখিয়াছেন কিংবা কোন সঙ্কেত-চিহ্ন দেখাইয়াছেন বা দৃশ্য প্রতীক প্রতিরূপ বা প্রতিমূর্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

[২] ঐরূপ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি ভারতের একশ্রেণীর নাগরিকের ধর্ম বা বিশ্বাসকে অমর্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন, বা অমর্যাদা প্রদর্শন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছিলেন ঐ শ্রেণীর মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিবার উদ্দেশ্য দ্বারা ও অহিতেচ্ছা [পৈশুন্য] দ্বারা প্রণোদিত হইয়া [32 Cri, L.J 962]।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure): প্রগ্রাহ্য—জামিন অযোগ্য—প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৯৬। **ধর্মীয় সমাবেশকে বিরক্ত করা** (Disturbing religious assembly)। যে কেহ ধর্মীয় উপাসনা অথবা ধর্মীয় উৎসব-এর অনুষ্ঠানে বিধিসম্মতভাবে নিযুক্ত যে কোন সমাবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিরক্তি উৎপাদন করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

।। টীকা।।

১। **উপাদান** [Ingredients]: বর্তমান ধারার নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যক উপাদানসমূহ রহিয়াছে:

[১] উদ্দেশ্যমূলকভাবে [স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, স্বেচ্ছাচালিত হইয়া] গোলমাল করা [বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, উত্তেজনা সৃষ্টি করা, অশান্তি সৃষ্টি করা, বিক্ষোভ সৃষ্টি করা, বাধা দেওয়া]।

[২] ধর্মীয় ঈশ্বর-আরাধনায় বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিধিসম্মতভাবে নিযুক্ত/ ব্যাপৃত জনসমাবেশে ঐরূপ গোলমাল করা হইয়া থাকিতে হইবে।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন—

[১] প্রশ্নাধীন জনসমাবেশের বিদ্যমানতা।

[২] যে, অপরাধটি যখন সম্পাদিত হয়, তখন কথিত সমাবেশে ধর্মীয় পূজা বা আরাধনা ধর্মানুষ্ঠানে চলিতেছিল।

[৩] ঐ জনসমাবেশ ছিল আইনানুগ [বিধিসম্মত, বৈধ]।

[৪] জনসমাবেশ কথিতরূপ কার্যে নিরত থাকাকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ গোলমাল করেন।

[৫] অভিযুক্ত ব্যাক্তি ঐরূপ করিয়াছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে/ উদ্দেশ্যমূলকভাবে।

৩। **প্রক্রিয়া** (Procedure): প্রগ্রাহ্য—জামিনযোগ্য—যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪। **অভিযোগ (Charge)**. আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যাক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি ....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে .... স্থানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি জনসমাবেশে যথা ..... গোলমাল করিয়াছেন, যে সমাবেশ ঐ সময় ধর্মীয় পূজা, আরাধনায় নিযুক্ত ছিল/ ধর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিল এবং এইরূপ কর্ম সম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ডসংহিতার ২৯৬ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার বিচার হউক।

২৯৭। **কবর-স্থান ইত্যাদিতে অনধিকার প্রবেশ** [Trespassing on burial places, etc.]। যে কেহ, যে কোন ব্যক্তির অনুভূতিতে আঘাত প্রদানের উদ্দেশ্যে অথবা যে কোন ব্যাক্তির ধর্মকে অপমান করার উদ্দেশ্যে অথবা ইহা জানিয়া যে, উহাদ্বারা কোন ব্যক্তির অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, অথবা যে, উহাদ্বারা কোন ব্যক্তির ধর্ম অপমানিত হইতে পারে, ধর্মস্থানে অথবা সমাধিস্থানে অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত অথবা মৃতের দেহাবশেষ গচ্ছিত রাখার নিমিত্ত পৃথক করিয়া রাখা স্থানে অবৈধভাবে প্রবেশ করে অথবা মনুষের মৃতদেহে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধীয় উৎসব পালনের জন্য সমবেত হওয়া ব্যক্তিবর্গের বিরক্তি উৎপাদন করে।

সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

।। টীকা ।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence)**: প্রমাণ করুন যে--

[১] প্রশ্নাধীন স্থানটি (ক) একটি পূজা-অর্চনার স্থান অথবা [খ] মৃতদেহ সমাহিত করার স্থান/সমাধিস্থান/গোরস্থান বা কবরস্থান ইত্যাদি।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি সেখানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি এইরূপ করিয়াছেন এই অভিপ্রায় করিয়া যে ঐরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা তিনি কোন ব্যক্তির অনুভূতিকে আহত করিবেন অথবা কোন ব্যক্তির ধর্মের অমর্যাদা করিবেন, অথবা ইহা জানিয়া যে ঐরূপ কার্যের ফলে কোন ব্যক্তির অনুভূতি আহত হইতে পারে অথবা কোন ব্যক্তির ধর্মের অমর্যাদা হইতে পারে।

কিংবা

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রমাণ করুন—

[১] মানুষের মৃতদেহের বিদ্যমানতা।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহাকে অসম্মান [অমর্যাদা, অবজ্ঞা] প্রদর্শন করিয়াছেন।

[৩] [উপরের (৩) এর ন্যায় লিখুন]

কিংবা

প্রমাণ করুন যে—

[১] সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঐস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ।

[২] কথিত ব্যক্তিবর্গের উক্ত সমাবেশে অভিযুক্ত ব্যক্তি গোলমাল করিয়াছেন।

[৩] [উপরের (৩)-এর ন্যায় লিখুন]।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure):** প্রগ্রাহ্য—জামিনযোগ্য—যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২৯৮। ধর্মীয় অনুভূতিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করার উদ্দেশ্যে শব্দোচ্চারন, ইত্যাদি [Uttering words, etc with deliberate intent to wound religious feelings]। যে কেহ, কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তির শ্রুতির মধ্যে কোন শব্দ উচ্চারণ করে অথবা কোন শব্দসৃষ্টি করে অথবা সেই ব্যক্তির দৃষ্টির মধ্যে কোন অঙ্গভঙ্গী করে অথবা সেই ব্যক্তির দৃষ্টির মধ্যে কোন বস্তু উপস্থাপন করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

।। টীকা ।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence)।** প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছেন/অঙ্গভঙ্গি [ইশারা, ইচ্ছাজ্ঞাপক বা সাড়া জাগানোর জন্য ইশারা] করিয়াছেন, ইত্যাদি।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছেন কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করার অভিপ্রায়ে।

[৩] ঐরূপ অভিপ্রায় ছিল সুচিন্তিত, স্বেচ্ছাকৃত।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure):** অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য—যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩। **অভিযোগ (Charge):** আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি .... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে [ব্যক্তির নাম]- এর শ্রুতির মধ্যে .... কথাগুলি কহিয়াছেন/উচ্চারণ করিয়াছেন/একটি শব্দ যথা .... করিয়াছেন/দৃষ্টির মধ্যে অঙ্গভঙ্গি/ইশারা, যথা....করিয়াছেন/একটি দ্রব্য, যথা .... রাখিয়াছেন ঐরূপ ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করার সুচিন্তিত স্বইচ্ছাজাত অভিপ্রায়ে, এবং যে, ঐরূপ কার্য সম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ২৯৮ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

পরিচ্ছেদ ১৬

মনুষ্যদেহ সম্বন্ধীয় অপরাধ বিষয়ক

জীবনকে প্রভাবিত করে এরূপ অপরাধসমূহ বিষয়ক

২৯৯। **দোষাবহ নরহত্যা [Culpable homicide]**। যে কেহ, মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে অথবা মৃত্যু ঘটাইতে পারে এরূপ দৈহিক ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে অথবা তাহার কার্য মৃত্যু ঘটাইতে পারে এইরূপ জানিয়া কোন কার্য করিয়া মৃত্যু ঘটায়, সে দোষাবহ নরহত্যার অপরাধ সম্পাদন করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক একটি গর্তের উপর লাঠি এবং তৃনাবৃত মাটির চাপড়া স্থাপন করে ঐভাবে মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে অথবা ইহা জানিয়া যে ঐভাবে মৃত্যু সঙ্ঘটিত হইতে পারে। য, ভূমি শক্ত আছে মনে করিয়া উহার উপর পদার্পণ করে, পড়িয়া যায় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ক দোষাবহ নরহত্যার অপরাধ করিয়াছে।

(খ) ক জানে যে য ঝোপের অন্তরালে আছে। খ ইহা জানে না। ক, য-এর মৃত্যু ঘটাইবার জন্য অথবা ইহা জানিয়া যে তাহার কার্য য-এর মৃত্যু ঘটাইতে পারে, খ-কে প্ররোচিত করে ঝোপে গুলি করিতে, খ গুলি ছোড়ে ও য-কে হত্যা করে। এখানে খ কোন অপরাধে অপরাধী না হইতে পারে, কিন্তু ক দোষাবহ নরহত্যার অপরাধ করিয়াছে।

(গ) ক একটি মুরগি হত্যা করিয়া চুরি করিবার অভিপ্রায়ে গুলি করিয়া একটি ঝোপের অন্তরালে অবস্থানকারী খ-কে হত্যা করে, ক জানিত না যে সে ঐখানে ছিল। এখানে, যদিও ক একটি অবৈধ কার্য করিতেছিল, সে দোষবহ নরহত্যার অপরাধে অপরাধী ছিল না, যেহেতু খ-কে হত্যা করার ইচ্ছা তাহার ছিল না অথবা সে এরূপ কার্য করিয়া মৃত্যু ঘটায় নাই যাহা সে মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া জানিত।

ব্যাখ্যা ১।—কোন ব্যক্তি যদি অন্য এক ব্যক্তির দেহের ক্ষতি করে যে ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা, রোগ বা দৈহিক দুর্বলতার শিকার হইয়াছে এবং ঐভাবে যদি সে অন্য ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ত্বরান্বিত করে, সে তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে।

ব্যাখ্যা ২।—যেস্থলে দেহের ক্ষতি করিয়া মৃত্যু ঘটানো হয়, যে ব্যক্তি ঐরূপ দেহের ক্ষতি সংসাধন করে সে ঐ মৃত্যু ঘটাইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে, যদিও উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া এবং দক্ষতাপূর্ণ চিকিৎসা দ্বারা ঐ মৃত্যু প্রতিরোধ করা যাইত।

ব্যাখ্যা ৩।—মাতৃজঠরস্থিত শিশুর মৃত্যু ঘটানো নরহত্যা নহে। কিন্তু একটি জীবন্ত শিশুর মৃত্যু ঘটানোয় ইহা দোষাবহ নরহত্যা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, যদি ঐ শিশুর কোন অংশ মাতৃদেহের বাহিরে আনীত হইয়া থাকে যদিও শিশুটি শ্বাস গ্রহণ করে নাই অথবা শিশুটি সম্পূর্ণরূপে জন্ম লয় নাই।

ধারা ৩০০]

॥ টীকা ॥

মন্তব্য : বর্তমান ধারায় দোষাবহ নরহত্যার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে দোষাবহ নরহত্যা হইল (১) (ক) মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে মৃত্যু ঘটানো অথবা (খ) উদ্দেশ্যমূলকভাবে এইরূপ দৈহিক ক্ষতির সংসাধন যাহা মৃত্যু ঘটাইতে পারে (অর্থাৎ যাহার মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা আছে) অথবা (২) মৃত্যু ঘটানো, ইহা অবগত থাকিয়া যে, ঐরূপ কার্য মৃত্যু ঘটাইতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণে জ্ঞান ব্যতিরেকে অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যের উপর যেমন বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, তৃতীয় প্রকরণে তেমনি উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ছাড়া বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে জ্ঞান (knowledge) এর উপর।

৩০০। **খুন** [Murder]। অতঃপর বর্ণিত ক্ষেত্রগুলিবাদে দোষাবহ নরহত্যা হইবে খুন, যদি যে কার্যদ্বারা মৃত্যু ঘটানো হইয়াছে তাহা মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। অথবা—

দ্বিতীয়তঃ।—যদি ইহা করা হয় একপ দৈহিক ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে যাহা, যে ব্যক্তির ক্ষতি সংসাধিত হয় তাহার মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া অপরাধী জানিয়া থাকে। অথবা—

তৃতীয়তঃ।—যদি ইহা করা হয় যে কোন ব্যক্তির দৈহিক ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে এবং যে দৈহিক ক্ষতি করার অভিপ্রায় করা হয় তাহা যদি সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। অথবা—

চতুর্থতঃ।—যদি ঐ কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি জানে যে ইহা অবিলম্বে এতই বিপজ্জনক যে ইহা খুবই সম্ভব যে ইহা মৃত্যু ঘটাইবে, বা ইহা দেহকে এরূপে জখম করিবে যে মৃত্যু ঘটাইবার প্রবল সম্ভাবনা থাকিবে, এবং এরূপ কার্য সম্পাদন করে পূর্বোক্তরূপ মৃত্যু ঘটাইবার বা জখম করার ঝুঁকি লওয়ার কোন ওজর ছাড়াই।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক হত্যা করার উদ্দেশ্যে প কে গুলি করে। ফলে প মারা যায়। ক খুন করে।

(খ) প এরূপ রোগে ভুগিতেছে যে একটি ঘুষিতেই তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ইহা অবগত থাকিয়া ক তাহার দৈহিক ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে আঘাত করে। ঐ ঘুষি দেওয়ার ফলে প মারা যায়। ক খুন করার অপরাধে অপরাধী, যদিও সাধারণ প্রাকৃতিক ধারায় উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইতে ঐ ঘুষি যথেষ্ট না হইতে পারিত। কিন্তু যদি ক, দৈহিক ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে, প যে কোন রোগে ভুগিতেছে তাহা না জানিয়া তাহাকে এরূপ আঘাত দেয় যাহাতে সাধারণ প্রাকৃতিক ধারায় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে না, তাহা হইলে ক খুনের অপরাধে অপরাধী হইবে না, যদি সে মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় না করিয়া থাকে অথবা এরূপ দৈহিক ক্ষতি করার অভিপ্রায় না করিয়া থাকে যাহা সাধারণ প্রাকৃতিক ধারায় মৃত্যু ঘটায়।

(গ) ক ইচ্ছাকৃতভাবে প-কে তরবারি [খড়্গ] দ্বারা এরূপ আঘাত করে অথবা গদা [মুগুর, লাঠি] দ্বারা এরূপ আঘাত করে যাহা সাধারণ প্রাকৃতিক ধারায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত। ফলে প মারা যায়। এখানে, ক খুনের অপরাধে অপরাধী হইবে, যদি সে প-এর মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় করে নাই।

ধারা ৩০০]

(ঘ) ক বিনা ওজরে একদল লোকের উপর বারুদভর্তি কামান দাগে এবং উহাদের একজনকে হত্যা করে। ক খুনের অপরাধে অপরাধী হইবে, যদিও তাহার কোন বিশেষ ব্যক্তিকে হত্যা করার প্রাক্‌চিন্তিত পরিকল্পনা না-ও থাকিতে পারে।

ব্যতিক্রম ১। *কখন, দোষাবহ নরহত্যা খুন নহে।*

দোষাবহ নরহত্যা খুন নহে যদি অপরাধী গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনা [ক্রোধোদ্দীপন] দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তি হারাইয়া এরূপ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় যে ঐরূপ উত্তেজনাকর [ক্রোধোদ্দীপক] কার্য করিয়াছিল অথবা যদি অপরাধী ভুল করিয়া বা দুর্ঘটনাদ্বারা অন্য কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়।

উপরি-উক্ত ব্যতিক্রম নিম্নলিখিত অনুবিধিসাপেক্ষ হইবে :

প্রথমত:। যে, ঐ ক্রোধোদ্দীপন অপরাধী কর্তৃক সৃষ্টি করা বা স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে কৃত হয় না ব্যক্তিবিশেষকে হত্যা করার বা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি করার ওজর হিসাবে।

দ্বিতীয়ত:। যে, আইন মান্য করিয়া সম্পাদিত কোন কার্যদ্বারা রাজভৃত্যরূপে ন্যায়ানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ কালে, তদ্‌কর্তৃক ঐ ক্রোধোদ্দীপন সৃষ্টি করা হয় না।

তৃতীয়ত:। যে, ঐ ক্রোধোদ্দীপন সৃষ্টি করা হয় না এমন কিছু দ্বারা যাহা আত্মরক্ষার অধিকারের বিধিসম্মত প্রয়োগ-কালে কৃত হয়।

ব্যাখ্যা।—অপরাধটির খুন-এ পরিণত হওয়াকে বাধা দিবার ব্যাপারে ঐ ক্রোধোদ্দীপন যথেষ্ট গুরুতর ও আকস্মিক ছিল কিনা তাহা তথ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্ন।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, প দ্বারা প্রদত্ত ক্রোধোদ্দীপন দ্বারা তাড়িত আবেগের প্রভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে প-এর শিশুসন্তান ফ-কে হত্যা করে। ইহা খুন, যদিও ঐ শিশুসন্তান ক্রোধোদ্দীপন সৃষ্টি করে নাই, এবং ঐ শিশুর মৃত্যু, ঐ ক্রোধোদ্দীপন সঞ্জাত কার্য সম্পাদনকালে কোন দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্য দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই।

(খ) প ক-কে গুরুতররূপে ও আকস্মিক ভাবে ক্রোধোদ্দীপিত করে। এইরূপ ক্রোধোদ্দীপনের উপর ক প-কে লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলি ছোড়ে ফ-কে হত্যা করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে বা ঐ কার্যদ্বারা ফ নিহত হইতে পারে তাহা না জানিয়া ; ফ তাহার নিকটে, কিন্তু দৃষ্টিপথের বহির্দেশে ছিল। ক ফ-কে হত্যা করে। এখানে ক ফ-কে খুন করে নাই, করিয়াছে কেবল দোষাবহ নরহত্যা।

(গ) ক সাধ্যপাল প দ্বারা বিধিসম্মত ভাবে গ্রেপ্তার হয়। ক এই গ্রেপ্তারে আকস্মিক ও ভয়াবহ আবেগের দ্বারা উত্তেজিত হয় এবং প-কে হত্যা করে। ইহা খুন যেহেতু ঐ ক্রোধোদ্দীপন সৃষ্টি হইয়াছে এমন কিছু দ্বারা যাহা কোন রাজভৃত্য কর্তৃক তাহার ক্ষমতার প্রয়োগকালে কৃত হইয়াছে।

(ঘ) ক সাক্ষী হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেট প-এর সমক্ষে উপস্থিত হয়। প বলেন যে তিনি ক-এর সাক্ষ্যর এক বর্ণও বিশ্বাস করেন না, এবং যে ক মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়াছে। এই কথা শুনিয়া ক আকস্মিক আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়, এবং প-কে হত্যা করে। ইহা খুন।

ধারা ৩০০]

(ঙ) ক প-এর নাসিকা ধরিয়া টানিতে চেষ্টিত হয়। প, আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিয়া ক-কে ঐরূপ কার্য সম্পাদন করা হইতে বিরত করার জন্য তাহাকে ধরে। ইহার ফলে ক আকস্মিক ও ভয়াবহ আবেগ দ্বারা তাড়িত হয় এবং প-কে হত্যা করে। ইহা খুন, যেহেতু আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিতে গিয়া ঐ ক্রোধোদ্দীপন দেওয়া হইয়াছে।
(চ) প খ-কে আঘাত করে। খ এইরূপ ক্রোধোদ্দীপন দ্বারা দুর্বার রোষে রোষাবিষ্ট হয়। পার্শ্বে দন্ডায়মান জনৈক দর্শক ক, খ-এর দুর্বার ক্রোধের সুযোগ লইবার অভিপ্রায় করে এবং তদ্দ্বারা প-কে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে খ-এর হস্তে একটি ছুরিকা প্রদান করে। খ উক্ত ছুরিকা সাহায্যে প-কে হত্যা করে। এই স্থলে খ হয়ত দোষাবহ নর হত্যা করিয়াছে। কিন্তু ক হত্যাপরাধে অপরাধী।

ব্যতিক্রম ২। দোষাবহ নরহত্যা খুন নহে যদি অপরাধী, আত্মরক্ষার বা সম্পত্তি রক্ষার অধিকারের প্রয়োগে সরল বিশ্বাসে আইন কর্তৃক তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করে এবং যাহার বিরুদ্ধে সে ঐ রক্ষাধিকার প্রয়োগ করিতেছে সেই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান গভীর ভাবে বিবেচনা না করিয়া এবং ঐ রূপ রক্ষার জন্য যতটুকু ক্ষতি করা আবশ্যক তদপেক্ষা বেশী ক্ষতি করার কোন অভিপ্রায় ব্যতিরেকে।

প ক-কে ঘোড়ার চাবুক দিয়া মারিতে চেষ্টিত হয়, উহা এরূপ ধরণের নহে যাহা ক-কে গুরুতর ভাবে জখম করিতে পারে। ক একটি পিস্তল বাহির করে। প ঐরূপ অভ্যাঘাত করিতেই থাকে। ক নিজেকে ঘোড়ার চাবুক দ্বারা প্রহৃত হওয়া হইতে রক্ষা পাইবার অন্য কোন পন্থা নাই সরল বিশ্বাসে এইরূপ উপলব্ধি করিয়া গুলি করিয়া প-কে হত্যা করে। ক খুন করে নাই, করিয়াছে কেবল দোষাবহ নরহত্যা।

ব্যতিক্রম ৩। দোষাবহ নরহত্যা খুন নহে যদি অপরাধী, যিনি রাজভৃত্য অথবা সার্বজনিক ন্যায়পরতা প্রসারণ সাধনেরত কোনও রাজভৃত্যকে সাহায্যকারী, আইন কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করেন, এবং যে কার্যকে তিনি সরল বিশ্বাসে আইনানুগ বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং রাজভৃত্য রূপে যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনে করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন সেইরূপ কার্য করিয়া মৃত্যু ঘটান, যাহার মৃত্যু ঘটানো হইল তাহার বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ পোষন না করিয়া।

ব্যাতিক্রম ৪। দোষাবহ নরহত্যা খুন নহে যদি ঐ হত্যাকান্ড সংসাধিত হয় পূর্বে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা না করিয়া আকস্মিক ঝগড়ার পর আকস্মিক মারামারিতে আবেগ প্রবল তাড়নায় এবং যদি অপরাধী অসঙ্গত সুযোগ না লন বা যদি সে নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে কার্য না করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা ৫।—এইরূপ ক্ষেত্রগুলিতে কোন পক্ষ প্রথম ক্রোধোদ্দীপন করে বা প্রথম অভ্যাঘাত করে তাহা গুরুত্বপূর্ণ নহে।

ধারা ৩০০]

ব্যতিক্রম ৫। দোষাবহ নরহত্যা খুন নহে যখন যে ব্যক্তির হত্যা সংসাধিত হয় তাহার বয়স আঠারো বৎসরের ঊর্ধ্বে এবং সে তাহার নিজস্ব সম্মতিক্রমে মৃত্যুবরণ করে অথবা মৃত্যুর ঝুঁকি লয়।

ক, প্ররোচনা দ্বারা, স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে আঠারো বয়সের কমবয়স্ক ব্যক্তি ফ-এর আত্মহত্যা সংসাধন করায়। এখানে, ফ-এর বয়স কম হওয়ায় সে তাহার নিজের মৃত্যুতে সম্মতি দিতে অসমর্থ ছিল ; অতএব ক খুনের ব্যাপারে সাহায্যকারী হইয়াছে।

॥ **টীকা** ॥

১। **দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশে আঘাত।** অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন মৃত ব্যক্তির দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশে আঘাত করে, তখন এই প্রাক্-প্রত্যয় করা যায় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিত যে মৃত্যু-ই হইবে ঐরূপ আঘাতের অনিবার্য ফল [1977 Cri.L.J. 1131]।

২। **রক্তের দাগের অবিদ্যমানতা।** যেহেতু পোষাক পরিচ্ছদে রক্তের দাগ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, সেই কারণে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য বাতিল করা যায় না [AIR 1979 SC 1831]

৩। **অভিশংসন সাক্ষী।** অভিশংসন সাক্ষীগণের একজন প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইলে তাহার সাক্ষ্যর উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না (AIR 1978 SC 1096: 1978 Cri.L.J. 1089)।

৪। **ডাক্তারি সাক্ষ্য।** যেখানে ঘটনাটি পুরাপুরি প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাহা ডাক্তারি সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, সে অপরাধ প্রমাণিত [AIR 1978 SC 1084]।

৫। **দণ্ডহ্রাসের যৌক্তিকতা।** দুই ব্যক্তি মারামারি করিতেছে দেখিয়া মৃত ব্যক্তি তাহাতে হস্তক্ষেপ করে; এক ব্যক্তি লৌহদণ্ড লইয়া বিপুল শক্তিতে মৃতব্যক্তির মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করে। মৃতব্যক্তি ধরাশায়ী হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে দণ্ডহ্রাস করার আদৌ কোন প্রশ্ন উঠে না — বরং এইরূপ সর্বথা অযৌক্তিক [AIR 1978 SC 1082]। [প্রাসঙ্গিক অন্য ধারা -৩০৪]

৬। **অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তি।** সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইল বেআইনী সমাবেশ পরিলক্ষিত হইল। বলা হইল, অভিযুক্ত ব্যক্তি বাড়িতে আগুন লাগাইয়াছে যাহার ফলে বাড়িতে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের মৃত্যু হইয়াছে। নিকটবর্তী কোন বাড়ির কোন সাক্ষী পরিক্ষীত হন নাই। জনতার মধ্য হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা সন্দেহের উদ্রেক ঘটায়। পুলিশের নিকট কোন অভিযোগ দায়ের করা হয় নাই। যে সকল সাক্ষী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাদের সম্ভাবনা বা সম্ভাব্যতা প্রতিষ্ঠাকারী সাক্ষী নথিভুক্ত করা হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তিলাভের যোগ্য [দিলাবর হুসাইন ব. স্টেট্ অব্ গুজরাট্ 1991 Cri L.J.15] [সুপ্রীম কোর্ট]

৭। **প্রথম সমাচার প্রতিবেদন** [First Information Report]: এতদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই যে ট্রায়ালকোর্ট সন্দেহাতীতভাবে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন অভিশংসক প্রত্যক্ষ সাক্ষীগণের উপর, কিন্তু সন্দেহের সুবিধা (benefit of doubt) দিতে চাহিয়াছিলেন অভিযুক্ত বলবীর ও রামকিষণকে উহা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় যে প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে প্রতিটি বিষয় না-ও থাকিতে পারে কিন্তু কোনও প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (vital fact) না দেওয়া হইয়া থাকে এবং অভিশংসন সাক্ষীদের বিবৃতিতে যদি এই তথ্য পরিবেশিত হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষ সাক্ষীগণ পরিবেশিত এইরূপ অতিরিক্ত তথ্যাবলী উন্নয়ন বলিয়া ধরিতে হইবে এবং বিবৃতির এই অংশ পরিহার করিতে হইবে [স্টেট্ অব্ ইউ.পি.ব. রামকিষণ 1991 Cri.L.J. 895]

৮। **ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০০, ৩৬৪ ও ২১০ ধারা** / এই মামলার খুনের উদ্দেশ্য [গতিদায়ক প্রেরণা] প্রমাণিত হয় নাই। আবস্থিক প্রমাণও [অবস্থাগত প্রমাণ, circumstantial evidence] সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উপযুক্ত মানের ছিল না। সুতরাং অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষী রূপে সাব্যস্তকরণ বাতিলকৃত হইল। [সর্দার হুসাইন ব. স্টেট্ অব্ ইউ.পি, AIR 1988 SC 1766]।

৯। **ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০০/৩০২/৩৪ ধারা : আবস্থিক প্রমাণ** (Circumstantial evidence): অবস্থাশৃঙ্খল যেহেতু অসম্পূর্ণ, সেইহেতু দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ বাতিল করা হইল। [রমেশচাঁদ ব. স্টেট্ অব্ উত্তরপ্রদেশ, AIR 1985 SC 766: 1985 Cri. L.J. 530: (1985).1. Crimes 366: 1985 Cri. L R. 70 (SC): (1985).1. SCJ 44]

১০। **নরহত্যা ও নারীধর্ষণ**। দুষ্কৃতি-সঙ্গীর [সহাপরাধীর, accomplice-এর] সাক্ষ্য বিশ্বাস উৎপাদন করে না, অন্যকোন সাক্ষ্যদ্বারা উহা দৃঢ়ীকৃত [সত্য বলিয়া দৃঢ়ভাবে সমর্থিত] হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি পাওয়ার যোগ্য [দরখাস্তকারী সুরেশ ও কুমন সিং সম্পর্কে এবং দি স্টেট্ ব. রমেশ ও সুরেশ, উত্তরবাদীগণ, 1991 Cri. L.J. 859]।

১১। **খুন**। খুন করার অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য (motive) সর্বদা প্রয়োজনীয় নহে। বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যক্ষসাক্ষী দ্বারা মামলাটি প্রমাণিত। দোষীরূপে সাব্যস্ত করণ যথাযথ [স্টেট্ অব্ ইউ. পি ব. রামকিষণ, 1991 Cri. L.J. 895]।

১২। **খুন (Murder)**। পিতা পুত্র-কে খুন করিয়া নৃত্য করিতে থাকেন এবং অন্যদের ভীতিপ্রদর্শন করিয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। অপরাধ সম্পাদনকালে অভিযুক্ত পিতা বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন এবং এই কারণে তিনি ৮৪ ধারামতে সুবিধা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। তাহাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হইল এবং উন্মাদাগারে আটক রাখা হইল [এল্‌কারী শঙ্করী ব. স্টেট্ অব্ অন্ধ্রপ্রদেশ, 1990 Cri L.J 97]।

১৩। **আগুনে পুড়াইয়া বধূ হত্যা**। অভিশংসনের বক্তব্য হইল এই যে নির্যাতিতার মাথা হইতে পা অবধি অর্থাৎ সর্বাঙ্গে কেরোসিন ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং তৎপর তাহার দেহে অগ্নি সংযোগ করা হয়। কিন্তু চিকিৎসক বলেন নাই যে, নির্যাতিতাকে ভর্তি করার সময়

বা 'পোস্ট মর্টেম' পরীক্ষা করার সময় কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া গিয়াছে। আগুনে পুড়িয়া যাওয়ার ক্ষত বিদ্যমান রহিয়াছে কেবল ঘাড়ে ও গলায়, (গ্রীবায়), দেহের অন্য কোন স্থানে নহে। রায়: ট্রায়াল কোর্ট এই বিষয়টির মূল্যনির্ণয় করেন নাই এবং সেই কারণে দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ দাঁড়াইতে পারে না [শ্রীমতী মধুবালা ব. স্টেট্ (দিল্লী প্রশাসন) 1990 Cri. L.J. 790 (Delhi)]।

১৪। **পণের জন্য খুন** (Dowry murder): মৃতা স্ত্রীর দেহ হইতে পাওয়া গিয়াছে কেরোসিনের গন্ধ, দগ্ধ কেশ হইতেও পাওয়া গিয়াছে ঐ একই গন্ধ। ইহা হত্যাকাণ্ড। দুর্ঘটনার সম্ভবনা পরিত্যক্ত হইল। [অশোককুমার ব. স্টেট্ অব্ রাজস্থান 1990 Cri.L.J. 2276 (SC)]।

১৫। **বন্দুকের আঘাতে মৃত্যু**। চিকিৎসক বলেন যে বন্দুকের আঘাতে যকৃৎ হইতে আকস্মিক ভাবে ও অত্যধিক রক্তপাত হওয়ার দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং আদালত কর্তৃক পুনঃপরীক্ষাকালে তিনি বলেন যে, যে আঘাত করা হইয়াছে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে তাহা মৃত্যু ঘটাইতে পারে, বিশেষতঃ যকৃতের ঐরূপ আঘাত মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং এতদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃতব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইতেই চাইয়াছিল অথবা সে এরূপ আঘাত করিতে চাহিয়াছিল যাহা স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত নিয়মানুসারে মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত। সুতরাং, ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০২ ধারামতে তাহাকে যে দোষী সাবস্ত করা হইয়াছে তাহা যথাযথ হইয়াছে [নরপৎ সিং ব. স্টেট্ অব্ রাজস্থান, 1990 Cri L.J. 2720]।

৩০১। **যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো অভিপ্রেত, সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইয়া দোষাবহ নরহত্যা** [Culpable homicide by causing death of person other than person whose death was intended]। যদি কোন ব্যক্তি, মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় করিয়া বা যাহা মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া সে জানে এরূপ কোন কিছু করিয়া দোষাবহ নরহত্যা করে, সে, যখন, যাহার মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় করে নাই বা যে কার্য মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া জানে এরূপ কার্য করিয়া কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় তখন ঐ অপরাধীকর্তৃক সম্পাদিত দোষাবহ নরহত্যা হইবে সেই বিবরণের যে বিবরণের অধীন উহা হইত যদি সে এরূপ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইত যাহার মৃত্যু অভিপ্রেত ছিল বা এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এরূপ কার্য করিত যাহা মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া নিজে জানিত।

৩০২। **খুনের দণ্ড** [Punishment for murder]। যে কেহ খুন করে সে মৃত্যুদণ্ডে অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

।। টীকা ।।

১। **বেআইনী সমাবেশ**। যেখানে বেআইনী সমাবেশ খুন করে এবং হাইকোর্ট একজন ব্যতীত অন্যসকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস করিয়া দেয়, ঐ একজনকে দোষী বলিয়া সাব্যস্তকরণ অবৈধ [AIR 1978 SC 1233]।

ধারা ৩০২]

২। **পাশবিক অপরাধ**। যেখানে সম্পাদিত অপরাধ নিতান্ত বিচারবুদ্ধিহীন ও পশুবৎ, সেখানে মৃত্যুদণ্ড যথাযথ বলিয়া ধরিতে হইবে [AIR 1978 SC 1248]।

৩। **নিদ্রিত ব্যক্তিকে হত্যা করা**। নিদ্রিত ব্যক্তিকে হত্যা করা পাশবিক অপরাধ এবং এইরূপ জঘন্য অপরাধের যথাযথ বা উপযুক্ত শাস্তি হইল মৃত্যু দণ্ড [AIR 1978 SC 1248]

৪। **ভাড়াকরা হত্যাকারী**। ভাড়াকরা গুপ্তহন্তা পুরস্কার লাভের জন্য খুন করিয়াছে। তাহাকে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে তাহা ন্যায়ানুগ [AIR 1979 SC 871]।

৫। **প্রথম সমাচার প্রতিবেদন-বিধৃত বিবৃতি ও মৃত্যুকালীন ঘোষণা [মুমূর্ষুক্তি, মুমূর্ষু শ্রাবিতক]**। প্রথম সমাচার প্রতিবেদন-বিধৃত বিবৃতি ও মৃত্যুকালীন জবানবন্দী-ধৃত বিবৃতি এবং তৎসহ অন্য সাক্ষ্য, দোষী বলিয়া সাব্যস্তকরণ বা প্রতিপন্নকরণকে সমর্থন করিবার পক্ষে যথেষ্ট [1978 Cr.L.J. 196]।

৬। **বীভৎস খুন**। বীভৎস খুন সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং পাঁচটি শিশুর পিতা এই তথ্য অপরাধের তীব্রতা হ্রাসকারী পরিস্থিতি হইতে পারে এবং মৃত্যু দণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হইল [1977 SCC (Cr) 637]।

৭। **প্রত্যক্ষদর্শী**। প্রধান প্রত্যক্ষদর্শীকে পরীক্ষা করা হয় নাই। ডাক্তারি সাক্ষ্য অভিশংসন বক্তব্যকে সমর্থন করে না। প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে সকল প্রত্যক্ষদর্শীর নাম বিধৃত নাই। অতিরিক্ত বিচারিক স্বীকারোক্তি দৃঢ়তাসহকারে সমর্থিত হয় নাই। শনাক্তকরণ প্যারেডের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এরূপক্ষেত্রে, দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করণ অসঙ্গত [1978 Cr.L.J. 462 (কর্ণাটক)]

৮। **অভিযুক্ত ব্যক্তির দেহে আঘাত চিহ্ন**। অভিযুক্ত ব্যক্তির দেহে আঘাত চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইল। ডাক্তারি সাক্ষ্যর প্রেক্ষিতে প্রতিরোধকারী পক্ষের বক্তব্য স্বীকার করা যায় না। ঘটনার বিবরণে দেখা যায়, মৃত ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধারে মালপত্র সরবরাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। মকদ্দমাটি পড়িবে ৩০২ ধারার অধীনে, ৩০৪ ধারার অধীনে নহে [আব্দুল ওয়াহিদ ব. স্টেট্ অব্ মহারাষ্ট্র, AIR 1979 SC 1828: 1979 Cri. L. J. 1196]।

৯। **তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশে আঘাত**। তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশে আঘাত করিলে ৩০২ ধারা আকৃষ্ট হইবে [1979 (!) SCC 211]।

প্রাসঙ্গিক ধারা: ৩০৪, দ্বিতীয়াংশ

১০। **স্ত্রীলোক হরণ**। একটি স্ত্রীলোককে হরণ করা হইল, তাহার উপর একটি অপরাধ সম্পাদিত হইল এবং পরে তাহাকে খুন করা হইল। সমস্ত অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা হয় [1977 A.Cr.Rep. 273]।

প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ: ১৪০, ১৪৭, ৩৬৫, ৩২৩, ৩৭৫

ধারা ৩০২]

১১। আকস্মিক নরহত্যা। হটাৎ, নিতান্তই দৈবক্রমে একটি খুনের ঘটনা ঘটিল। অভিযুক্ত ব্যক্তির খুনের উদ্দেশ্যের অবিদ্যমানতা অপ্রমাণিত। একখানি অস্ত্র ছুরির ন্যায় চালনা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইয়াছে। এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি ৩০৪ ধারা, অংশ ২ অনুসারে দোষীরূপে সাব্যস্ত হইবার যোগ্য, ৩০২ ধারা অনুসারে নহে [বব্রুবাহন জল ব. স্টেট্ অব্ আসাম, 1991 Cri. L. J. 278]।

১২। খুন [নরহত্যা] সম্বন্ধীয় প্রমাণ। আবস্থিক প্রমাণ [অবস্থাগত প্রমাণ, Circumstantial evidence]: স্বামী ও শ্বশুর কর্তৃক স্ত্রী খুন হইলেন। সাক্ষীরা বলেন যে তাঁহারা কয়েকজন গ্রামবাসীর নিকট ঐ ঘটনা সম্পর্কে জানিতে পারেন। অন্যকোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নাই। সাক্ষ্য আইনের (১৮৭২-এর ১ আইনের] ৩ ধারা দ্রঃ। ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০২ ও ৩৪ ধারামতে অভিযুক্তকে দণ্ডিত করা যাইবে না [বাখোড়া চৌধুরী ব. স্টেট্ অব্ বিহার, 1991 Cri. L.J. 91]। [এতদ্বিষয়ে ২০১ ধারার নিম্নে প্রদত্ত টীকা দ্রঃ]।

১৩। ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০০/৩০২/৩৪ ধারা/ আবস্থিক প্রমাণ। অবস্থা শৃঙ্খল অসম্পূর্ণ বিধায় দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ বাতিল করা হইল [রমেশ চাঁদ ব. স্টেট্ অব্ উত্তরপ্রদেশ, AIR 1985 SC 766: 1985 Cr.L.J. 530: (1985).1. Crimes 336: 1985 Cr. L.R. 70 (SC): (1985).1. SCJ 44]।

১৪। ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৪ ধারার সহিত পঠিত ৪৩৬ ধারা এবং ৩০২ ধারা এবং ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার [দণ্ডপ্রণালী সংহিতার] ৪৮২ ধারা: মানুষের বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ: অভিশংসন সাক্ষীদের দুষ্কর্ম-সম্পাদক সহযোগিতা ঘটনাটিকে সন্দেহজনক করিয়া তুলে। কুটিরে আগুন লাগানোর ফলে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়। ৪, ৫ ও ৬ নং প্রত্যক্ষসাক্ষীর অভিশংসন (prosecution) সাক্ষ্য দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি (confession) দৃঢ়ীকৃত (corroborated) হয় কিন্তু উহা পরে প্রত্যাহৃত হয়। অভিশংসন সাক্ষীদের উপস্থিতি সন্দেহজনক হইয়া পড়ে এবং এই মকদ্দমায় তাহাদের দুষ্কর্ম-সম্পাদক সহযোগিতার বিষয়ে সঙ্গত সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়। রায়: নিরপেক্ষ দৃঢ়ীকরণের অনুপস্থিতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ নিরাপদ হয় না [পালানী স্বামী এবং রাজু ব. স্টেট্ অব্ তামিলনাড়ু, (1986) 1 SCJ 259]।

১৫। আগুনে পুড়াইয়া বধূ হত্যা। অভিযুক্ত ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হইতে থাকা স্ত্রীলোকটির উপর তোশক ছুড়িয়া দিয়াছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তির এই আচরণ একটি গুরুত্বসম্পন্ন পরিপার্শ্বিকতা যাহা অভিশংসন বক্তব্য (prosecution version) সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়। অভিযুক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। ঘটনাটি যদিও ঘটিয়াছে স্নানঘরের মধ্যে, কেরোসিন পাওয়া গিয়াছে স্নানঘরের বাহিরে। অভিযোগে বলা হইয়াছে যে সহঅভিযুক্ত ব্যক্তি মৃতাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল এবং প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার সর্বাঙ্গে কেরোসিন

ঢালিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সহঅভিযুক্ত ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদে কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া যায় নাই। রায়: এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি সন্দেহের সুবিধা (benefit of doubt) পাইবার যোগ্য [স্টেট্ অব্ গুজরাট ব. মোহন ভাই রাঘভাই প্যাটেল, AIR 1990 SC 1379: 1990 Cri. L.J. 1462: (1990) 2. Crimes 691]।

১৬। **আত্মরক্ষার অধিকার**। মৃত ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাই। হাতে একটি লোহদণ্ড লইয়া তাহা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ির সামনে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিতে থাকে যে সে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তখন একটি কাটারি হাতে লইয়া বাড়ির বাহিরে আসে ও মৃত ব্যক্তির উপর উক্ত কাটারি দ্বারা অভ্যাঘাত করিতে থাকে। উহাতে তাহার মৃত্যু হয়। আদালত বলেন, মৃত ব্যক্তি যেহেতু আক্রমণকারী ছিলেন, তাই, অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করার সক্ষমতা ছিল [যদু বেহেরা ব. স্টেট্ 1990 Cri, L.J.817 (Orissa)]।

১৭। **ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০২ ও ৩০৪ ধারা, অংশ ১ অনুসারে দোষীরূপে সাব্যস্ত করণ: উদ্দেশ্য**। মৃত ব্যক্তির দেহে ক্ষতগুলি রহিয়াছে তাহার সংখ্যা বিচার করিলে ইহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না যে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক ভাবে কার্য করিয়াছে। মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনাবাহী দৈহিক ক্ষতি সংসাধনের অভিপ্রায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিল না। এখানে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ৩০৪ ধারার অংশ-১ অনুসারে অপরাধী [সুচা সিং ব. স্টেট্, 1990 Cri. L. J. NOC 38 (Delhi)]।

১৮। **ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ এর ১ আইন) এর ৩ ধারার সহিত পঠিত ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০২ ধারা**। খুনের মকদ্দমায় সাক্ষী পরীক্ষা। সকল সাক্ষীকে পরীক্ষা করা প্রয়োজনীয় নহে [সুচা সিং ব. স্টেট্, 1990 Cri. L. J. NOC 38 (Delhi)]।

১৯। **বন্দুকের আঘাত জনিত মৃত্যু**। চিকিৎসক বলেন যে বন্দুকের আঘাতে যকৃৎ হইতে আকস্মিক ভাবে প্রবল রক্তপাত হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এবং আদালত পুনঃপরীক্ষা করার সময় তিনি বলেন যে, যে আঘাত করা হইয়াছে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা মৃত্যু ঘটাইতে পারে, বিশেষতঃ যকৃতের ঐরূপ আঘাত মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং এতদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃতব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইতে চাহিয়াছিল অথবা সে এরূপ আঘাত করিতে চাহিয়াছিল যাহা স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত। সুতরাং ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০২ ধারামতে তাহাকে যে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে তাহা ন্যায়ানুগই হইয়াছে [নরপৎ সিং ব. স্টেট্ অব্ রাজস্থান, 1990 Cri. L. J. 2720]।

২০। **কঠোর শাস্তির স্থলে লঘু শাস্তি প্রদান করার উদ্দেশ্যে একটিকে রদ করিয়া অন্য একটি প্রদান (Commutation)**: অভিযুক্ত ব্যক্তির বয়স ৭০ বৎসর, সুতরাং বৃদ্ধ। রাষ্ট্রপতির অনুকম্পা চাহিয়া তিনি যে আবেদনপত্র দিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা ও বিলিবন্দেজ করিতে দীর্ঘসময় লাগিয়াছে— এই কালপরিমাণ প্রায় ৫$\frac{১}{২}$ বৎসর। সুপ্রীমকোর্ট তাঁহার উত্তরবিচার প্রার্থনা (আপিল) বাতিল করিয়া দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রাণ দণ্ডে

দণ্ডিত বন্দীকে রাখার জন্য নির্দিষ্ট কারাকক্ষে (Condemned cell) রাখা হইয়াছে। জটিল যক্ষারোগে অভিযুক্ত বৃদ্ধ আক্রান্ত—বাঁচিবার সম্ভাবনা বিশেষ নাই। তিনি পুনর্বার একই অপরাধ করিবেন, এরূপ সম্ভবনা সুদূরপরাহত। বিচারিক প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করার দোষে দোষী তিনি নন। সুতরাং তাঁহাকে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল তাহা রদ করিয়া তাঁহাকে লঘুতর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হইল [ক্ষেমচাঁদ ব. স্টেট্ 1990 Cri. L.J. 2314 (Delhi)]।

২১। **অভিযোগ গঠন** [Charge): আমি [ম্যাজিস্টেটের নাম ও পদ] .... [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছে:—

যে, আপনি........তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী যে কোন একটি তারিখে.......ঘটিকার সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে ....[মৃত ব্যক্তির নাম]-এঁর মৃত্যু ঘটাইয়া নরহত্যা সংঘটিত করিয়াছেন এবং ঐরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০২ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ [দুষ্কৃতি] সম্পাদন করিয়াছেন এবং উহা দায়রা [দণ্ডসত্র] আদালত দ্বারা বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

আমার নির্দেশ এই যে কথিত অভিযোগে উক্ত আদালতে আপনার বিচার হউক।

২২। **পণ মৃত্যু**। মৃতা মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার পিতার নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে পণের জন্য তাঁহার উপর যে অত্যাচার করা হইয়াছে তাহার সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জড়াইয়া মৃতা যে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দেন, তদ্বিষয়ক সাক্ষ্য মৃতার পিতা আদালতে উপস্থাপন করেন। চিকিৎসক ও পুলিশ কন্‌স্টেবল তাঁহাদের সাক্ষ্যে বলেন যে ঐরূপ বিবৃতি প্রদানকালে ঐরূপ বিবৃতিপ্রদানের সক্ষমতা মৃতার ছিল। রায়ে বলা হয়, খুনের অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে [কৈলাশ কাউর ব. স্টেট্ 1987 Cr.L.J. 1127: AIR 1987 SC 1368]।

পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয় যে দেহ হইতে কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল এবং দগ্ধ চুলে কেরোসিনের গন্ধ ছিল। চা তৈয়ারী করিতে গিয়া মৃতা অগ্নিদগ্ধ হইয়াছেন, ননদের এই বিবৃতি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত। খুনের কারণ প্রমাণিত [অশোককুমার ব. স্টেট্, 1990 Cr.L.J. 2227 (SC)]।

পণের জন্য গৃহবধূকে পুড়াইয়া মারা হয়। তাঁহার গায়ে কেরোসিন ঢালিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ বর্বরতার ক্ষেত্রে চরম দণ্ড দেওয়াই বিধেয় [কৈলাশ কাউর ব. স্টেট্, 1987 Cr.L.J. 1127: AIR 1987 SC 1368]।

যেখানে পণের জন্য গৃহবধূকে পুড়াইয়া মারা হয় সেখানে ঘটনাটির সহিত তাঁহার স্বামীর ও তাঁহার স্বামীর দাদার জড়িত থাকা ছিল সুস্পষ্ট ব্যাপার। কিন্তু তদন্তকারী ব্যক্তিগণ উক্ত স্বামী ও তাহার দাদাকে অভিশংসিত করার ব্যাপারে বিস্ময়কর উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তদন্তকারী ব্যক্তিবর্গের এইরূপ মনোভঙ্গী দুর্ভাগ্যজনক [লিছমা দেবী ব. স্টেট্, 1988 Cr.L.J. 1812: AIR 1988 SC 1785]।

ধারা ৩০২]

আগুনে পুড়াইয়া বধূ হত্যা। সম্প্রতি বিবাহিত ও উচ্চশিক্ষিত বধূ মধ্যরাতে অন্ধকার রান্নাঘরে আগুনে পুড়িয়া মারা যান। স্বামী অসচ্চরিত্রবিশিষ্ট ও লম্পট। অগ্নিদগ্ধ হইয়া স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে ইহা জানিবার পর তাহার আচরণে অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় এবং প্রায় একমাসকালযাবৎ সে ফেরারী [পলাতক] থাকে। আদালতের রায়: ইহা হত্যাকাণ্ড, আত্মহত্যার ঘটনা নহে [সুবেদার তেওয়ারী ব. স্টেট্, 1989 Cri. L. J. 923: AIR 1989 SC 733]।

আগুনে পুড়াইয়া বধূ হত্যা— ন্যায়ানুগ প্রারম্ভিক বিচার : তদন্তানুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্যায়ে দূরদর্শন কর্তৃক ভিডিয়োতে রেকর্ড করা বিবৃতির সমপ্রচার সমীচীন কার্য নহে; এবং সেইহেতু অবশ্যই এইরূপ কার্য অনুমোদনঅযোগ্য [পরভিন মালহোত্রা ব. স্টেট্, 1990 Cr.L.J. 1977]।

স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে আগুনে পুড়াইয়া হত্যা করার অভিযোগ আনীত হইল; বিবাহের আনুমানিক দশ মাস পর ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্ত ব্যক্তি বলে, কেরোসিন স্টোভ্ ফাটিয়া যাওয়ার ফলে স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে— এই ঘটনা নিছক দুর্ঘটনাব্যতীত আর কিছুই নহে। মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রী মুমূর্ষুক্তি করিয়া গিয়াছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খুনের অপরাধে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইল [সুরিন্দর কুমার ব. স্টেট্, 1987 Cri. L. J. 537: AIR 1987 SC 692]।

২৩। ৩০২ **ধারা — বধূহত্যা**। অভিযোগ হইল, মৃতার মাথায় কেরোসিন ঢালিয়া মাথা হইতে পা পর্যন্ত ভিজাইয়া দেওয়া হয় এবং তৎপর তাহার দেহে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কিন্তু পরীক্ষার কোনও পর্যায়েই চিকিৎসক এই অভিমত ব্যক্ত করেন নাই যে পরীক্ষাকার্যসম্পাদন কালে তিনি কেরোসিনের গন্ধ পাইযাছেন। পুনশ্চ, দেখা যায় যে মৃতার দেহের কেবল গ্রীবা অংশ পুড়িয়াছে, অন্য-কোন অংশ নহে। রায়: প্রারম্ভিক বিচারকার্য সম্পাদনের আদালত যথাযথ ভাবেই সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষীরূপে সাব্যস্ত করা যায় না [শ্রীমতী মধুবালা ব. স্টেট্, 1990 Cri. L. J. 790]।

শাশুড়ি ও তাঁহার শাশুড়ি কর্তৃক আগুনে পুড়াইয়া বধূহত্যা করার একটি ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে মৃতার মুমূর্ষুক্তি [মুমূর্ষু শ্রাবিতক, মৃত্যু কালীন জবানবন্দী] ঘটনার পরবর্তী দিনে প্রদত্ত হয় এবং উক্ত মুমূর্ষুক্তি চিকিৎসকের সাক্ষ্যকর্তৃক দৃঢ়ীকৃত হয়। আদালত সুনিশ্চিত হন যে, ঘটনাটি হত্যাকাণ্ডের [ইন্দর কাউর ব. স্টেট্, 1986 Cri. L. J. 743]।

মৃতার চিকিৎসা যিনি করেন সেই সরকারী চিকিৎসকের নিকট মৃতা একটি বিবৃতি প্রদান করেন। উক্ত সরকারী চিকিৎসক বলেন, প্রশ্ন করিলে রোগিণী তাঁহাকে বলেন যে তাঁহার শাশুড়ি তাঁহার গাত্রে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন। এইরূপ বিবৃতি, মুমূর্ষুক্তি বা মৃত্যুকালীন জবানবন্দীরূপে নথিভুক্ত করা না হইলেও বিশ্বাস করা যায় কারণ বিবৃতিটি দিয়াছেন এরূপ ব্যক্তি যাঁহার সহিত ঘটনাটির কোন স্বার্থসম্পর্ক নাই [লিছমা দেবী ব. স্টেট্, 1988 Cr.L.J.1812: AIR 1988 SC 1785]।

ধারা ৩০২]

সাক্ষীগণের নিকট হইতে যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া গিয়াছে, কখনই তাহা পাওয়া যাইত না যদি সাক্ষীগণের ও অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যগণের মধ্যবর্তী সম্পর্ক খারাপ হইত। শত্রুতাচরণ বা বিদ্বেষ প্রমাণিত হইল না [স্টেট্ ব. লক্ষ্মণকুমার, 1986 Cri. L. J. 155 : AIR 1986 SC 250]।

আগুনে পুড়াইয়া বধূহত্যা করার অভিযোগে স্বামী ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০২ ধারামতে দোষীরূপে সাব্যস্ত হইল এবং তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে ও পাঁচশত টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। অর্থদণ্ড বাতিল করা হইল [সুরিন্দর কুমার ব. স্টেট্, 1987 Cri. L. J. 537 : AIR 1987 SC 692]।

আগুনে পুড়াইয়া বধূহত্যা করার একটি উপযুক্ত মকদ্দমায় মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান অসমীচীন নহে। কিন্তু যেস্থলে উত্তরবিচারে হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন এবং তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার পর দুই বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, সেখানে সুপ্রীম কোর্ট যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন [স্টেট্ ব. লক্ষ্মণকুমার, 1986 Cri. L. J. 155 : AIR 1986 SC 250]।

অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর দেহে কেরোসিন ঢালিয়া দিয়া ও তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে —এই অভিযোগ ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০৪ ধারার প্রথমাংশ অনুসারে সে দোষী সাব্যস্ত হইল। ইতোমধ্যে যে সময়কালের দণ্ড সে ভোগ করিয়াছে তাহা হ্রাস করিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়া দেওয়া যায় না কেবল এইকারণে যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বয়স কম এবং তাহার দুইটি শিশুসন্তান আছে [বাবু সদাশিব যাদব ব. স্টেট্, 1986 Cri. L. J. 739]।

পণ মৃত্যু সংক্রান্ত একটি মকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কে দুইটি আদালত কর্তৃক দুইটি পৃথক অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। মকদ্দমাটিতে যথাযথ দণ্ড হইবে যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড, মৃত্যুদণ্ড নহে [লিছমা দেবী ব. স্টেট্, 1988 Cri. L. J. 1812 : AIR 1988 SC 1785]।

২৪। **নববিবাহিতা বালিকার আত্মহত্যা। প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দাখিল করিতে বিলম্ব। দণ্ড প্রণালী সংহিতার ১৫৪ ধারা।** নবপরিণীতা জনৈকা বালিকাকে আত্মহত্যা করিতে প্রোৎসাহিত [অপোৎসাহিত] করা হয়। সে আত্মহত্যা করে। ঘটনা সম্বন্ধীয় সমাচার মৃতার পিতাকে দেওয়া হয় সন্ধ্যায়। উক্ত পিতা ও তাহার পরিবারের লোকজন দ্রুত হাসপাতালে যান এবং সারারাত্রিব্যাপী সেখানে অবস্থান করেন মৃতদেহ পাইবার জন্য। পরে মৃতদেহ তাহাদের হস্তে অর্পিত হয়। প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দাখিল করিতে যে বিলম্ব হইয়াছে তাহা উক্ত পিতার দেওয়া সাক্ষ্য বিষয়ে সন্দেহ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নহে [গুরবচন সিং ব. সতপাল সিং, AIR 1990 SC 209 : 1990 Cri. L. J. 562]।

ধারা ৩০৩]

২৫। **দণ্ড প্রণালী সংহিতার ১৬৪ ধারা— বিকল্প অভিযোগ।** দুইটি অভিযোগ আনীত হয়, একটি অপরটির বিকল্প। প্রথম অভিযোগের ভিত্তিতে দোষী বলিয়া সাব্যস্তকরণ ও দ্বিতীয় অভিযোগ হইতে বেকসুর খালাস দান ন্যায়ানুগ [এস. এন. মুখার্জি ব. ইউনিয়ন অব্ ইন্ডিয়া, 1990 Cri. L. J. 2148]।

২৬। **দণ্ড প্রণালী সংহিতার ৩০০ ধারা— সমাজ হইতে বহিষ্কার।** পুড়াইয়া বধূ হত্যা করার ক্রমবর্ধমান ঘটনাবলীকে সংযত করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহা হইল অপরাধীকে বা অপরাধীদের সমাজ হইতে বহিষ্কার করা। [অশোক কুমার ব. স্টেট্, 1990 Cri. L. J. 2276 (SC)]।

২৭। **দণ্ড প্রণালী সংহিতার ৪৩৯ ধারা— পুড়াইয়া বধূ হত্যা— জামিন প্রদান।** স্বামী আদালতে জামিনের আবেদন করিলে মৃতার পিতার বা কোনও মহিলা সংগঠনের তাহাতে হস্তক্ষেপ করার স্বাভাবিক অধিকার থাকে না [পরভীন মালহোত্রা ব. স্টেট্, 1990 Cri. L. J. 2148]।

২৮। **দণ্ড প্রণালী সংহিতার ৪৩৯(২) ধারা— পণমৃত্যু— জামিন প্রদান।** পণমৃত্যুর একটি ঘটনায় প্রারম্ভিক বিচারের আদালত মৃতার স্বামীকে জামিন দিতে অস্বীকার করেন। হাইকোর্টও জামিন দিতে অস্বীকৃত হন। পরবর্তীকালে প্রারম্ভিক বিচার চলিতে থাকার সময় এই কারণে জামিন দেওয়া হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘ ২৬ মাস যাবৎ আটক থাকিয়াছে। সিদ্ধান্ত: হাইকোর্ট জামিন দিতে অস্বীকার করার পর নূতন এরূপ কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই যাহাতে জামিন দেওয়া যায়; সুতরাং, জামিন দিয়া যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা বিধিসম্মত হয় নাই [এইচ্. সি. গৌর ব. রাকেশ, 1990 Cri. L. J. 1586]।

৩০৩। **যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী কর্তৃক সম্পাদিত খুনের দণ্ড** [Punishment for murder by life convict]। যে কেহ, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত থাকিয়া খুন করে, সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৩০৪। **খুন বলিয়া পরিগণিত হয়না এরূপ দোষাবহ নরহত্যার দণ্ড** [Punishment for culpable homicide not amounting to murder]। যে কেহ এরূপ দোষাবহ নরহত্যা করে যাহা খুন নহে, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে, যদি, যে কার্য দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হয় তাহা মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে কৃত হয়, অথবা করা হয় এরূপ দৈহিক ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে যাহা মৃত্যু ঘটাইতে পারে।

অথবা সে দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে, যদি ঐকার্য করা হয় ইহা জানিয়া যে ইহা দ্বারা মৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় পোষন না করিয়া কিংবা এরূপ দৈহিক ক্ষতি করার অভিপ্রায় না করিয়া যাহা মৃত্যু ঘটাইতে পারে।

॥ টীকা॥

১। **আকস্মিক নরহত্যা।** এক ব্যক্তি খুন হইয়াছে কিন্তু এখানে কোন 'উদ্দেশ্য' দেখা যাইতেছে না। ঘটনাটি ঘটিয়াছে হঠাৎ— দৈবক্রমে। হত্যা সংসাধনের জন্য আবশ্যক উদ্দেশ্যের নির্দেশক কোন পরিস্থিতি বিদ্যমান নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তি ছুরির ন্যায় অস্ত্রখানি চালনা করিয়া লোকান্তরিত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইয়াছে। এস্থলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ৩০৪ ধারা অংশ ২ অনুসারে দোষীরূপে সাব্যস্ত হওয়ার যোগ্য, ৩০২ ধারা অনুসারে নহে [বভ্রুবাহন জল ব. স্টেট্ অব্ আসাম, 1991 Cri, L.J. 278]।

২। **আকস্মিক বিবাদ।** অভিযুক্ত ব্যক্তি সংবাদ দাতার (সন্ধানদাতার) মাথায় আঘাত করে। এখানে হত্যা করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিত যে ওই আঘাত মৃত্যু ঘটাইতে পারে। এই অপরাধে ৩০২ ধারা, অংশ ২ অনুসারে দণ্ডযোগ্য। ৩০২ ধারায় প্রদত্ত দণ্ড বাতিল করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ৩০৪ ধারা, অংশ ২ অনুসারে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা হয় [বিশ্বনাথ দুসাধ ব. স্টেট্ অব্ বিহার, 1991 Cri, L. J. 108]।

৩। **মৃত্যু ঘটানো।** অভিযুক্ত ব্যক্তি, তাহার কার্য মৃত্যু ঘটাইতে পারে ইহা জানিয়াও ঐ কার্য করিয়াছে। সে ৩০৪ ধারা, অংশ ২- এর বিধান অনুসারে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছে [এস. ডি. সোনি ব. স্টেট্ অব্ গুজরাট এবং স্টেট্ অব্ গুজরাট ব. এস. ডি. সোনি, 1991 Cri. L. J. 330]।

৪। **অভিযোগ গঠন** (Charge): আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ আদি এখানে উল্লেখ্য], [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছিঃ

যে, আপনি, [অভিযুক্ত ব্যক্তি নাম] .... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী একটি তারিখে মৃত্যু ঘটাইতে পারে এরূপ দেহগত ক্ষতি সংসাধন করিবার উদ্দেশ্যে [অথবা, আপনার কার্য যে মৃত্যু ঘটাইতে পারে, তাহা অবগত থাকিয়া] .... (মৃত ব্যক্তির নাম)- এঁর মৃত্যু ঘটাইয়াছেন এবং ঐরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০৪ ধারার অংশ ১ (অথবা, অংশ ২) মতে দণ্ডযোগ্য, খুন নয় এরূপ দোষাবহ নরহত্যা সম্পাদন করিয়াছেন এবং উহা দায়রা [দণ্ডসত্র] আদালত দ্বারা বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

আমার নির্দেশ, উক্ত অভিযোগে উক্ত আদালতে আপনার বিচার হউক।

৫। **অভিশংসনের বক্তব্যের বৈকল্য বা দুর্বলতা** (Infirmities in prosecution case]। অভিশংসনের বক্তব্য হইল এই যে অভিযুক্ত ব্যক্তি লাঠি ও অন্যবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মৃত ব্যক্তিকে প্রহার করিয়াছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তির দেহেও আঘাত চিহ্ন সুস্পষ্ট। অভিশংসনের বক্তব্য বিশ্বাস করা যায় না। উভয়পক্ষের মধ্যে মারামারি হওয়ার ভিত্তিতে দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ অসঙ্গত। অসংখ্য দুর্বলতায় পূর্ণ অভিযোগকারীর বক্তব্য। এইরূপ পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি পাওয়ার যোগ্য [আব্দুল হামিদ ব. স্টেট্ অব্ ইউ. পি., 1991 Cri. L.J. 431]।

৩০৪ ক। **অসতর্কতা দ্বারা মৃত্যু ঘটানো** (Causing death by negligence)। যে কেহ হঠকারী [দুঃসাহসী, বেপরোয়া] অথবা অবহেলাপূর্ণ যে কোন কার্য করিয়া কোন ব্যক্তির

ধারা ৩০৪ খ]

মৃত্যু ঘটায় যাহা দোষাবহ নরহত্যার পর্যায়ে পড়ে না, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়দণ্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **দুর্ঘটনা জনিত শিশুমৃত্যু :** রাজ্য সড়ক পথে (জাতীয় সড়ক নহে) সম্পূর্ণরূপে ভর্তি ট্রাক বেপরোয়া ভাবে [দণ্ডযোগ্য দুঃসাহসিকতা সহকারে, হঠকারিতা সহকারে] ও অযত্নসহকারে চালানো হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ। যেহেতু কয়েকজন সাক্ষী তাঁহাদের বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে ট্রাকটি নিরতিশয় দ্রুতগতিতে চালানো হইতেছিল সেই হেতু গাড়িটি দ্রুতগতিতে চালানো হইতেছিল এরূপ বলা যায় না। চালক তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে তিনি হর্ন বাজানোয় আতঙ্কিত হইয়া বালকটি অকস্মাৎ রাস্তা পার হইতে চেষ্টিত হয় এবং চালক তাহা দেখিতে পান নাই। চালকের এই সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য। রায় : ঘটনাটি সর্বঅর্থে একটি দুর্ঘটনা ভিন্ন আর কিছু নহে, গাড়ির চালক বেপরোয়া ভাবে বা অযত্ন সহকারে গাড়ি চালাইয়াছেন এরূপ বলা যায় না, সুতরাং ৩০৪-ক ধারামতে তাঁহাকে যে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে তাহা বাতিল করা হইল [গুরচরন সিং ব. স্টেট্ অব্ হিমাচলপ্রদেশ, 1991 Cri L.J. 771]।

২। **অমনোযোগিতা [অবহেলা, অযত্ন] দ্বারা সংঘঠিত মৃত্যু (Death by negligence)।** সাঁতার-পুষ্করিনী বা 'সুইমিং পুল'-টির পরিচালক একটি ক্লাব। একটি বালক গুপ্তভাবে ঐ পুষ্করিনী স্থলে প্রবেশ করে ও ডুবিয়া যায়। কথিত ক্লাবের অবৈতনিক সম্পাদক ও চৌকিদারের বিরুদ্ধে পুষ্করিনীতে সতর্ককারী বিজ্ঞপ্তি ও জীবনরক্ষাকারী প্রহরী না রাখার জন্য অভিযোগ আনীত হইল। এই অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নহে [বি. পি. রাম ব. স্টেট্ অব্ মধ্যপ্রদেশ, 1991 Cri. L.J. 473]

৩০৪ খ। **পণমৃত্যু।** যেস্থলে বিবাহের সাত বৎসরের মধ্যে যে কোন প্রকারের আগুনে পুড়িয়া কিংবা দৈহিক আঘাতপ্রাপ্তি হেতু বা স্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যতীত অন্য কোন পরিস্থিতিতে কোন স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংঘটিত হয় এবং ইহা প্রদর্শিত হয় যে তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তাঁহার স্বামী বা তাঁহার স্বামীর কোন আত্মীয় পণের যে কোন দাবির জন্য বা ঐরূপ দাবি সম্পর্কে তাঁহার উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন বা হয়রান বা নাকাল করিয়াছিলেন, সেস্থলে ঐরূপ মৃত্যুকে 'পণ মৃত্যু' বলা হইবে এবং ঐরূপ স্বামী বা আত্মীয় তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে।

ব্যাখ্যা।— এই উপধারার প্রয়োজনে 'পণ'-এর সেই অর্থ থাকিবে পণ নিষেধক আইন, ১৯৬১ (১৯৬১- এর ২৮)-এর ২ ধারায় যে অর্থ বিধৃত আছে।

(২) যে কেহ পণমৃত্যু ঘটায় সে এরূপ মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহা সাত বৎসরের কম হইবে না কিন্তু যাহা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অবধি প্রসারিত হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। **সংশোধন [Amendment]:** কুৎসিৎ পণপ্রথা এখনও তাহার ভয়াল ভয়ংকর রূপটি লইয়া আমাদের সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। পুত্রবধূর পিতামাতার নিকট নানা কুটকৌশলে

ধারা ৩০৪ খ]

অর্থপ্রাপ্তির অদম্য প্রয়াস চলিতেছে বিরমবিহীন ভাবে, নানা বিকৃত প্রণালীতে। লোভ গ্রহণ করিয়াছে গগণস্পর্শী আকার। বধূ নির্যাতন তাই চলিতেছে নিয়ত, চলিতেছে নির্মম নির্বিবেক নিষ্ঠুর বধূ হত্যা। আমাদের বর্তমান সমাজের এটি একটি কদর্য কলঙ্ক। কার্যত বধূহত্যা এখন একটা বিশাল সামাজিক সমস্যার আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, এই কলঙ্কটির অবলুপ্তি ঘটাইয়া একটি সুস্থ মানবিকতা ভিত্তিক সমাজ কায়েম করার অভিপ্রায়ে বর্তমান শক্তিশালিনী ধারাটি নির্মাণ করা হইয়াছে এবং ১৯৮৬-এর পণ নিরোধ (সংশোধন) আইন দ্বারা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা মধ্যে প্রেথিত হইয়াছে। একই সংশোধন সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এ যুক্ত করা হইয়াছে ১১৩-খ ধারার মাধ্যমে। এই ধারাটি সংযোজিত হইয়াছে ১৯৮৩-এর ৪৬ আইন দ্বারা। উক্ত আইনের ৭ ধারা দ্রঃ। সাক্ষ্য আইনের ১১৩-ক ধারটি নিম্নলিখিত রূপ:

" ১১৩ ক। **বিবাহিত স্ত্রীলোক কর্তৃক আত্মহত্যার প্রোৎসাহন [অপোৎসাহন] সম্বন্ধীয় প্রাক্প্রত্যয়।** যখন প্রশ্ন হইল এই যে কোন স্ত্রীলোকের আত্মহত্যা তাহার স্বামী বা তাহার স্বামীর কোন আত্মীয়কর্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়াছে কিনা এবং ইহা প্রদর্শিত হয় যে, সে তাহার বিবাহের তারিখের সাত বৎসর কালের মধ্যে আত্মহত্যা করিয়াছিল এবং যে তাহার স্বামী অথবা তাহার স্বামীর উক্ত আত্মীয় তাহার সহিত নির্দয় [নিষ্ঠুর] আচরণ করিয়াছিল, তাহা হইলে, ঘটনার অন্য সকল পরিস্থিতি বিচার করিয়া আদালত এই প্রাক্প্রত্যয় করিতে পারেন যে, ঐ আত্মহত্যা তাহার স্বামী বা তাহার স্বামীর ঐ আত্মীয় কর্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার প্রয়োজনে নির্দয়তার [নিষ্ঠুরতার] যে অর্থ ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৪৯৮-ক ধারায় দেওয়া আছে তাহাই হইবে।" [সুনীলকুমার মিত্র: ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, কমল ল হাউস, ১৯৯০ পৃঃ ২৩১ দ্রঃ]

ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৪৮৯-ক এবং ৩০৪-খ ধারাদ্বয় এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১১৩-ক এবং ১১৩-খ ধারাদ্বয় কেন নির্মিত হইয়াছে তাহা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুপ্রীম কোর্ট উল্লেখ করিয়াছেন: The degradation of society due to the pernicious system of dowry and the unconscionable demands made by greedy and unscrupulous husbands and their parents and relatives resulting in an alarming number of suicidal and dowry deaths by women has shocked the legislative conscience to such an extent that the legislature had deemed it necessary to provide additional provisions of law, procedural as well as substantive, to combat the evil and has consequently introduced ss. 113-A and 113-B in the Evidence Act and SS. 498-A and 304-B in the Penal Code. [অতীব ক্ষতিকর (ধ্বংসকর) পণপ্রথার জন্য সমাজের অধঃপতন এবং অর্থগৃধ্নু ও বিবেকবর্জিত স্বামীদের এবং তাহাদের পিতামাতাদের এবং আত্মীয়বর্গের অযৌক্তিক দাবি-সঞ্জাত ভীতি সঞ্চারক সংখ্যার স্ত্রীলোক কৃত আত্মহনন ও পণমৃত্যু আইনসভার মনকে এরূপভাবে সঘৃণ ও আতঙ্ক মিশ্রিত ক্রোধে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছে যে আইনসভা এই হীনকার্যকে প্রতিহত করার জন্য অতিরিক্ত প্রণালীমত ও অনধীন বিধানসমূহ দেওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে

করিয়াছেন এবং সেই হেতু সাক্ষ্য আইনে ১১৩-ক ও ১১৩-খ ধারা দুইটি এবং দন্ড সংহিতায় ৪৯৮-ক ও ৩০৪-খ ধারা দুইটি সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন]। [ব্রিজলাল ব. প্রেমচাঁদ, 1989 Supp. (2) SCC 680 : AIR 1989 SC 1661 দ্রঃ]।

২। **পণমৃত্যু সম্বন্ধীয় কতকগুলি উল্লেখ্য রায়:** [১] জগদীশ লাল মালহোত্রার পত্নীর নাম সন্তোষ মালহোত্রা। স্বামী-স্ত্রীরূপে তাহারা বসবাস করিতেছিল। যে রাত্রে আলোচ্য ঘটনাটি ঘটে, সেই রাত্রে সন্তোষ মূত্র ত্যাগের জন্য উঠে। সে যখন বাথরুমের দিকে যাইতেছে তখন তাহার স্বামী তাহার দেহে কেরোসিন ঢালিয়া দেয় ও আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহার দেহ ১০০% পুড়িয়া যায় এবং তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইলে পরদিন প্রাতে আনুমানিক ৮ ঘটিকায় তাহার মৃত্যু হয়। সাক্ষ্যে বলা হয় যে স্বামী আরও টাকা চাহিয়াছিল এবং তাহার ফলশ্রুতি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যবর্তী সম্পর্ক খুবই খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নাই। মুমূর্ষুক্তিও [মুমূর্ষুশ্রাবিতক, মৃত্যুকালীন জবানবন্দি, Dying declaration] প্রশ্নোত্তর আকারে লওয়া হয় নাই। অতএব দোষীরূপে সাব্যস্ত করা যাইবে না [1984 Cri. L.J. NOC 53 Del: (1984) 25 DLJ 405: (1984)1. Crimes 108]। যদি পারিপার্শ্বিকতা হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কখনও দোষী এবং কখনও নির্দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে সে সন্দেহের সুবিধা (benefit of doubt) পাইবার যোগ্য [AIR 1963 SC 290 :(1963)1. Cri. L. J. 235 : (1984) 2. Crimes 565]। আদালতের কর্তব্য হইল দোষীরূপে প্রমাণিত ব্যক্তির সহিত অকরুণ [নির্মম, বেদরদী] আচরণ করা ও তাহাকে কঠোর ও নিবৃত্তকারী দন্ডে দণ্ডিত করা [AIR 1983 SC 1002: 1983 Cri. L. J. 1635]। স্বামী স্বয়ং যেখানে স্ত্রীকে হত্যা করে সেখানে কোন আবস্থিক সাক্ষ্য [আবস্থাগত সাক্ষ্য] থাকিতে পারে না [AIR 1982 SC 1217: (1984) 3. Crimes 337; 1982 Cri. L. J. 1572]। প্রতিরক্ষণের মিথ্যাচারিতা প্রমাণের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না [(1981) 2 SCR 354]। পণ না দেওয়ায় স্ত্রীর উপর অত্যাচার চলিতে থাকে। জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে স্বামী তাহাকে প্রোৎসাহিত [আপোৎসাহিত] করেন। সাক্ষ্যে বলা হয় যে পেটের ব্যাথায় তাহার মৃত্যু ঘটে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী রূপে সাব্যস্ত করা যায় না [(1984) 2. Crimes 37]। তখন রাত ৯টা। স্বামী তাহার স্ত্রীর গায়ে কোরোসিন ঢালিয়া দেন ও আগুন ধরাইয়া দেন। জনৈক প্রতিবেশী দেখেন যে তাহার দেহের ৯০ শতাংশ পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তিনি বলেন যে তাহার স্বামী তাহার দেহে অগ্নিসংযোগ করিয়াছেন। হাসপাতালের জনৈক ডাক্তার তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী [মুমূর্ষুক্তি, মুমূর্ষুশ্রাবিতক] নথিভুক্ত করেন এবং এইমর্মে প্রমাণপত্র দেন যে বিবৃতি দেওয়ার সময় তাহার পুরা চেতনা ছিল এবং তাহার মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক ছিল। স্বামী দোষী সাব্যস্ত হইয়া যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং সুপ্রীম কোর্ট উক্ত দন্ডাদেশ বহাল রাখেন [(1984) 2. Crimes 137]। স্বামী ছিল নিন্দনীয় চরিত্রের লোক। দিবারাত্র সে স্ত্রীর উপর প্রচন্ড দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার চালাইত। ঘটনার দিন সে তাহার স্ত্রীকে নির্মমভাবে প্রহার করিতে থাকিলে স্ত্রী

ধারা ৩০৪ খ]

স্বামীকে প্রহারে অক্ষম করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে একটি অস্ত্র হাতে তুলিয়া লয় ও কয়েকটি মামুলি [তুচ্ছ, নগন্য, গতানুগতিক, নিতান্ত সাধারণ] আঘাত করে। স্ত্রী এক্ষেত্রে তাহার আত্মরক্ষার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই, সুতরাং তাহার এই কার্য আইনানুগ [(1984) 3. Crimes 26]। লতা ও রাজরানী ছিল পরস্পর পরস্পরের প্রতিবেশিনী, এতদ্ভিন্ন তাহাদের মধ্যে অন্য কোন সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল না। লতা রাজরানীকে বলে যে তাহার স্বামীর আচরণ ভাল নয়। রাজরানী এই কথা তাহার স্বামীকে বলিয়া দিলে তাহার স্বামী আরও প্রতিকূল হইয়া উঠে এবং লতা আত্মহত্যা করে। লতাকে আত্মহত্যা করিতে প্রোৎসাহিত [অপোৎসাহিত] করার অভিযোগ আনা হয় রাজরানীর বিরুদ্ধে। এই ক্ষেত্রে রাজরানীকে দণ্ডিত করা যায় না [(1984) 2. Crimes 623]। ট্রায়ালকোর্ট যেখানে পণের কারণে বধুর দেহে অগ্নিসংযোগ করার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে ইচ্ছুক সেখানে হাইকোর্ট ব্যতিচার (interfere) করিবেন না এবং অভিযুক্তকে মুক্তি দিবেন না[(1989) 1. SCC 714]। যেখানে দুই পক্ষের সাক্ষ্য সমশক্তি সম্পন্ন, সেখানে আদালত সাক্ষ্যের সেই অংশ গ্রহণ করিবেন যে অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুকূল এ তাহার পক্ষ সমর্থক [(1984). 2. Crimes 565]। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে অভিযুক্ত স্বামী ও তাহার পিতা বারংবার পণ দাবি করিয়াছে এবং পণ পাওয়ার জন্য গৃহবধুর উপর হয়রান বা নাকালকারী ব্যবহার করিয়াছে। পণ হিসাবে কার্যত কি কি জিনিষ দাবি করা হইয়াছে তদ্বিষয়ক যৎকিঞ্চিৎ স্বয়ং বিরুদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ নহে। সুতরাং ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৮-ক ধারামতে দোষী রূপে সাব্যস্তকরণ ও দণ্ডদান বহাল রাখা হইল [ওয়াজির চাঁদ ব. স্টেট্ অব্ হরিয়ানা, (1989)1. SCC 244, 249, 250: 1989 SCC (Cri) 105: AIR 1989 SC 378: 1989 Cri, L. J. 809]।

৩০৪-খ ধারার প্রযোজ্যতা। শ্বশুরপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ বধুর সহিত দুর্ব্যবহার করে এবং তাহারা এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে, বধু, অত্যাচার ও নির্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, মৃত্যুকেই বাছিয়া লইতে বাধ্য হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ৩০৪-খ ধারা আকৃষ্ট হইবে [প্রেমবতী ব. স্টেট্ অব্ মধ্যপ্রদেশ, 1991 Cri. L. J. 268].

৩। **৩০৪-বি ধারার উপাদানসমূহ।** সতর্ক পাঠক পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন যে বর্তমান ধারাটির রহিয়াছে নিম্নলিখিত উল্লেখ্য উপাদানসমূহ :

[১] অগ্নিদগ্ধ হইয়া অথবা দৈহিক আঘাতপ্রাপ্তির ফলে বা অন্যভাবে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে স্ত্রীলোকের মৃত্যু সঙ্ঘটিত হইবে।

[২] এইরূপ মৃত্যু সঙ্ঘটিত হইবে উক্ত স্ত্রীলোকের বিবাহের সাত বৎসরের মধ্যে।

[৩] স্বামীর বা স্বামীর কোন নিকটাত্মীয়ের নিকট হইতে তিনি পাইবেন নিষ্ঠুর বা নাকালকারী [হয়রানকারী] ব্যবহার।

[৪] এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ বা নাকালকারী ব্যবহার পণের দাবির জন্য বা পণের দাবির সহিত সম্পর্কযুক্ত কারণে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইবে।

৪। **প্রক্রিয়া** [Procedure]:

[১] প্রগ্রাহ্য।

[২] প্রগ্রহণপত্র বা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা।

[৩] অপ্রতিভাব্য [অজামিনযোগ্য]।

[৪] আপসে মীমাংসা করার অযোগ্য।

[৫] দায়রা [দন্ডসত্র] আদালত দ্বারা বিচার যোগ্য।

৫। **দন্ড** [Punishment] : এই ধারার অধীনে দোষীরূপে সাব্যস্ত ব্যক্তি অন্যূন সাত বৎসরের কারাবাস দন্ড পাইবার যোগ্য, তবে উহা যাবজ্জীবন কারাদন্ড পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইতে পারে।

৬। **৩০৪-খ— অপরাধের প্রমাণ**। পণ মৃত্যুর ক্ষেত্রে খুনের অপরাধ সম্পাদনে স্বামীর বা তাহার আত্মীয়স্বজনবর্গের প্রকৃত অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয় নহে [ভাদ্দে রামা রাও ব. স্টেট্, 1990 Cri. L. J. 1666]।

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত যৌতুক বা পণ দাবি করিবার জন্য মৃতাকে সঙ্গে লইয়া মৃতা স্ত্রীর পিতৃগৃহে যায় এবং সেইস্থান হইতে নৈরাশ্য লইয়া প্রত্যাবর্তন করে, ও তাহার স্ত্রীও স্ব-ইচ্ছায় স্বামীর সঙ্গিনী হয়। অতঃপর অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার শ্বশুর গৃহে ফিরিয়া আসে এবং হারাইয়া যাওয়া স্ত্রীর সম্পর্কে খোঁজ খবর লয় এবং তাহার পর তাহার স্ত্রীর অনুসন্ধানকার্যে অংশগ্রহণ করে এবং পরে তাহাব স্ত্রীর দেহ একটি কূপের মধ্যে পাওয়া যায়। আদালতের রায় : পণ হেতু মৃত্যু ঘটানোর অপরাধ অপ্রমাণিত [ভাদ্দে রামা রাও ব. স্টেট্, 1990 Cri. L J. 1666]।

মৃতার শ্বশুরপক্ষীয় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মৃতার পিতা ও ভ্রাতাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল পণ দেওয়া হয় নাই এই অভিযোগ তুলিয়া। পরন্তু তাহারা পণের দাবিতে মৃতা স্ত্রীর সহিত নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিল এবং বিবাহের সাত দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। অপরাধ প্রমাণিত [শান্তি ব. স্টেট্ অব্ হরিয়ানা, 1991 Cri. L. J. 1713 (SC)].

বিবাহের সাত বৎসরের মধ্যে বিবাহিতা মহিলা আত্মহত্যা করেন। পণের দাবির উপর মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এইরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণ বিষয়ে পুলিশী তদন্ত বা মৃত্যুপরবর্তী অনুসন্ধান সঠিকভাবে কৃত হয় নাই। এরূপক্ষেত্রে সি. আই. ডি-কর্তৃক তদন্ত সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক [গোবরচাঁদ ব. এস. পি, চিংলেপুট, 1988 Cri. L. J. 1399]।

ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩০৪-খ ও ৪৯৮-ক ধারাদ্বয় অমিশুক বা পরস্পর বাধাদায়ক নহে। ৩০৪-খ ও ৪৯৮-ক ধারামতে অভিযোগ আনীত হইতে পারে এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলে উভয় ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কিন্তু ৪৯৮-ক ধারামতে পৃথক কোনও দন্ড দানের আবশ্যকতা নাই কারণ, ৩০৪-খ ধারামতে মুখ্য অপরাধের নিমিত্ত অনধীন দন্ড প্রদত্ত হইয়াছে [শান্তি ব. স্টেট্ অব্ হরিয়ানা, 1991 Cri. L. J. 1713(SC)]।

ধারা ৩০৪ খ]

পণের দাবির জন্য বা পণের দাবি সম্বন্ধীয় ব্যাপারে শ্বশুর গৃহে নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ করা হইয়াছে বা করা হইয়াছে যন্ত্রনাদায়ক হয়রানি। পরে অস্বাভাবিক ভাবে বধূর মৃত্যু ঘটিয়াছে। কেহ যখন মৃত্যু ঘটায় তখনই যে ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩০৪ ধারা আকৃষ্ট হয় তাহাই নহে মৃত্যু যখন হয় তখনও উহা আকর্ষিত হয় [প্রেমাবলী ব. স্টেট্, 1991 Cri. L. J. 268] ।

অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের একজন যেখানে ২০ বৎসরের স্ত্রীলোক এবং প্রারম্ভিক বিচারকালে মৃত্যু ঘটানোয় উভয় অভিযুক্ত ব্যক্তির ভূমিকা প্রমাণিত হয় নাই, সেখানে তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের যে আদেশ দেওয়া হয় তাহা কমাইয়া করা হয় সাত বৎসরের সশ্রম কারাবাস দন্ড [শাস্তি ব. স্টেট্ আব্ হরিয়ানা, 1991 Cri. L. J. 1713(SC) ।

পণমৃত্যু ও ৩০৬ ধারা। নবপরিণীতা মহিলার আত্মহত্যা। স্ত্রীকে আত্মহত্যা করিতে প্রোৎসাহিত করার অভিযোগ আনীত হইয়াছে স্বামী ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে। মৃতা কোনও সুইসাইড্ নোট্ (আত্মহনন বিষয়ক বিবৃতি) রাখিয়া যান নাই। তিনি নিজ দেহে অগ্নিসংযোগ করিয়াছেন, না, দৈবক্রমে তাহার পবিধেয় বস্ত্রে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট বা নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ নাই। স্বামী ও শ্বশুর মৃতাকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার ব্যাপারে অহেতুক বিলম্ব করেন নাই। অভিযুক্তদেব ৩০৬ ধারামতে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না [ওয়াজির চাঁদ ব. স্টেট্, 1989 Cri. L. J. 809: AIR 1989 SC 378]।

যেখানে নববিবাহিতা বালিকা অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং মৃতার পিতা ও ভগ্নীর সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় যে মৃতা, পিতৃগৃহ হইতে আরও পণ আনার জন্য শ্বশুরগৃহের ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অত্যাচারিতা হইয়াছিল এবং যেখানে এরূপ কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ নাই যে দুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সেখানে আদালত এই রায় দেন যে, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির ব্যক্তিদের দ্বারা প্ররোচিতা হইয়া সে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য আইনের ১১৩-ক ধারাবাহিত প্রাক্প্রত্যয় সহায়ক হইতেছে [গুরবচন সিং ব. সতপাল সিং, AIR 1990 SC 209: 1990 Cr.L.J. 562]

আত্মহত্যার প্রোৎসাহন [অপোৎসাহন]। আগুনে একশত ভাগ পুড়িয়া যাওয়ার ফলে মৃতা-জনৈকা বধূর ক্ষেত্রে দৈবক্রমে দগ্ধ হওয়ার ওজর বাতিল করিয়া দেওয়ার পর বধূকে প্রহার করার ও তাহার সহিত নিষ্ঠুর আচরণের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। আদালতের রায়: নির্মম নিষ্ঠুর আচরণের দ্বারা বধূকে আত্মহত্যা করিতে প্রোৎসাহিত করা হইয়াছে, যাহা অপরাধ [স্টেট্ অব্ এম.পি. বনাম সেখ লাল্লু, 1990 Cri. L. J. NOC (MP)]।

স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল স্ত্রীকে প্রহার করার এবং শাশুড়ি ও ননদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাহাকে অভ্যাঘাত করার। এই অভিযোগ উত্থিত হইয়াছিল আত্মহত্যার ঘটনা ঘটার অনেক পূর্বে। তাহাদিগকে আত্মহত্যা করিতে প্রোৎসাহিত করার অপরাধে

অপরাধী সাব্যস্ত করা যাইবে না যদিও নৈতিক দায়িত্ব তাহাদের অবশ্যই আছে [বসন্ত কুমার ব. স্টেট্ অব্ এম. পি. AIR 1990 Cri. L. J. NOC 45 MP]।

৩০৫। **শিশু বা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিকে আত্মহত্যায় প্রোৎসাহন** (Abetment of suicide of child or insane person)। যদি অষ্টাদশ বৎসরের কমবয়স্ক কোন ব্যক্তি, কোন বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি, কোন বিকারগ্রস্ত [প্রবলভাবে উত্তেজিত] ব্যক্তি, কোন জড়বুদ্ধি ব্যক্তি [জড়ধী] বা প্রমত্ত ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, যে কেহ এইরূপ আত্মহনন প্রোৎসাহিত করে, সে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা অনধিক দশ বৎসর মেয়াদের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] কোনও একজন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

[২] যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছেন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসরের কম, অথবা তিনি ছিলেন বিকৃত মস্তিষ্ক, বিকারগ্রস্ত [প্রবলভবে উত্তেজিত, উন্মত্ত], অথবা জড়বুদ্ধি [জড়ধী, ডাহামুর্খ], কিংবা মাতাল [অর্থাৎ মাদকদ্রব্য দ্বারা উদ্বেলিত, উত্তেজিত, উৎসাহিত, প্রমত্ত]।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ আত্মহত্যা প্রোৎসাহিত [অপোৎসাহিত] করিয়াছেন।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure): প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনঅযোগ্য—দায়রা (দন্ডমত্র) আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩। **অভিযোগ** (Charge): আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্তত ব্যক্তির নাম) নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি .... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে মাতাল অবস্থায় থাকা [সংশ্লিষ্ট আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির নাম]-কে আত্মহত্যা করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন এবং এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩০৫ ধারমতে দন্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন যাহা দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে উক্ত আদালত কর্তৃক আপনার বিচার হউক।

৩০৬। **আত্মহত্যার প্রোৎসাহন** (Abetment of suicide)। যদি কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, যে কেহ এইরূপ আত্মহনন প্রোৎসাহিত করে সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ।

১। **আত্মহত্যার প্রোৎসাহন [অপোৎসাহন, Abetment]: প্রোৎসাহন অপরাধের প্রকৃতি**। যাহা প্রোৎসাহিত করা হইতেছে তাহা যদি অপরাধ হয় তাহা হইলে প্রোৎসাহন

ধারা ৩০৭]

একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র অপরাধ। যে অপরাধ প্রোৎসাহিত করা হইতেছে তাহার সম্পাদনের উপর প্রোৎসাহন প্রতিষ্ঠিত নহে। পৃথকভাবেই ইহা একটি অপরাধ [গুরবচন সিং ব. সত্পাল সিং, AIR 1990 SC 209: 1990 Cri. L. J. 562: 1990 Cri. L. R. (SC) 100: (1990).1. SCC 445, 448: 1990 SCC (Cri) 151]।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure] : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য—দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence] : প্রমাণ করুন যে—

[১] কোনও একজন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা প্রোৎসাহিত করিয়াছেন।

৪। **অভিযোগ** [Charge] : আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় আদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্দ্বারা আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

যে ..... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ....স্থানে জনৈক [নাম] নামধারী/নাম্নী ব্যক্তি আত্মহত্যা করেন এবং আপনি [কার্যের বিবরণ] করিয়া তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করেন এবং যে ঐরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩০৬ ধারামতে দন্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন যাহা দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত আদালত কর্তৃক কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

৩০৭। **খুনের চেষ্টা** [Attempt to murder]। যে কেহ কোন কার্য করে এইরূপ উদ্দেশ্য বা জ্ঞান লইয়া এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে যে, সে যদি ঐ কার্যদ্বারা মৃত্যু ঘটাইত (তবে) সে খুনের অপরাধে অপরাধী হইত, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং সে অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইতে পারে; এবং এইরূপ কার্যদ্বারা যদি কোন ব্যক্তিকে জখম করা হয়, (তাহা হইলে), হয় অপরাধীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড হইবে, নতুবা তাহার ইতোমধ্যে পূর্বে উল্লেখিতরূপ দন্ড হইবে।

যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকর্তৃক চেষ্টা[Attempts by life convicts]। যখন এই ধারামতে অপরাধকারী কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ডে দণ্ডপ্রাপ্ত হইতেছে, সে, যদি জখম করা হয়, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।

(ক) ক প-কে গুলি করে তাহাকে হত্যা করিবাব উদ্দেশ্যে, এরূপ পরিস্থিতিতে যে, যদি মৃত্যু হইতে, ক খুনের অপরাধে অপরাধী হইত। ক-এর এই ধারায় দন্ড হইতে পারে।

(খ) ক একটি কম বয়সের শিশুর মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে একটি মরুভূমিতে ছাড়িয়া দেয়। শিশুটির মৃত্যু না হইলেও ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

(গ) ক প-কে খুন করিবার উদ্দেশ্যে একটি বন্দুক খরিদ করে ও উহাতে গুলি ভরে। ক এখনও অবধি অপরাধ সম্পাদন করে নাই। ক প-কে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করে।

ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে, এবং এইরূপ গুলি নিক্ষেপ দ্বারা সে যদি প-কে জখম করে, সে এই ধারার প্রথম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয়াংশ দ্বারা যে দণ্ডের বিধান প্রদত্ত আছে সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।

(ঘ) ক প-কে বিষপ্রয়োগদ্বারা খুন করার উদ্দেশ্যে বিষ ক্রয় করে এবং ক-এর নিকট রক্ষিত খাদ্যের সহিত তাহা মিশাইয়া দেয়; ক এখনও এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করে নাই। ক উক্ত খাদ্য প-এর টেবিলে রাখে কিংবা প-এর টেবিলের উপর রাখিবার জন্য উহা প-এর ভৃত্যবর্গের হস্তে অর্পণ করে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রারম্ভিক মন্তব্য :**

প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে [এফ. আই. আর -এ] বলা হয় নাই যে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে খুন করার অভিপ্রায় করিয়াছিল। ৩২৫, ১৪৯, ধারামতে দোষী বলিয়া সাব্যস্তকরণ সিদ্ধ হইবে [1977 A. Cri. Rep. 45]। প্রাসঙ্গিক ধারা ৩২৫, ১৪৯।

১। **প্রক্রিয়া [Procedure] :** প্রগ্রাহ্য— প্রগ্রহণপত্র—জামিনঅযোগ্য— দায়রা (দণ্ডসত্র) আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩০৮। **দোষাবহ নরহত্যার চেষ্টা** [Attempt to commit culpable homicide]। যে কেহ কোন কার্য করে এই উদ্দেশ্য বা জ্ঞান লইয়া যে এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে যে, যদি সে ঐরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা মৃত্যু ঘটাইত সে খুন নহে এরূপ দোষাবহ নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হইত, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে , অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে; এবং এইরূপ কার্যদ্বারা যদি কোন ব্যক্তি জখম হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক গুরুতর এবং আকস্মিক ক্রোধোদ্দীপন-হেতু [প্ররোচন, উত্তেজন] প-কে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল হইতে গুলি নিক্ষেপ করে এরূপ পরিস্থিতিতে যে, ঐরূপ কার্যসম্পাদনদ্বারা সে যদি মৃত্যু ঘটাইত, সে খুন নহে এরূপ দোষাবহ নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হইত। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure] : প্রাগ্রাহ্য— প্রগ্রহণপত্র— জামিনযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩০৯। **আত্মহত্যার চেষ্টা** [Attempt to commit suicide]। যে কেহ আত্মহত্যার চেষ্টা করে এবং এইরূপ অপরাধ সংঘটনের লক্ষ্যে কোন কার্য করে, সে অশ্রম কারাদণ্ডে

দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রক্রিয়া** [Procedure] : প্রগ্রাহ্য— প্রগ্রহণপত্র— জামিনযোগ্য— মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট্ বা যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।
২। **অভিযোগ** [Charge] : আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় আদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] ...তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে... .. স্থানে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং আত্মহত্যা করার জন্য ......কার্য করিয়াছিলেন এবং এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ডসংহিতার ৩০৯ ধারামতে দণ্ডনীয় অপবাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে আপনার বিচার হউক।

৩১০। **ঠগ [ঠগী দস্যু, গলাকাটা খুনে, দুর্বৃত্ত]** [Thug]। যে কেহ, এই আইনে অনুমোদিত হইবার পর যে কোন সময়, হত্যার সাহায্যে বা হত্যাসহ দস্যুতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বা শিশু চুরির উদ্দেশ্যে অভ্যাসগতভাবে অন্যর সহিত বা অন্যদের সহিত মিলিত হয়, সে ঠগ।

॥ টীকা ॥

ঠগী আইন, ১৮৭৬-এর বিধানসমূহ ৩০০, ৩১০ ও ৩৯০ ধারায় বিধৃত আছে।

৩১১। **দন্ড** [Punishment] । যে কেহ ঠগ, সে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure] :প্রগ্রাহ্য— প্রগ্রহণপত্র— জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালতে বিচার্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

গর্ভস্রাব ঘটানো বিষয়ক, মাতৃজঠরস্থিত শিশুর ক্ষতিসাধন বিষয়ক, শিশুবর্জন বিষয়ক এবং শিশুর জন্ম গোপন রাখা বিষয়ক :

৩১২। **গর্ভস্রাব ঘটানো**[Causing miscarriage]। যে কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে [স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে, স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে,স্বেচ্ছাধীনভাবে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে, স্বাধীনভাবে] গর্ভবতী কোন স্ত্রীলোকের গর্ভস্রাব ঘটায়, যদি ঐরূপ গর্ভস্রাব স্ত্রীলোকটির জীবন রক্ষার নিমিত্ত সরল বিশ্বাসে সংসাধিত না হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনবৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে, এবং স্ত্রীলোকটি যদি আসন্নপ্রসবা হয়েন, (তাহা হইলে সে) যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অথদন্ড ও হইতে পারে।

ধারা ৩১৩]

ব্যাখ্যা।— যে স্ত্রীলোক তাহার গর্ভপাত ঘটায় সে এই ধারার মধ্যে পড়ে।

।।টীকা ।।

১। **প্রারম্ভিক মন্তব্যঃ** বর্তমান ধারাটি সংশ্লিষ্ট মহিলার সম্মতিক্রমে তাঁহার গর্ভপাত করানো সংক্রান্ত। লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, এই ধারার অব্যবহিত পরবর্তী ধারাটি সংশ্লিষ্ট মহিলার সম্মতি ব্যতিরেকে তাঁহার গর্ভপাত করানো সংক্রান্ত।

২। **উপাদানসমূহ** [Ingredients] : বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে যে, বর্তমান ধারাটির প্রধান উপাদান দুইটি (১) স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন মহিলার গর্ভপাত করানো (২) সংশ্লিষ্ট মহিলার জীবনরক্ষার প্রয়োজনে সরলবিশ্বাসে ঐরূপ গর্ভপাত করানো হয় নাই।

৩। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence] : প্রমাণ করুন যে—

[১] মহিলা গর্ভবতী ছিলেন।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন কোন কার্য করিয়াছেন যদ্বারা গর্ভপাত সঙ্ঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল।

[৩] ঐরূপ কার্য অভিযুক্ত ব্যক্তি করিয়াছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তির ঐরূপ কার্যসম্পাদনের ফলে মহিলার গর্ভপাত সঙ্ঘটিত হয়।

[৫] সংশ্লিষ্ট মহিলার জীবনরক্ষার প্রয়োজনে একান্তই সরলবিশ্বাসে ঐরূপ গর্ভপাত করানো হয় নাই।

৪। **প্রক্রিয়া** [Procedure] : অপ্রগ্রাহ্য— প্রগ্রহণপত্র— জামিনযোগ্য— গর্ভপাত করানোর ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক এবং গর্ভস্থিত শিশু চতুর্থ বা পঞ্চম মাসের হইয়া থাকিলে দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৫। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

যে আপনি .....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ....নাম্নী গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত ঘটাইয়াছিলেন এবং উক্ত মহিলার জীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে সরলবিশ্বাসে আপনি ঐরূপ করেন নাই এবং যে, এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভরতীয় দন্ডসংহিতার ৩১২ ধারামতে দন্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক/ দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

৩১৩। **স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতিরেকে গর্ভস্রাব ঘটানো** [Causing miscarriage without woman's consent]। যে কেহ স্ত্রীলোকটির সম্মতি ব্যতিরেকে পূর্ববর্তী ধারায় সংজ্ঞায়িত অপারাধ করে ঐ স্ত্রীলোক আসন্নপ্রসবা হউক বা না হউক, সে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে, অথবা সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশবৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure] : প্রগ্রাহ্য— প্রগ্রহণপত্র— জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩১৪। **গর্ভস্রাব ঘটানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যদ্বারা মৃত্যু ঘটানো** [Death caused by act done with intent to cause miscarriage]। যে কেহ, গর্ভবতী মহিলার গর্ভস্রাব ঘটানোর উদ্দেশ্যে, এরূপ কোন কার্য করে যাহা ঐ স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটায়, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে :

যদি কার্য সম্পাদিত হয় স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যাতিরেকে(If act done without woman's consent) এবং যদি ঐ কার্য সম্পাদিত হয় উক্ত স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতিরেকে, (তাহা হইলে, সে) হয় যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে, নতুবা উপরে উল্লেখিত দন্ডে দন্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা।— এই অপরাধের ক্ষেত্রে ইহা অত্যাবশ্যক নহে যে অপরাধীকে জানিতে হইবে যে ঐ কার্য মৃত্যু ঘটাইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে—

[১] মহিলা গর্ভবতী ছিলেন।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি গর্ভপাত ঘটানোর জন্য কিছু করিয়াছেন।

[৩] ঐ উদ্দেশ্যেই অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছেন।।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পাদিত কার্যের ফলে মহিলার মৃত্যু হইয়াছে।

[৫] (মোকদ্দমাটি দ্বিতীয় প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিলে) সংশ্লিষ্ট মহিলার সম্মতি ব্যতিরেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ঐরূপ কার্য সম্পাদিত হইয়াছে।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure): প্রগ্রাহ্য— প্রগ্রহণপত্র— জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩। **অভিযোগ** [Charge] : আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করুন] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] .... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ......নাম্নী মহিলার গর্ভপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে [অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যের বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করুন] করিয়াছেন, যাহার ফলে কথিত [সংশ্লিষ্ট মহিলার নাম] এঁর মৃত্যু হইয়াছে, এবং যে, এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩১৪ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা দায়রা আদালত/ হাইকোর্ট কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

ধারা ৩১৫]

৩১৫। শিশুর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে অথবা জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্য [Act done with intent to prevent child being born alive or to cause it die after birth]। যে কেহ, কোন শিশুর জন্মের পূর্বে, শিশুটির জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করায় বাধা দিবার উদ্দেশ্যে অথবা ইহার জন্মের পর ইহার মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে কোন কার্য করে, এবং এইরূপ কার্যদ্বারা ঐ শিশুর জীবিত অবস্থায় জন্মলাভে বাধা দেয় অথবা ইহার জন্মের পর ইহার মৃত্যু ঘটায়, সে, এইরূপ কার্য যদি সম্পাদিত না হয় উক্ত মাতার জীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে সরলবিশ্বাসে, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Proof]: প্রমাণ করুন যে—

[১] মহিলা গর্ভবতী ছিলেন।

[২] গর্ভস্থ শিশুর জন্মের পূর্বে, শিশুটি যাহাতে জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিতে না পারে সেইজন্য অথবা যাহাতে জন্মগ্রহণ করার পরই তাহার মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয় তন্নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনও একটি কার্য সম্পাদন করিয়াছেন।

[৩] কথিত উদ্দেশ্যেই অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছেন।

[৪] সংশ্লিষ্ট মহিলার জীবনরক্ষার প্রয়োজনে যে সরলবিশ্বাসে ঐরূপ কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা নহে।

[৫] মৃত অবস্থায় শিশুটির জন্ম হয়/ জন্মের পরই শিশুটির মৃত্যু হয়।

[৬] ঐরূপ মৃত্যু ঘটে অভিযুক্ত ব্যক্তির কার্যের ফলে।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য— প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩১৬। এইরূপ কার্যদ্বারা মাতৃজঠরস্থিত প্রাণবন্ত শিশুর মৃত্যু ঘটানো যাহা দোষাবহ নরহত্যা বলিয়া পরিগণিত হয় [Causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide]। যে কেহ এরূপ পরিস্থিতিতে কোন কার্য করে যে সে যদি তদ্দ্বারা মৃত্যু ঘটাইত (তাহা হইলে) সে দোষাবহ নরহত্যার দায়ে দায়ী হইত, এবং যদি এইরূপ কার্যসাধন দ্বারা মাতৃজঠরস্থিত প্রাণবন্ত শিশুর মৃত্যু ঘটায়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক, কোনও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটাইতে পারে ইহা জানিয়া একটি কার্য করে যাহা, উহা স্ত্রীলোকটির মৃত্যু ঘটাইলে, দোষাবহ নরহত্যা বলিয়া পরিগণিত হইত। স্ত্রীলোকটি আহত হইল কিন্তু মরিল না, কিন্তু উহা দ্বারা তাহার জঠরস্থিত প্রাণবন্ত শিশুর মৃত্যু ঘটিল। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধে অপরাধী।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence] :প্রমাণ করুন যে—

[১] মহিলা গর্ভবতী ছিলেন।

[২] মহিলার গর্ভে ছিল ৪/৫ মাস বা ঐরূপ বয়সের শিশু।

[৩] ঐরূপ শিশুর মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিছু কর্ম করিয়াছেন।

[৪] যে প্রকার পরিস্থিতিতে ঐরূপ কার্য সম্পাদন করা হইয়াছে তাহাতে, মৃত্যু সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষাবহ নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হন (২৯৯ ধারা দ্রঃ)।

[৫] অভিযুক্ত ব্যক্তির ঐরূপ কার্যর ফলেই গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure] : প্রগ্রাহ্য— প্রগ্রহণপত্র— জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩১৭। **দ্বাদশ বৎসরের কম বয়সের শিশুকে তাহার মাতাপিতা কর্তৃক বা যে ব্যক্তির তাহার যত্ন লওয়ার কথা সেই ব্যক্তি কর্তৃক পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া বা বর্জন করা** [Exposure and abandonment of child under twelve years, by parent or person having care of it]। যে কেহ, যে দ্বাদশ বৎসরের কম বয়সের শিশুর পিতা বা মাতা অথবা এইরূপ শিশুর যত্ন লওয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন হইয়া ঐ শিশুকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্থানে পরিত্যাগ বা বর্জন করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা।— খুন বা দোষাবহ নরহত্যা, যে স্থলে যে প্রকারের অপরাধে অপরাধীর বিচারে বাধাদান এই ধারার উদ্দেশ্য নহে, যদি এইরূপ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার ফলে শিশুটির মৃত্যু হয়।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Proof]: প্রমাণ করুন যে—

[১] শিশুটির বয়স বারো বৎসরের নিম্নে।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট শিশুটির পিতা বা মাতা বা অন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

[৩] প্রশ্নাধীন স্থানে তিনি শিশুটিকে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি শিশুটিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন বা পরিত্যাগ কারার উদ্দেশ্যে তাহাকে ঐভাবে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য— প্রগ্রহণপত্র— জামিনযোগ্য—দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩। **অভিযোগ** [Charge] : আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

ধারা ৩১৮]

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] বারো বৎসরের কম বয়সের ....নামক/ নাম্নী শিশুর পিতা/ মাতা/ দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি হইতেছেন এবং যে আপনি ..... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে .....নামক স্থানে উক্ত শিশুকে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহাকে পুরাপুরি বর্জন/পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে, এবং যে, এইরূপ কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩১৭ ধারমতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা দায়রা (দন্ডসত্র) আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

৩১৮। গোপনে মৃতদেহ সরাইয়া ফেলিয়া জন্ম গোপন রাখা [Concealment of birth by secret disposal of dead body]। যে কেহ, কোন শিশুর মৃতদেহ গোপনে কবর দিয়া বা অন্যভাবে সরাইয়া ফেলিয়া উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঐরূপ শিশুর জন্ম গোপন করে বা গোপন করিতে প্রয়াসী হয়, ঐ শিশুর মৃত্যু তাহার জন্মের পূর্বে বা পরে বা জন্মাইবার কালে যখনই হউক-না-কেন, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure] : প্রগ্রাহ্য— প্রগ্রহণপত্র— জামিনযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

জখম করা বিষয়ক

৩১৯। জখম করা [Hurt]। কোনও ব্যক্তির শারীরিক বেদনা, অসুস্থতা অথবা অক্ষমতার সৃষ্টি করিলে জখম করা হইল বলা হইয়া থাকে।

॥ টীকা ॥

প্রশস্ততা [Scope]: জখম-করা জনিত অপরাধ কি প্রকারে গঠিত হয় তাহাই বর্তমান ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। দাঙ্গা করার ন্যায় যে সকল অপরাধে অপরাধমূলক বল প্রযুক্ত হয়, জখমকরা জনিত অপরাধ তাহার অন্তর্ভুক্ত এরূপ বলা যায় না, 38 Cri. L. J. 442 জখম করার যে সংজ্ঞা ৩১৯ ধারায় বিধৃত রহিয়াছে তাহার মর্ম হইল কোনও একজন ব্যক্তি কর্তৃক অন্য একজন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা প্রদান। সুতরাং কোনও একজন মহিলাকে যদি তাহার গৃহাভ্যন্তর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনা হয় তাহা অবশ্যই হইবে একটি অপরাধ [আব্দুল সাত্তার ব. মতি বিবি, AIR 1930 Cal 720: 21 Cri. L. J. 1223]। ক্ষত দৃশ্যমান হওয়া আবশ্যক নহে [রঙ্গনায়াম্মা ব. শিবাম্মা, AIR 1967 Andh. Pra. 208]।

৩২০। নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করা (Grievous hurt)। নিম্নলিখিত প্রকারের জখম করাকে ‘‘নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে’’ আখ্যাত করা হইবে:

ধারা ৩২১

প্রথমতঃ— খোজা করা।
দ্বিতীয়তঃ— যে কোন চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি হইতে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা।
তৃতীয়তঃ— যে কোন কর্ণর শ্রবণশক্তি হইতে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা।
চতুর্থতঃ— যে কোন অঙ্গ [প্রত্যঙ্গ] বা সন্ধি [গ্রন্থি, গাঁট, সংযোগপ্রণালী] হইতে বঞ্চিত করা।
পঞ্চমতঃ— যে কোন অঙ্গের বা সন্ধির ধ্বংসসাধন বা স্থায়ীভাবে ক্ষতি সাধন।
ষষ্ঠতঃ— মস্তকের বা মুখমণ্ডলের স্থায়ী বিকৃতি সাধন।
সপ্তমতঃ— অস্থি ভঙ্গ বা দন্ত ভঙ্গ বা অস্থির বা দণ্ডর স্থানচ্যুতি।
অষ্টমতঃ— যে কোন প্রকারের জখম যাহা জীবন সংশয় সৃষ্টি করে অথবা যাহার ফলে কষ্ট ভোগকারী কুড়ি দিন যাবৎ গুরুতর দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করে, অথবা তাহার স্বাভাবিক কাজকর্ম করিতে অক্ষম হয়।

॥ টীকা ॥

আদালতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। প্রহার করার ফলে পড়িয়া গিয়া অঙ্গুষ্ঠের অস্থিভঙ্গ হইলে তাহা নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক [দুঃখদায়ক, শোচনীয়] ক্ষতি বলিয়া গণ্য হইবে [কালিকা সিং ব. স্টেট, 1981 Cri. L. J. 639]। যেখানে চিকিৎসাধিকারিক বাম পায়ের হাড় আংশিক কাটিয়াছে বলিয়া অভিমত দিয়াছেন কিন্তু অস্থিভঙ্গর বিদ্যমানতা বা কর্তনসীমা বিষয়ে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নাই, সেখানে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতি হইয়াছে বলা যাইবে না [বলবন্ত ব. স্টেট্, 1978 Cri. L. J. (NOC) 283]। প্রকরণ (৮) আকর্ষণ করিতে হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ২০ দিন যাবৎ নিদারুণ দেহযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন অথবা তিনি সাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন নাই [1982 Cri. L. J. (NOC) 217]।

৩২১। **ইচ্ছাপূর্বক জখম করা** [Voluntarily causing hurt]। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে জখম করিবার উদ্দেশ্য লইয়া কোন কিছু করে অথবা যদি তাহার কাজের ফলে কোন লোকের জখম হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়াও ঐরূপ কার্য করে এবং যদি তাহার ফলে কোন লোক জখম হয়, তাহা হইলে, ঐ ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক জখম করিল বলা হইয়া থাকে।

॥ টীকা ॥

আদালতের রায়। 1955 Cri. L. J. 173, 1971 Cri. L. J. 898 এবং 1982 Cri. L. J. (NOC) 134 দ্রঃ।

৩২২। **ইচ্ছাপূর্বক নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করা** [Voluntarily causing grievous hurt]। যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে জখম করে, যদি সে যে জখম করিতে চাহে অথবা জানে যে উহা নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করিতে পারে, এবং যদি যে জখম সে করে তাহা নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ভাবে জখম করা হয়, [তাহা হইলে] বলা হয় সে "ইচ্ছাকৃতভাবে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক জখম সম্পাদন করিয়াছে"।

ধারা ৩২৩]

ব্যাখ্যা। —কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ভাবে জখম করিয়াছে বলা হইবে না কেবল এই ক্ষেত্র ছাড়া যখন সে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক জখম করে এবং নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক জখম ঘটাইতে অভিপ্রায় করে বা ঐরূপ জখম ঘটিবে বলিয়া জানে। কিন্তু সে ইচ্ছাকৃতভাবে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক জখম ঘটাইয়াছে বলা হইবে, যদি, এক প্রকারের নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক জখম ঘটাইতে ইচ্ছা করিয়া বা ঐরূপ হইবে জানিয়া সে প্রকৃতপক্ষে অন্য প্রকারের নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক জখম ঘটায়।

দৃষ্টান্ত

ক, প-এর মুখমণ্ডল স্থায়ীভাবে বিকৃত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে বা ঐরূপ হইবে জানিয়া প-কে একটি ঘুসি মারে যাহা প-এর মুখমণ্ডল স্থায়ীভাবে বিকৃত করেনা, কিন্তু যাহার ফলে প কুড়িদিন যাবৎ নিদারুণ দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করে। ক ইচ্ছাকৃতভাবে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক জখম ঘটাইয়াছে।

।। টীকা ।।

সাধারণ মন্তব্য। পূর্ববর্তী ধারাটির ন্যায় বর্তমান ধারাটির অপরাধেরও মুখ্য উপাদান হইল উদ্দেশ্য অথবা জ্ঞান [দেবশ্যাম ব স্টেট্, (1962).I. MLJ. 161]।

৩২৩। **ইচ্ছাপূর্বক জখম করার দণ্ড** [Punishment for voluntarily causing hurt]। ৩৩৪ ধারা প্রযোজ্য নহে এইরূপ যে কোন ক্ষেত্রে যে কেহ ইচ্ছাপূর্বক জখম সৃষ্টি করিবে তাহাকে একবৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ডে অথবা এক হাজার টাকা অবধি অর্থদণ্ডে অথবা উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

।। টীকা ।।

১। **অভ্যাঘাত** [Assault]: প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের অশুভ [প্রতিকূল, বিরোধী, বিপরীত, মন্দ] স্বার্থ [adverse interest] বিদ্যমান। থানার ডায়েরিতে নিপীড়িত ব্যক্তির [victim] বিবৃতিদ্বারা তাঁহাদের সাক্ষ্য সত্য বলিয়া দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হইযাছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহারই ভিত্তিতে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা যায় [কুলামণি সন্ধা ব. স্টেট্, 1991 Cri. L. J. 599; ওড়িশা হাইকোর্ট]।

২। **আত্মরক্ষার অধিকার**। দেখা যাইতেছে অভিযুক্ত পক্ষর অস্থিভঙ্গ হইয়াছে অথচ অভিশংসন সাক্ষীগণের দেহের ক্ষত নিরতিশয় সাধারণ ধরণের। এই ব্যাপারে অভিশংসন কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। এইরূপ পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি সন্দেহের সুবিধা ভোগ করিবেন ও তিনি বেকসুর খালাস পাইবার যোগ্য [মহিন্দার সিং ও অন্যান্য ব. স্টেট্, অব পাঞ্জাব, 1990 Cri. L. J. NOC 4 (P & H)]।

৩। **৩২৩/৩৪ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করণ**। অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃতাকে মারাত্মক [প্রাণনাশক] আঘাত দেয়। তাহার হাতে কোন খোলা ছোরা-ছুরি

বা চাকু ছিল না। এইরূপ সাক্ষ্য কিছু নাই যদ্দারা এই তথ্য প্রদর্শিত হয় যে, তাহার হাতে যে ছোরা-ছুরি বা চাকু ছিল তাহা অন্য অভিযুক্তদের জানা ছিল। এমন্‌কি যে অভিযুক্ত ব্যক্তি মারাত্মক আঘাত হানিয়াছিল সে তাহার অন্য ভাইদের (অন্য যাহারা অভিযুক্ত, তাহাদের) মৃতাকে ছোরা মারার আহ্বান জানায় নাই। সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি একসঙ্গে আসে নাই। তাহাদের ভগ্নীর (মৃতার) মৃত্যু ঘটাইবার নিমিত্ত পূর্বে তাহারা একমত হয় নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একজন শুধু কহিয়াছিল যে তাহাদের একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য তাহাকে (মৃতাকে) উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। *আদালতের রায়:* অভিযুক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিল মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য তাহার ভগ্নীকে প্রহার করা, যাহাতে সে ঐরূপ মিথ্যা অভিযোগ করা হইতে বিরত হয়। মৃতাকে খুন করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোন সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল না। অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস দেওয়া হইল [ওম্‌প্রকাশ ব. দি স্টেট্, 1990 Cri. L. J. 2373 (Delhi)]।

৪। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য — আহ্বানপত্র — জামিনযোগ্য — যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য — অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩২৪। **ইচ্ছাপূর্বক বিপদ্‌জনক অস্ত্র বা পদ্ধতিদ্বারা জখম করা** [Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means]। যে কেহ, ৩৩৪ ধারা বিধৃত বিধানে যে প্রকার অবস্থার কথা বর্ণিত আছে তদ্ব্যতীত, ইচ্ছাকৃতভাবে, গুলি করার, ছুরিকাঘাত করার, অথবা কর্তন করার কোন যন্ত্র দ্বারা, অথবা এরূপ কোন যন্ত্র দ্বারা যাহা আক্রমণের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে মৃত্যু ঘটাইতে পারে, অথবা অগ্নি বা কোন তপ্ত বস্তু দ্বারা, অথবা কোন বিষ বা কোন ক্ষয়করা দ্রব্য দ্বারা, অথবা কোন বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা, অথবা এরূপ কোন দ্রব্য দ্বারা যাহা শ্বসন করা, গলাধঃকরণ করা বা শোনিত মধ্যে পরিগ্রহণ করা মনুষ্যদেহর পক্ষে ক্ষতিকর, অথবা কোন পশুদ্বারা, জখম ঘটায়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেযাদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা তাহার অর্থদণ্ড হইবে অথবা তাহার উভয় দণ্ডই হইবে।

॥ **টীকা** ॥

১। যেখানে আপীলকারীকে ধারালো ক্ষুর দ্বারা জখম করা হইয়াছে সেখানে উত্তরবিচারে দণ্ড হ্রাসের প্রশ্ন উঠে কি?

— যেখানে আপীলকারীকে ক্ষুর দ্বারা জখম করা হইয়াছে সেখানে আপীলে দণ্ড হ্রাস করার কোন প্রশ্ন উঠে না [অবাধরাজ দুখরাম পাণ্ডে ব. স্টেট্ অব মহারাষ্ট্র, AIR 1979 SC 1703]।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য — প্রগ্রহণপত্র — জামিনযোগ্য — যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য — সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি দিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩২৫। **ইচ্ছাপূর্বক নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ভাবে জখম করার দণ্ড** [Punishment for voluntarily causing grievous hurt]। যে কেহ, ৩৩৫ ধারা বিধৃতি বিধানে যে প্রকার

ধারা ৩২৬]

অবস্থার কথা বর্ণিত আছে তদ্ব্যতীত, ইচ্ছাকৃতভাবে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টিকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য—যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি দিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩২৬। বিপজ্জনক অস্ত্র বা পদ্ধতিদ্বারা ইচ্ছাপূর্বক নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করা [Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons or means]। যে কেহ, ৩৩৫ ধারা বিধৃত বিধানে যে প্রকার অবস্থার কথা বর্ণিত আছে তদ্ব্যতীত, ইচ্ছাকৃতভাবে, গুলি করার, ছুরিকাঘাত করার, অথবা কর্তন করার কোন যন্ত্রদ্বারা, অথবা এরূপ কোন যন্ত্র দ্বারা যাহা আক্রমণের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে মৃত্যু ঘটাইতে পারে, অথবা অগ্নি বা কোন তপ্ত বস্তু দ্বারা, অথবা কোন বিষ বা কোন ক্ষয়কর দ্রব্য দ্বারা, অথবা কোন বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা, অথবা এরূপ কোন দ্রব্য দ্বারা যাহা শ্বসন করা, গলাধঃকরণ করা বা শোনিতমধ্যে পরিগ্রহণ করা মনুষ্যদেহর পক্ষে ক্ষতিকর, অথবা কোন পশুদ্বারা, নিদারুণ ভাবে যন্ত্রণাদায়ক জখম ঘটায়, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। কুঠার দ্বারা মস্তকে আঘাত করিলে তাহা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে। কুঠারের সাহায্যে কোন ব্যক্তির মস্তকে যদি এরূপ আঘাত করা হয় যাহার ফলে উক্ত কুঠার ঐ ব্যক্তির মস্তক মধ্যে অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে ঐরূপ আঘাত উক্ত আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন সংশয় ঘটাইতে পারে [পাণ্ডুরাঙ্ ব. স্টেট্ অব হায়দ্রাবাদ, AIR 1955 SC 216]।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র— জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩২৭। বলপ্রয়োগে সম্পত্তি আদায় করার জন্য কিংবা অবৈধ কার্য সম্পাদন করিতে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে জখম করা [Voluntarily causing hurt to extort property or to constrain to an illegal act]। যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে বেদনাদগ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে বা বেদনাদগ্ধ ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন সম্পত্তি অথবা মূল্যবান প্রতিভূতি আদায় করিবার উদ্দেশ্যে অথবা বেদনাদগ্ধ ব্যক্তিকে বা বেদনাদগ্ধ ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিকে এরূপ কোন কার্য করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে যাহা অবৈধ বা যাহা কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে, জখম ঘটায়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য — প্রগ্রহণপত্র — জামিনঅযোগ্য — প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য — অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২। অভিযোগ [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয়আদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম].......তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ক খ-এর নিকট হইতে / ক খ-তে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি ....এঁর নিকট হইতে একটি সম্পত্তি, যথা, ...বলপ্রয়োগে আদায় করার মতলবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁহার নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতি করিয়াছেন এবং এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩২৭ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিযাছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার বিচার হউক।

৩২৮। অপরাধ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বিষ ইত্যাদি দ্বারা জখম করা [Causing hurt by means of poison, etc., with intent to commit an offence]। যে কেহ, কোন ব্যক্তিকে জখম করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা অপরাধ করিবার উদ্দেশ্যে বা অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা ইহা জানিয়া যে সে ঐরূপ কার্য সম্পাদন জখম ঘটাইবে, কোন ব্যক্তির উপর বিষ বা যে কোন হতচেতনকারী [হতবুদ্ধিকারী], প্রমত্তকারী বা স্বাস্থ্যহানিকর ঔষধ প্রয়োগ করে বা গ্রহণ করায়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র— জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩২৯। বলপ্রয়োগে সম্পত্তি আদায় করার জন্য কিংবা অবৈধ কার্যসম্পাদন করিতে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাক্রিয় ভাবে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক জখম করা [Voluntarily causing grievous hurt to extort property, or to constrain to an illegal act]। যে কেহ, ইচ্ছাকৃতভাবে বেদনাদগ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে বা বেদনাদগ্ধ ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি আদায় করিবার উদ্দেশ্যে অথবা বেদনাদগ্ধ ব্যক্তিকে বা বেদনাদগ্ধ ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিকে এরূপ কোন কার্য করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে যাহা অবৈধ বা যাহা কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সুবিধাসৃষ্টি করিতে পারে, জখম ঘটায়, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

ধারা ৩৩০]

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ [Evidence]**: প্রমাণ করুন যে —

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বতঃপ্রনোদিতভাবে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতি সংসাধন করিয়াছেন।

[২] ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে বলপূর্বক কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি আদায় করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতি সংসাধন করিয়াছেন; কিংবা

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিকে কোন অবৈধ কার্য করিতে বাধ্য করাব জন্য অথবা কোন অপরাধ সম্পাদনের ব্যাপারে সুবিধা সৃষ্টির জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতি সংসাধন করিয়াছেন।

২। **প্রক্রিয়া [Procedure]**: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র— জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৩০। **জোর করিয়া স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য অথবা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে জখম করা** [Voluntarily causing hurt to extort confession or to compel restoration of property]। যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে বেদনাদগ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে কিংবা বেদনাদগ্ধ ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অপরাধ বা অসদাচরণ যাহা হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে এরূপ কোন স্বীকারোক্তি বা সমাচার আদায় করার জন্য অথবা বেদনাদগ্ধ ব্যক্তিকে বা বেদনাদগ্ধ ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রত্যর্পণ করিতে বা সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রত্যর্পণ করাইতে অথবা কোন দাবি বা চাহিদা পূরণ করিতে, অথবা যাহা হইতে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতির উদ্ধার সম্ভব হয়, এরূপ সমাচার প্রদান করিতে বাধ্য করিতে জখম করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার কারাদণ্ডও হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক পুলিশ অফিসার ক প-কে যৎপরোনাস্তি দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা দেয় ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য করার জন্য যে সে একটি অপরাধ করিয়াছে। ক এই ধারার অধীনে একটি অপরাধে অপরাধী।

(খ) জনৈক পুলিশ অফিসার ক খ-কে যৎপরোনাস্তি দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা দেয় কোথায় কিছু নির্দিষ্ট চোরাই সম্পত্তি জমা রাখা হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দিতে বাধ্য করার জন্য। ক এই ধারার অধীনে একটি অপরাধে অপবাধী।

(গ) জনৈক রাজস্ব আধিকারিক ক প-কে যৎপরোনাস্তি দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা দেয় প-এর নিকট প্রাপ্য রাজস্বের অপ্রদত্ত অংশ দিতে বাধ্য করার জন্য। ক এই ধারার অধীনে একটি অপরাধে অপরাধী।

(ঘ) জনৈক জমিদার ক জনৈক প্রজাকে যৎপরোনাস্তি দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা দেয় তাহার খাজনা দিতে বাধ্য করার জন্য। ক এই ধারার অধীনে একটি অপরাধে অপরাধী।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ [Proof]**: প্রমাণ করুন যে —

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতি সংসাধন করিয়াছেন।

[২] উৎপীড়িত ব্যক্তির নিকট হইতে বা উৎপীড়িত ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন স্বীকারোক্তি বা কোন সমাচার বলপূর্বক আদায় করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতি সংসাধন করিয়াছেন।

[৩] ঐরূপ স্বীকারোক্তি বা সমাচার কোন অপরাধ বা অসদাচরণ আবিষ্কারে সহায়ক হইতে পারিত।

অথবা প্রমাণ করুন যে—

[১] (উপরিউক্ত রূপ)।

[২] নিপীড়িত ব্যক্তির বা নিপীড়িত ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রভৃতি পুনরুদ্ধার করার বা করাইবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতি সংসাধন করিয়াছেন।

২। **প্রক্রিয়া [Procedure]**: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৩১। **জোর করিয়া স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য অথবা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করা [Voluntarily causing grievous hurt to extort confession]**। যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে বেদনাদগ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে কিংবা বেদনাদগ্ধ ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অপরাধ বা অসদাচরণ যাহা হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে এরূপ কোন স্বীকারোক্তি বা সমাচার আদায় করার জন্য অথবা বেদনাদগ্ধ ব্যক্তিকে বা বেদনাদগ্ধ ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রত্যর্পণ করিতে বা সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রত্যর্পণ করাইতে অথবা কোন দাবি বা চাহিদা পূরণ করিতে, অথবা যাহা হইতে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতির উদ্ধার সম্ভব হয় এরূপ সমাচার প্রদান করিতে বাধ্য করিতে জখম করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৩২। **রাজভৃত্যকে ভয় দেখাইয়া কর্তব্য সম্পাদন হইতে নিবৃত্ত করার জন্য ইচ্ছাপূর্বকভাবে জখম করা** [Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty]। যে কেহ রাজভৃত্যরূপে কার্য সম্পাদনকারী রাজভৃত্য এরূপ ব্যক্তিকে অথবা ঐ ব্যক্তিকে বা রাজভৃত্যরূপে কার্য সম্পাদনকারী অন্য কোন রাজভৃত্যকে বাধা দিবার বা বিঘ্নিত করার অভিপ্রায়ে অথবা ঐরূপ রাজভৃত্যরূপে বিধিসম্মত কর্তব্য পালন কালে উক্ত ব্যক্তি যে কার্য করে বা করিতে চেষ্টিত হয় তাহার কারণে, ঐ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে জখম করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৩৩। **রাজভৃত্যকে ভয় দেখাইয়া কর্তব্য সম্পাদন হইতে নিবৃত্ত করার জন্য নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ভাবে জখম করা** [Voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from duty]। যে কেহ, রাজভৃত্যরূপে কার্যসম্পাদনকারী রাজভৃত্য এরূপ ব্যক্তিকে, অথবা ঐ ব্যক্তিকে বা রাজভৃত্যরূপে কার্যসম্পাদনকারী অন্য কোন রাজভৃত্যকে বাধা দিবার বা বিঘ্নিত করার অভিপ্রায়ে অথবা ঐরূপ রাজভৃত্যরূপে বিধিসম্মত কর্তব্যপালন কালে উক্ত ব্যক্তি যে কার্য করে বা করিতে চেষ্টিত হয় তাহার কারণে, ঐ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশবৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৩৪। **উৎক্ষোভনহেতু ইচ্ছাকৃতভাবে জখম করা** [Voluntarily causing hurt on provocation]। যদি কেহ হটাৎ গুরুতর ক্রোধের কারণ ঘটায় তাহা হইলে যে এইরূপ কারণ ঘটাইয়াছে তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও জখম করার উদ্দেশ্য না থাকিলে এবং অন্য কেহ আহত হইতে পারে এইরূপ জ্ঞান না থাকা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও জখম করে তবে তাহাকে একমাস পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ডে অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র— জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার যোগ্য— সংক্ষেপে বিচার যোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩৩৫। উৎক্ষোভনহেতু ইচ্ছাকৃতভাবে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করা [Voluntarily causing grievous hurt on provocation]। যে কেহ গুরুতর ও আকস্মিক ক্রোধোদ্দীপন হেতু ইচ্ছাকৃতভাবে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক জখম ঘটায়, যদি তাহার এই অভিপ্রায় [উদ্দেশ্য] না থাকে বা যদি ইহা তাহার না জানা থাকে যে ইহা, যে ক্রোধোদ্দীপন ঘটাইয়াছে সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করিতে পারে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ চার বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ দুই হাজার টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা।— শেষ দুইটি ধারা, ৩০০ ধারার ব্যতিক্রমে যে বিধান সমূহ আছে সেই একই বিধানসমূহের অধীন।

।। টীকা ।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে---

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি দেহগত বেদনা, ব্যাধি বা অক্ষমতা সৃষ্টি করিয়াছেন।

[২] নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতি সংসাধনের উদ্দেশ্যে বা ঐরূপ ক্ষতি সংসাধিত হইবে তাহা জানিয়া তিনি ঐরূপ করিয়াছেন।

[৩] গুরুতর ও আকস্মিক ক্রোধোদ্দীপন হেতু ঐরূপ কৃত হয়।

[৪] যে ব্যক্তি ক্রোধোদ্দীপন করিয়াছেন সেই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি করা অভিযুক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল না বা ঐরূপ ক্ষতি হইতে পারে তাহা তিনি জানিতেন না।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংশ্লিষ্ট আদালতের সম্মতিসাপেক্ষে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩৩৬। অন্যের জীবন বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার পক্ষে বিপদ্‌জনক কার্য [Act endangering life or personal safety of others]। যে কেহ এরূপ বেপরোয়াভাবে অথবা অবহেলাভরে কোন কার্য করে যাহা মানুষ্য জীবন অথবা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়ে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনি মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ দুইশত পঞ্চাশ টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

।। টীকা ।।

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৩৭। **অন্যের জীবন ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার পক্ষে বিপদ্‌জনক কার্যসম্পাদন দ্বারা জখম করা** [Causing hurt by act endangering life or personal safety of others]। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে জখম করে মনুষ্যজীবন, অথবা অন্যর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত করে বেপরোয়াভাবে বা অবহেলাভরে এরূপ কোন কার্য করিয়া, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ ছয়মাস অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ পাঁচশত টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure] : প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতিক্রমে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩৩৮। **অন্যের জীবন ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজনক কার্য সম্পাদন দ্বারা নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ভাবে জখম করা** [Causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others]। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করে মনুষ্য জীবন অথবা অন্যর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত করে বেপরোয়াভাবে অথবা অবহেলা ভরে এরূপ কোন কার্য করিয়া, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure] : প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার্য— সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতিক্রমে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩৩৯। **অন্যায় বাধা প্রদান** [Wrongful restraint]। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্বক কোন ব্যক্তিকে বাধা দেয় যাহাতে কোনও দিকে যাইবার অধিকার থাকা সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তি সেই দিকে যাইতে অক্ষম হয়, তবে সে ঐ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বাধাপ্রদান করিল বলা হইয়া থাকে।

ব্যতিক্রম।— যদি কোন ব্যক্তি সরলভাবে বিশ্বাস করে যে সাধারণের ব্যবহার্য নহে এরূপ কোন জলপথ বা স্থলপথ তাহার বন্ধ করিবার অধিকার আছে তবে ঐরূপ বন্ধ করা এই ধারামতে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

দৃষ্টান্ত

ক একটি পথ বন্ধ করে- সেই পথ দিয়া প-এর চলিবার অধিকার আছে। ক সরল ভাবে বিশ্বাস করেনা যে তাহার ঐ পথ বন্ধ করার অধিকার আছে। ইহার ফলে প-এর ঐ পথ দিয়া যাওয়া বন্ধ হয়। ক অন্যায়ভাবে প-কে বাধা প্রদান করিয়াছে।

॥ টীকা ॥

উপাদান [Ingredients]: বর্তমান ধারাটির অত্যাবশ্যক উপাদান দুইটি : [১] স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে কোন ব্যক্তিকে বাধাদান [২] কোন ব্যক্তিকে এরূপ বাধা দেওয়া হইবে যাহার ফলে যেদিকে তাঁহার যাইবার অধিকার আছে সেইদিকে যাইতে তিনি অক্ষম হন।

৩৪০। অন্যায় অবরোধ [Wrongful confinement]। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে এরূপভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে যাহাতে ঐ ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিবেষ্টনকারী সীমার বাহিরে যাইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সে ঐ ব্যক্তিকে "অন্যায় ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে" বলা হয়।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক প-কে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে যাইতে বাধা করে এবং ঐ স্থানমধ্যে তাহাকে তালাবন্ধ করিয়া রাখে। এই প্রকারে প ঐ প্রাচীরের পরিবেষ্টক রেখার বাহিরে কোনদিকে যাইতে বাধা প্রাপ্ত হয়। ক প-কে অন্যায়ভাবে অবরোধ করে।

(খ) ক একটি অট্টালিকার বাহির পথগুলিতে আগ্নেয়াস্ত্রধারী মানুষ মোতায়েন করে, এবং প-কে বলে যে প ঐ অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চেষ্টা করিলে তাহারা তাহাকে গুলি করিবে। ক প-কে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে।

৩৪১। অন্যায়ভাবে বাধাপ্রদানের দণ্ড [Punishment for wrongful restraint]। যদি কেহ অন্যায় ভাবে কোন ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করে তবে তাহাকে একমাস পর্যন্ত অশ্রম কারাদণ্ডে অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ [Evidence]**: [১] অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বাধা দিয়াছেন [২] ঐরূপ বাধা প্রদানের ফলে ঐ ব্যক্তির যে দিকে যাইবার অধিকার আছে সেই দিকে যাইতে তিনি বিঘ্নপ্রাপ্ত হন [৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ঐরূপ বাধাপ্রদান করেন।

২। **প্রক্রিয়া [Procedure]**: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩৪২। অন্যায় অবরোধের দণ্ড [Punishment for wrongful confinement]। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অবরোধ করে সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ [Evidence]**: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোক্তাকে বাধাপ্রদান করিয়াছেন।

[২] স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ঐরূপ বাধাপ্রদান করা হইয়াছে।

ধারা ৩৪৩]

[৩] ঐরূপ বাধাপ্রদানের উদ্দেশ্য ছিল অভিযোক্তাকে একটি নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে যাইতে না দেওয়া।

[৪] ঐরূপ বাধাপ্রদান ন্যায়ানুগ ছিল না।

২। **প্রক্রিয়া [Procedure]**: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩। **অভিযোগ [Charge]**: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]......তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে অন্যায়ভাবে ক খ-কে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ঐরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৪২ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন, যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য। এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের উপর আপনার বিচার হউক।

৩৪৩। **তিন বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায় অবরোধ [Wrongful confinement for three or more days]**। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে তিন বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি দিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩৪৪। **দশ বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায় অবরোধ [Wrongful confinement for ten or more days]**। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে দশ বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনবৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি দিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩৪৫। **ব্যক্তি বিশেষের অন্যায় অবরোধ যাহাকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আজ্ঞালেখ [লেখ] প্রদান করা হইয়াছে [Wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued]**। যে কেহ, কোন ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আজ্ঞালেখ প্রদান করা হইয়াছে ইহা জানিয়াও তাহাকে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, সে এই পরিচ্ছেদের অন্যকোন ধারায় যে কোন মেয়াদের যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে, তৎসহ, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে।

।। টীকা ।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে —

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

[২] ঐরূপ আটক করিয়া রাখা অন্যায়।

[৩] মুক্তি দানের আজ্ঞালেখ (রিট্) যথাযথভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন ঐ ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন তখন তিনি কথিত আজ্ঞালেখ-এর বিদ্যমানতা বিষয়ে অবহিত ছিলেন।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় আদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি।

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]........তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ....স্থানে ক খ-কে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ইহা সম্যক্‌রূপে অবগত থাকিয়া যে কথিত ক খ-কে মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞালেখ (রিট্) প্রদত্ত হইয়াছে এবং যে, এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৪৫ ধারামতে দণ্ড যোগ্য অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য, এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের ভিত্তিতে আপনার বিচার হউক।

৩৪৬। **গুপ্তভাবে অন্যায় অবরোধ** [Wrongful confinement in secret]। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে এইরূপে অন্যায় ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে যে তদ্বারা এই উদ্দেশ্য নির্দেশিত হয় যে ঐ ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন কোন ব্যক্তি, বা কোন রাজভৃত্য তাহা জানিতে না পারে, অথবা ইতোমধ্যে পূর্বে উল্লেখিত কোন ব্যক্তি বা রাজভৃত্য ঐরূপ অবরুদ্ধ করিয়া রাখার স্থান না জানিতে পারে বা আবিষ্কার না করিতে পারে, সে, ঐরূপ অন্যায় অবরোধের জন্য অন্য যে দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে তৎসহ যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে।

।। টীকা ।।

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতিক্রমে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩৪৭। **বলপূর্বক সম্পত্তি আদায় করার জন্য অথবা অবৈধ কার্য সম্পাদন করিতে বাধ্য করার জন্য অন্যায় অবরোধ** [Wrongful confinement to extort property or constrain to illegal act]। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে অবরুদ্ধ রাখা ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে অথবা অবরুদ্ধ করিয়া রাখা ঐ ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন

ধারা ৩৪৮]

কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি বলপূর্বক আদায় করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা অবরুদ্ধ ব্যক্তি অথবা অবরুদ্ধ ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিকে এরূপ কার্য করিতে বাধ্য করার জন্য যাহা অবৈধ অথবা এরূপ সমাচার প্রদান করিবার জন্য যদ্দ্বারা কোন অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টি হইতে পারে, সে, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

।। টীকা ।।

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৪৮। **স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য কিংবা সম্পত্তি প্রত্যর্পণে বাধ্য করার জন্য অন্যায় অবরোধ** [Wrongful confinement to extort confession, or compel restoration of property]। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে ঐ রূপে অবরুদ্ধ রাখা ব্যক্তির নিকট হইতে অথবা ঐরূপে অবরুদ্ধ রাখা ব্যক্তিতে স্বার্থসম্পন্ন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য অথবা কোন সমাচার আদায় করার জন্য যাহাদ্বারা কোন অপরাধ বা অসদাচরণ আবিষ্কৃত হইতে পারে অথবা অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে বা অবরুদ্ধ রাখা ব্যক্তিতে স্বার্থ সম্পন্ন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রত্যর্পণ করিতে বা করাইতে বা কোন দাবি বা চাহিদা পূরণ করিতে, বাধ্য করার জন্য অথবা এরূপ সমাচার প্রদান করিতে বাধ্য করার জন্য যদ্দ্বারা কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতির প্রত্যর্পণ হইতে পারে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনবৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

।। টীকা ।।

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ ও অভ্যাঘাত বিষয়ক

৩৪৯। **বল** [Force]। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির গতির সৃষ্টি, গতির পরিবর্তন অথবা গতির নিবৃত্তি সাধন করে; অথবা কোন বস্তুতে গতির সৃষ্টি, গতির পরিবর্তন বা গতির নিবৃত্তি সাধন করে যাহার ফলে ঐ বস্তু উক্ত অন্য ব্যক্তির শরীরের কোন অংশ, পরিহিত কোন দ্রব্য অথবা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এরূপ কোন দ্রব্যের সংস্পর্শে আসে কিংবা অন্য কোন জিনিসের সংস্পর্শে আসে যাহাতে ঐ ব্যক্তির অনুভূতি প্রভাবিত হয় তবে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করিল বলা হইয়া থাকে:

প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি গতির সৃষ্টি অথবা গতির পরিবর্তন অথবা গতির নিবৃত্তি ঘটাম সেই ব্যক্তি অতঃপর বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির একটি পদ্ধতিতে ঐ গতির সৃষ্টি, গতির পরিবর্তন বা গতির নিবৃত্তি ঘটান:

প্রথমতঃ তাহার নিজের শরীরিক শক্তির দ্বারা।

দ্বিতীয়তঃ কোন বস্তুকে এরূপভাবে নিয়োজিত করিয়া যাহাতে তাহার নিজের অথবা অন্য কোন ব্যক্তির কোন কিছু না করা সত্ত্বেও বর্ণিত গতির সৃষ্টি, পরিবর্তন বা নিবৃত্তি সংসাধিত হয়।

তৃতীয়তঃ কোন জন্তুকে নড়িতে, গতির পরিবর্তন করিতে অথবা গতির নিবৃত্তি করিতে প্রবৃত্তকরণ দ্বারা।

৩৫০। **দণ্ডনীয় বল প্রয়োগ [দুস্কৃত বলপ্রয়োগ]** [Criminal force]। যে কেহ যে কোন অপরাধ করার উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তির সম্মতি ব্যতীত ঐ ব্যক্তির উপর ইচ্ছাপূর্বক বল প্রয়োগ করে অথবা ঐরূপ বল প্রয়োগের দ্বারা ঐ ব্যক্তির ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া বা ঐরূপ হইতে পারে জানিয়া ইচ্ছাপূর্বক বলপ্রয়োগ করে তবে সে ঐ ব্যক্তির প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করে- বলা হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত

প নদীতে দড়ি দিয়া বাঁধা একটি নৌকায় বসিয়া আছে। ক দড়ি খুলিয়া দেয় এবং এইভাবে ইচ্ছাপূর্বক নৌকাটিকে স্রোতের অনুকূলে চালিত করে এক্ষেত্রে ক ইচ্ছাপূর্বক প-এর গতি সঞ্চার করে এবং এই গতির সঞ্চার অন্য কোন ব্যক্তির কোন কার্য ছাড়াই সংঘটিত হয়। অতএব ক ইচ্ছাপূর্বক প-এর গতি সঞ্চার করিয়াছে এবং সে যদি ইহা কোন অপরাধ করিবার উদ্দেশ্যে অথবা প-এর ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদিত হইবে এইরূপ জানিয়া বা ইচ্ছা করিয়া এবং প-এর সম্মতি ছাড়া করিয়া থাকে তবে সে প-এর প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিয়াছে।

(খ) প রথে চড়িয়া যাইতেছে। ক প-এর অশ্বগুলিকে বেত্রাঘাত করিল এবং ফলে তাহাদের গতি দ্রুততর হইল। এক্ষেত্রে ক প-এর অশ্বগুলিকে গতির পরিবর্তন করিতে প্ররোচিত করিয়া প-এর গতির পরিবর্তন করিয়াছে। অতএব ক প-এর প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছে এবং ক যদি ইহা প-এর ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদিত হইবে এইরূপ জানিয়া বা ইচ্ছা করিয়া এবং প-এর সম্মতি ছাড়া এইরূপ করিয়া থাকে তবে সে অপরাধ মূলক বলপ্রয়োগ করিয়াছে।

(গ) প পাল্কী করিয়া যাইতেছে। ক দস্যুতা করিবার উদ্দেশ্যে ডাণ্ডা ধরিয়া পাল্কীটিকে থামাইল। এক্ষেত্রে ক নিজের শারীরিক বলপ্রয়োগের দ্বারা প-এর গতির নিবৃত্তি করিয়াছে। অতএব, ক প-এর প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছে এবং যেহেতু ক প-এর সম্মতি ছাড়া ইচ্ছাপূর্বক অপরাধ করিবার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ করিয়াছে। অতএব ক প-এর প্রতি অপরাধ মূলক বলপ্রয়োগ করিয়াছে।

(ঘ) ক ইচ্ছাপূর্বক রাস্তায় প-এর গা ঘেঁষিয়া চলে। এক্ষেত্রে ক তাহার নিজের শক্তিতে নিজের শরীরকে প-এর সংস্পর্শে আনিয়াছে। অতএব সে ইচ্ছাপূর্বক প-এর প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছে এবং সে যদি ইহা প-এর সম্মতি ব্যতিরেকে প-এর ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদিত হইতে পারে এইরূপ জানিয়া বা এইরূপ করিতে ইচ্ছা করিয়া উহা করিয়া থাকে তবে সে প-এর প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিয়াছে।

ধারা ৩৫১]

(ঙ) প কিংবা প-এর পরিহিত কোন বস্ত্র কিংবা প বহন করিতেছে এরূপ কোন দ্রব্যের সংস্পর্শে আসিতে পারে এরূপ জানিয়া বা এরূপ করিতে ইচ্ছা করিয়া অথবা ঢিলটি জলে পড়িয়া জল ছিটিয়া প-এর পরিহিত বস্ত্র বা বাহিত কোন দ্রব্যের সংস্পর্শে আসিবে এইরূপ জানিয়া বা ইচ্ছা করিয়া ক ঢিলটি ছুড়িল। এক্ষেত্রে ঢিল ছোড়ার ফলে যদি কোন বস্তু প কিংবা প-এর পরিহিত কোন বস্ত্রের সংস্পর্শে আসে তবে ক প-এর প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছে এবং ক যদি প-এর সম্মতি ব্যতিরেকে প-এর ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদনার্থ এরূপ করিয়া থাকে তবে সে অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করিয়াছে।

(চ) ক ইচ্ছাপূর্বক কোন স্ত্রীলোকের আবরণ তুলিয়া ধরে। এ-ক্ষেত্রে ক ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রীলোকটির উপর বলপ্রয়োগ করে এবং সে যদি উহা স্ত্রীলোকটির সম্মতি ছাড়া এবং তাহার ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদিত হইতে পারে এরূপ জানিয়া বা ঐরূপ করিতে ইচ্ছা করিয়া ইহা করিয়া থাকে তবে সে স্ত্রীলোকটির প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করিয়াছে।

(ছ) প স্নান করিতেছে। ক স্নানের পাত্রে ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিল। এক্ষেত্রে ক তাহার নিজের শারীরিক শক্তির প্রয়োগে ফুটন্ত জলে এরূপ গতির সঞ্চার করিল যাহাতে ঐ জল প-এর সংস্পর্শে আসে অথবা অন্য এরূপ জলের সংস্পর্শে আসে যাহাতে প-এর অনুভূতি অবশ্যই প্রভাবিত হইবে। অতএব ক ইচ্ছাপূর্বক প-এর প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছে এবং সে যদি ইহা প-এর সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদিত হইতে পারে জানিয়া বা ঐরূপ কবিতে ইচ্ছা করিয়া ইহা করিয়া থাকে তবে সে প-এর প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করিয়াছে।

(জ) ক প-এর সম্মতি ছাড়া একটি কুকুরকে প-এর উপর লাফাইয়া পড়িতে প্ররোচিত করে। এক্ষেত্রে ক যদি প-এর ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া ইহা করিয়া থাকে তবে সে প-এর প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করিয়াছে।

॥ টীকা ॥

উপাদানসমূহ [Ingredients]: বর্তমান ধাবার অত্যাবশ্যক উপাদানসমূহ হইল —

[১] যে কোন ব্যক্তির উপর ইচ্ছাকৃতভাবে বলপ্রয়োগ।

[২] যে ব্যক্তির উপর বল প্রযুক্ত হইযাছে সেই ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে ঐরূপ বল প্রযুক্ত হইয়াছে।

[৩] ঐরূপ বল প্রযুক্ত হইয়াছে (ক) কোন অপরাধ সম্পাদনেব জন্য, অথবা (খ) যে ব্যক্তির উপর বল প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার ক্ষতি করার, ভীতি উৎপাদনের বা বিরক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অথবা ইহা জানিয়া যে তাহার ঐরূপ ক্ষতি হইতে পারে বা ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদিত হইতে পারে।

৩৫১। অভ্যাঘাত [আক্রমণ] [Assault]। যদি কোন ব্যক্তি কোন রূপ অঙ্গচালনা বা প্রস্তুতি করে যাহাতে উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে ভয় হওয়ার সম্ভাবনা যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহার উপর অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করিতে যাইতেছে এবং সে যদি ঐরূপ জানিয়া বা ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ অঙ্গ-চালনা বা প্রস্তুতি করে তবে সে আক্রমণ করিল বলা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা।— কেবল কথাতেই আক্রমণ হয় না। কিন্তু কথার সহযোগে কোন ব্যক্তির অঙ্গচালনা বা প্রস্তুতির এরূপ অর্থ হইতে পারে যাহাতে ঐরূপ অঙ্গচালনা বা প্রস্তুতি আক্রমণের পর্যায়ে আসিতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক প-কে মারিতে উদ্যত, প-এর এইরূপ মনে করিবার সম্ভাবনা জানিয়া বা ঐরূপ ইচ্ছা করিয়া ক তাহার মুষ্টিবদ্ধ হাত নাড়ে। ক আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে।

(খ) ক একটি হিংস্র কুকুরের মুখবন্ধনী খুলিতে আরম্ভ করে যাহাতে ক কুকুরটিকে দিয়া প-কে আক্রমণ করাইবে প-এর এইরূপ মনে করিবার সম্ভাবনা এবং ক ইহা জানিয়া বা ইচ্ছা করিয়াই ঐরূপ করে। ক প-কে আক্রমণ করিয়াছে।

(গ) ক একটি লাঠি তুলিয়া লয় এবং প-কে বলে, 'আমি তোমাকে মারিব'। এক্ষেত্রে যদিও কেবল ক-এর ব্যবহৃত বাক্য কোন ক্ষেত্রেই আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত না এবং যদিও অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছাড়া শুধুমাত্র অঙ্গচালনা আক্রমণ বলিয়া গণ্য নাও হইতে পারিত, তবুও কথার দ্বারা ব্যাখ্যাত অঙ্গচালনা আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

৩৫২। **গুরুতর উৎক্ষোভন ছাড়া আক্রমণ অথবা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করার দণ্ড** [Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation]। যদি কেহ অপর কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করে অথবা তাহার উপর বলপ্রয়োগ করে এবং যদি ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি হঠাৎ গুরুতর উত্তেজনার সৃষ্টি না করিয়া থাকে তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ডে অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা।— নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে আকস্মিক এবং গুরুতর প্ররোচনা থাকিলেও এই ধারায় বর্ণিত অপরাধের দণ্ডের লাঘব হইবে না—

যদি অপরাধকারী নিজেই অপরাধের অজুহাত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে প্ররোচনা দেওয়াইয়া থাকে, অথবা যদি কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশানুসারে তাঁহার আইনসঙ্গত ক্ষমতার ব্যবহারের ফলে প্ররোচনার সৃষ্টি হইয়া থাকে, অথবা যদি আইনসঙ্গতভাবে ব্যক্তিগত প্রতিরোধের ক্ষমতার ব্যবহারের ফলে প্ররোচনার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

অপরাধকে লঘু করার পক্ষে প্ররোচনা যথেষ্ট আকস্মিক ও গুরুতর কি না তাহা ঘটনা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার যোগ্য— সংক্ষেপে বিচার যোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩৫৩। **রাজভৃত্যকে কর্তব্য সম্পাদন হইতে ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করার জন্য অভ্যাঘাত বা দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ** (Assault or criminal force to deter public servant form discharge of his duty)। যে কেহ যে কোন ব্যক্তিকে যিনি রাজভৃত্য রূপে কর্তব্য

সম্পাদনকারী রাজভৃত্য, অভ্যাঘাত করে বা তাঁহার উপর দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ করে অথবা ঐরূপ রাজভৃত্যরূপে কর্তব্য সম্পাদন করা হইতে উক্ত ব্যক্তিকে বাধা দিবার বা বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে ঐরূপ করে বা রাজভৃত্য রূপে বিধিসম্মত কর্তব্য সম্পাদনে ঐরূপ ব্যক্তি যাহা কিছু করেন বা করিতে প্রয়াসী হন তাহার কারণে ঐরূপ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৫৪। স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে অভ্যাঘাত বা দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ [Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty]। যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে অথবা ঐরূপ কার্য সম্পাদনদ্বারা সে তাহার শ্লীলতাহানি করিতে পারে ইহা অবগত থাকিয়া ঐ স্ত্রীলোককে অভ্যাঘাত করে বা তাহার উপর দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি।** যে স্থলে কোন বিদ্যালয় শিক্ষক কোন বিদ্যার্থিনী সম্বন্ধে অশ্লীল কার্য করেন, সে স্থলে উক্ত বিদ্যার্থিনী বাধাপ্রদান না করিয়া থাকিলেও উক্ত শিক্ষক অভ্যাঘাত করার অপরাধে অপরাধী হইবেন [(1953) Cri. L. J. 964]।

॥ টীকা ॥

২। **ধর্ষণ করার অভিপ্রায় ভিত্তিক প্রস্তুতি:** ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৭৬ ধারামতে অপরাধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে উক্ত ব্যক্তি উত্তরবিচার প্রার্থী হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনীত হয় যে, সে অভিযোগকারিণীর [অভিশংশিকার] পেটিকোটের দড়ি খুলিয়া ফেলে এবং তাহার কোমরের উপর বসিতে যায়। বলা হয়, ঐ সময় অভিযোগকারিণী তাহার স্বামীর উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া উঠে। অভিযুক্ত ব্যক্তির এবম্বিধ কার্যকে ধর্ষণ প্রচেষ্টা বলা যায় না, তবে উহা ধর্ষণ করার অভিপ্রায় ভিত্তিক প্রস্তুতি। সে ৩৭৬ ধারামতে অপরাধ করে নাই, অপরাধ করিয়াছে ৩৫৪ ধারা অনুসারে। দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ পরিবর্তন করা হইল এবং চার বৎসরের কারাবাস দণ্ডের স্থলে দেওয়া হইল ছয় মাসের কারাদণ্ড [আক্কারিয়া ব. স্টেট্ অব মধ্যপ্রদেশ, 1991 Cri. L. J. 751]।

৩। **প্রক্রিয়া [Procedure]**: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রাহণপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৫৫। **প্রবল উৎক্ষোভন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির মানহানি করার উদ্দেশ্যে অভ্যাঘাত বা দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ** [Assault or criminal force with intent to dishonour person otherwise than on grave provocation]। যে কেহ তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির মানহানি করার উদ্দেশ্যে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক গুরুতর ও আকস্মিক উৎক্ষোভন প্রদান ব্যতিরেকে, ঐ ব্যক্তিকে অভ্যাঘাত করে অথবা তাহার উপর দুকৃত বলপ্রয়োগ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুইবৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ [Evidence]**: প্রমাণ করুন যে —

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভ্যাঘাত বা দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ।

[২] ঐরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মানহানি করিতে চাহিয়াছিলেন।

২। **প্রক্রিয়া [Procedure]**: অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য—যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩। **অভিযোগ [Charge]**: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]......তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ....ঘটিকায়........স্থানে ক খ-কে অভ্যাঘাত করিয়াছেন/ ক খ-এর উপর দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ করিয়াছেন, ঐরূপ অভ্যাঘাত/দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার সম্মান হানি করার উদ্দেশ্যে, এবং এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ডসংহিতার ৩৫৫ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণীয়।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে, কথিত অভিযোগের উপর আপনার বিচার হউক।

৩৫৬। **কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাহিত সম্পত্তি চুরি করার চেষ্টায় অভ্যাঘাত বা দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ** [Assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person]। যে কেহ, কোন ব্যক্তি যে সম্পত্তি পরিধান করিয়া আছে বা বহন করিতেছে তাহা চুরি করার প্রয়াসে ঐ ব্যক্তিকে অভ্যাঘাত করে বা তাহার উপর দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ করে, সে, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র— জামিনযোগ্য—যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

ধারা ৩৫৭]

৩৫৭। **কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করার প্রয়াসে অভ্যাঘাত বা দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ** Assault or criminal force in attempt wrongfully to confine a person)। যে কেহ, কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করার প্রয়াসে তাহার উপর অভ্যাঘাত বা দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমান এক হাজার টাকা অবধি হইতে পারে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংশ্লিষ্ট আদালতের সম্মতিক্রমে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।
২। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]........ তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ক খ-এর উপর অভ্যাঘাত করিয়াছেন/দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ করিয়াছেন কথিত ক খ-কে অন্যায়ভাবে আটক রাখার প্রয়াসে, এবং এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৫৭ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

৩৫৮। **গুরুতর উৎক্ষোভনের উপর আক্রমণ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ** [Assault or criminal force on grave provocation]। যদি কোনও ব্যক্তি আকস্মিকভাবে অপর কোন ব্যক্তির গুরুতর উৎক্ষোভনের কারণ ঘটায় এবং ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে আক্রমণ করে কিংবা তাহার প্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করে তবে তাহার একমাস পর্যন্ত অশ্রম কারাদণ্ড অথবা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইবে।

ব্যাখ্যা।— ৩৫২ ধারার ব্যাখ্যা এই ধারার পক্ষেও প্রযোজ্য।

॥ টীকা ॥

অপ্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

অপবাহন, হরণ, ক্রীতদাসত্ব এবং বলাৎশ্রম

৩৫৯। **অপবাহন** [Kidnapping]। অপবাহন দুই প্রকার: ভারত হইতে অপবাহন, এবং আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে অপবাহন।

৩৬০। **ভারত হইতে অপবাহন**। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে অথবা ঐ ব্যক্তির পক্ষে সম্মতি প্রদান করিতে বিধিসম্মত ভাবে প্রাধিকৃত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে ভারতের সীমার বাহিরে লইয়া যায় সেই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে ভারত হইতে অপবাহন করিয়াছে বলা হইবে।

৩৬১। **আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে অপবাহন**। যে কেহ, পুরুষ হইলে ষোল বৎসরের কম বয়সের অথবা স্ত্রীলোক হইলে আঠারো বৎসরের কম বয়সের যে কোন নাবালক বা নাবালিকাকে অথবা কোন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে ঐরূপ নাবালক বা নাবালিকা অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির আইনসঙ্গত অভিভাবকের সম্মতি ব্যতিরেকে ঐরূপ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানের বাহিরে লইয়া যায় বা প্রলোভিত করিয়া ঐরূপ তত্ত্বাবধানের বহির্দেশে লইয়া গিয়া বিপথে চালিত করে, সে ঐরূপ নাবালক বা নাবালিকা কিংবা ব্যক্তিকে আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে অপবাহন করিয়াছে বলা হইবে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায় 'আইনানুগ অভিভাবক' শব্দদ্বয়ের মধ্যে এইরূপ নাবালক বা নাবালিকা বা অন্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধান বা প্রহরার দায়িত্ব যে ব্যক্তির উপর আইনসঙ্গতভাবে ন্যস্ত আছে তিনি পড়িবেন।

ব্যতিক্রম।— যে ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে কোন অবৈধ সন্তানের পিতা হিসাবে নিজেকে বিশ্বাস করে, অথবা যে সরল বিশ্বাসে নিজেকে বিধিসম্মতভাবে ঐরূপ সন্তানের তত্ত্বাবধান করার অধিকারী বলিয়া মনে করে, তাহার কার্যের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না, যদি না ঐ কার্য সম্পাদিত হয় নীতিবিগর্হিত বা অবৈধ উদ্দেশ্যে।

৩৬২। **হরণ [Abduction]**। যে কেহ, যে কোন ব্যক্তিকে বলপ্রয়োগ দ্বারা বা প্রতারণাপূর্ণ পদ্ধতিদ্বারা যে কোন স্থান হইতে যাইতে বাধ্য করে বা প্ররোচিত করে সে ঐ ব্যক্তিকে হরণ করে বলা হইয়া থাকে।

৩৬৩। **অপবাহনের দণ্ড**। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে ভারত হইতে অথবা আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে অপবাহন করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন প্রকারের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ **টীকা** ॥

১। **প্রক্রিয়া [Procedure]**: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২। **অভিযোগ [Charge]**: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করুন] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছে:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম].....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে..........স্থানে ....বৎসরের নিম্ন বয়স্ক ক খ-কে ভারত হইতে তাহার [সম্পর্ক উল্লেখ্য] প ফ-এর ন্যায়ানুগ অভিভাবকত্ব হইতে অপবাহন করিয়াছেন এবং ঐরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৬৩ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের উপর আপনার বিচার হউক।

ধারা ৩৬৩ ক]

৩৬৩ ক। **ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নাবালককে অপবাহন অথবা বিকলাঙ্গকরণ (Kidnapping or maiming a minor for purposes of begging)**। (১) যে কেহ কোন নাবালক বা নাবালিকাকে অপবাহন করে অথবা নাবালক বা নাবালিকার বিধিসম্মত অভিভাবক না হইয়াও তাহার তত্ত্বাবধানে [প্রহরায়] আনয়ন করে যাহাতে ঐরূপ নাবালক বা নাবালিকাকে ভিক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিয়োগ বা ব্যবহার করা যায়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

(২) যে কেহ কোন নাবালক বা নাবালিকাকে বিকলাঙ্গ করে যাহাতে ঐরূপ নাবালক বা নাবালিকাকে ভিক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিয়োগ বা ব্যবহার করা যায়, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

(৩) যে স্থলে কোন ব্যক্তি কোন নাবালক বা নাবালিকার বিধিসম্মত অভিভাবক না হইয়াও, ঐরূপ নাবালক বা নাবালিকাকে ভিক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিয়োগ বা ব্যবহার করে, (সে স্থলে) ভিন্ন প্রকার প্রমাণিত না হইলে এই প্রাক্‌প্রত্যয় করা হইবে যে সে ঐ নাবালক বা নাবালিকাকে অপবাহণ করিয়াছে বা অন্য প্রকারে তাহাকে তাহার তত্ত্বাবধানে আনয়ন করিয়াছে যাহাতে ঐ নাবালক বা নাবালিকাকে ভিক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিয়োগ বা ব্যবহার করা যায়।

(৪) এই ধারায়—

(ক) ''ভিক্ষা করা'' বলিতে বুঝায়—

(অ) প্রকাশ্য স্থানে ভিক্ষা চাওয়া বা লওয়া, তাহা গান গাওয়ার, নৃত্য করার, ভবিষ্যৎ বলার, যাদু প্রদর্শনের বা দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ছল করিয়া বা অন্যভাবে হউক বা না হউক ;

(আ) ভিক্ষা চাহিবার বা লইবার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত আবাসে প্রবেশ করা ;

(ই) ভিক্ষা লইবার বা বলপূর্বক আদায় করিবার উদ্দেশ্যে কোন যন্ত্রণাপূর্ণ [আহত, রোগগ্রস্ত] স্থান [দেহাংশ], ক্ষত, আঘাত, অঙ্গবিকৃতি [বিকলাঙ্গতা] বা রোগ অনাবৃত করা বা প্রদর্শন করা, উহা নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির বা কোন পশুর হউক বা না হউক;

(ঈ) ভিক্ষা চাহিবার বা লইবার উদ্দেশ্যে নাবালক বা নাবালিকাকে প্রদর্শিত বস্তুরূপে ব্যবহার করা।

(খ) ''নাবালক বা নাবালিকা'' বলিতে বুঝায়—

(অ) পুরুষের ক্ষেত্রে, ষোল বৎসরের কমবয়স্ক ব্যক্তিকে; এবং

(আ) স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে, আঠারো বৎসরের কমবয়স্ক ব্যক্তিকে।

॥ **টীকা** ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]:

অপবাহন ইত্যাদি : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

অঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদি : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য—দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৬৪। **খুন করার জন্য অপবাহন বা হরণ** (Kidnapping or abducting in order to murder)। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে অপবাহন বা হরণ করে যাহাতে ঐরূপ ব্যক্তিকে খুন করা যায় বা তাহাকে এরূপ ভাবে স্থানান্তরিত করা যায় যাহাতে সে খুন হইবার বিপদের সম্মুখীন হয়, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক প-কে ভারত হইতে অপবাহন করে এই উদ্দেশ্যে যে, কিংবা এই সম্ভাবনা জানিয়া যে প-কে দেবসন্নিধানে বলিদান করা হইতে পারে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) ক খ-কে জোর করিয়া বা প্রলোভিত করিয়া তাহার বাড়ি হইতে লইয়া যায় যাহাতে খ-কে খুন করা যায়। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

।। টীকা ।।

১। **ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০০, ৩৬৪ ও ২১০ ধারা:** এই মকদ্দমায় খুনের উদ্দেশ্য [মোটিভ্] কি ছিল তাহা প্রমাণিত হয় নাই। পরন্তু, আবস্থিক প্রমাণও সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উপযুক্ত মানের ছিল না। এইরূপ পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে দোষীরূপে সাব্যস্ত করা হইয়াছে, তাহা, অর্থাৎ ঐরূপ সাব্যস্তকরণ বাতিল করা হইল [সরদার হুসাইন ব. স্টেট্ অব ইউ.পি, AIR 1988 SC 1766]।

২। **প্রক্রিয়া [Procedure]**: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৬৪ ক।— যে-কেহ সরকারকে বা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা কোন কার্য করা হইতে বিরত থাকিতে বা মুক্তিপণ দিতে বাধ্য করার জন্য কোনও ব্যক্তিকে অপবাহন বা হরণ করে কিংবা এইরূপে অপবাহিত বা হরণ করার পর কোনও ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখে এবং মৃত্যু ঘটাইবার বা আঘাত করার ভীতি প্রদর্শন করে অথবা তাহার আচরণদ্বারা সঙ্গত ভাবে এরূপ সম্ভবনা উত্থাপিত করে যে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যু ঘটাইতে পারে বা আঘাত করিতে পারে অথবা এইরূপ ব্যক্তিকে আঘাত করে অথবা এইরূপ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়, যে মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন কারাবাসদণ্ডে, এবং আরও, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। (১) অপরাধ আইন (সংশোধন) অধিনিয়ম ১৯৯৩ (১৯৯৩-এর ৪২ আইন) দ্বারা বিধিবদ্ধ-কৃত।

৩৬৫। **কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে অপবাহন বা হরণ** [Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person]। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে অপবাহন বা হরণ করে ঐ ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায় ভাবে অবরুদ্ধ করাইবার উদ্দেশ্যে [অভিপ্রায়ে], সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

ধারা ৩৬৬]

॥ টীকা ॥

১। **হরণ** [Abduction]: এই মর্মে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ রহিয়াছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্ত্রীলোকটিকে তাঁহার বাড়ি হইতে হরণ করে এবং বিভিন্ন স্থানে তাঁহাকে লইয়া যায়। তাহার পর একটি বাড়িতে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং ঐ স্থান হইতে পরে পুলিশ তাঁহাকে উদ্ধার করে। এইরূপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৩৬৫ ও ৩৬৮ ধারামতে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়, ৩৬৬ ধারা অনুসারে নহে [ফৈয়াজ আমেদ ব. স্টেট্ অব বিহার, 1990 Cri. L. J. 2241(SC)]।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৬৬। **বিবাহ করিতে বাধ্য করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোককে অপবাহন, হরণ বা প্ররোচিত করা** [Kidnapping, abducting or inducing woman to compel her marriage, etc]। যে কেহ কোন স্ত্রীলোককে অপবাহন বা হরণ করে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা হইবে অথবা যাহাতে অবৈধ যৌনসংসর্গ করিতে তাহাকে বাধ্য বা প্রলুব্ধ [ভ্রষ্ট] করা যায়, অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে তাহাকে অবৈধ যৌন সংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা হইবে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে; এবং যে কেহ, এই সংহিতায় সংজ্ঞায়িত অপরাধমূলক ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা কিংবা প্রাধিকারের অপব্যবহার দ্বারা অথবা বাধ্য করার অন্যকোন পদ্ধতি দ্বারা কোন স্ত্রীলোককে কোন স্থান হইতে যাইতে প্ররোচিত করে এই উদ্দেশ্যে যে তাহাকে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌনসংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে বা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে তাহাকে অন্য ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌনসংসর্গ করিতে বাধ্য করা হইবে, সেও উপরি উক্তরূপে দণ্ডযোগ্য হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **হরণ ও ধর্ষণ** [Abduction and rape]। অভিযুক্ত ব্যক্তি আদিবাসী। নির্যাতিতা বালিকাটিও একই গোষ্ঠীর। অভিযোগে বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি বালিকাটিকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হরণ করিয়া লয় এবং তাহার সহিত যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে। বলা হয়, আদিবাসী রীতি অনুসারে বিবাহ করার জন্য স্ত্রীলোককে বলপূর্বক লইয়া যাওয়া যায়। *আদালতের রায়:* আইনের পরিপন্থী কোনও রীতি স্বীকার্য নহে; অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষীরূপে সাব্যস্ত হওয়ার যোগ্য [নাট্টু ব. স্টেট্ অব মধ্যপ্রদেশ, 1990 Cri. L. J. 1567 (MP)]।

২। **হরণ** [Abduction]: যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ এই মর্মে রহিয়াছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্ত্রীলোকটিকে তাঁহার বাড়ি হইতে হরণ করিয়া বিভিন্ন স্থানে তাঁহাকে লইয়া যায় এবং পরিশেষে একটি বাড়িতে তাঁহাকে আটক করিয়া রাখে। পরে পুলিশ ঐ স্থান হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করে। এইরূপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৩৬৫ ও ৩৬৮ ধারামতে দোষী সাব্যস্ত করা যায়, ৩৬৬ ধারা অনুসারে নহে [ফৈয়াজ আমেদ ব. স্টেট্ অব বিহার, 1990 Cri. L. J. 2241 (SC)]।

ধারা ৩৬৬ ক]

৩। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৬৬ ক। **নীতিবিরুদ্ধ উদ্দেশ্য সাধনার্থ অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা সংগ্রহ** [Procuration of minor girl]। যে কেহ, যে কোন পদ্ধতিদ্বারা, অষ্টাদশ বৎসরের কম বয়স্ক অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে কোন স্থান হইতে যাইতে অথবা কোন কার্য করিতে প্ররোচিত করে এই উদ্দেশ্যে যে এইরূপ বালিকাকে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌনসংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে, অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে তাহাকে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌনসংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা হইবে, সে কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৬৬ খ। **বিদেশ হইতে বালিকা আমদানি** [Importing of girl from foreign country]। যে কেহ ভারতের বহিঃস্থ কোন দেশ হইতে অথবা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য হইতে ভারতের অভ্যন্তরে একুশ বৎসরের কমবয়স্কা কোন বালিকাকে আমদানি করে এই উদ্দেশ্যে যে তাহাকে অন্য ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন সংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে, অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে তাহাকে অন্য ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌনসংসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা হইবে, সে কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৬৭। **কোন ব্যক্তিকে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ভাবে জখম করা, ক্রীতদাসত্বে বহাল করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে অপবাহন বা হরণ** [Kidnapping or abducting in order to subject person to grievous hurt, slavery, etc]। যে কেহ কোনব্যক্তিকে অপবাহন বা হরণ করে যাহাতে ঐ ব্যক্তিকে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করা বা ক্রীতদাসত্বে বহাল করা বা কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক কামলালসার [যৌনসঙ্গ কামনার, কামের, কামুকতার] শিকার কবা যায় কিংবা যাহাতে ঐ ব্যক্তিকে এরূপে স্থানান্তরিত করা যায় যাহার ফলে তাহাকে ঐরূপ করার বিপদের সম্মুখীন করা যায় অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে ঐ ব্যক্তিকে ঐরূপ করা হইবে বা ঐরূপে স্থানান্তরিত করা হইবে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার কারাদণ্ড হইতে পারে।

ধারা ৩৬৮]

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure] : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৬৮। অপবাহন বা হরণ করা ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে লুক্কাইত রাখা বা অবরুদ্ধ রাখা [Wrongfully concealing or keeping in confinement, kidnapped or abducted person]। যে কেহ, কোন ব্যক্তিকে অপবাহন বা হরণ করা হইয়াছে ইহা অবগত থাকিয়া, অন্যায়ভাবে ঐরূপ ব্যক্তিকে লুক্কাইত রাখে বা অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, সে সেই একই ভাবে দণ্ডিত হইবে যেন, সে ঐরূপ ব্যক্তিকে অপবাহন বা হরণ করিয়াছিল সেই একই উদ্দেশ্যে বা জ্ঞানে বা সেই একই অভিপ্রায় যাহার জন্য এইরূপ ব্যক্তিকে সে লুক্কাইত রাখে বা আটক রাখে।

॥ টীকা ॥

১। *প্রক্রিয়া [Procedure]* : *প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—*জামিন অযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য—দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য।

২। **হরণ** [Abduction]: যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ এই মর্মে রহিয়াছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্ত্রীলোকটিকে তাঁহার বাড়ি হইতে হরণ করিয়া বিভিন্ন স্থানে তাঁহাকে লইয়া যায় এবং পরিশেষে একটি বাড়িতে তাঁহাকে আটক করিয়া রাখে। পরে পুলিশ ঐ স্থান হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করে। এইরূপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৩৬৫ ও ৩৬৮ ধারামতে দোষী সাব্যস্ত করা যায়, ৩৬৬ ধারা অনুসারে নহে [ফৈয়াজ আমেদ ব. স্টেট্ অব বিহার, 1990 Cri. L. J. 2241 (SC)]।

৩৬৯। দশ বৎসরের কম বয়সের শিশুর দেহ হইতে চুরি করার উদ্দেশ্যে তাহাকে অপবাহন বা হরণ করা [Kidnapping or abducting child under ten years with intent to steal from its person]। যে কেহ দশ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে অপবাহন বা হরণ করে ঐ শিশুর দেহ হইতে যে কোন অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়ভাবে লইবার অভিপ্রায়ে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

৩৭০। ক্রীতদাসরূপে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় বা বিলিবন্দেজ করা [Buying or disposing of any person as a slave]। যে কেহ যে কোন ব্যক্তিকে ক্রীতদাস রূপে আমদানি করে, রফ্‌তানি করে, অপসারণ করে, ক্রয় করে, বিক্রয় করে বা বিলিবন্দেজ করে কিংবা কোন ব্যক্তিকে ক্রীতদাসরূপে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীকার করে, গ্রহণ করে বা আটক করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাতবৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

৩৭১। অভ্যাসগতভাবে ক্রীতদাসের কারবার করা [Habitual dealing in slaves]। যে কেহ অভ্যাসগতভাবে ক্রীতদাস আমদানি করে, রফ্‌তানি করে, অপসারণ করে, ক্রয়

করে, বিক্রয় করে, ক্রীতদাস বিষয়ে নিন্দার্হ কারবাব করে বা ক্রীতদাস লইয়া ব্যবসাবানিজ্য করে, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ অনধিক দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। সাক্ষ্যপ্রমাণ [Evidence]: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্রীতদাস আমদানি রফ্তানি ইত্যাদি করিয়াছেন।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছেন অভ্যাসগতভাবে।

২। প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৭২। বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অপরিণত বয়স্কাকে বিক্রয় করা [Selling minor for purposes of prostitution, etc]। যে কেহ অষ্টাদশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে, ভাড়া দেয়, বা অন্যভাবে বিলিবন্দেজ করে এই উদ্দেশ্যে যে এইরূপ ব্যক্তিকে যে কোন বয়সে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে বা যে কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌনসংসর্গ করার উদ্দেশ্যে অথবা যে কোন অবৈধ এবং অনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়োগ বা ব্যবহার করা হইবে, অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে এইরূপ ব্যক্তিকে যে কোন বয়সে এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বা ব্যবহার করা হইবে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ১।— যখন অষ্টাদশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন স্ত্রীলোককে কোন বেশ্যার নিকট অথবা বেশ্যালয়ের মালিক বা বেশ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা করে এরূপ কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা, ভাড়া দেওয়া বা অন্যভাবে বিলিবন্দেজ করা হয়, এইরূপ স্ত্রীলোককে বিলিবন্দেজকারী ব্যক্তি, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, তাহাকে এই উদ্দেশ্যে বিলিবন্দেজ করিয়াছে বলিয়া প্রাক্-প্রত্যয় করা হইবে যে তাহাকে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে।

ব্যাখ্যা ২।— এই ধারার উদ্দেশ্যে "অবৈধ যৌনসংসর্গ" বলিতে বুঝায় এরূপ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যবর্তী যৌনসংসর্গ যাহারা বিবাহ দ্বারা সংযুক্ত নহে অথবা এইরূপ মিলন বা বন্ধন দ্বারা সংযুক্ত নহে যে মিলন বা বন্ধন বিবাহরূপে গণ্য না হইলেও, তাহারা যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন বা প্রথা দ্বারা, অথবা, যেখানে তাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত, উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন বা প্রথা দ্বারা, তাহাদের মধ্যে আধা-বৈবাহিক সম্পর্ক গঠনকারী রূপে স্বীকৃত।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৭৩। **বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নাবালিকা ক্রয় করা** [Buying minor for purposes of prostitution, etc]। যে কেহ অষ্টাদশ বৎসরের কমবয়স্ক যে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় করে, ভাড়া করে বা অন্যপ্রকারে স্বীয় দখলভুক্ত করে এই উদ্দেশ্যে যে ঐরূপ ব্যক্তিকে যে কোন বয়সে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে অথবা যে কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌনসংসর্গ করাইবার উদ্দেশে অথবা যে কোন অবৈধ ও অনৈতিক উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বা ব্যবহার করা হইবে, অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে এইরূপ ব্যক্তিকে যে কোন বয়সে ঐরূপ কোন উদ্দেশ্যে নিয়োগ বা ব্যবহার করা হইবে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ১।— কোন বেশ্যা অথবা বেশ্যালয় রক্ষাকারী বা উহার ব্যবস্থাপনাকারী ব্যক্তি, যে অষ্টাদশ বৎসরের কম বয়স্ক স্ত্রীলোককে ক্রয় করে, ভাড়া করে বা অন্যপ্রকারে স্বীয় দখলভুক্ত করে, সে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হওয়া অবধি, ঐরূপ স্ত্রীলোককে দখলে আনিয়াছে তাহাকে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রাক্-প্রত্যয় করা হইবে।

ব্যাখ্যা ২।— 'অবৈধ যৌনসংসর্গ'র সেই অর্থই থাকিবে যে অর্থে উহা ৩৭২ ধারায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৭৪। **অবৈধ বলাৎশ্রম** [Unlawful compulsory labour]। যে কেহ অন্যায় ভাবে কোন ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রম করিতে বাধ্য করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Proof]: প্রমাণ করুন যে —

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্নাধীন ব্যক্তিকে শ্রম করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

[২] ঐরূপ বাধ্যকরণ বেআইনী।

[৩] প্রশ্নাধীন ব্যক্তি ঐভাবে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রম করিয়াছেন।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য — প্রগ্রহণপত্র — জামিনযোগ্য — যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার যোগ্য — অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৩। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম].........তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে বেআইনীভাবে ক খ-কে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রম করিতে বাধ্য করিয়াছেন এবং ঐরূপ কার্য সম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৭৪ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার বিচার হউক।

যৌন অপরাধ

৩৭৫। **ধর্ষণ**। [Rape]: নিম্নে যে ব্যতিক্রমের কথা বর্ণিত হইল তাহা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি ধর্ষণ [বলাৎকার] করিয়াছে বলা হয় যদি নিম্নবর্ণিত ছয়টি বিবরণের অধীন পরিস্থিতিতে সে কোন স্ত্রীলোকের সহিত যৌন সংযোগ স্থাপন করে:

প্রথমতঃ— তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়তঃ— তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে।

তৃতীয়তঃ— তাহার সম্মতি সহকারে, যখন তাহাকে, কিংবা, যে ব্যক্তিতে সে স্বার্থসম্পন্না সেই ব্যক্তিকে, মৃত্যুভীতি বা জখম করার ভীতির মধ্যে ফেলিয়া তাহার সম্মতি পরিগৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ— তাহার সম্মতি সহকারে, যখন ঐ ব্যক্তি জানে যে সে তাহার স্বামী নহে, এবং যে, সে সম্মতি দিয়াছে কারণ সে বিশ্বাস করে যে সে অন্যব্যক্তি যাহার সহিত সে বিধিসম্মতভাবে বিবাহিতা বা সে ঐরূপ বিবাহিতা বলিয়া বিশ্বাস করে।

পঞ্চমতঃ— তাহার সম্মতি সহকারে, যখন, ঐরূপ সম্মতিপ্রদানকালে, মানসিক অস্বাভাবিকতা বা মাদক ব্যবহার জনিত প্রমত্ততা হেতু কিংবা স্বয়ং তাহার দ্বারা বা অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে হতবুদ্ধি [হত চেতন] কারী বা বিরূপ ক্রিয়া মতিনাশী দ্রব্য প্রযুক্ত হওয়ায় সে, যাহাতে সে সম্মতি দিতেছে, তাহার প্রকৃতি বা ফলাফল উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

ষষ্ঠতঃ— তাহার সম্মতি সহকারে বা সম্মতি ব্যতিরেকে, যখন তাহার বয়স ষোল বৎসরের নিম্নে।

ব্যাখ্যা।— ধর্ষণাপরাধ গঠনের নিমিত্ত প্রবিষ্ট করানোই যথেষ্ট।

ব্যতিক্রম।— কোন ব্যক্তি তাহার নিজের স্ত্রীর সহিত যৌন সংসর্গ স্থাপন করিলে তাহা ধর্ষণ [বলাৎকার] নহে, যদি স্ত্রীর বয়স পনেরো বৎসরের কম না হয়।

।। টীকা ।।

১। **বিশেষ মন্তব্য**। ইংরাজী 'রেপ' কথাটির অর্থ হইল কামলালসা চরিতার্থ করার জন্য স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার বা স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করা [the ravishing of a woman]।

২। **১১-১২ বৎসরের নাবালিকাকে ধর্ষণ [কামালালসা চরিতার্থ করার জন্য ১১ বা ১২ বৎসরের নাবালিকার উপর বলাৎকার]। স্ত্রী যোনির মধ্যে বলপূর্বক প্রবিষ্ট করানোর প্রমাণ:** বলা হইয়াছে যে বালিকার বয়স খুবই কম এবং তাহার স্ত্রী যোনি (ভগ) মধ্যে একটি আঙুল ঢোকানো যায় বিশেষ অসুবিধা সহকারে। সুতরাং ইহা বিশ্বাস করা যায় না যে উক্তরূপ যোনিগহ্বরে লিঙ্গ প্রবেশ করানো হইয়াছে। *রায়:* যোনিমধ্যে পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট করানো না হইলে সতীচ্ছদ বিহীনতা পরিদৃষ্ট হইত না এবং রক্তপাত

ধারা ৩৭৫]

হেতু তাহার শালোয়ার দাগযুক্ত হইত না। যেহেতু চিকিৎসক দেখিয়াছেন যে, কোনওক্রমে একটি আঙুল বালিকাটির যোনির মধ্যে প্রবিষ্ট করানো সম্ভব, সেইহেতু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে তাহার যোনিমধ্যে বলপূর্বক পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো হয় নাই। অভিযুক্ত-আপিলকারী একজন শক্তিমান পুরুষ এবং নিশ্চয়ই সে মেয়েটির যোনির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছে [পৃথি চাঁদ ব. স্টেট্ অব এইচ্. পি., (1989). 1 SCC 432, 435: 1989 SCC (Cri) 206: AIR 1989 SC 702: (1989) 1 SCR 123: 1989 Cri.L.J. 841]। *[মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স]*

৩। ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৭৫ ধারার অধীন একটি মামলা: একটি ধর্ষণের মামলায় অভিযোগকারিণী এবং তাঁর স্বামী ছিলেন একটি অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত এবং তাঁরা শহরাঞ্চল থেকে দূরবর্তী স্থানে বসবাস করতেন। বলাৎকারের ঘটনা ঘটার অব্যবহিত পরে যে তাদের কর্তব্য ছিল কোন ডাক্তারের কাছে ছুটে যাওয়া - এই সম্পর্কে যে তাদের সচেতন থাকা স্বাভাবিক ছিল এমন মনে করা যায় না। পুনশ্চ, অভিযোগকারিণীর অঙ্গে যে কোন রকম আঘাত চিহ্ন ছিল না এই সত্য তাঁর বিবৃতির বিরোধিতা করেনা এবং এরকম পরিস্থিতিতে মেডিক্যাল রিপোর্ট বা ডাক্তারি প্রতিবেদন প্রকাশ না করার ফল বিশেষ কিছু হবে না যদি অন্য সাক্ষ্যগুলো বিশ্বাস যোগ্য হয় [AIR 1983 SC 911 (B)]

৪। নাবালিকাকে ধর্ষণ। মেয়েটির বয়স ১১ বা ১২ বৎসর। প্রতিরক্ষণ পক্ষ বলেন যে অভিযোগকারিণীর পিতা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পিতার মধ্যে দীর্ঘকালের যে শত্রুতা বিদ্যমান ছিল তাহার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের সর্বৈব মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। প্রাপ্ত তথ্যাদি বিচার বিবেচনাপূর্বক আদালত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না যে, অভিযোগকারিণী ও তাহার পিতামাতা প্রকৃত দোষীব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া অন্য একজন নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ জঘন্য অপরাধের অভিযোগ আনিয়াছেন [পৃথি চাঁদ ব. স্টেট্ অব এইচ. পি. (1989).1. SCC 432, 436: 1989 SCC (Cri) 206, AIR 1989 SC 702: 1989 Cri.L.J. 841: (1989) 1 SCR 123]।

৩৭৫ ধারাটি সংশোধনের পূর্বে নিম্নলিখিত রূপ ছিল:

"বলাৎকার বিষয়ক

৩৭৫। বলাৎকার [Rape]। কোন ব্যক্তি বলাৎকার করিয়াছে বলা হইবে, যখন নিম্নে প্রদত্ত ব্যতিক্রমগুলি ব্যতিরেকে, সেইব্যক্তি নিম্নে-উক্ত পাঁচটি বিবরণের যে কোনটির অন্তর্ভুক্ত হওয়া পরিস্থিতির অধীনে কোন স্ত্রীলোকের সহিত সংগমন করিয়াছে:

প্রথমতঃ— তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়তঃ— তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে।

তৃতীয়তঃ— তাহার সম্মতি লইয়া, যখন তাহার সম্মতি পরিগৃহীত হইয়াছে তাহাকে মৃত্যুর বা জখম করার ভয় দেখাইয়া।

ধারা ৩৭৬]

চতুর্থতঃ— তাহার সম্মতি লইয়া, যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানে যে সে তাহার স্বামী নহে, এবং যখন সে সম্মতি দিয়াছে কারণ সে বিশ্বাস করে যে সে অন্য এক ব্যক্তি যাহার সহিত সে আইনসম্মতভাবে বিবাহিত বা যাহার সহিত সে আইনসম্মতভাবে বিবাহিত বলিয়া বিশ্বাস করে।

পঞ্চমতঃ— তাহার সম্মতি লইয়া বা না লইয়া, যখন তাহার বয়স ষোল বৎসরের নিম্নে।

ব্যাখ্যা— প্রবিষ্ট করানোই বলাৎকার অপরাধের জন্য প্রয়োজনীয় সংগমনের পক্ষে যথেষ্ট।

ব্যতিক্রম— স্ত্রীর বয়স পনের বৎসরের নিম্নে না হইলে কোন ব্যক্তি তাহার নিজের স্ত্রীর সহিত সংগমন করিলে তাহা বলাৎকার হইবে না।''

৩৭৬। **ধর্ষণের দণ্ড**। (১) যে কেহ, উপধারা (২)-এ যে অবস্থানসমূহের কথা বলা আছে তাহা ব্যতিরেকে, ধর্ষণ করে সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসরের কম হইবে না কিন্তু যাহা সারাজীবনের জন্য হইতে পারে কিংবা এরূপ মেয়াদের জন্য হইতে পারে যাহা দশ বৎসরকাল অবধি প্রসারিত হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও [জরিমানাও] হইতে পারে যদি না ধর্ষিতা স্ত্রীলোক তাহার নিজের স্ত্রী হয় এবং তাহার বয়স বারো বৎসরের নিম্নে না হয়, যে ক্ষেত্রে সে দণ্ডিত হইবে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে অথবা তাহার উভয়দণ্ডই হইতে পারে:

প্রকাশ থাকে যে আদালত, রায়ে উল্লেখিত পর্যাপ্ত ও বিশেষ কারণ নিবন্ধন সাত বৎসরের কম মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড দিতে পারেন।

(২) যে কেহ, —

(ক) যিনি পুলিশ আধিকারিক এবং ধর্ষণ করেন—

(অ) যে থানায় তিনি নিযুক্ত তাহার সীমার মধ্যে; অথবা

(আ) যে কোন থানাবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে, তিনি যে থানায় নিযুক্ত আছেন সেই থানার মধ্যে উহা অবস্থিত হউক বা না হউক; অথবা

(ই) তাঁহার বা তাঁহার অধীনস্থ পুলিশ আধিকারিকের রক্ষণাবেক্ষণে স্থিত স্ত্রীলোকের উপর, অথবা

(খ) যিনি লোকভৃত্য এবং যিনি তাহার সরকারী অবস্থানের সুযোগ লন এবং এইরূপ লোকভৃত্যরূপে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে স্থিত বা তাঁহার অধীনস্ত কোন লোকভৃত্যর রক্ষণাবেক্ষণে স্থিত স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করেন; অথবা

(গ) যিনি কোন কারাগার, বিচারাধীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদের হাজত অথবা সমকালে বলবৎ থাকা যে কোন আইনদ্বারা বা আইনের অধীনে সংস্থাপিত অন্যকোন রক্ষণাবেক্ষণের স্থানের অথবা কোন স্ত্রী বা শিশু প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সহিত যুক্ত থাকিয়া বা উহার কর্মচারী রূপে তাঁহার সরকারী অবস্থানের সুযোগ লন এবং ঐরূপ কারাগার, হাজত, স্থান বা প্রতিষ্ঠানে বসবাসকারিণীকে ধর্ষণ করেন; অথবা

ধারা ৩৭৬]

(ঘ) কোন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সহিত যুক্ত থাকিয়া বা তাহার কর্মচারীরূপে তাহার সরকারী অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং ওই হাসপাতালের কোন স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করেন; অথবা

(ঙ) কোন স্ত্রীলোক সন্তান সম্ভবা [গর্ভবতী] জানিয়াও তাহাকে ধর্ষণ করেন; অথবা

(চ) কোন স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করেন যখন তাহার বয়স বারো বৎসরের নিম্নে; অথবা

(ছ) দলবদ্ধ ভাবে ধর্ষণ করেন,

তিনি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ দশ বৎসরের নিম্নে হইবে না এবং যাহা সারা জীবনের জন্য হইতে পারে এবং তাঁহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে:

প্রকাশ থাকে যে, আদালত, রায়ে উল্লেখিত পর্যাপ্ত ও বিশেষ কারণ নিবন্ধন, দশ বৎসরের কম মেয়াদের যে কোন বিবরণের কারাদণ্ড দিতে পারেন।

ব্যাখ্যা ১।—যেখানে একদল লোকের একজন বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক কোন স্ত্রীলোক ধর্ষিতা হন এবং ঐ লোকদল সাধারণ উদ্দেশ্যের রূপায়ণে কার্য করেন, (সেখানে), এই উপধারার অর্থর মধ্যে, প্রতিটি ব্যক্তি দলগতভাবে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া ধরা হইবে।

ব্যাখ্যা ২।—"স্ত্রী বা শিশুদের প্রতিষ্ঠান" বলিতে বুঝায় এরূপ প্রতিষ্ঠান যাহা প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হয় স্ত্রী অথবা শিশুদের গ্রহণ ও সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, তাহাকে মাতাপিতৃহীন অবস্থাপ্রাপ্ত অনাথ শিশুদের লালনপালনের জন্য প্রতিষ্ঠান, অবজ্ঞাত [অবহেলিত, উপেক্ষিত] স্ত্রী বা শিশুগণের আবাসগৃহ কিংবা, বিধবা আবাস গৃহ বা অন্য প্রকারের আবাসগৃহ যাহাই বলা হউক না কেন।

ব্যাখ্যা ৩।—'হাসপাতাল' বলিতে বুঝায় কোনও হাসপাতালের পরিপার্শ্ব এবং তাহার মধ্যে পড়ে এবং এরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিপার্শ্ব যাহার উদ্দেশ্য হইল রোগমুক্তির পর ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ বা পুনর্বাসন প্রত্যাশী ব্যক্তিবর্গের গ্রহণ ও চিকিৎসা।

।। টীকা ।।

১। নূতন ৩৭৬ ধারার পরিচয়। এই ধারাটি অপরাধ আইন (সংশোধন) বিহিতক [অধিনিয়ম], ১৯৮৩, (১৯৮৩-এর ৪৩ বিহিতক) দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে।

।। টীকা ।।

২। **ধর্ষণ [Rape]: অভিশংসিকার সত্য বলিয়া দৃঢ়ভাবে সমর্থিত নয় এরূপ সাক্ষ্য [uncorroborated testimony]-এর সাক্ষ্যমূল্য [evidentiary value]**: অভিশংসিকার বক্তব্য অবিশ্বাস করার মত কিছু না থাকিলে, তাহার বক্তব্য কেবল সত্য বলিয়া দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয় নাই বলিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া অনুচিত ও অসঙ্গত। ধর্ষণের (বলাৎকারের) মকদ্দমায় আইন কোন দৃঢ়ীকরণ চাহে না এবং সেই হেতু অভিযোগকারিণীর বক্তব্য যদি বিশ্বাস করা হয় তাহা হইলেই, কেবল তাঁহারই সাক্ষ্যর ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা যায় [নন্দকিশোর রথ ব. নন্দ ওরফে অনন্তচরণ সাহেরা, 1991 Cri. L. J. 835]

ধারা ৩৭৬]

৩। **ধর্ষণের অভিযোগ ও ডাক্তারি সাক্ষ্য :** অভিযোগকারিণী [অভিশংসিকা] রতিক্রিয়া বা যৌনসংসর্গের কথা বলে নাই। ধর্ষণ করা হইয়াছে এই মন্তব্য ডাক্তারি সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে ফেলিয়া দিলে সে চীৎকার করিয়া উঠে নাই। এক্ষেত্রে ৩৭৬ ধারার অধীন অপরাধের সঙ্ঘটনের অভিযোগ দাঁড়ায় না। দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করণ বাতিল করা হইল [বাহাদুর সিং ব. স্টেট্ অব মধ্যপ্রদেশ, 1991 Cri. L. J. 753]

৪। **ধর্ষণ করার অভিপ্রায়ভিত্তিক প্রস্তুতি:** ভাবতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৭৬ ধারানুযায়ী অপরাধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে উক্ত ব্যক্তি কথিত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করিল। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনীত হয় যে সে অভিযোগকারিণীর [অভিশংসিকার] পেটিকোটের দড়ি খুলিয়া তাহার কোমরের উপর বসিতে যায়। বলা হয় ঐ সময় অভিযোগকারিণী তাহার স্বামীর উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া উঠে। অভিযুক্ত ব্যক্তির এইরূপ কার্যকে ধর্ষণ প্রচেষ্টা বলা যায় না, তবে উহা ধর্ষণ করিবার অভিপ্রায় ভিত্তিক প্রস্তুতি। সে ৩৭৬ ধারামতে অপরাধ করে নাই, অপরাধ করিয়াছে ৩৫৪ ধারা অনুসারে। দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ পরিবর্তন কবা হইল এবং চার বৎসরের কারাবাস দণ্ডের পরিবর্তে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হইল [আক্কারিয়া ব. স্টেট্ অব মধ্যপ্রদেশ, 1991 Cri. L. J. 751]।

৫। **খুন ও ধর্ষণ**। দুষ্কৃতি সঙ্গীর [সহাপরাধীর, accomplice-এর] সাক্ষ্য বিশ্বাস উৎপাদন করে না। পরন্তু, অন্য কোন সাক্ষ্য দ্বারা সত্য বলিয়া উহা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি পাওয়ার যোগ্য [দরখাস্তকারী সুরেশ ও কুমন সিং সম্পর্কে এবং দি স্টেট্ ব. রমেশ ও সুরেশ, উত্তরবাদীগণ [Respondents], 1991 Cri. L. J. 859]।

৬। **ধর্ষণ সম্বন্ধীয় সাক্ষ্য**। অভিশংসন [Prosecution] যে ভাবে ধর্ষণ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ আনিয়াছেন, দুষ্কৃতি সঙ্গীর [সহাপরাধীর] [accomplice] মৌখিক সাক্ষ্য এবং ডাক্তারি সাক্ষ্য তাহা প্রমাণ করে না। নিপীড়িতার যোনি [ভগ] মধ্যে বীর্য বা শুক্র পাওয়া যায় নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ যে যৌন সহবাস করিয়াছে এমন চিহ্ন অবর্তমান। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হইল [সুরেশ ও কুমন সিং, দরখাস্তকারীগণ, সম্পর্কে এবং দি স্টেট্ ব. রমেশ ও সুরেশ, 1991 Cri. L. J. 859]।

৭। **ধর্ষণের অভিযোগের দণ্ড হ্রাসকরণ**। কামলালসা চরিতার্থ করার জন্য অভিযোগকারিণীর উপর বলাৎকার করার অভিযোগে ৩৭৬ ধারামতে আপিলকারী পুলিশ আধিকারিকরা দোষীরূপে সাব্যস্ত হন এবং তাঁহাদের সর্বনিম্ন ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অভিযোগকারিণীর অবৈধ প্রণয়ীকেও [উপপতিকেও] ধর্ষণের অভিযোগে দোষীরূপে সাব্যস্ত করা হয়। আপিলে হাইকোর্ট দেখেন যে অভিশংসন অভিযোগকারিণীর বয়স ১৮ বৎসরের কম বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন নাই এবং যে, তিনি (অভিযোগকারিণী) তাঁহার প্রণয়ীর সহিত স্বেচ্ছায় যৌনসংসর্গ করিতেন কিন্তু হাইকোর্ট উক্ত প্রণয়ীকে ছাড়িয়া দিয়া আপিলকারীদের দোষীরূপে সাব্যস্ত করেন ও দণ্ড বিধান সমর্থন করেন। মকদ্দমাটির

ধারা ৩৭৬]
অস্বাভাবিক, বৈশিষ্ট্য সূচক ও অদ্ভুত ঘটনা পরম্পরা এবং অভিযোগকারিণীর বাছবিচারহীন ভাবে যৌন সম্ভোগের ঘটনাবলী বিশেষ ভাবে বিবেচনান্তে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বর্তমান ক্ষেত্রে ৩৭৬ (২) ধারার অনুবিধি [Proviso] সন্দেহাতীত ভাবে প্রয়োগযোগ্য এবং ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দিলেই ন্যায়পরতার স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে - সুতরাং দণ্ড অবশ্যকতার প্রেক্ষিতে হ্রাস করা হইল [প্রেমচাঁদ ব. স্টেট্ অব হরিয়ানা, 1989 Supp. (1) SCC 286: 1989 SCC (Cri) 418: AIR 1989 SC 397: 1989 Cri. L. J. 1246]।

৮। **৩৭৬ ধারামতে দোষীরূপে সাব্যস্ত করার জন্য এবং ঐ ধারামতে দণ্ডদানের জন্য ধর্ষণ দ্বারা নিপীড়িত মহিলার চরিত্র প্রাসঙ্গিক নহে।** পুনর্বিলোকনাধীন রায়-এ ব্যবহৃত অভিযোগকারিণীর 'আচরণ' ['conduct' of the prosecutrix] শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে কেবল আভিধানিক [lexicographical] অর্থে- অভিযোগকারিণীর চরিত্র প্রসঙ্গে নহে। সুতরাং পূর্ববর্তী রায়-এর নথিতে কোন ভুল অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় না [স্টেট্ অব হরিয়ানা ব. প্রেমচাঁদ, (1990). 1. SCC 249]।

৯। **নাবালিকার উপর বলাৎকার।** বিবৃত করা হইয়াছে যে বালিকার বয়স নিতান্ত কম এবং তাহার যোনি গহ্বরে কোনও প্রকারে একটি আঙুল প্রবিষ্ট করানো সম্ভব। ইহা বিশ্বাস করা যায় না উক্ত যোনি মধ্যে প্রবিষ্ট করানো হইয়াছে। *রায়:* যোনিমধ্যে প্রবিষ্ট না করানো হইলে সতীচ্ছদ বিদ্যমান থাকিত; পরন্তু, তাহার পরিচ্ছদ রক্তের দাগযুক্ত হইত না। যেহেতু পরীক্ষাকারী চিকিৎসক দেখিয়াছেন যে কোনওক্রমে তাহার যোনিমধ্যে একটি আঙ্গুলমাত্র প্রবিষ্ট করানো সম্ভব, সেইহেতু এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে তাহার যোনিমধ্যে পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট করানো হয় নাই। অভিযুক্ত আপিলকারী একজন শক্তিমান বলবান ব্যক্তি এবং নিশ্চয়ই সে মাত্র ১১-১২ বৎসরের ঐ বালিকার উপর বলাৎকার করিয়াছে [পৃথি চাঁদ ব. স্টেট্ অব. এইচ. পি., (1989). 1. SCC 432, 435: AIR 1989 SC 702: 1989 Cri L. J. 841]।

১০। **৩৭৬ ধারাটির পূর্বরূপ:**
"*৩৭৬। বলাৎকারের দণ্ড* [Punishment for rape]। যে কেহ বলাৎকার করিবে সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা দশবৎসর পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে, যদি না যে স্ত্রীলোককে বলাৎকার করা হইয়াছে সে তাহার নিজের স্ত্রী হয় এবং তাহার বয়স বারো বৎসরের নিম্নে না হয়, যে ক্ষেত্রে সে দুইবৎসর পর্যন্ত যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

১১। **বালিকার বয়সের প্রমাণ।** জন্মের প্রমাণপত্র যে কোন বালিকার বয়সের চূড়ান্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ হইবে কিন্তু এরূপ দস্তাবেজ সচরাচর পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তির বয়স প্রশ্নাধীন হইয়াছে তাহার দৈহিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষাঅন্তে ঐরূপ পরীক্ষার ফল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও যাবতীয় সাক্ষ্যর এবং প্রাপ্ত মৌখিক সাক্ষ্যর ভিত্তিতে আদালত বা জুরীকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে [সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী ব. স্টেট অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল, AIR 1958 SC 143: 1958 SCR 749]। যে বালিকার উপর বলাৎকার করা হইয়াছে, সাধারণভাবে বলা

যায় যে সে দুষ্কৃতিসঙ্গী [সহাপরাধী] নহে যদিও বিচক্ষণতার [দূরদর্শিতার] নিয়মানুসারে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করার পূর্বে অভিযোগকারিণীর সাক্ষ্য দৃঢ়ীকৃত হওয়া আবশ্যক [সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী ব. স্টেট্ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, AIR 1958 SC 143: 1958 SCR 749]।

৩৭৬-ক। **পৃথগ্‌বাস চলিতে থাকাকালে কোনও পুরুষ কর্তৃক তাঁহার স্ত্রীর সহিত যৌনসংসর্গ স্থাপন**। পৃথগ্‌বাসের আজ্ঞপ্তির [ডিক্রির] অধীনে কিংবা কোন প্রথা বা রীতি অনুসারে পৃথকভাবে বসবাস করিতেছেন এরূপ স্ত্রীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে যে কেহ যৌনসহবাস করে সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুইবৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

৩৭৬-খ। **লোকভৃত্য কর্তৃক তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে স্থিত স্ত্রীলোকের সহিত যৌন সহবাস**। যে কেহ, যিনি লোকভৃত্য, তাঁহার সরকারী পদমর্যাদার সুযোগ লন এবং লোকভৃত্যরূপে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে স্থিত বা তাঁহার অধীনস্ত কোন লোকভৃত্যর রক্ষণাবেক্ষণে স্থিত যে কোন স্ত্রীলোককে তাঁহার সহিত যৌন সহবাস করিতে প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করেন, তিনি, ঐরূপ যৌনসহবাস ধর্ষণ [বলাৎকার] না হইলে, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে এবং তাঁহার অর্থদণ্ডও [জরিমানাও] হইতে পারে।

৩৭৬-গ। **কারাগার, বিচারাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের হাজত প্রভৃতির অধীক্ষক কর্তৃক যৌন সহবাস**। যে কেহ, যিনি কারাগার [জেল], বিচারাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের হাজত [রিমাণ্ড হোম] অথবা সমকালে বলবৎ থাকা যে কোন আইনদ্বারা বা আইনের অধীনে সংস্থাপিত অন্যকোন রক্ষণাবেক্ষণের স্থানের বা কোন স্ত্রী বা শিশু প্রতিষ্ঠানের অধীক্ষক বা ব্যবস্থাপক, তাঁহার সরকারী পদমর্যাদার সুযোগ লন এবং ঐরূপ কারাগার, হাজত, স্থান বা প্রতিষ্ঠানে বাসকারিণী কোন স্ত্রীলোককে তাঁহার সহিত যৌনসহবাস করিতে প্ররোচিত করেন, তিনি, ঐরূপ যৌনসহবাস ধর্ষণ [বলাৎকার] না হইলে, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ পাঁচবৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে এবং তাঁহার অর্থদণ্ডও [জরিমানাও] হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ১।— কোনও কারাগার, বিচারাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের হাজত, রক্ষণাবেক্ষণের অন্য কোন স্থান কিংবা স্ত্রীলোক বা শিশু প্রতিষ্ঠানের ''অধীক্ষক''-এর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন ঐরূপ কারাগার, বিচারাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের হাজত বা স্থান বা প্রতিষ্ঠান-এ অন্যকোন পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি যিনি ঐ সকল স্থানে বসবাসকারীগণের উপর প্রাধিকার বা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিতে সক্ষম।

ব্যাখ্যা২।— ''স্ত্রীলোক বা শিশু প্রতিষ্ঠান'' এই অভিব্যক্তির সেই অর্থ-ই থাকিবে যাহা ৩৭৬ ধারার (২) উপধারার ব্যাখ্যা ২-এ বিধৃত আছে।

৩৭৬-ঘ। **কোন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সহিত যুক্ত কোন ব্যক্তি বা কর্মচারী কর্তৃক ঐ হাসপাতালের কোন স্ত্রীলোকের সহিত যৌনসহবাস**। যে কেহ, যিনি কোন হাসপাতালের

ধারা ৩৭৭]
ব্যবস্থাপনার সহিত যুক্ত বা উক্ত হাসপাতালের কর্মচারী, তাঁহার অবস্থানের সুযোগ লন এবং ঐ হাসপাতালের কোন স্ত্রীলোকের সহিত যৌন সহবাস করেন, সেই যৌন সহবাস ধর্ষণের [বলাৎকারের] অপরাধ না হইলে তিনি যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে এবং তিনি অর্থদণ্ডেও [জরিমানায়ও] দণ্ডিত হইতে পারেন।

ব্যাখ্যা।—"হাসপাতাল" কথাটি বহন করিবে সেই অর্থ যে অর্থ বিধৃত আছে ৩৭৬ ধারার (২) উপধারার ব্যাখ্যা ৩-এ।

॥ টীকা ॥

১। **পরিচয়:** ৩৭৬-ক, ৩৭৬-খ, ৩৭৬-গ এবং ৩৭৬-ঘ— এই চারিটি ধারা অপরাধ আইন (সংশোধন) অধিনিয়ম [বিহিতক, Act] (১৯৮৩-এর ৪৩ অধিনিয়ম) দ্বারা মূল ভারতীয় দণ্ড সংহিতা মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে।

২। **পরিভাষা:**

Remand Home — বিচাবাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের হাজত

Jail — কারাগার

Superintendent — অধীক্ষক

Manager — ব্যবস্থাপক

Intercourse — যৌনসহবাস

Institution — প্রতিষ্ঠান

Rape — ধর্ষণ, বলাৎকার

অস্বাভাবিক অপরাধ বিষয়ক

৩৭৭। **অস্বাভাবিক অপরাধ** [Unnatural offences]। যে কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কোন পুরুষ, স্ত্রীলোক বা পশুর সহিত প্রাকৃতিক রীতির বিরুদ্ধে কামজ যৌনসংসর্গ করে, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায় বর্ণিত অপরাধের প্রয়োজনে প্রবেশ করানো কামজ যৌনসংসর্গ গঠন করার পক্ষে যথেষ্ট।

॥ টীকা ॥

১। **ধর্ষণাপরাধ**। ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৭৭ ধারা এবং সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ২৪ ধারা দ্রঃ। আপিলকারীর বিচার হয় এবং ধর্ষণের অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারাধীন মামলা বহির্ভূত যে স্বীকারোক্তি করিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ডাক্তারি সাক্ষ্যও অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ করে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে দোষীরূপে সাব্যস্ত করা হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ বাতিলযোগ্য [কিষণলাল, আপিলকারী ব. স্টেট্, উত্তরবাদী, 1991 Cri. L. J. 742]।

২। **প্রক্রিয়া [Procedure]:** প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন পুরুষ বা স্ত্রীর সহিত অথবা কোন পশুর সহিত কামজ যৌন সহবাস করিয়াছে।

[২] এইরূপ যৌনসহবাস ছিল প্রাকৃতিক নিয়মনীতির বিরোধী।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঐরূপ করিয়াছিল।

[৪] যৌনমিলন সংঘটিত হইয়াছিল।

৪। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্দ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] ....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে নামধারী/নাম্নী পুরুষ বা স্ত্রীলোকের সহিত অথবা [পশুর বিবরণ] পশুর সহিত, প্রাকৃতিক নিয়মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যৌন সহবাস করিয়াছেন এবং ঐরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৭৭ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার বিচার হউক।

পরিচ্ছেদ ১৭

সম্পত্তির বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ বিষয়ক

চুরি বিষয়ক

৩৭৮। **চুরি** [Theft]। যে কেহ অন্য কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত কোন অস্থাবর সম্পত্তি অসৎভাবে গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঐরূপ ব্যক্তির সম্মতি না লইয়া ঐরূপ দ্রব্য স্থানান্তরিত করে সে চুরি করে বলা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ১।— কোন জিনিষ যতক্ষণ মাটির সঙ্গে যুক্ত থাকে ততক্ষন উহা স্থানান্তর যোগ্য নহে এবং এজন্য উহা চুরি করা সম্ভব নহে; কিন্তু যখন উহা মাটি হইতে বিযুক্ত করা হয় তখন উহা চুরি করা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা২।— যে কাজের দ্বারা জিনিষটিকে মাটি হইতে ছিন্ন করা হইল সেই একই কাজের ফলে চুরি সংঘটিত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ৩।— যদি কোন বাধার ফলে কোন বস্তু স্থির থাকিয়া থাকে তবে ঐরূপ বাধা দূর করিয়া দিলেও ঐ ব্যক্তি জিনিষটিকে স্থানান্তরিত করিল বলিয়া ধরা হইবে কিংবা অন্য কোন জিনিষ হইতে উহাকে ছিন্ন করিলে অথবা উহাকে সরাইলেও উহা স্থানান্তরিত করা হইল বলিয়া ধরা হইবে।

ব্যাখ্যা ৪।— কোন ব্যক্তি যদি কোন উপায়ে কোন জন্তুকে চলিতে প্রবৃত্ত করে তবে সে ঐ জন্তুকে এবং ঐ জন্তুর চলিবার ফলে যাহা কিছু স্থানান্তরিত হয় তাহাদের সবকিছুই স্থানান্তরিত করিল বলিয়া ধরা হইবে।

ব্যাখ্যা ৫।— সংজ্ঞাতে যে সম্মতির কথা বলা হইয়াছে তাহা উক্ত বা বিবক্ষিত হইতে পারে এবং ঐরূপ সম্মতি যাহার দখলে আছে সে কিংবা অন্য কেহ যাহার উক্তভাবে বা বিবক্ষিত ভাবে ঐরূপ সম্মতি দিবার প্রাধিকার আছে সে দিতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক প-এর জমিতে অসৎভাবে প-এর সম্মতি ব্যাতিরেকে প-এর একটি গাছ তাহার দখলের বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য কাটে। এক্ষেত্রে যখনই সে গাছটিকে কাটিয়া ফেলিয়াছে তখনই সে চুরির অপরাধে অপরাধী হইয়াছে।

(খ) ক কুকুরকে লোভ দেখাইবার জন্য কোন জিনিষ তাহার পকেটে রাখে এবং এইভাবে প-এর কুকুরকে তাহাকে অনুসরণ করিতে প্ররোচিত করে। এক্ষেত্রে ক-এর যদি প-এর বিনা অনুমতিতে কুকুরটিকে প-এর দখলের বাহিরে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্য থাকিয়া থাকে তবে যখনই কুকুরটি চলিতে সুরু করিয়াছে তখনই ক চুরির অপরাধে অপরাধী হইয়াছে।

(গ) ক একটি বলদকে এক বাক্স মূল্যবান জিনিষ বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেখিতে পায়। সে অসৎভাবে ঐ জিনিষগুলি লইবার উদ্দেশ্যে বলদটিকে কোন একদিকে চালিত করে। যখনই বলদটি চলিতে সুরু করিয়াছে তখনই ক মূল্যবান জিনিষগুলি চুরির অপরাধে অপরাধী হইয়াছে।

(ঘ) ক প-এর ভৃত্য এবং প তাহাকে একটি প্লেটের দায়িত্ব দিয়াছে। ক অসদুদ্দেশ্যে প-এর বিনানুমতিতে প্লেটটি লইয়া পলাইয়া যায়। এক্ষেত্রে ক চুরির অপরাধে অপরাধী হইয়াছে।

(ঙ) প কোথাও যাইবার পূর্বে একটি পণ্যাগারের রক্ষক ক-এর নিকট তাহার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত রাখিবার জন্য একটি প্লেট দিয়া যায়। ক প্লেটটি কোন স্বর্ণকারের নিকট লইয়া যায় এবং বিক্রয় করিয়া দেয়। এক্ষেত্রে প্লেটটি প-এর দখলে ছিল না। সুতরাং উহা প-এর দখলের বাহিরে লইয়া যাওয়ার সম্ভব ছিল না এবং এজন্য ক চুরির অপরাধে অপরাধী নয় যদিও সে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইতে পারে।

(চ) ক প-এর বাড়িতে টেবিলের উপর প-এর একটি আংটি পায়। এক্ষেত্রে আংটিটি প-এর দখলে আছে এবং ক যদি অসৎভাবে উহা স্থানান্তরিত করে তবে ক চুরির অপরাধে অপরাধী হইবে।

ধারা ৩৭৮]

(ছ) ক রাস্তায় একটি আংটি পায়, উহা কাহারও দখলে নাই। উহা লওয়ার ফলে ক চুরির অপরাধ অপরাধী হইবে না, যদিও সে সম্পত্তির অপপ্রয়োগের অপরাধে অপরাধী হইতে পারে।

(জ) ক প-এর বাড়িতে টেবিলের উপর প-এর একটি আংটি দেখিতে পায়। ধরা পড়িবার ভয়ে ক উহা তৎক্ষনাৎ আত্মসাৎ করিতে সাহস করে না, কিন্তু যাহাতে পরে সে উহা লইতে পারে এই উদ্দেশ্যে সে উহা এমন স্থানে লুকাইয়া রাখে যেখান হইতে উহা পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা খুবই কম। এক্ষেত্রে ক যখন প্রথম আংটিটি সরায় তখনই সে চুরির অপরাধে অপরাধী হয়।

(ঝ) ক একজন মিস্ত্রী প-কে তাহার ঘড়িটি মেরামত করিবার জন্য দেয় এবং প উহা তাহার দোকানে লইয়া যায়। প-এর নিকট ক-এর এমন কোন দেনা নাই যাহার জন্য প ঘড়িটি জামিন স্বরূপ রাখিতে পারিত। ক প্রকাশ্যে দোকানে ঢোকে এবং জোর করিয়া প-এর হাত হইতে ঘড়িটি ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। এক্ষেত্রে ক অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ এবং আক্রমণের অপরাধে অপরাধী হইতে পারে কিন্তু যেহেতু সে কাজটি অসৎভাবে করে নাই অতএব সে চুরির অপরাধে অপরাধী নহে।

(ঞ) যদি প-এর নিকট ক-এর ঘড়ি সারাইবার মজুরী বাকী থাকে এবং প আইনসঙ্গতভাবে জামিন হিসাবে ঘড়িটি রাখে তবে ক যদি প-কে ঐরূপ জামিন হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ঘড়িটি প-এর দখলের বাহিরে লইয়া যায় তবে যেহেতু সে উহা অসৎভাবে করে, অতএব সে চুরির অপরধে অপরাধী।

(ট) আবার ক যদি ঘড়িটি প-এর নিকট বন্ধক রাখিয়া থাকে এবং সে যদি ঋণের টাকা শোধ না করিয়া ঘড়িটি প-এর বিনা সম্মতিতে তাহার দখলের বাহিরে লইয়া যায় তবে যেহেতু সে উহা অসৎভাবে করে অতএব ঘড়িটি তাহার নিজের সম্পত্তি হইলেও তাহার চুরির অপরাধ হইবে।

(ঠ) ক প-এর কোন জিনিষ পরে ফিরাইয়া দিয়া যাহাতে পুরস্কার পাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে প-এর বিনাসম্মতিতে তাহার দখলের বাহিরে লইয়া যায়। এক্ষেত্রে ক উহা অসৎভাবে লয়, অতএব সে চুরি করে।

(ড) ক প-এর সহিত বন্ধুভাবাপন্ন। সে প-এর অনুপস্থিতিতে প-এর লাইব্রেরীতে যায় এবং পড়িয়া ফিরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে প-এর ঘোষিত সম্মতি না লইয়া একখানি পুস্তক লইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ক-এর পক্ষে এরূপ মনে করা সম্ভব যে তাহার বইটি ব্যবহারে প-এর বিবক্ষিত [implied]সম্মতি ছিল। ক যদি এইরূপ মনে করিয়া থাকে তবে সে চুরির অপরাধে অপরাধী নহে।

(ঢ) ক প-এর স্ত্রী নিকট দয়া ভিক্ষা করে। সে ক-কে অর্থ, খাদ্য এবং বস্ত্রাদি দেয়। ক জানে যে ঐগুলি তাহার স্বামী প-এর সম্পত্তি। ক-এর পক্ষে ইহা মনে করা সম্ভব যে প-এর স্ত্রীর ঐরূপ ভিক্ষা দিবার অধিকার আছে। ক যদি ঐরূপ মনে করিয়া থাকে তবে সে চুরির অপরাধে অপরাধী নয়।

ধারা ৩৭৯]

(ণ) ক প-এর স্ত্রীর উপপতি। প-এর স্ত্রী তাহার স্বামীর মূল্যবান সম্পত্তি ক-কে দেয়। ক জানে যে ঐগুলি তাহার স্বামী প-এর, এবং প তাহার স্ত্রীকে ঐগুলি দিয়া দিবার ক্ষমতা দেয় নাই। এ-ক্ষেত্রে ক যদি অসৎভাবে ঐরূপ সম্পত্তি নেয় তবে সে চুরি করে।

(ত) ক সরল বিশ্বাসে প-এর কোন সম্পত্তি তাহার নিজের মনে করিয়া উহা প-এর দখলের বাহিরে লইয়া আসে। এক্ষেত্রে যেহেতু ক উহা অসৎভাবে লয় না, অতএব সে চুরির অপরাধ করে না।

॥ টীকা ॥

সম্পত্তির বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ। নিম্নবর্ণিত অপরাধসমূহ সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে :

[১] চুরি।
[২] বলপ্রয়োগে আদায় করা।
[৩] দস্যুতা ও ডাকাতি।
[৪] অপরাধমূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ।
[৫] অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ।
[৬] চুরি করা সম্পত্তি গ্রহণ।
[৭] চাটু বৃত্তি [ঠকানো, বঞ্চনা করা]।
[৮] অপরাধমূলক দলিল ও সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা।
[৯] অপকার।
[১০] অপরাধমূলক সীমা লঙ্ঘন।

৩৭৯। **চুরি করার দণ্ড** [Punishment for theft]। যে কেহ চুরি করে সে তিনবৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রক্রিয়া** [Procedure] : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— সম্পত্তির মূল্য দুইশত পঞ্চাশ টাকার অধিক না হইলে এবং সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি প্রদান করিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য—যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য, সম্পত্তির মূল্য দুইশত টাকার অধিক না হইলে সংক্ষেপে বিচারযোগ্য। *এই প্রসঙ্গে অবশ্যই দেখুন:* (1956) Cri. L. J. 368.

২। **অভিযোগ** [Charge] : আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় আদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] .....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ......স্থানে ......এঁর দখলে থাকা সম্পত্তি যথা .....চুরি করিয়াছেন, অসৎভাবে তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকে উহা লইবার অভিপ্রায়ে, এবং এইরূপ কার্য সম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ডসংহিতার ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার বিচার হউক।

৩। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে--

[১] প্রশ্নাধীন সম্পত্তি অস্থাবর সম্পত্তি হইতেছে।

[২] উহা কোনও একজন ব্যক্তির দখলে ছিল।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি অপসারণ করে।

[৪] যাহার দখলে উক্ত সম্পত্তি বিদ্যমান ছিল তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ অপসারণ কার্য সম্পাদন করে।

[৫] কথিত ব্যক্তির দখল হইতে উক্ত সম্পত্তি লইবার অভিপ্রায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করে।

[৬] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করে ওই ব্যক্তির বেআইনী ক্ষতি সংসাধনের উদ্দেশ্যে অথবা নিজের বেআইনী লাভপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে।

৩৮০। **বসতবাটী ইত্যাদিতে চুরি** [Theft in dwelling house, etc]।— যে কেহ, যে পাকাবাড়ি, তাঁবু বা জলযান মনুষ্যের বাসস্থানরূপে বা সম্পত্তির নিরাপদ রক্ষণে ব্যবহৃত হয় সেই পাকাবাড়ি, তাঁবু বা জলযানে চুরি করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরো, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

।। **টীকা** ।।

প্রক্রিয়া [Procedure] : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— মকদ্দমা উঠাইয়া লইবার অযোগ্য—যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সম্পত্তির অর্থ মূল্য দুইশত টাকার অধিক না হইলে সংক্ষেপে বিচারযোগ্য।

৩৮১। **করণিক বা ভৃত্য কর্তৃক প্রভুর দখলে থাকা সম্পত্তি চুরি**[Theft by clerk or servant of property in possession of master]।— যে কেহ করণিক বা ভৃত্য রূপে থাকিয়া, অথবা করণিক, বা ভৃত্য রূপে নিযুক্ত থাকিয়া তাহার প্রভুর বা নিয়োগকারীর দখলে থাকা যে কোন সম্পত্তি চুরি করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

।। **টীকা** ।।

প্রক্রিয়া [Procedure] : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র--জামিন অযোগ্য— সম্পত্তির অর্থমূল্য দুইশত পঞ্চাশ টাকা অতিক্রম না করিলে এবং সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি প্রদান করিলে মকদ্দমা উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য—যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সম্পত্তির অর্থমূল্য দুইশত টাকার অধিক না হইলে সংক্ষেপে বিচারযোগ্য।

ধারা ৩৮২]

৩৮২। চুরি করার উদ্দেশ্যে মৃত্যু ঘটাইবার, জখম করার কিংবা আটকাইয়া রাখার প্রস্তুতির পর চুরি [Theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft]।— যে কেহ, চুরি করার জন্য, অথবা চুরি করার পর পলাইয়া যাইবার জন্য অথবা এইরূপ চৌর্যদ্বারা গৃহীত সম্পত্তি ধরিয়া রাখার জন্য, যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার, বা তাহাকে জখম করার বা তাহাকে আটকাইয়া রাখার প্রস্তুতির পর বা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুর, জখম করার বা আটকাইয়া রাখার ভীতি সৃষ্টির প্রস্তুতির পর, চুরি করে, সে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) প-এর দখলী সম্পত্তির উপর ক চৌর্যকর্ম সম্পাদন করে; এবং এই চৌর্য সম্পাদনকালে তাহার পোষাকের অন্তরালে একটি গুলিভর্তি পিস্তল আছে, প যদি বাধা দেয় তাহা হইলে প-কে জখম করিবার উদ্দেশ্যে সে উহা রাখিয়াছে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

(খ) ক তাহার কয়েকজন সঙ্গীকে তাহার সন্নিকটে রাখিয়া প-এর পকেট মারে, যাহাতে, কি চলিয়া যাইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া প যদি বাধা দেয় বা ক-কে ধরিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহারা প-কে আটকাইবে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করিয়াছে।

।। টীকা ।।

প্রক্রিয়া[Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

বলপ্রয়োগে আদায় করা বিষয়ক

৩৮৩। বলপ্রয়োগে আদায় করা [জুলুম বাজী] [Extortion] ।— যে কেহ ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন ব্যক্তিকে বা অন্য কাহাকেও ক্ষতি করার ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করে, এবং এইভাবে ভীতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে অসৎভাবে কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি বা সক্ষরিত বা মোহরাঙ্কিত কোন কিছু যাহাকে মূল্যবান প্রতিভূতিতে রূপান্তরিত করা যায়, অর্পণ করিতে প্ররোচিত করে, সে "বলপ্রয়োগে আদায় করে"।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক এই ভীতি প্রদর্শন করে যে সে প-সম্পর্কে মানহানিকর বিষয় প্রকাশ করিবে যদি না প তাহাকে টাকা দেয়। এইভাবে সে তাহাকে টাকা দিতে প-কে প্ররোচিত করে। ক বলপ্রয়োগে টাকা আদায়ের অপরাধ করিয়াছে।

(খ) ক প-কে এই ভীতি প্রদর্শন করে যে সে প-এর সন্তানকে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে, যদি না প একটি প্রত্যর্থপত্রে [বচন পত্রে, প্রমিসরি নোটে] সহি করিয়া তাহাকে দেয় এবং তদ্বারা প একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ক-কে দিতে নিজেকে বাধ্য করে। প ঐরূপ প্রত্যর্থপত্র স্বাক্ষরযুক্ত করিয়া অর্পণ করে। ক বলপ্রয়োগে আদায় করিয়াছে।

(গ) ক ভীতিপ্রদর্শন করে এই বলিয়া যে সে প-এর জমিতে লাঙল দিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ একদল লোককে পাঠাইবে যদি না প একটি খতে [তমসুকে] সহি করিয়া খ-কে অর্পণ করে এবং তদ্বারা প নির্দিষ্ট ফসল খ-কে অর্পণ করিতে নিজেকে বাধ্য করে এবং না করিলে দণ্ডিত হইতে স্বীকৃত হয, এবং এতদ্বারা প-কে উক্ত খতে সহি করিতে ও উহা অর্পণ করিতে প্ররোচিত করে। ক বলপ্রয়োগে আদায়ের অপরাধ করিয়াছে।

(ঘ) ক, প-কে নিদারুণ যন্ত্রনাদায়কভাবে জখম করার ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, অসৎভাবে প-কে প্ররোচিত করে একখন্ড লিখনবিহীন কাগজে স্বাক্ষরদান করিতে বা তাহাতে তাহার সীলমোহর [নামমুদ্রা] দিতে এবং ক-কে উহা অর্পণ করিতে। প উক্ত কাগজ খন্ডে স্বাক্ষর করিয়া ক-কে অর্পণ করে। এখানে, যেহেতু এরূপে স্বাক্ষরিত কাগজ খন্ডকে মূল্যবান প্রতিভূতিতে রূপান্তরিত করা যায়, ক বলপ্রয়োগে আদায় করার অপরাধ করিয়াছে।

৩৮৪। **বলপ্রয়োগে আদায় করার দন্ড** [Punishment for extortion]।— যে কেহ বলপ্রয়োগে আদায় করে সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনবৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রক্রিয়া** [Procedure] : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২। **বিচারস্থানঃ** দন্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৭৯ ধারা দ্রঃ।

৩৮৫। **বলপ্রয়োগে আদায় করার জন্য কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি করার ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করা** [Putting person in fear of injury in order to commit extortion]।— যে কেহ, বলপ্রয়োগে আদায় করার জন্য, কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি করার ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করে বা ঐরূপ করিতে চেষ্টিত হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure] : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৮৬। **কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু ভয় অথবা গুরুতর ভাবে জখম করার ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে বলপ্রয়োগে টাকা আদায় করা** [Extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt] ।— যে কেহ, কোন ব্যক্তিকে, উক্ত ব্যক্তির বা অন্য কাহারও মৃত্যুর বা উক্ত ব্যক্তিকে বা অন্য কাহাকেও নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করার ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বলপ্রয়োগে আদায় করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

ধারা ৩৮৭]

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]:প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র— জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৮৭। কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুর বা গুরুতর ভাবে জখম করার ভয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করা যাহাতে বলপ্রয়োগে আদায় করা সম্ভব হয় [Putting person in fear of death or grievous hurt, in order to commit extortion]।— যে কেহ, বলপ্রয়োগে আদায় করার জন্য, কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি বা অন্য কাহারও মৃত্যুর বা উক্ত ব্যক্তিকে বা অন্য কাহাকেও নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ভাবে জখম করার ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করে বা করিতে চেষ্টিত হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রক্রিয়া** [Procedure] : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।
২। **পৃথকভাবে দোষী সাব্যস্তকরণ** ৩৬৫ ধারা ও বর্তমান ধারায় পৃথক ভাবে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আদেশ দেওয়া যায় না, 14 Cri. L. J. 167 দ্রঃ।

৩৮৮। মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ইত্যাদি দ্বারা দন্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদনের অভিযোগ আনয়নের ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলপ্রয়োগে টাকা আদায় [Extortion by threat of accusation of an offence punishable with death or imprisonment for life, etc]।— যে কেহ, কোন ব্যক্তিকে, সেই ব্যক্তির বা অন্য কাহারও বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়নের ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করে যে সে এরূপ অপরাধ করিয়াছে বা করিতে চেষ্টিত হইয়াছে যাহা মৃত্যুদন্ডে দন্ডনীয়, অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় অথবা এরূপ কারাদন্ডে দন্ডনীয় যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা যে সে অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ অপরাধ করিতে প্ররোচিত করিয়াছে, এবং এইরূপ করিয়া বলপ্রয়োগে আদায় করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে, অপরাধটি যদি হয় এরূপ যাহা এই সংহিতার ৩৭৭ ধারামতে দন্ডনীয়, (তাহা হইলে সে) যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure] : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৮৯। কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করিবার ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করা যাহাতে বলপ্রয়োগে আদায় সম্ভব হয় [Putting person in fear of accusation of offence, in order to commit extortion] ।— যে কেহ, বলপ্রয়োগে আদায় করার

জন্য, কোন ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তির বা অন্য কাহারও বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়নের ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করে যে সে এইরূপ অপরাধ করিয়াছে বা করিতে চেষ্টিত হইয়াছে যাহা মৃত্যুদন্ডে দন্ডনীয় বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয়, বা এরূপ কারাদন্ডে দন্ডনীয় যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে; এবং, অপরাধটি যদি হয় এই সংহিতার ৩৭৭ ধারামতে দন্ডযোগ্য, সে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রারম্ভিক মন্তব্য:** ৩৮৪ ধারার সহিত ৩৮৫ ধারার যে প্রকার সম্পর্ক বিদ্যমান, ৩৮৮ ধারার সহিত আলোচ্য ৩৮৯ ধারার সম্পর্কও তদ্রূপ।

২। **সংশোধন:** 'সারাজীবনের জন্য দ্বীপান্তর' কথা কয়টির পরিবর্তে 'যাবজ্জীবন কারাদন্ড' শব্দদ্বয় বসানো হইয়াছে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ আইনের ১১৭ ধারা ও উক্ত আইনের অনুসূচী দ্বারা।

৩। অপরাধ [Offence] **শব্দের অর্থ** 'অপরাধ' শব্দ দ্বারা বুঝায় এমন কিছু যাহা এই সংহিতা বা যে কোন বিশেষ আইন বা যে কোন স্থানীয় আইন মতে দন্ডনীয় [ধা. ৪০]।

৪। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence] : প্রমান করুণ যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি জনৈক ব্যক্তির মনে ত্রাসের বা ভীতির সঞ্চার করিয়াছে বা করিতে প্রয়াসী বা চেষ্টিত হইয়াছে।

[২] ঐ ভীতি ছিল কোন অপবাধ সম্পাদনের বা অপরাধ সম্পাদনের প্রয়াসের অভিযোগের ভীতি।

[৩] ঐরূপ অপরাধ ছিল মৃত্যদন্ড দ্বারা, যাবজ্জীবন কারাদন্ড দ্বারা অথবা অন্যূন দশ বৎসরের জন্য কারাদন্ড দ্বারা দন্ডনীয়।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছিল বলপ্রয়োগে কোন কিছু আদায় করার উদ্দেশ্যে/ অভিপ্রায়ে [৩৮৪ ধারা দ্রঃ]।

[৫]কেবল সর্বশেষ বিধানটির জন্য আরও প্রমাণ করুন যে, অভিযোগটি ছিল অপ্রাকৃতিক অপরাধ সম্পাদনের [প্রসঙ্গত, ৩৭৭ ধারা দেখুন]।

৫। *প্রক্রিয়া* [Procedure] : *প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র*—জামিনযোগ্য— *প্রথম শ্রেণীর* ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

দস্যুতা ও ডাকাতি বিষয়ক

৩৯০। দস্যুতা [Robbery]।— দস্যুতার সকল ক্ষেত্রে চুরি বা বলপ্রয়োগে আদায় থাকিবে।

কখন, চুরি দস্যুতা হইবে। চুরি 'দস্যুতা' হইবে যদি চুরি করার প্রয়োজনে অথবা চুরি করিবার কালে, অথবা চৌর্যদ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি লইয়া যাইবার সময় অথবা লইয়া যাইবার চেষ্টা করার কালে, অপরাধী, ঐ লক্ষ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা জখম বা অন্যায় অবরোধ ঘটায় বা ঐরূপ ঘটাইতে চেষ্টিত হয় বা তাৎক্ষণিক মৃত্যুর বা তাৎক্ষণিক জখমের, বা তাৎক্ষণিক অন্যায় অবরোধের ভীতির সৃষ্টি করে।

ধারা ৩৯০]

কখন, বলপ্রয়োগে আদায় দস্যুতা হইবে। বলপ্রয়োগে আদায় " দস্যুতা" হইবে যদি অপরাধী, বলপ্রয়োগে আদায় করিবার সময়, যে ব্যক্তিকে ভীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছে তাহার সম্মুখে থাকে, এবং উক্ত ব্যক্তিকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর, অথবা তাৎক্ষণিক জখম বা তাৎক্ষণিক অন্যায় অবরোধ-এর ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বলপ্রয়োগে আদায় করে এবং এইরূপে ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ভীতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত সেই ব্যক্তিকে বলপ্রয়োগে আদায় করা সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ অর্পণ করিতে প্ররোচিত করে।

ব্যাখ্যা।— অপরাধীটিকে উপস্থিত বলা হইবে যদি সে অন্য ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর বা তাৎক্ষণিক জখমের বা তাৎক্ষণিক অন্যায় অবরোধের ভয়ের মধ্যে নিক্ষেপকালে যথেষ্ট নিকটবর্তী থাকিয়া থাকে।

(ক) ক প-কে আক্রমণ করে, এবং প্রতারণামূলকভাবে প-এর পোষাক পরিচ্ছদ হইতে, প-এর সম্মতি ব্যতিরেকে, প-এর টাকা পয়সা ও রত্ন [জহরত, মণিসোনা প্রভৃতিতে নির্মিত গহনা, রত্নবৎ মূল্যবান বস্তু] লয়। এখানে ক চুরি করিয়াছে, এবং, ঐরূপ চুরি করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে প-কে অন্যায় অবরোধ করিয়াছে। সুতরাং ক দস্যুতা করিয়াছে।

(খ) ক বড় রাস্তায় প-কে দেখে, একটি পিস্তল প্রদর্শন করে, এবং প-এর টাকাকড়ি রাখার ক্ষুদ্র থলি দাবি করে। প ইহার ফলে তাহার টাকাকড়ি রাখার ক্ষুদ্র থলি সমর্পণ করিয়া দেয়। এখানে ক প-এর নিকট হইতে টাকাকড়ি রাখার ক্ষুদ্র থলি বলপ্রয়োগ করিয়া লইয়াছে তাহাকে তাৎক্ষণিক জখম করার ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, এবং একই সঙ্গে তাহার সমক্ষে বলপ্রয়োগে আদায় করিয়া;
সুতরাং ক দস্যুতা করিয়াছে।

(গ) ক বড় রাস্তায় প ও প-এর সন্তানকে দেখিতে পায়। ক শিশুটিকে লয় ও এই ভয় দেখায় যে শিশুটিকে খাড়া ও উচ্চ গিরিচূড়া হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইবে যদি না প তাহার টাকাকড়ি রাখার ক্ষুদ্র থলি অর্পণ করে। প ইহার ফলে তাহার টাকাকড়ি রাখার ক্ষুদ্র থলি অর্পণ করে। এখানে ক শিশুটিকে, যে ঐ স্থলে উপস্থিত, তাৎক্ষণিক জখম করার ভয় প-কে দেখাইয়া, প-এর নিকট হইতে টাকাকড়ি রাখার ক্ষুদ্র থলি বলপ্রয়োগে আদায় করিয়াছে। সুতরাং ক প-এর উপর দস্যুতা করিয়াছে।

(ঘ) ক এইকথা বলিয়া প-এর নিকট হইতে সম্পত্তি লয় "তোমার শিশু আমার দলের হাতে রহিয়াছে, এবং তাহার মৃত্যু ঘটানো হইবে যদি না তুমি আমাদিগকে দশ হাজার টাকা পাঠাও।" ইহা বলপ্রয়োগ করিয়া আদায় করা এবং সেইভাবে দন্ডযোগ্য; কিন্তু ইহা দস্যুতা নহে, যদি না প-কে শিশুটির তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ভয় প্রদর্শন করা হয়।

।। টীকা।

দস্যুতা [Robbery] : চুরি করাও দস্যুতা হইবে যদি চুরি করার উদ্দেশ্যে অথবা চুরি করার কালে অথবা চুরির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তি লইয়া যাইবার কালে বা লইয়া যাইতে

চেষ্টা করার কালে অপরাধী ব্যক্তি ঐ উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে নিপীড়িত ব্যক্তিকে বেদনা বা যন্ত্রনা প্রদান করে বা ক্ষতিসাধন করে। হরিশচন্দ্র বনাম স্টেট্, AIR 1976 SC 1430 : 1976 Cri. L. J. 1168 মকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্ট বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একজন, রাম অবতার, নিপীড়িত ব্যক্তি অবিনাশ কুমারের হাতঘড়ি নিয়া নিলে নিপীড়িত ব্যক্তি আর্তচীৎকার করিয়া উঠেন; অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি হরিশচন্দ্র তখন তাহাকে চড় মারেন। আদালত রায়ে বলেন যে অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিপীড়িত ব্যক্তিকে বেদনা বা যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এই অপরাধটি অবশ্যই ৩৯০ ধারার মধ্যে পড়িবে।

পুনশ্চ, কুশমোহন ব. স্টেট্, AIR, 1980 SC 788 : 1980 Cri. L. J. 313 মকদ্দমায় সুপ্রীমকোর্ট রায়ে বলিয়াছেন যে তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দকারী পটকা ফাটাইয়া আতঙ্ক ও ভীতি উৎপাদন করিযা চোরাই মাল লইয়া যাওয়া হইলে অপরাধটি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩৯০ ধারার মধ্যে পড়িবে।

৩৯১। **ডাকাতি [Decoity]** । যখন পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত ভাবে দস্যুতা করে বা করিতে চেষ্টিত হয়, কিংবা যেখানে সমগ্র সংখ্যক ব্যক্তি একত্রিতভাবে দস্যুতা করিতে থাকে বা করিতে চেষ্টিত হয়, এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ও এইরূপ করা বা করিতে চেষ্টিত হওয়ায় সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গ সংখ্যায় পাঁচ বা ততোধিক, এইরূপ কার্যসম্পাদনকারী, চেষ্টাকারী, বা সহায়তাকারী প্রত্যেক ব্যক্তি "ডাকাতি" করিয়াছে বলা হয়।

॥ টীকা ॥

১। **সাধারণ মন্তব্যঃ** ডাকাতি হইল পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত দস্যুতা।

২। **ডাকাতি।** ডাকাতি সংঘটিত হইবার অব্যবহিত পরই অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে চোরাইমাল উদ্ধার করা হইয়াছে। ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩৯১ এবং ৪১২ ধারা অনুসারে এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১১৪ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি ডাকাতি করার অপরাধে অভিযুক্ত হইবার যোগ্য [লছমন রাম ব. স্টেট্ অব ওড়িশা, (1985).1. SCJ 159 : 1985 Cri. L. R. 186 (SC) : (1985).1. Crimes 165 : 1985 Cri. L.J. 753 (SC) : AIR 1985 SC 486]।

৩৯২। **দস্যুতার দন্ড [Punishment for robbery]**। যে কেহ দস্যুতা করে, সে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার কারাদন্ডও হইতে পারে; এবং, উক্ত দস্যুতা যদি সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের মধ্যে রাজপথে সম্পাদিত হয়, [তাহা হইলে] কথিত কারাদন্ড চৌদ্দ বৎসর অবধি সম্প্রসারিত হইতে পারে।

॥ টীকা ।

১। **প্রক্রিয়া [Procedure]** : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার যোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

ধারা ৩৯৩]

২। **দস্যুতা [Robbery]** : অভিশংসনের বক্তব্য এই যে অভিশংসন সাক্ষী ১ এবং তাঁহার মাতা অভিশংসন সাক্ষী ২ নগদ ৭৬,০০০ টাকা লইয়া যখন ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ অভিশংসন সাক্ষী ২-এর নিকট হইতে ৪০,০০০ টাকা দস্যুতাপূর্বক নিয়া নেয়। ঐ টাকা লওয়ার সময় অভিশংসন সাক্ষীরা বাস বদল করার জন্য তাঁহাদের বাস হইতে নামিয়াছিলেন। এফ্. আই. আর বা 'প্রথম সমাচার প্রতিবেদন' দাখিল করা হয় পরদিবস তবে এইরূপ বিলম্ব করার হেতু যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের বিবৃতির ভিত্তিতে তাহাদের নিকট হইতে ৩৯,১৭০ টাকা উদ্ধার করা হয়। বাকী ৩৩,৬০০ টাকা অভিশংসন সাক্ষীদের বাড়ি হইতে ক্রোক করা হয়। ১০ বৎসর কালের মধ্যে এরূপ বিরাট অঙ্কর টাকা কি ভাবে অভিশংসন সাক্ষী ২ জমাইতে সক্ষম হইতে পারেন তদ্বিষয়ক ব্যাখ্যা ট্রায়াল কোর্ট ও হাইকোর্ট বাতিল করিয়া দেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ বেকসুর খালাস প্রাপ্ত হয়। সুপ্রীম কোর্ট বলেন, নিম্নে স্থিত আদালতদ্বয়ের অভিগমন [approach] ভ্রান্ত। প্রাপ্ত কারেন্সী নোটগুলির এবং খোয়া যাওয়া নোটগুলির মধ্যবর্তী একরূপতা [অভিন্নতা, identity] প্রমাণিত না হওয়া অবধি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দোষী রূপে সাব্যস্ত করা যাইবে না,— এই ওজর অবশ্যই বাতিল করিতে হইবে। কথিত পরিমাণ টাকা কি ভাবে জমানো সম্ভব হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চাষযোগ্য ভূসম্পত্তি ও অন্যান্য উৎসর কথা বিবেচনা করিলে এই প্রশ্নও স্বাভাবতঃই উঠে না। এতদ্ব্যতীত দেখা গিয়াছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কথা অনুসারে মোট টাকার অংশ উদ্ধার করা গিয়াছে এবং পরে বাকী টাকা অভিশংসন সাক্ষীদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা 'প্রথম সমাচার প্রতিবেদন' দাখিল করার বিশ্বাসযোগ্য হেতু অবিদ্যমান। ইহাতে অভিশংসন সাক্ষী ১ ও অভিশংসন সাক্ষী ২-এর সাক্ষ্য দৃঢ় হইতেছে। এবং তাহাদের নিকট হইতে ৪০,০০০ টাকা জোর করিয়া লওয়া হইয়াছে এই বক্তব্যও দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। সুতারাং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অবশ্যই ৩৯২ ধারামতে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে—উদ্ধার করা টাকা অভিশংসন সাক্ষী ২-কে দিতে হইবে [সূর্যমূর্তি ব. গোবিন্দস্বামী, (1989) 3 SCC 24 : 1989 SCC (Cri) 472 : AIR 1989 SC 1410 : 1989 Cri. L. J. 1451]।

৩৯৩। **দস্যুতা করার চেষ্টা [Attempt to commit robbery]**। যে কেহ দস্যুতা করার চেষ্টা করে সে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

৩৯৪। **দস্যুতা করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে জখম করা [Voluntarily causing hurt in commiting robbery]**। যদি কোন ব্যক্তি, দস্যুতা করার সময় বা দস্যুতা করার চেষ্টা করার সময়, ইচ্ছাকৃতভাবে জখম করে, সেই ব্যক্তি, এবং এইরূপ দস্যুতা করার সময় বা দস্যুতা করার চেষ্টা করার সময় যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তি, যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

ধারা ৩৯৫]

৩৯৫। **ডাকাতির দণ্ড** [Punishment for decoity] যে কেহ ডাকাতি করে সে যাবজ্জীবন করাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

৩৯৬। **খুন সহ ডাকাতি** [Decoity with murder]। যে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত ভাবে ডাকাতি করিতেছে তাহাদের যে কোন একজন যদি ঐরূপ ডাকাতি করিবার সময় খুন করে তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তির প্রত্যেকেই মৃত্যুদন্ডে অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে, যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং সে অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইতে পারে।

৩৯৭। **দস্যুতা বা ডাকাতি, মৃত্যু ঘটানো বা গুরুতর ভাবে জখম করার চেষ্টা সহ** [Robbery or decoity, with attempt to cause death or grievous hurt]

যদি, দস্যুতা বা ডাকাতি করার সময়, অপরাধী কোন মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে অথবা কোন ব্যক্তিকে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ভাবে জখম করে অথবা মৃত্যু ঘটাইতে চেষ্টা করে অথবা নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ভাবে জখম করিতে চেষ্টা করে, (তাহা হইলে) যে কারাদন্ডে অপরাধী দন্ডিত হইবে তাহার মেয়াদ সাত বৎসরের কম হইবে না।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence] : প্রমাণ করুন যে—

[১] দস্যুতা বা ডাকাতি সম্পাদিত হইয়াছে।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে, অথবা ক্ষতি সাধক ও নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক কার্য করিয়াছে, অথবা মৃত্যু ঘটাইতে বা নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক কার্য করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

[৩] দস্যুতা বা ডাকাতি সম্পাদনকালে উপরিউক্ত কার্যসমূহ সম্পাদিত হইয়াছে।

২। **রাজপথের দস্যুতা**। যেখানে রাজপথে অনুষ্ঠিত দস্যুতায় অস্বাভাবিক আকৃতি বিশিষ্ট অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেখানে বিচারকের কর্তব্য হইল ৩৯৭ ধারামতে চার্জ (অভিযোগ) গঠন করা, ৩৯২ ধারামতে নহে [1978 Cri. L. J. 797]। *প্রাসঙ্গিক ধারা :* ৩৯২।

৩। **প্রক্রিয়া** [Procedure] : *প্রগ্রাহ্য— প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য*— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩৯৮। **দস্যুতা বা ডাকাতি করার চেষ্টা, যখন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত** [Attempt to commit robbery or decoity when armed with deadly weapon]। যদি, দস্যুতা বা ডাকাতি করার চেষ্টা করার সময় অপরাধী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকে, [তাহা হইলে] যে কারাদন্ডে সে দন্ডিত হইবে তাহার মেয়াদ সাত বৎসরের কম হইবে না।

ধারা৩৯৯]

॥ টীকা ॥

॥ প্রয়োগ [Practice]॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence] : প্রমাণ করুন যে—

[১] দস্যুতা [robbery] কিংবা ডাকাতি [decoity] সম্পাদনের প্রয়াস [প্রচেষ্টা]।

[২] যে, অভিযুক্তব্যক্তির নিকট মারাত্মক [প্রাণনাশক, সাঙ্ঘাতিক] অস্ত্রশস্ত্রসমূহ ছিল।

[৩] দস্যুতা বা ডাকাতি করার সময় সে ঐভাবে শস্ত্রধারী ছিল।

২। **প্রক্রিয়া [প্রণালী**, Procedure]:

[১] প্রগ্রাহ্য [cognizable];

[২] গ্রেপ্তারের পরওআনা প্রদান যোগ্য [warrant];

[৩] শাস্তি মাফ্ করা বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য [not compoundable];

[৪] প্রতিভাব্য [জামিনযোগ্য] নহে [not bailable];

[৫] দায়রা [দন্ডসত্র] আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য।

৩। **প্রোৎসাহন [অপোৎসাহন]** [Abetment]: এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধ প্রোৎসাহিত [অপোৎসাহিত] করার জন্য দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা যায় না। প্রোৎসাহন সম্বন্ধীয় যথাযথ আইন বিধৃত আছে ৩৯৩ ও ১১৪ ধারায়। যেখানে কোন ব্যক্তিকে প্রোৎসাহনের জন্য এই ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং দায়রা আদালত [Sessions Court] কর্তৃক অভিযোগ সংশোধিত হয় নাই, সেখানে আপীলে অভিযোগ পরিবর্তন করিয়া ৩৯৩ ও ১১৪ ধারার আধীনে আনা হয় [না পু, (1926) 27 Cri. L. J. 1285]

৩৯৯। **ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুত হওয়া** [Making preparation to commit decoity]। যে কেহ ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুত হয়, সে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তির কার্য, প্রস্তুতি ভিন্ন আর কিছু নহে।

[২] উহা ছিল ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুতি।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [দায়রা বিচারকের নাম] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা, ...এবং এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩৯৯ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণ যোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার বিচার হউক।

৪০০। ডাকাতদলের অন্তর্ভুক্ত থাকার দন্ড [Punishment for belonging to gang of decoits]। যে কেহ, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর যে কোন সময় এরূপ দলের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে যাহারা অভ্যাসগতভাবে ডাকাতি করার জন্য সম্মিলিত হইয়াছে, সে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার যোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয়, ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম].... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে...স্থানে ঘটিকায় অভ্যাসগত ভাবে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে মিলিত হওয়া একদল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন এবং এইরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৪০০ ধারামতে দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের উপর কথিত আদালতে আপনার বিচার হউক।

৪০১। চোরের দলের অন্তর্ভুক্ত থাকার দন্ড [Punishment for belonging to gang of thieves]। যে কেহ, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর যে কোন সময়, যে কোন ঘুরিয়া বেড়ানো [অটন] বা অন্য অভ্যাসগতভাবে চুরি বা দস্যুতা করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত ঠগী বা ডাকাত দল নহে এরূপ লোকদলের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, সে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে—

[১] একদল লোক ছিল।

[২] চুরি করার জন্য বা দস্যুতা সম্পাদনের জন্য ঐ লোকগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল।

[৩] অভ্যাসগত ভাবে চুরি করা হইত বা দস্যুতা সম্পাদিত হইত।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিল ঐ দলের একজন সদস্য।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার যোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

ধারা ৪০২]

৩। **অভিযোগ [Charge]**: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্দারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.....ঘটিকায় .....স্থানে অভ্যাসগতভাবে চুরি/ দস্যুতা করার নিমিত্ত সম্মিলিত ভ্রাম্যমান একদল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন এবং এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৪০১ ধারামতে দন্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্দারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের উপর আপনার বিচার হউক।

৪০২। **ডাকাতি করার জন্য জড়ো হওয়া** [Assembling for purpose of committing decoity]। যে কেহ, এই আইন পাশ হইবার পর যে কোন সময়, ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একজন হইবে, সে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রক্রিয়া [Procedure]**: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ [Evidence]**: প্রমাণ করুন যে—

[১] পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছিল।

[২] ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে তাহারা সম্মিলিত হইয়াছিল।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাদেরই একজন।

৩। **অভিযোগ [Charge]**: আমি [দায়রা বিচারকের নাম, কার্যালয়, ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্দারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগে আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]...তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে....ঘটিকায়....স্থানে ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত পাঁচ (বা ততোধিক) ব্যক্তি গোষ্ঠীর একজন ছিলেন এবংযে, নিজেকে ঐরূপ দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪০২ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্দারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের উপর আপনার বিচার হউক।

অপরাধমূলক সম্পত্তি-আত্মসাৎ বিষয়ক

৪০৩। **অসৎভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ করা** [Dishonest misappropriation of property]। যে কেহ অসৎভাবে কোন অস্থাবর সম্পত্তির অপপ্রয়োগ করে কিংবা নিজের জন্য ব্যবহার করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদন্ডে কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(ক) ক সরল বিশ্বাসে তাহার নিজের সম্পত্তি মনে করিয়া প-এর দখল হইতে প-এর সম্পত্তি বাহির করিয়া আনে; এক্ষেত্রে ক চুরির অপরাধে অপরাধী নয়; কিন্তু ক যদি তাহার ভুল বুঝিবার পরে অসৎভাবে ঐ সম্পত্তি নিজের জন্য ব্যবহার করে তবে সে এই ধারায় বর্ণিত অপরাধে অপরাধী হইবে।

(খ) ক প-এর বন্ধু। ক প-এর অনুপস্থিতিতে প-এর লাইব্রেরীতে যায় এবং বিনা অনুমতিতে একটি বই লইয়া আসে। এ ক্ষেত্রে ক-এর যদি এরূপ বিশ্বাস থাকিয়া থাকে যে পড়িবার জন্য এরূপ ভাবে বই আনায় প-এর বিবক্ষিত [implied]সম্মতি ছিল তবে ক চুরির অপরাধ করে নাই। কিন্তু ক যদি পরে নিজের লাভের জন্য বইটি বিক্রয় করিয়া দেয় তবে সে এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করিবে।

(গ) ক ও খ একটি ঘোড়ার যুগ্ম মালিক। ক ব্যবহার করিবার জন্য খ-এর দখল হইতে ঘোড়াটি লয়। এ ক্ষেত্রে যেহেতু ক-এর ঘোড়াটি ব্যবহার করিবার অধিকার আছে অতএব সে অসৎভাবে সম্পত্তির অপপ্রয়োগ করে নাই। কিন্তু ক যদি ঘোড়াটি বিক্রয় করে এবং সমস্ত অর্থ নিজের জন্য ব্যবহার করে তবে সে এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করবে।

ব্যাখ্যা ১।— স্বল্প সময়ের জন্য অসৎভাবে অপপ্রয়োগ করা এই ধারামতে অপপ্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ক প-এর অধিকারভুক্ত এবং নিঃশর্ত পৃষ্ঠাঙ্কনযুক্ত সরকারী ঋণপত্র কুড়াইয়া পায়। ক ঋণপত্রখানি প-এর জানিয়াও উহা ব্যাঙ্কারের নিকট ঋণের জামিনস্বরূপ গচ্ছিত রাখে যদিও তাহার ইচ্ছা থাকে যে সে পরে উহা প-কে ফিরাইয়া দিবে।ক এই ধারামতে অপরাধ করিয়াছে।

ব্যাখ্যা ২।— কোন ব্যক্তি যদি এরূপ সম্পত্তি পায় যাহা অন্য কাহারও দখলে নাই এবং সে যদি উহা রক্ষা করিবার জন্য কিংবা মালিককে ফিরাইয়া দিবার জন্য উহা গ্রহণ করে তবে সে উহা অসৎভাবে গ্রহণ না বা অপব্যবহার করে না এবং সেই হেতু কোন অপরাধ করে না; কিন্তু সে যদি মালিক কে তাহা জানা সত্ত্বেও কিংবা মালিককে বাহির করিবার উপায় থাকা সত্ত্বেও কিংবা মালিককে বাহির করিবার এবং তাহাকে জানাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া এবং যাহাতে সে সম্পত্তিটি দাবি করিতে পারে তন্নিমিত্ত উপযুক্ত সময় পর্যন্ত উহা না রাখিয়াই উহা নিজের ব্যবহারে লাগায় তবে সে এই ধারায় বর্ণিত অপরাধে অপরাধী হইবে।

উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত সময় বলিতে কি বুঝাইবে তাহা ঘটনা সংক্রান্ত প্রশ্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

যে সম্পত্তিটি পায় তাহার পক্ষে ঐ সম্পত্তির মালিক কে অথবা উহার যে কোন বিশেষ ব্যক্তির সম্পত্তি ইহা জানিবার আবশ্যক নাই। যদি সম্পত্তিটি ব্যবহার করিবার সময় সে উহা তাহার নিজের বলিয়া বিশ্বাস না করে অথবা প্রকৃত মালিককে খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নয় এরূপ সরল বিশ্বাস না থাকে তাহা হইলেই সে এই ধারায় বর্ণিত অপরাধে অপরাধী হইবে।

ধারা ৪০৪]

দৃষ্টান্ত

(ক) ক বড় রাস্তায় একটি এক টাকার নোট পায় এবং জানে না উহার মালিক কে। সে নোটটি কুড়াইয়া লয়। এ ক্ষেত্রে ক এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করে নাই।

(খ) ক রাস্তায় ব্যাঙ্ক নোটসহ একটি চিঠি পায়। চিঠির বিষয়বস্তু এবং নির্দেশ হইতে সে জানিতে পারে ঐ নোটের মালিক কে। সে নোটটি নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। সে এই ধারামতে দন্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছে।

(গ) ক একটি চেক্ পায় যাহার টাকা ধারককে প্রদেয়। চেকটি কে হারাইয়াছে তাহা সে অনুমান করিতে পারে না। কিন্তু চেকটি যে দিয়াছে তাহার নাম চেকে লেখা আছে। ক জানে যে ঐ ব্যক্তি কাহার অনুকূলে চেকটি কাটা হইয়াছিল তাহা বলিয়া দিতে পারে। ক মালিককে বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া চেকটি নিজের কাজে লাগায়। সে এই ধারামতে অপরাধ করিয়াছে।

(ঘ) ক প-এর টাকার থলিটি টাকাসহ পড়িয়া যাইতে দেখে। ক থলিটি প-কে ফিরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তুলিয়া লয় কিন্তু পরে উহা নিজের কাজে লাগায়। ক এই ধারামতে অপরাধ সম্পাদন করিয়াছে।

(ঙ) ক টাকাসহ একটি থলি পায় এবং সে জানে না উহার মালিক কে। পরে সে জানিতে পারে যে উহার মালিক প, কিন্তু সে উহা প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে সে এই ধারামতে অপরাধ করিয়াছে।

(চ) ক একটি মূল্যবান আংটি পায় এবং জানেনা, উহার মালিক কে। সে উহার মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উহা বিক্রয় করিয়া দেয়। সে এই ধারামতে অপরাধ করিয়াছে।

।। টীকা ।।

১। **প্রক্রিয়া [Procedure]**: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য—যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি প্রদান করিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে—

[১] প্রশ্নাধীন সম্পত্তি অস্থাবর সম্পত্তি।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা আত্মসাৎ করে। নিজ ব্যবহারে লাগায়।

[৩] অসৎভাবে সে এইরূপ করিয়াছে।

৪০৪। **কোন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে যে সম্পত্তি ছিল অসৎভাবে সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ করা** [Dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death]। যে কেহ অসৎভাবে কোন সম্পত্তি আত্মসাৎ করে কিংবা নিজকার্যে ব্যবহার করে ইহা অবগত থাকিয়া যে ঐরূপ সম্পত্তি কোন মৃত ব্যক্তির দখলে

ছিল ঐ ব্যক্তির মৃত্যুকালে, এবং আইনত উহার দখল পাইবার অধিকারী ব্যক্তি উহার দখল প্রাপ্ত হয় নাই, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে, এবং যদি এইরূপ হয় যে অপরাধী ঐরূপ ব্যক্তির মৃত্যুকালে তাহার দ্বারা করণিক বা ভৃত্যরূপে নিযুক্ত ছিল (তাহা হইলে) ঐ কারাদণ্ড সাত বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বিষয়ক

৪০৫। **অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ** [Criminal breach of trust]। যে কেহ, যাহার উপর যে কোন প্রকারে কোন সম্পত্তি বিশ্বাসভরে অর্পণ করা হইয়াছে, অথবা কোন সম্পত্তির কর্তৃত্ব অর্পণ করা হইয়াছে, অসৎভাবে ঐ সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বা নিজকার্যে ব্যবহার করে, অথবা কি প্রক্রিয়ায় ঐ ন্যাস কার্যকর করিতে হইবে তাহা নির্দেশকারী আইনের কোন আদেশ লঙ্ঘনপূর্বক অথবা ঐরূপ ন্যাস কি প্রকারে কার্যকর করিতে হইবে তদ্বিষয়ে তাহার দ্বারা সম্পাদিত কোন বিধিসম্মত ব্যক্ত বা বিবক্ষিত চুক্তি লঙ্ঘনপূর্বক অসৎভাবে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার বা বিলিবন্দেজ করে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কাহারও দ্বারা ঐরূপ কার্য করায়, সে ''অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ'' করে।

ব্যাখ্যা ১।— কোন ব্যক্তি, যিনি কর্মচারীগণের ভবিষ্য-নিধি এবং বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫২, (১৯৫২-এর ১৯)-এর ১৭ ধারার অধীন কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী অথবা কর্মচারী নহেন, এবং যিনি সমকালে বলবৎ থাকা যে কোন আইনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্য-নিধিতে কিংবা পারিবারিক বৃত্তি [উত্তরবেতন, নিবৃত্তিবেতন] তহবিলে জমা দেওয়ার জন্য কর্মচারীকে প্রদেয় মজুরি হইতে কর্মচারী চাঁদা কাটিয়া লন এরূপে কাটিয়া লওয়া চাঁদার টাকার ব্যাপারে তিনি বিশ্বাসভরে অর্পিত টাকার ভারপ্রাপ্ত বলিয়া ধরা হইবে এবং তিনি যদি কথিত আইন ভঙ্গ করিয়া উক্ত তহবিলে এরূপ চাঁদা প্রদান করিতে অক্ষম হন [অবহেলা করেন] (তাহা হইলে) ধরা হইবে যে তিনি উপরি-উক্ত আইনের নির্দেশ ভঙ্গ করিয়া কথিত চাঁদার টাকা অসৎভাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ২।— কোন ব্যক্তি যিনি নিয়োগকারী (এবং) যিনি কর্মচারী রাজ্য বিমা আইন, ১৯৪৮ (১৯৪৮ এর ৩৪)-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত কর্মচারী রাজ্য বিমা কর্পোরেশন দ্বারা রক্ষিত ও প্রশাসিত কর্মচারী রাজ্য বিমা তহবিলে জমা দিবার জন্য কর্মচারীকে প্রদেয় মজুরি হইতে কর্মচারীর চাঁদা কাটিয়া লন, এরূপে কাটিয়া লওয়া চাঁদার টাকার ব্যাপারে তিনি বিশ্বাসভরে অর্পিত টাকার ভারপ্রাপ্ত বলিয়া ধরা হইবে এবং তিনি যদি কথিত আইন ভঙ্গ করিয়া উক্ত তহবিলে এরূপ চাঁদা প্রদান করিতে অক্ষম হন [অবহেলা করেন], (তাহা হইলে) ধরা হইবে যে, তিনি উপরি-উক্ত আইনের নির্দেশ ভঙ্গ করিয়া কথিত চাঁদার টাকা অসৎভাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

ধারা ৪০৬]

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক মৃত ব্যক্তির শেষ ইচ্ছাপত্রের [ইষ্টিপত্রের] নির্বাহক, ক, অসৎভাবে সেই আইন অমান্য করে যাহা তাহাকে নির্দেশ দেয় উক্ত শেষ ইচ্ছাপত্রানুসারে ঐ সম্পত্তি ভাগ করিতে, এবং উহা তাহার নিজকার্যে নিয়োগ করে। ক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে।
(খ) ক জনৈক পণ্যাগার-রক্ষক। প, যে ভ্রমণে যাইতেছে, তাহার আসবাবপত্র এইরূপ একটি চুক্তি অনুসারে বিশ্বাসপূর্বক ক-কে অর্পণ করে যে পণ্যাগার কক্ষের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করিলে উহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। ক অসৎভাবে উক্ত মাল বিক্রয় করিয়া দেয়। ক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে।
(গ) কলিকাতায় বসবাসকারী, ক, দিল্লিতে বসবাসকারী প-এর নিযুক্তক। ক ও প-এর মধ্যে একটি ব্যক্ত বা বিবক্ষিত চুক্তি রহিয়াছে যে প ক-কে যে টাকা পাঠাইবে, ক তাহা প-এর নির্দেশানুসারে লগ্নী [বিনিয়োগ] করিবে। প ক-কে একলক্ষ টাকা পাঠায় এবং এই নির্দেশ দেয় যে উহা যেন কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করা হয়। ক অসৎভাবে এ নির্দেশ অমান্য করে এবং তাহার নিজের ব্যবসায়ে এ টাকা লগ্নী করে। ক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে।
(ঘ) কিন্তু পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে ক যদি, অসৎভাবে নহে, সরল বিশ্বাসে, ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল-এর শেয়ার [অংশ] গ্রহণ করা প-এর পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক এইরূপ বিশ্বাস করিয়া প-এর নির্দেশ অমান্য করে, এবং প-এর অনুকূলে কোম্পানীর কাগজ না কিনিয়া ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল-এর অংশ খরিদ করে, এখানে, প-এর ক্ষতি হইলেও, এবং প ক-এর বিরুদ্ধে ঐ ক্ষতির জন্য দেওয়ানী মকদ্দমা আনিতে আইনত সক্ষম হইলেও, ক, অসৎভাবে কার্য না করায় অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে নাই।
(ঙ) জনৈক রাজস্ব-আধিকারিক ক-কে বিশ্বাসভরে সরকারী অর্থ অর্পণ করা হইয়াছে এবং তাহার নিকট যে সরকারী অর্থ আছে তাহা নির্দিষ্ট ধনভান্ডারে দিবার জন্য হয় তিনি আইনদ্বারা নির্দেশিত কিংবা সরকারের সহিত ব্যক্ত বা বিবক্ষিত চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ। ক অসৎভাবে ঐ অর্থ আত্মসাৎ করে। ক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে।
(চ) জনৈক বাহক, ক, জলপথে বা সড়কপথে সম্পত্তি বহনের জন্য প কর্তৃক বিশ্বাসভরে নিযুক্ত হইয়াছে। ক অসৎভাবে এ সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। ক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে।

॥ টীকা ॥

১। **'স্ত্রীধন' শ্বশুরকুলের কেহ আত্মসাৎ করলে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ হয় কিনা।** স্বামী বা শ্বশুরকুলের কেহ ''স্ত্রীধন'' সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলে 'অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ'-র অপরাধ সংসাধিত হয় [মানস কুমার দত্ত ব. অলকা দত্ত, 1991 Cri. L. J. 288]
২। **দন্ডনীয় দায়িতা** [দুষ্কৃত দায়িতা, দন্ডযোগ্য দায়িতা, ফৌজদারী দায়িতা, criminal liablity]:। ভাড়া-খরিদ [ক্রয়বিক্রয়, hire purchase] চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করা হইতে উৎপন্ন ভাড়াকারীর দায়িতা দেওয়ানী প্রকৃতির, ফৌজদারী প্রকৃতির নহে [সুনীল রঞ্জন ব. সমর রায়, 1987 Cri. L. J. 1603: (1986)2. Crimes 601]

৩। **অভিযোগ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইতে হইবে।** যেখানে কোনও নালিশ [complaint] বাহিত অভিযোগ [allegation]দ্ব্যর্থক, সন্দেহজনক বা অনিশ্চিত, যেখানে উহা স্পষ্ট বা নির্দিষ্ট নহে, যেখানে উহা অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে অক্ষম, সেখানে দন্ড প্রক্রিয়া সংহিতার [ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার] ৪৮২ ধারার অধীনস্থ কার্যবাহ বাতিল করা যথাযথ [প্রতিভারানী ব. সুরজকুমার, AIR 1985 SC 628: (1985).1. SCJ 367: 1985 Cri. L. J. 817 (SC): (1985).1. Crimes 614]

৪০৬। **অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের দন্ড** [Punishment for criminal breach of trust]। যে কেহ অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে, অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **স্ত্রীধন আত্মসাৎ করণ।** "স্ত্রীধন" সম্পত্তি স্বামী বা শ্বশুরকুলের কেহ আত্মসাৎ করিলে ঐরূপ ব্যক্তি অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইবেন। হিন্দু বিবাহ আইনের ২৭ ধারা, দন্ডসংহিতার ৪০৬ ধারা অনুসারী প্রতিকারকে বিঘ্নিত করে না [মানস কুমার দত্ত ব. অলকা দত্ত, 1991 Cri. L.J. 288].

২। **অভিযোগ সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক।** যেখানে কোন নালিশ [complaint] বাহিত অভিযোগ [allegation] সন্দেহজনক, অনিশ্চিত বা দ্ব্যর্থক, যেখানে উহা স্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট নহে, যেখানে উহা অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ প্রমাণ করিতে পারিতেছে না, সেখানে দন্ড প্রক্রিয়া সংহিতার [ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার] ৪৮২ ধারার অধীনস্থ কার্যবাহ বাতিল [quash] করা সঙ্গত ও ন্যায়ানুগ [প্রতিভারানী ব. সুরজকুমার, AIR 1985 SC 628: (1985).1. SCJ 367: 1985 Cri. L. J.827 (SC): (1985).1. Crimes 614]

৩। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনঅযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি প্রদান করিলে এবং সম্পত্তির অর্থমূল্য দুইশত পঞ্চাশ টাকা অতিক্রম না করিলে, অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৪০৭। **বাহক ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ** [Criminal breach of trust by carrier, etc]। যে কেহ, বাহক, ঘাটোয়াল বা পণ্যাগার রক্ষক রূপে বিশ্বাসভরে সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]:প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য—প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি প্রদান করিলে এবং সম্পত্তির অর্থমূল্য দুইশত পঞ্চাশ টাকা অতিক্রম না করিলে, অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৪০৮। **করণিক বা ভৃত্যকর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ** [Criminal breach of trust by clerk or servant]। যে কেহ, করণিক বা ভৃত্য হইয়া বা করণিক বা ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হইয়া, এবং যে কোন প্রকারে ঐ ক্ষমতাবলে বিশ্বাসভরে সম্পত্তির ভার প্রাপ্ত হইয়া বা সম্পত্তির উপর কোন কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য—প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি প্রদান করিলে এবং সম্পত্তির অর্থমূল্য দুইশত পঞ্চাশ টাকা অতিক্রম না করিলে, অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

২। **অর্থাদি অবৈধভাবে ব্যবহার বা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা** [Misappropriation]: নগদ টাকা বিশ্বাসভরে অর্পণ করার প্রমাণ না থাকিলে অবৈধভাবে ব্যবহার বা আত্মসাৎ করার প্রশ্ন উঠে না। সাধারণ জমা খরচের খাতা প্রকাশ করা হয় নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রাথমিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে উহার সমর্থক সাক্ষ্য [secondary evidence] স্বীকার্য হইবে না [বৈকুণ্ঠ ওরফে বৈকুণ্ঠ নাথ নায়েক ব. নীলমণি বাঁথা, 1991 Cri. L. J. 59]।

৪০৯। **রাজভৃত্য, ব্যাঙ্কার, বনিক কিংবা নিযুক্তক কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ** [Criminal breach of trust by public servants or by banker, merchant or agent]। যে কেহ, যে কোন প্রকারে ক্ষমতা বলে অথবা তাহার ব্যবসায়ের ব্যাপারে ব্যাঙ্কার, সওদাগর [বনিক], বানিজ্যিক প্রতিনিধি, ক্রয়-বিক্রয়ের দালাল ব্যবহার দেশক [আইন সম্মত প্রতিনিধি, আমমোক্তার, ন্যায়বাদী, অ্যাটর্নি] বা নিযুক্তক রূপে তাহার ক্ষমতার প্রেক্ষিতে বিশ্বাসভরে সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত বা সম্পত্তির উপর কোন প্রকার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঐ সম্পত্তি বিষয়ে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে, সে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে, অথবা সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদন্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। **স্টল হোল্ডারগণের নিকট আদায় করা ভাড়া বিপণন পরিদর্শক কর্তৃক আত্মসাৎকরণ এবং তসরুফ্ কার্যকে ঢাকা দিবার জন্য মিথ্যা উদ্ভাবন।** হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়া যে আদেশ দিয়াছেন তাহা বাতিল করা হইল। তবে, যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তি বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং চাকুরি হইতে তাঁহার অবসরগ্রহণের পর বেশ কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সেই হেতু দন্ড সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোমলতা প্রত্যাশা করিতে পারেন [স্টেট্ অব ওড়িশা ব. গঙ্গাধর পান্ডে, 1989 Supp. (2) SCC 150]

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য—প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪১০। **চোরাই সম্পত্তি** [Stolen property]। ভারতের ভিতরে বা বাহিরে যে সম্পত্তির দখল, চুরি, ভীতি প্রদর্শন কিংবা দস্যুতার দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছে অথবা যে সম্পত্তির অপরাধমূলক অপপ্রয়োগ [দন্ডনীয় অপপ্রয়োগ] করা হইয়াছে অথবা যে সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ [দন্ডনীয় বিশ্বাসভঙ্গ] করা হইয়াছে, তাহাকে চোরাই সম্পত্তি বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ সম্পত্তি যদি আইনানুগ ভাবে দখল করিবার অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তির দখলে আসে তবে আর উহা চোরাই সম্পত্তি থাকে না।

৪১১। **অসৎভাবে চোরাই সম্পত্তি গ্রহণ** [Dishonestly receiving stolen property]। যে কেহ কোন চোরাই সম্পত্তি, উহা চোরাই সম্পত্তি এইরূপ জানিয়া অথবা উহা চোরাই সম্পত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ করে অথবা দখলে রাখে, সে তিনবৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদন্ডে অথবা অর্থদন্ডে অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ **টীকা** ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার যোগ্য—সম্পত্তির অর্থমূল্য দুইশত টাকা অতিক্রম না করিলে সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৪১২। **ডাকাতি করার সময় চুরি করা সম্পত্তি অসৎভাবে গ্রহণ** (Dishonestly receiving property stolen in the commission of a decoity)। যে কেহ অসৎভাবে কোন চুরি করা সম্পত্তি গ্রহণ করে বা নিজের নিকট রাখে, যাহার দখল ডাকাতি দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ আছে, কিংবা অসৎভাবে এরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যে ব্যক্তি ডাকাতি দলের অর্ন্তভুক্ত আছে বলিয়া বা অর্ন্তভুক্ত ছিল বলিযা সে জানে বা বিশ্বাস করে এরূপ সম্পত্তি গ্রহণ করে যে সম্পত্তি চুরি করা বলিয়া সে জানে বা বিশ্বাস করে, সে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে, অথবা সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদন্ডও হইতে পারে।

॥ **টীকা** ॥

১। **ডাকাতি**। ডাকাতি হইবার অব্যবহিত পর চোরাই মাল উদ্ধার করা হইয়াছে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে। সাক্ষ্য আইনের ১১৪ ধাবা এবং ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩৯১ ও ৪১২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি ডাকাতি করার অপরাধে অভিযুক্ত হইবার যোগ্য [লছ্মন রাম ব. স্টেট্ অব ওড়িশা, 1985 Cri. L.R. 186 (SC): (1985).1. Crimes 165: 1985 Cri.L.J. 753 (SC): AIR 1985 SC 486: (1985).1. SCJ. 159]

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩। **ডাকাতি (Dacoity)**: অভিযোগ করা হইয়াছে যে চুরি করা সম্পত্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির দখলে আছে। উহা উদ্ধার করা হয় এবং সাক্ষীগণ কর্তৃক দ্রব্যগুলির শনাক্তকরণ হয়। কিন্তু আদালতে ক্রোকের সাক্ষীদের পরীক্ষা করা হয় নাই; সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁহারা বলেন নাই যে প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যগুলি অভিযুক্ত ব্যক্তির দখল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে (First Information Report) দ্রব্যগুলির তালিকা দেওয়া নাই। তদন্ত হইয়া যাইবার পর তদন্তকারী আধিকারিককে দ্রব্যগুলির তালিকা দেওয়া হয়। ইহা ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার ১৬২ ধারার সহিত সঙ্গতিহীন। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে ডাকাতি দ্বারা লুট করা দ্রব্যসমূহ নিজের হেপাজতে রাখিয়াছিল সন্দেহাতীত ভাবে তাহা অপ্রমাণিত। অভিযুক্ত ব্যক্তি সন্দেহের সুবিধা পাইবেন [বাবুলাল মুসাহার ব. স্টেট্ অব বিহার, 1990 Cri. L. J. NOC 65 (PAT)]

৪১৩। **অভ্যাসগতভাবে চোরাই মালের কারবার করা** (Habitually dealing in stolen property)। যে কেহ অভ্যাসগতভাবে এরূপ সম্পত্তি গ্রহণ করে বা এরূপ সম্পত্তি লইয়া কারবার করে যাহা চোরাই মাল বলিয়া সে জানে বা বিশ্বাস করে, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

।। টীকা ।।

।। প্রয়োগ (Practice)।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ**: প্রমাণ করুন যে—

[১] যে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি চুরি করা সম্পত্তি।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিয়াছে কিংবা উহা লইয়া ব্যবসায়িক লেনদেন (কেনাবেচা) করিয়াছে।

[৩] অভ্যাসগত ভাবে সে এইরূপ করিয়াছে।

[৪] উহা যে চুরি করা সম্পত্তি তাহা জানিয়া বা তাহা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও সে ঐরূপ করিয়াছে।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**:

[১] প্রগ্রাহ্য।

[২] গ্রেফ্তারের পরোয়ানা প্রদানযোগ্য।

[৩] শাস্তি মাফ্ করা বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

[৪] প্রতিভাব্য (জামিনযোগ্য) নহে।

[৫] দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য।

৩। **অভিযোগ গঠন (Charge)**:

আমি (ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি) এতদ্বারা (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

ধারা ৪১৪]

যে আপনি (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম)...তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.... ঘটিকায় অভ্যাসগত ভাবে এরূপ সম্পত্তির গ্রাহক বা লেনদেনকারী ছিলেন যাহা আপনি চুরি করা সম্পত্তি বলিয়া জানিতেন (বা ঐরূপ বিশ্বাস করার আপনার হেতু ছিল), এবং ঐরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৪১৩ ধারামতে দন্ডযোগ্য অপরাধ (দুষ্কৃতি) সম্পাদন করিয়াছেন এবং উহা দায়রা আদালত দ্বারা বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি, কথিত অভিযোগ কথিত আদালত দ্বারা অপনার বিচার সম্পাদিত হউক।

৪১৪। চুরি করা সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিতে সাহায্য করা (Assisting in concealment of stolen property)। যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ সম্পত্তি লুকাইত রাখিতে বা বিলিবন্দেজ করিতে বা সরাইয়া ফেলিতে সহায়তা করে যাহা সে চুরি করা সম্পত্তি বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দণ্ডিত হইবে যাহারা মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রারম্ভিক মন্তব্য:** চুরি করা সম্পত্তি [চোরাই মাল] গ্রহণ করা বা নিজের নিকট রাখা সম্পর্কিত সেই সকল কাজের দন্ডের বিধান এই ধারায় রহিয়াছে যে গুলি ৪১১, ৪১২ এবং ৪১৩ ধারায় এক্তিয়ারে (আওতায়) পড়ে না।

২। **সীমা:** এই ধারাটি প্রযোজ্য হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে যেখানে এরূপ দখলীকরণ হইয়াছে যাহাতে গ্রহণকারী হিসাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষর বিরুদ্ধে ৪১১ ধারামতে অভিযুক্তকরণ (indictment) সমর্থিত হয়। একটি মকদ্দমায় বম্বে হাইকোর্ট এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে ধারাটি প্রযোজ্য হইবে কেবল সেই সকল ক্ষেত্রে যে সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে সম্পত্তি গ্রহণ করা হয় নাই [আলু কলা (1891) Unrep. Cri.C.553, Cri. R. No. 28 of 1৮91] পরবর্তীকালে এই অভিমত পরিত্যক্ত হয় এবং বলা হয় যে চোরাই মাল গ্রহণকারী, ঐ মাল লুকাইয়া রাখার বা হস্তান্তরিত করার অপরাধে অভিযুক্ত হইতে পারেন [আব্দুল গনি, (1925) 27 Bom L.R. 1373]। সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই ধারার অধীনে অভিযুক্ত করার প্রয়োজনে ইহা আবশ্যক নহে যে অবশ্যই অন্য একজন ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং চুরির অপরাধে তাহাকে অভিযুক্ত করিতে হইবে। অভিশংসনকে কেবল ইহাই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যে, উদ্ধার করা সম্পত্তি চুরি করা সম্পত্তি হইতেছে এবং যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা লুকাইয়া রাখায় এবং হস্তান্তর করণে সহায়তা করিয়াছে [অজেন্দ্রনাথ (1964).1. Cri. L. J. 129:(1964).1.SCJ 407]। গ্রামীণ মন্দিরে অবস্থিত দেবতার নামে একটি বলিবর্দ [বৃষ, ষণ্ড, ষাঁড়] জনহিতার্থে উৎসর্গীকৃত হয়। মন্দিরের মোহান্ত গ্রামবাসীগণের সাহায্যে উক্ত ষাঁড়টির দেখাশোনা করিতেছিলেন। মহামান্য আদালত এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, উৎসর্গীকরণের পর

ধারা ৪১৪]

গ্রামবাসীগণের হিতসাধনের নিমিত্ত ষাঁড়টি ছিল মন্দিরের সম্পত্তি। সুতরাং এটি ছিল এমন সম্পত্তি যাহা এই ধারার অধীন অপরাধের বিষয়বস্তু হইতে পারিত [অনন্তরাম কোচ, (1951) 3 Assam 317]

৩। **উপাদান (Ingredients) : বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে বর্তমান ধারাটিতে রহিয়াছে দুইটি অর্থপূর্ণ উপাদান, যথা—**

[১] সম্পত্তি লুক্কাইত রাখায় হস্তান্তরকরণে বা নিকাশ করায় (বা বিনাশ করায়) স্বতঃস্ফূর্ত [স্বেচ্ছাক্রিয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত, স্বেচ্ছাধীন, ইচ্ছাজনিত] সহায়তা প্রদান।

[২] সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি যে চুরি করা সম্পত্তি তদ্বিষয়ক জ্ঞান বা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস করার হেতুর বিদ্যমানতা।

প্রয়োগ [Practice]

৪। **সাক্ষ্য :** প্রমাণ করুন—

[১] প্রশ্নাধীন সম্পত্তি চুরি করা সম্পত্তি।

[২] ঐ সম্পত্তি লুক্কাইত রাখার ব্যাপারে কিংবা বিলিবণ্টনের ব্যাপারে কিংবা নিকাশ করার (পথ হইতে সরাইয়া ফেলার বা পরিহার করার বা বিনাশ করার) ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তি সহায়তা করিয়াছে।

[৩] সে ঐরূপ অর্থাৎ [২]-এ বর্ণিতরূপ কর্ম করিয়াছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে [স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, উদ্দেশ্যমূলকভাবে, স্বেচ্ছাচালিত হইয়া]।

[৪] ওই সম্পত্তি যে চুরি করা সম্পত্তি তাহা সে জানিত বা তাহার ওইরূপ বিশ্বাস করার কারণ ছিল।

৫। **প্রক্রিয়া (Procedure)-:**

[১] প্রগ্রাহ্য।

[২] গ্রেফতারের পরোয়ানা প্রদানযোগ্য।

[৩] প্রতিভাব্য [জামিনযোগ্য] নহে।

[৪] শাস্তি মাফ্ করা বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

[৫] যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য।

[৬] সম্পত্তিমূল্য দুইশত টাকা অতিক্রম না করিলে সংক্ষেপে [অনাবশ্যক বিধি-নিয়ম বর্জিত ভাবে বা বিলম্ববর্জিত ভাবে] বিচারযোগ্য।

৬। **অভিযোগ গঠন (Charge):**

আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্দ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিতরূপ অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম].....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে....ঘটিকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পত্তি লুক্কাইত রাখিতে [বা, বিলি-বণ্টন করিতে, সরাইয়া ফেলিতে] সহায়তা করিয়াছেন যে সম্পত্তি চুরি করা সম্পত্তি বলিয়া আপনি অবগত ছিলেন বা ঐরূপ মনে করার হেতু ছিল, এবং ঐরূপ কর্ম সম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪১৪ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন এবং উহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি নির্দেশ দিতেছি যে উক্ত অভিযোগ আপনার বিচার হউক।

চাটবৃত্তি বিষয়ক

৪১৫। চাটবৃত্তি [ঠকানো, বঞ্চনা করা] (Cheating)। যে কেহ, কোন ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা করিয়া প্রতারণামূলকভাবে বা অসংভাবে এ ভাবে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে, যে কোন সম্পত্তি, যে কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে, অথবা ব্যক্তি বিশেষ কোন সম্পত্তি নিজের নিকট রাখিবে এই সম্মতি দিতে প্ররোচিত করে, অথবা এইভাবে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ কার্য করিতে অথবা এইরূপ কার্য করা হইতে বিরত থাকিতে প্ররোচিত করে যাহা সে ঐভাবে প্রতারিত না হইলে করিত না বা করা হইতে বিরত থাকিত না, এবং যে কার্য বা কার্য করা হইতে বিরতি সেই ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তি বিষয়ে লোকসান বা ক্ষতি করে বা করিতে পারে, সে ''চাটবৃত্তি'' করে বলা হয়।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার অর্থের মধ্যে অসংভাবে তথ্য গোপন করা প্রবঞ্চনা হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক নিজেকে (জন) পালন কৃত্যকে কর্মরত বলিয়া মিথ্যাচারিতা সহকারে ভান করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে প-কে প্রবঞ্চিত করে এবং এইভাবে অসংভাবে প-কে ধারে মাল লইতে দিতে প্ররোচিত করে যাহার জন্য সে মূল্য দিতে চাহে না। ক প্রবঞ্চনা করে।

(খ) ক কোন বস্তুর উপর জাল চিহ্ন দিয়া ইচ্ছাকৃত ভাবে প-কে প্রবঞ্চিত করিয়া এই বিশ্বাস করায় যে এই বস্তু কোন নির্দিষ্ট প্রসিদ্ধ উৎপাদনকারী কর্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং এই ভাবে সে প-কে ঐ বস্তু কিনিতে ও উহার মূল্য প্রদান করিতে অসংভাবে প্ররোচি ◌ করে। ক প্রবঞ্চনা করে।

(গ) ক, প-কে কোন দ্রব্যর প্রতারণাপূর্ণ নমুনা প্রদর্শন করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে প্রবঞ্চিত করিয়া এই বিশ্বাস করায় যে উক্ত দ্রব্য ঐ নমুনার সহিত তুল্য, এবং ঐভাবে প-কে অসংভাবে প্ররোচিত করে উক্ত দ্রব্য কিনিতে ও তাহার মূল্য দিতে। ক প্রবঞ্চনা করে।

(ঘ) ক, কোন দ্রব্যর মূল্য প্রদানে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপর একটি বিল [আদেয়ক] দেয় যে প্রতিষ্ঠানে ক কোন টাকা রাখে না, এবং যদ্বারা ক প্রত্যাশা করে যে উক্ত বিল অস্বীকৃত হইবে, এবং এইরূপ করিয়া সে ইচ্ছাকৃতভাবে প-কে প্রবঞ্চিত করে, এবং ঐভাবে অসাধুতা সহকারে প-কে ঐ দ্রব্য অর্পণ করিতে প্ররোচিত করে, উহার মূল্য দিবার অভিপ্রায় না রাখিয়া। ক প্রবঞ্চনা করে।

(ঙ) ক, যে দ্রব্য হীরক নহে বলিয়া জানে হীরক বলিয়া তাহা আহিত করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে প-কে প্রবঞ্চিত করে, এবং ঐভাবে অসাধুতাসহকারে প-কে টাকা ধার দিতে প্ররোচিত করে। ক প্রবঞ্চনা করে।

(চ) ক ইচ্ছাকৃতভাবে প-কে প্রবঞ্চিত করিয়া এই বিশ্বাস জন্মায় যে, প-তাহাকে যে টাকা ধার দিতে পারে তাহা সে পরিশোধে ইচ্ছুক এবং এইভাবে অসাধুতাসহকারে প-কে প্ররোচিত করে তাহাকে টাকা ধার দিতে, কিন্তু ক এর অভিপ্রায় ছিলনা উহা পরিশোধ করার। ক প্রবঞ্চনা করে।

ধারা ৪১৫]

(ছ) ক ইচ্ছাকৃতভাবে প-কে প্রতারিত করিয়া এই বিশ্বাস জন্মায় যে ক প-কে নির্দিষ্ট পরিমাণ নীলগাছ অর্পণ করিতে চাহে যাহা অর্পণ করার অভিপ্রায় তাহার নাই, এবং এইভাবে অসাধুতা সহকারে প-কে প্ররোচিত করে ঐরূপ অর্পণে বিশ্বাস করিয়া অগ্রিম টাকা দিতে। ক প্রবঞ্চনা করে; কিন্তু ঐ টাকা লইবার সময় ক যদি ঐ নীলগাছ অর্পণ করিতে অভিপ্রায় করে, এবং পরবর্তীকালে এই চুক্তি ভঙ্গ করে এবং উহা অর্পণ না করে, সে প্রবঞ্চনা করে না, কিন্তু চুক্তিভঙ্গ করার জন্য তাহার বিরুদ্ধে কেবল দেওয়ানী মকদ্দমা আনীত হইতে পারে।

(জ) ক ইচ্ছাকৃতভাবে প-কে প্রতারিত করিয়া এই বিশ্বাস উৎপাদন করে যে, প-এর সহিত তাহার যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল সেই চুক্তি অনুসারে তাহার করণীয় অংশ সে করিয়াছে, যাহা সে করে নাই, এবং এইভাবে সে অসাধুতাসহকারে প-কে টাকা দিতে প্ররোচিত করে। ক প্রবঞ্চনা করে।

(ঝ) ক, খ-এর নিকট স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তর করে। ঐরূপ বিক্রয়ের ফলে ঐ সম্পত্তিতে তাহার কোন অধিকার নাই ইহা জানিয়াও ক ঐ সম্পত্তি প-এর নিকট বিক্রয় করে বা বন্ধক দেয়, খ-এর নিকট ঐ সম্পত্তির পূর্ববর্তী বিক্রয় ও হস্তান্তর সম্বন্ধীয় তথ্য প্রকাশ না করিয়া, এবং প-এর নিকট হইতে বিক্রয়ের বা বন্ধকের টাকা গ্রহণ করে। ক প্রবঞ্চনা করে।

॥ টীকা ॥

১। উপাদান (Ingredients): বিশ্লেষণপূর্বক পাঠ করিলে আমরা অতি সহজে দেখিতে পাইব যে, বর্তমান ধারাটিতে রহিয়াছে নিম্নে বর্ণিত উপাদনসমূহ:

[১] যে কোন ব্যক্তির বঞ্চনা ভোগ (deception)।

[২] [ক] উক্ত ব্যক্তিকে প্রতারণমূলক ভাবে বা অসৎভাবে প্ররোচিত করা—

(অ) যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন সম্পত্তি অর্পণ করিতে, অথবা,

(আ) যে কোন ব্যক্তি যে কোন সম্পত্তি রক্ষা করিবে এই মর্মে তাহাকে সম্মতি দিতে, অথবা,

[খ] যে কোন কার্য করিতে বা যে কোন কার্য করা হইতে বিরত থাকিতে ওই ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচিত করা, যাহা, সে ঐভাবে বঞ্চিত না হইলে করিত না বা করা হইতে বিরত থাকিত না, এবং যে কার্য সম্পাদন বা কার্য সম্পাদন হইতে বিরত থাকা [বিরতি) উক্ত ব্যক্তির দেহের মনের সুনামের বা সম্পত্তির হানি ঘটায় বা ক্ষতি সংসাধন করে বা ঐরূপ হানি ঘটানোর বা ক্ষতি সংসাধিত করার সম্ভাবনা যুক্ত।

২। **প্রতারণা: প্রমাণ**। আন্তঃরাজ্য বিক্রয়। ক্রেতা কয়েক বৎসর যাবৎ জি-ফর্ম জমা দিতে অক্ষম হইয়াছেন। কোন প্রকার অসৎ উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং বলা যায় না যে, কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে [বিমল কুমার ব. ভিশরম লেখরাজ মেঙ্গাননি, 1990 Cri. L. J. 444 (Bom)]

৪১৬। ভান করিয়া প্রবঞ্চনা করা (Cheating by personation)। কোন ব্যক্তি ভান করিয়া প্রতারণা করে বলা হইবে, যদি সে অন্য কোন ব্যক্তি বলিয়া ভান করিয়া, কিংবা জ্ঞানতঃ এক ব্যক্তিকে অন্যর স্থানে প্রতিস্থাপিত করিয়া, কিংবা সে বা অন্যকোন ব্যক্তি সে বা এইরূপ অন্য ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে যাহা তাহা ছাড়া, একজন ব্যক্তি, এইরূপ দেখাইয়া, প্রতারণা করে।

ব্যাখ্যা।— এই অপরাধ সম্পাদিত হয় যে ব্যক্তির ভান্ করা হয় সে প্রকৃত ব্যক্তি বা কল্পিত ব্যক্তি, যাহাই হউক না কেন।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক ঐ একই নামের একজন ধনী ব্যাঙ্কার এইরূপ ভান করিয়া প্রতারণা করে। ক ভান করিয়া প্রবঞ্চনা করে।

(খ) ক, খ-নামক মৃত ব্যক্তির ভান করিয়া প্রতারণা করে। ক ভান করিয়া প্রবঞ্চনা করে।

।। টীকা ।।

উপাদান (Ingredients): সতর্কতা সহকারে বিশ্লেষণ পূর্বক পাঠ করিলে অক্লেশে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, বর্তমান ধারাটি নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতি সমূহের যে কোন একটির বিদ্যমানতা চাহে:

[১] কোন ব্যক্তি নিজেকে অন্য একজন ব্যক্তি বলিয়া ছল (pretension) করিবে।

[২] জানিয়া শুনিয়া এক ব্যক্তির স্থলে অন্যব্যক্তিকে উপস্থাপন করা হইবে [জ্ঞান সিং (1938) 40 Cri. L. J. 371দ্রঃ]

[৩] এইরূপ বর্ণন যে, বর্ণনাকারী ব্যক্তি, তিনি ছাড়া অন্য ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি হইতেছেন ঐরূপ অন্য ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে যিনি তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি।

৪১৭। চাটবৃত্তির দন্ড (Punishment for cheating)। যে কেহ প্রবঞ্চনা করে সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে অথবা সে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

।। টীকা।।

১। সাধারণ মন্তব্য (General comment): এই ধারায় সাধারণ প্রতারণার ঘটনার (cheating) দন্ড বিধানের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

।। প্রয়োগ (Practice) ।।

২। সাক্ষ্যপ্রমাণ [Evidence]: প্রমাণ করুন যে—

[১] প্রতারিত ব্যক্তি কোন একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছে, অথবা, এই মর্মে সম্মতি দিয়াছে যে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তি নিজের নিকট ধরিয়া রাখিবে।

ধারা ৪১৭]

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতারিত ব্যক্তিকে উপরি উক্ত রূপ কার্য করিতে প্ররোচিত করিয়াছে।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রতারিত হইবার ফলে প্ররোচিত হইয়া সে ঐ কার্য সম্পাদন করিয়াছে।

[৪] সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এইভাবে প্ররোচিত করার ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তি কার্য কবিয়াছে প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে।

অথবা, প্রমাণ করুন

[১] প্রতারিত ব্যক্তি এরূপ কার্য করিয়াছে বা করা হইতে বিরত থাকিয়াছে যাহা করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিতে সে বাধ্য ছিল না।

[২] প্রতারিত ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উপরি উক্তরূপ কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিতে প্ররোচিত হইয়াছে।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রতারিত হইবার ফলে কথিত প্ররোচনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছে বা করা হইতে বিরত থাকিয়াছে।

[৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ঐভাবে প্ররোচিত করিয়াছে।

[৫] এইরূপ কার্যসম্পাদন বা কার্যসম্পাদন হইতে বিরতি, ঐ ব্যক্তির দেহের, মনের, সুনামের বা সম্পত্তিব ক্ষতি করিয়াছে না করিতে পারিত।

৩। **প্রক্রিয়া (Procedure)**:

[১] প্রগ্রাহ্য নহে।

[২] গ্রেফতারের পরোয়ানা প্রদানযোগ্য।

[৩] সংশ্লিষ্ট আদালত সম্মতি দিলে শাস্তি মাফ্‌করা বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

[৪] প্রতিভাব্য [জামিনযোগ্য]।

[৫] ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার যোগ্য।

৪। **অভযোগ গঠন (Charge)**:

আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ, ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম].....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী কোনও তারিখে,.....ঘটিকার সময়, [কি ভাবে প্রতারণা করা হইয়াছে তাহা এখানে বর্ণনা করুন] এবং এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারা প্রতারণা করিয়াছেন যাহা ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৪১৭ ধারামতে দন্ডাযোগ্য অপরাধ এবং যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণ যোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

৫। **বিবাহ ব্যাপারে প্রতারণা**। অভিযোগে বলা হয় যে বিবাহের পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে সংশ্লিষ্ট কন্যা স্বাস্থ্যবতী ও সবলা। যেহেতু বিবাহের অল্পকাল পরে পরিদৃষ্ট হয় যে তাহার দৃষ্টিশক্তি কথঞ্চিৎ দুর্বল অথবা যেহেতু দেখা যায় যে তাহার মূত্র-সংক্রান্ত সংক্রমণ আছে সেইহেতু তাহাকে ভারতীয় দন্ডসংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫ আইন) মতে আকারণ (process) দেওয়া ন্যায়ানুগ নহে [অনিলচন্দ্র পীতাম্বরদাস সাগর ব. রাজেশ হরজীবনদাস ঝাভেরি, 1991 Cri. L. J. 487]

৪১৮। যে ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা করিতে অপরাধী বাধ্য সেই ব্যক্তির অন্যায় ক্ষতি হইবে জানিয়া চাটবৃত্তি(Cheating with knowledge that wrongful loss may ensue to person whose interest offender is bound to protect)। যে কেহ, ইহা জানিয়া প্রবঞ্চনা করে যে, সে ঐরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া এরূপ ব্যক্তির অন্যায় ক্ষতি করিতে পারে, যে লেনদেনের সহিত প্রবঞ্চনা সম্পর্কিত সেই লেনদেনে যাহার স্বার্থ আইনদ্বারা বা বৈধ চুক্তি দ্বারা রক্ষা করিতে সে বাধ্য ছিল, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১। **সাধারণ মন্তব্য :** কোন অভিভাবক, ন্যায়রক্ষক (ট্রাস্টী), ব্যবহারদেশক (সলিসিটর), নিযুক্তক (এজেন্ট), হিন্দু পরিবারের ব্যবস্থাপক (ম্যানেজার), মালাবারের তারওয়াড়ের কর্ণাভন এবং কোন ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে প্রতারণাকারী অধিকর্তা (ডিরেক্টর) এবং ব্যবস্থাপক কোন প্রতারণামূলক কার্য করিলে ঐরূপ কার্যর ক্ষেত্রে বর্তমান ধারাটি প্রযোজ্য। ইহা আস্থা, বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততার কুৎসিৎ অপব্যবহার এবং এই অপরাধের ক্ষেত্রে গুরুদণ্ড সর্বথা বাঞ্ছনীয়।

॥ **প্রয়োগ** (Practice) ॥

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** (Evidence): প্রমাণ করুন যে :—

[১] যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনও ব্যক্তিকে প্রতারিত করিয়াছে (৪১৭ ধারা দ্রঃ)।

[২] যে, প্রতারিত উক্ত ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করা ছিল উক্ত প্রতারকের বিধিসম্মত বাধ্যবাধকতা (legal obligation)।

[৩] যে, প্রতারণা ছিল তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত।

[৪] যে, উক্ত প্রতারক জানিত যে সে ঐরূপ ব্যক্তির বেআইনী ক্ষতিসাধন করিতে পারে।

৩। **প্রক্রিয়া** (Procedure):

[১] প্রগ্রাহ্য নহে।

[২] প্রগ্রহণপত্র [ওয়ারান্ট] ব্যবহারের যোগ্য।

[৩] প্রতিভাব্য [জামিনযোগ্য]

[৪] আদালতের অনুমতিক্রমে মামলা উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

[৫] ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য।

৪। **অভিযোগ** (Charge):

আমি (ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য) এতদ্বারা (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে ....ঘটিকায়....স্থানে .....কার্য করিয়া ক খ-কে প্রতারিত করিয়াছেন ইহা সম্যকরূপে অবগত থাকিয়া যে আপনি কথিত ক খ-এর বেআইনী ক্ষতি সংসাধন করিতে পারেন, প্রতারণার সহিত সম্পর্কিত যে লেনদেনে

ধারা ৪১৯]

ক খ-এর স্বার্থরক্ষা করিতে আপনি আইনানুসারে (অথবা, বিধিসম্মত চুক্তি অনুসারে) বাধ্য, এবং, যে, ঐরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৪১৮ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদন করিয়াছেন।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

৫। **প্রতারণা**। ব্যাঙ্কের প্রয়োজনে বাড়ি ভাড়া লইবার জন্য ব্যাঙ্কের আধিকারিকগণ প্রস্তাব দিলে ভূস্বামী প্রভৃত অর্থব্যয় করিয়া বাড়িটিকে ব্যাঙ্কের কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তোলেন কিন্তু, পরে, উক্ত আধিকারিকগণ তাহাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে উক্ত বাড়ি ভাড়া লইতে অক্ষম হন। এখানে বাড়ীর মালিককে প্রতারিত করার কোন অসদুদ্দেশ্য বিদ্যমান নাই, সুতরাং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ প্রতারণার অপরাধ করে নাই [এস. শংকরমণি ব. নীহাররঞ্জন পারিদা, 1991 Cri. L. J. 65]

৬।**প্রতারণা: প্রমাণ**। আন্তঃরাজ্য বিক্রয়। ক্রেতা কয়েক বৎসর যাবৎ জি-ফর্ম জমা দেন নাই। কোন প্রকার অসদুদ্দেশ্যর বিদ্যমানতা অপ্রমাণিত। কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় নাই [বিমল কুমার ও অন্য একজন ব. ভিশরম্ লেখরাজ মেঙ্গাননি, 1990 Cri. L. J. 444(Bom)]

৪১৯। **ভান করিয়া বঞ্চনা করার দন্ড** (Punishment for cheating by personation)। যে কেহ ভান করিয়া প্রতারণা করে সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪২০। **চাটবৃত্তি এবং অসৎভাবে সম্পত্তি অর্পন করিতে প্ররোচনা দান** (Cheating and dishonestly inducing delivery of property)। যে কেহ প্রবঞ্চনা করে এবং তদ্বারা অসাধুতাসহকারে প্রতারিত ব্যক্তিকে যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন সম্পত্তি অর্পণ করিতে, অথবা কোন মূল্যবান প্রতিভূতি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে, অথবা অন্যকিছু, যাহা স্বাক্ষরিত বা মোহর যুক্ত এবং যাহা মূল্যবান প্রতিভূতিতে রূপান্তরিত করার যোগ্য, প্রস্তুত, পরিবর্তন বা ধ্বংস করিতে, প্ররোচিত করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

১। **মন্তব্য:** ৪১৬ ধারায় বর্ণিত অপরাধের দন্ড সম্বন্ধীয় বিধান বর্তমান ধারায় বিধৃত আছে।

।। ব্যবহার (Practice)।।

২। **সাক্ষ্য** (Evidence): প্রমাণ করুন যে—:

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোক্তাকে [ফরিয়াদীকে] প্রতারিত করিয়াছে।

[২] অন্য ব্যক্তিরূপে নিজের বা অন্য কাহারও মিথ্যা বর্ণনা দিয়া (যেন সে বা অন্য কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি এইরূপ ভান করিয়া) সে ঐ কার্য করিয়াছে।

৩। **প্রক্রিয়া** (Procedure): অপরাধটি প্রগ্রাহ্য, পরোয়ানা দ্বারা গ্রেফ্দার যোগ্য, সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতিক্রমে আপসে মীমাংসা করার (বা শাস্তি মাফ্ করার বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার) যোগ্য। যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক অভিযোগের বিচার হইতে পারে।

৪। **অভিযোগ (Charge)**: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি] এতদ্বারা আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও পিতার নাম]......তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.....স্থানে, নিজে.....নামক ব্যক্তি এইরূপ মিথ্যা পরিচয় দিয়া বা ইচ্ছাকৃত ভাবে খ-এর পরিবর্তে ক-কে প্রতিস্থাপিত করিয়া বা এইরূপ ভান করিয়া যে আপনি [অমুক] ব্যক্তি......কার্যসম্পাদন পূর্বক .....কে প্রতারিত করিয়াছেন এবং এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৪১৯ ধারা অনুসারে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন এবং উহা মৎকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

॥ টীকা ॥

৫। **প্রতারণা ও চুক্তিভঙ্গ: পার্থক্য**। সংশ্লিষ্ট মামলার সিদ্ধান্তে বলা হয় যে বিবৃত ঘটনাটি চুক্তিভঙ্গ হইতে পারে, প্রতারণা নহে [1978 Cri. L.J. 706]

৬। **৫১১ ধারার সহিত পঠিত ৪২০ ধারা: শপথপত্র**। শপথপত্রে [Affidavit] 'তিন বৎসর' কথা কয়টি কাটিয়া দিয়া তাহার স্থলে 'স্থায়ীভাবে' কথাটি লেখা হয় মার্সিডিজ বেন্‌জ্‌ গাড়ির ব্যাপারে বহিঃশুল্ক বিভাগীয় সম্মতি লাভের উদ্দেশ্যে। অপরাধটি সংঘটিত হওয়ার ২০ বৎসর পর উহা আবিষ্কৃত হয়। *আদালতের রায়:* অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিশংসিত করিয়া কোন কার্যকর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না [কাপুরচাঁদ মগনলাল ব. দিল্লি স্টেট্‌, 1985 U. J. 817 (SC)]

৭। **প্রতারণা [বঞ্চনা জুয়াচ্চুরি, চাটবৃত্তি, ঠকান, Cheating]**: অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা নিবন্ধিত হয় ৩০ বৎসর পূর্বে। ১৩ বৎসর পূর্বে হাইকোর্ট পৃথক অভিযোগ আনয়নের ও মামলাটিকে বিভক্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন। অভিযোগ গঠন করিতে অভিশংসনের সময় লাগিয়াছে ১৭ বৎসর। বিচার (ট্রায়াল) অদ্যাবধি আরম্ভ হয় নাই। ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সুপ্রীমকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিশংসন চালাইয়া না যাইতে নির্দেশ দেন। [স্টেট্‌ অব ইউ. পি. ব. পুরুষোত্তম, 1991 Cri. L. J. 741]। প্রসঙ্গত ভারত সংবিধানের ১৩৬ ও ১৩৪ অনুচ্ছেদ দ্রঃ।

৮। **প্রতারণার প্রমাণ**। আন্তঃরাজ্য বিক্রয়, ক্রেতা কয়েক বৎসর যাবৎ জি-ফর্ম জমা দিতে অক্ষম হইয়াছেন। অসদুদ্দেশ্য অপ্রমাণিত। কোন অপরাধ সম্পাদিত হয় নাই [বিমল কুমার ও অন্য একজন ব. ভিশরম্‌ লেখরাজ মেঙ্গাননি, 1990 Cri. L. J. 444 (Bom)]।

প্রতারণামূলক দলিল ও সম্পত্তির ব্যবস্থা

৪২১। **উত্তমর্ণগণের মধ্যে বন্টন বন্ধ করিবার জন্য অসৎ বা প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি অপসারণ করা বা লুক্কাইত রাখা** (Dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors)। যে কেহ অসততাসহকারে বা প্রতারণামূলকভাবে কোন সম্পত্তি অপসারণ করে, লুক্কাইত রাখে

বা কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করে, অথবা কোন ব্যক্তির নিকট পর্যাপ্ত প্রতিদান [প্রতিলাভ, প্রতিমূল্য] ব্যতিরেকে, হস্তান্তর করে বা করায়, আইনানুসারে তাহার উত্তমর্ণগণের মধ্যে বা অন্য কোন ব্যক্তির উত্তমর্ণগণের মধ্যে ঐভাবে উক্ত সম্পত্তির বন্টনে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে, অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে সে তদ্বারা ঐরূপ বন্টন বিঘ্নিত করিবে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪২২। **উত্তমর্ণগণের ঋণের অর্থপ্রাপ্তিতে অসৎভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে বাধাদান** (Dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors)। যে কেহ অসততাসহকারে বা প্রতারণামূলক ভাবে তাহার নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির ঋণ বা দাবি, আইনানুসারে তাহার ঋণ বা ঐরূপ অন্য ব্যক্তির ঋণ পরিশোধার্থ পাইবার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি প্রদান করিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৪২৩। **যে হস্তান্তর দলিলে প্রতিদানের মিথ্যাবিবৃতি বিধৃত আছে, অসৎ বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার নির্বাহ** (Dishonest or fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration)। যে কেহ অসততাসহকারে বা প্রতারণামূলক ভাবে এরূপ কোন দলিলে বা সাধিত্রে সহি করে, বা উহা নির্বাহ করে বা তাহাতে কোন পক্ষ হয় যাহা কোন সম্পত্তি বা তন্মধ্যস্থ কোন স্বার্থ হস্তান্তর করে বা ভারযুক্ত করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং যাহা এইরূপ হস্তান্তর বা ভারযুক্ত করার জন্য প্রতিদানসম্বন্ধীয় মিথ্যা বিবৃতি বহন করে, অথবা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যাহার বা যাহাদের ব্যবহার বা হিতকল্পে উহা প্রকৃতপক্ষে বলবৎ থাকিবে তাহার বা তাহাদের সম্পর্কে মিথ্যাবিবৃতি বহন করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Prodedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—আদালত অনুমতি দিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৪২৪। **অসৎ বা প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি অপসারণ করা বা লুক্কাইত রাখা** (Dishonest or fraudulent removal or concealment of property)। যে কেহ অসততাসহকারে বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তি

লুক্কাইত রাখে বা সরাইয়া ফেলে, অথবা অসততাসহকারে বা প্রতারণামূলক ভাবে উহা লুক্কাইত রাখায় বা সরাইয়া ফেলায় সহায়তা করে অথবা অসততাসহকারে তাহার প্রাপ্য কোন অভিযাচন বা দাবি পরিত্যাগ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—আদালত অনুমতি প্রদান করিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৪২৫। অপকার [ক্ষতি, অনিষ্ট][Mischief] । যে কেহ অন্যায়ভাবে জনসাধারণের অথবা কোনও ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে অথবা ঐরূপ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা জানিয়া কোনও সম্পত্তির ধ্বংসসাধন করে অথবা ঐ সম্পত্তির বা উহার অবস্থানের এরূপ পরিবর্তন করে যাহাতে উহার মূল্যের অথবা উপযোগিতার হানি হয় অথবা ইহাকে ক্ষতিকর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় তবে সে ক্ষতি করিল বলা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ১।— ক্ষতি করার অপরাধ সংঘটিত হইবার জন্য সম্পত্তির মালিকের ক্ষতি করিবার ইচ্ছা থাকা অপরাধীর পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। অপরাধী যদি সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের দ্বারা যে কোনও ব্যক্তির ক্ষতি করিতে ইচ্ছা করে অথবা সে যদি জানে যে কোনও ব্যক্তির এইরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

ব্যাখ্যা ২।— অপরাধীর নিজের সম্পত্তি অথবা অপরাধীর এবং অন্যের যৌথ সম্পত্তির ক্ষতি করিলেও ক্ষতি করার অপরাধ সংঘটিত হইতে পারে।

(ক) ক অন্যায়ভাবে প-এর ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে প-এর মূল্যবান দলিল পুড়াইয়া ফেলে। ক ক্ষতি করার অপরাধ করিয়াছে।

(খ) ক অন্যায়ভাবে প-এর ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে প-এর বরফ ঘরে জল ঢুকায় এবং তাহার ফলে বরফ গলিয়া যায। ক ক্ষতি করার অপরাধ করিযাছে।

(গ) ক অন্যায়ভাবে প-এর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে প-এর একটি আংটি ইচ্ছাপূর্বক নদীতে ফেলিয়া দেয়। ক ক্ষতি করার অপরাধ করিয়াছে।

(ঘ) ক প-এর নিকট তাহার ঋণের জন্য আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তাহার সম্পত্তি লওয়া হইবে জানিয়া প-এর ঋণের টাকা যাহাতে আদায় না হয় এই উদ্দেশ্যে তাহার নিজের সম্পত্তি নষ্ট করে এবং ইহার ফলে প-এর ক্ষতি হয়। ক ক্ষতি করার অপরাধ করিয়াছে।

(ঙ) ক একটি জাহাজের বিমা করিয়া বিমাকারীদের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে জাহাজটির ধ্বংস সাধন করে। ক ক্ষতি করার অপরাধ করিয়াছে।

ধারা ৪২৬]
(চ) প কোনও জাহাজের মালিককে জাহাজের জামিনে টাকা ধার দিয়াছে। ক প-এর ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে ঐ জাহাজের ধ্বংস সাধন করে। ক ক্ষতি করার অপরাধ করিয়াছে।
(ছ) একটি ঘোড়া ক এবং প-এর যৌথ সম্পত্তি। ক অন্যায়ভাবে প-এর ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে ঘোড়াটিকে গুলি করিয়া হত্যা করে। ক ক্ষতি করার অপরাধ করিয়াছে।
(জ) প-এর শস্য ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিবার ইচ্ছা করিয়া কিংবা ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা জানিয়া ক প-এর শস্যক্ষেত্রে একদল গরু ঢোকায়। ক ক্ষতি করার অপরাধ করিয়াছে।

৪২৬। **অপকার করার দন্ড** [Punishment for mischief]। যে কেহ ক্ষতি করার অপরাধ করিবে সে তিনমাস পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদন্ডে অথবা অর্থদন্ডে অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—সংসাধিত ক্ষতি ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি হইয়া থাকিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৪২৭। **পঞ্চাশ টাকার ক্ষতিসাধন করিয়া অপকার** (Mischief causing damage to the amount of fifty rupees)। যে কেহ অপকার করে এবং ঐরূপ করিয়া পঞ্চাশ বা ততোধিক টাকা মূল্যের লোকসান বা ক্ষতি সংসাধন করে, সে যে কোন বিবরণের কারদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রক্রিয়া** [Procedure]:অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—সংসাধিত ক্ষতি ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি হইয়া থাকিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।
২। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.....ঘটিকায়.....স্থানে.....টাকার ক্ষতি সংসাধন পূর্বক অপকার করিয়াছেন এবং যে, এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪২৭ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের উপর আপনার বিচার হউক।

৪২৮। **দশ টাকা মূল্যের ইতর প্রাণীকে হত্যা করিয়া বা উহাকে পঙ্গু করিয়া দিয়া অপকার সংসাধন** [Mischief by killing or maiming animal of the value of ten rupees]। যে কেহ দশ টাকা বা তাহার অধিক মূল্যের কোন ইতর প্রাণীকে হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, অঙ্গহানি করিয়া অথবা কাজের অনুপযোগী করিয়া ক্ষতিসাধন করে সে দুই বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি প্রদান করিলে পশুর মালিক কর্তৃক অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৪২৯। যে কোন মূল্যের গবাদি পশু, ইত্যাদি, অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যে কোন পশুকে হত্যা করিয়া বা উহাকে পঙ্গু করিয়া দিয়া অপকার সংসাধন (Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value, or any animal of the value of fifty rupees)। যে কেহ কোন হস্তী, উষ্ট্র, ঘোটক, অশ্বতর [খচ্চর], মহিষ, ষণ্ড [বৃষ], গরু বা বলদ [বলিবর্দ], তাহার মূল্য যাহাই হউক না কেন, এবং পঞ্চাশ টাকা বা ততোধিক মূল্যের অন্য কোন পশু হত্যা করিয়া, বিষপ্রয়োগ করিয়া, পঙ্গু করিয়া দিয়া বা ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া তুলিয়া অপকার সংসাধন করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসব অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি প্রদান করিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৪৩০। সেচসম্বন্ধীয় নির্মিত বস্তুর ক্ষতি করিয়া অথবা অপরাধমূলক ভাবে জলের গতিপথের পরিবর্তন করিয়া অপকার সংসাধন [Mischief by injury to works of irrigation or by wrongfully diverting water]। যে কেহ কৃষি কার্যেব জন্য, অথবা মনুষ্য বা মনুষ্যেতর প্রাণীর খাদ্য বা পানীয়েব জন্য অথবা পরিচ্ছন্নতার জন্য অথবা উৎপাদন কার্যের জন্য জলের সরবরাহের হ্রাস কবিবার উদ্দেশ্যে অথবা হ্রাস হইবার সম্ভাবনা এইরূপে জানিয়া কোন কার্যের দ্বারা কোন ক্ষতিসাধন করে সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়প্রকাব দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি প্রদান করিলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৪৩১। সার্বজনিক রাস্তা, সেতু, নদী বা খালের ক্ষতি করিয়া অপকার সাধন [Mischief by injury to public road, bridge, river or channel]। যে কেহ কোন সার্বজনিক রাস্তা, সেতু, নাব্যনদী বা নাব্য কৃত্রিম বা অকৃত্রিম খালকে যাতায়াতের অযোগ্য বা কম বিপন্মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা এইরূপ হইবার সম্ভবনা জানিয়া কোনও কার্য করিয়া ক্ষতি সাধন করে সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ড দণ্ডিত হইবে।

ধারা ৪৩২]

।। টীকা ।।

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৩২। **সার্বজনিক নর্দমা ব্যবস্থায় প্লাবন বা বাধা ঘটাইয়া এবং তৎসহ ক্ষতিসাধন করিয়া অপকার সংসাধন** (Mischief by causing inundation or obstruction to public drainage attended with damage)। যে কেহ এরূপ কোন কার্য করিয়া বা করিতে পারে বলিয়া জানিয়া অপকার করে যাহা সার্বজনিক নর্দমা ব্যবস্থায় ক্ষতি বা লোকসান করা সহ প্লাবন বা বাধা ঘটায়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

।। টীকা ।।

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৩৩। **বাতি ঘর বা সমুদ্রনিশানা ধ্বংস করিয়া অপসারণ করিয়া বা উহার কার্যকারিতা হ্রাস করিয়া অপকার সংসাধন** (Mischief by destroying, moving or rendering less useful a light house or sea mark)। যে কেহ সমুদ্র নিশানারূপে ব্যবহৃত কোন বাতি ঘর বা অন্যবিধ বাতি অথবা যে কোন সমুদ্রনিশানা বা বয়া[জাহাজের পথ নির্দেশার্থ নঙ্গর-বাঁধা ভাসন্ত কুম্ভাকৃতি বস্তু বিশেষ] বা নাবিকগণের পথনির্দেশ দানের জন্য রক্ষিত অন্য কোন বস্তু ধ্বংস করিয়া বা অপসারণ করিয়া অপকার করে, কিংবা এরূপ কোন কার্য করিয়া অপকার করে যাহা পূর্বোক্তরূপ কোন বাতি ঘর, সমুদ্রনিশানা, বয়া বা অন্য বস্তুর নাবিকগণের পথনির্দেশক হিসাবে কার্যকারিতা হ্রাস করে, সে, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

।। টীকা ।।

১। **বাতিঘর**।— সমুদ্রমধ্যে নাবিকগণকে পথ নির্দেশের বা বিপদ সঙ্কেতদানের জন্য বাতিঘর সমূহ সমুদ্র উপকূলে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৩৪। **সরকারী প্রাধিকারী [কর্তৃপক্ষ] কর্তৃক সংস্থাপিত ভূমি নিশানা ধ্বংস করিয়া অথবা নাড়াইয়া, ইত্যাদি, অপকার সংসাধন** (Mischief by destroying or moving. etc. a land mark fixed by public authority)। যে কেহ রাজভৃত্যের প্রাধিকারে প্রতিষ্ঠিত

ভূমি নিশানা [স্থলচিহ্ন] ধ্বংস করিয়া বা অপসারণ কবিয়া অপকার করে, অথবা এরূপ কোন কার্য করিয়া অপকার করে যাহা ঐরূপ ভূমি নিশানার ভূমি নিশানা হিসাবে কার্যকারিতা হ্রাস করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভযপ্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **ভূমি নিশানা [স্থলচিহ্ন]**। স্থলোপরি এই চিহ্ন নাবিকদিগকে পথের নির্দেশ প্রদান করে।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার যোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়াব অযোগ্য।

৪৩৫। **একশত টাকার অথবা (কৃষিজ দ্রব্যর ক্ষেত্রে) দশ টাকার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অগ্নি অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকার সংসাধন** [Mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage to amount of one hundred or (in case of agricutural produce) ten rupees]। যে কেহ একশত টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের যে কোন সম্পত্তির অথবা (যেখানে সম্পত্তিটি হইল কৃষিজ দ্রব্য) দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের সম্পত্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অথবা ইহা জানিয়া যে সে ঐভাবে ক্ষতি সাধন করিতে পারে, অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকাব করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীব ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচাবযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওযার অযোগ্য।

৪৩৬। **বাড়ি, প্রভৃতি, ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকার সংসাধন** (Mischief by fire or explosive substance with intent to destroy house, etc.)। যে কেহ যে কোন বাড়ির, যাহা সাধারণত: উপাসনা গৃহ রূপে বা মনুষ্য বাসের জন্য অথবা সম্পত্তি রক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ধ্বংস সাধন করার উদ্দেশ্যে, অথবা, সে ঐভাবে ঐরূপ ধ্বংস সাধন করিতে পারে ইহা জানিয়া, অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকার করে, সে যাবজ্জীবন কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, যাহাব মেযাদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনঅযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

ধারা ৪৩৭]

২। ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৪ ধারার সহিত পঠিত ৪৩৬ ধারা ও ৩০২ ধারা এবং দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৮২ ধারা: মানুষের বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ: অভিশংসন সাক্ষীদের দুষ্কর্ম সম্পাদক সহযোগিতা ঘটনাটিকে সন্দেহজনক করিয়া তুলে। কুটীরে অগ্নিসংযোগ করার ফলশ্রুতিতে পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ৪,৫ ও ৬ নং প্রত্যক্ষ সাক্ষীর অভিশংসন (prosecution) সাক্ষ্যদ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি (confession) দৃঢ়ীকৃত (corroborated) হয়, কিন্তু উহা পরে প্রত্যাহৃত হয়। অভিশংসন সাক্ষীদের উপস্থিতি সন্দেহজনক হইয়া দেখা দেয় এবং এই মামলায় তাহাদের দুষ্কর্ম সম্পাদক সহযোগিতার বিষয়ে সঙ্গত সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়। *আদালতের রায়:* নিরপেক্ষ দৃঢ়ীকরণের অনুপস্থিতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা নিরাপদ নহে [পালানীস্বামী ও রাজু ব.স্টেট্ অব তামিল নাড়ু, (1986).1. SCJ. 259]

৪৩৭। পাটাতনযুক্ত অথবা কুড়ি টন ভারের জলযানকে ধ্বংস বা বিপদজনক করার উদ্দেশ্যে অপকার সংসাধন (Mischief with intent to destroy or make unsafe a decked vessel or one of twenty tons burden)। যে কেহ কোন পাটাতন যুক্ত জলযানের বা কুড়ি টন বা ততোধিক ভারের জলযানের অপকার করে উহা ধ্বংস করার বা উহাকে বিপদজনক করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে, অথবা ইহা জানিয়া যে ইহা সম্ভব যে সে ঐভাবে ঐ জলযান ধ্বংস করিবে বা বিপদ্‌জনক করিয়া তুলিবে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনঅযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৩৮। অগ্নি কিংবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা সংসাধিত ৪৩৭ ধারায় বর্ণিত অপকারের দণ্ড (Punishment for the mischief discribed in section 437 committed by fire or explosive substance)। যে কেহ অগ্নি বা যে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত অপকার করে বা করিতে প্রয়াসী হয়, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার যোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৩৯। চুরি ইত্যাদি করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে জমির বা সৈকতের সহিত জলযানের সংঘর্ষ ঘটানোর দণ্ড (Punishment for intentionally running vessel aground or ashore with intent to commit theft, etc.। যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জমির বা সৈকতের সহিত কোন জলযানের সংঘর্ষ ঘটায় উহার অভ্যন্তরের সম্পত্তি চুরি করার

জন্য অথবা অসততাসহকারে ঐরূপ কোন সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য, অথবা এই উদ্দেশ্যে যে সম্পত্তির ঐরূপ চৌর্য বা আত্মসাৎকরণ করা যাইতে পারে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

।। টীকা ।।

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৪০। মৃত্যু ঘটাইবার বা জখম করার জন্য প্রস্তুত হইবার পর সম্পাদিত অপকার (Mischief committed after preparation made for causing death or hurt)। যে কেহ কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর বা জখম করার, অথবা অবৈধভাবে আটক রাখার, অথবা মৃত্যুর ঘটানোর, জখম করার, অথবা অবৈধভাবে আটক রাখার ভীতি উৎপাদনের প্রস্তুতি লওয়ার পর অপকার [অনিষ্ট] করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

।। টীকা ।।

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

অপরাধমূলক সীমালঙ্ঘন বিষয়ক

৪৪১। দণ্ডনীয় সীমালঙ্ঘন [অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ] [Criminal trespass]। যে কেহ অন্যের দখলভুক্ত সম্পত্তিতে কোন অপরাধ করিবার উদ্দেশ্যে অথবা দখলীকারকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন কার্য করিতে বাধ্য করিবার বা অপমান করিবার বা বিরক্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে অথবা উক্তরূপ সম্পত্তিতে আইনসঙ্গতভাবে প্রবেশ করিয়া বেআইনীভাবে দখলীকারকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন কার্য করিতে বাধ্য করিবার বা অপমান করিবার বা বিরক্ত করিবার উদ্দেশ্যে অবস্থান করে সে দণ্ডনীয় সীমালঙ্ঘন করিল বলা হইয়া থাকে।

।। টীকা ।।

সোলাক ব. পুমা, 1977 Cri. L. J. (NOC) 77,
মাতৃ ব. স্টেট্, AIR 1964 SC 986: (1964)2. Cri. L. J. 57; কমল ব. নওয়াল কিশোর, AIR 1983 SC 159: 1983 Cri. L. J. 173: বি. কে. ঘোষ ব. স্টেট্, AIR 1957 Cal 385: 1957 Cri. L. J. 719; রাসবিহারী ব. ফাগু শা, AIR 1970 SC 20: 1970 Cri. L. J. 4; আর. পি. কাপুর ব. স্টেট্, AIR 1960 SC 860: 1960 Cri. L. J. 14 দ্র:।

৪৪২। গৃহে অনধিকার প্রবেশ [House trespass]। যে কেহ মনুষ্যবাসের জন্য ব্যবহৃত কোন ঘরে, তাঁবুতে কিংবা জলযানে কিংবা উপাসনার জন্য বা সম্পত্তি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত কোন ঘরে প্রবেশ করা বা অবস্থানের দ্বারা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ করে সে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিল বলা হইয়া থাকে।

ধারা ৪৪৩]

ব্যাখ্যা।— অপরাধকারীর দেহের যে কোন অংশ প্রবিষ্ট হইলেই তাহা গৃহে অনধিকার প্রবেশের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

৪৪৩। **গুপ্তভাবে গৃহে অনধিকার প্রবেশ** (Lurking house-trespass)। যে কেহ, যে ব্যক্তির কোন বাড়ি, তাঁবু বা জলযান হইতে যাহা ঐ অনধিকার প্রবেশের বিষয়, অনধিকার প্রবেশকারীকে বাহির করিয়া দিবার বা উচ্ছেদ করার অধিকার আছে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে ঐরূপ গৃহে অনধিকার প্রবেশ গোপন রাখিবার পূর্ব সতর্কতা গ্রহণান্তে যে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, সে "গুপ্তভাবে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে" বলা হয়।

৪৪৪। **রাত্রিকালে গুপ্তভাবে গৃহে অনধিকার প্রবেশ** (Lurking house trespass by night)। যে কেহ সূর্যাস্তের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে গুপ্তভাবে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে সে "রাত্রিকালে গুপ্তভাবে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে" বলা হয়।

৪৪৫। **গৃহ-ভেদ** (House-breaking)। যে ব্যক্তি গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে সে গৃহভেদ করে বলা হয় যদি সে ঐ বাড়িতে বা তাহার কোন অংশে অতঃপর বিবৃত ছয়টি পদ্ধতির যে কোন পদ্ধতিতে প্রবেশ করে; অথবা যদি, ঐ বাড়ি বা তাহার কোন অংশে কোন অপরাধ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে থাকিয়া অথবা ঐ স্থানে কোন অপরাধ সম্পাদনের পর, সে উক্ত বাড়ি বা তাহার কোন অংশ এইরূপ ছয়টি পদ্ধতির যে কোন একটি পদ্ধতিতে পরিত্যাগ করে, যথা:—

প্রথমতঃ— যদি সে গৃহে অনধিকার প্রবেশের জন্য নিজের দ্বারা তৈয়ারী, অথবা গৃহে অনধিকার প্রবেশের যে কোন প্রোৎসাহক [অপোৎসাহক] দ্বারা তৈয়ারী পথ দিয়া প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ— যদি সে প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া আসে এরূপ কোন পথ দিয়া যাহা সে নিজে বা ঐ অপরাধের কোন প্রোৎসাহক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক মনুষ্যের প্রবেশ পথ রূপে অভীপ্সিত নহে; অথবা এরূপ কোন পথ দিয়া যাহাতে সে পৌঁছিয়াছে কোন প্রাচীরে বা বাড়িতে (প্রধানতঃ মই-এর সাহায্যে) আরোহণ করিয়া বা (প্রধানতঃ চার হাত পায়ের সাহায্যে) ক্লেশ সহকারে আরোহণ করিয়া।

তৃতীয়তঃ— যদি সে প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া আসে এরূপ কোন পথ দিয়া যাহা সে বা গৃহে অনধিকার প্রবেশের কোন প্রোৎসাহক মুক্ত করিয়াছে যে কোন প্রকারে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করার জন্য যে-পথ মুক্ত করা উক্ত বাড়ির দখলকারী কর্তৃক অভীপ্সিত ছিল না।

চতুর্থতঃ— যদি সে প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া আসে কোন তালা খুলিয়া, গৃহে অনধিকার প্রবেশের জন্য বা অনধিকার প্রবেশ করার পর উক্ত বাড়ি পরিত্যাগ করার জন্য।

পঞ্চমতঃ— যদি সে দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ [দণ্ডনীয় বলপ্রয়োগ] করিয়া অথবা অভ্যাঘাত [আক্রমণ] করিয়া, অথবা কোন ব্যক্তিকে অভ্যাঘাতের ভীতি প্রদর্শন করিয়া প্রবেশ ও প্রস্থান করে।

ষষ্ঠতঃ— যদি সে প্রবেশ করে ও বাহির হইয়া আসে এরূপ কোন পথ দিয়া যাহা প্রবেশ করার ও বাহির হওয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে বলিয়া সে জানে, এবং যাহা তাহার নিজের দ্বারা বা গৃহে অনধিকার প্রবেশের প্রোৎসাহক দ্বারা খোলা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা।— কোন বাড়ির সহিত ভোগ দখলকৃত কোন বহির্বাটি বা পাকাবাড়ি, এবং যাহার এবং ঐরূপ বাড়ির মধ্যে একটি সরাসরি অভ্যন্তরীণ পথ বর্তমান, তাহা এই ধারার অর্থের মধ্যে ঐ গৃহের অংশ।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে প-এর বাড়ির দেওয়ালে একটি গর্ত করিয়া এবং ঐ ছিদ্রপথে তাহার হাত প্রবিষ্ট করাইয়া। ইহা গৃহ-ভেদ।

(খ) ক গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে ডেক মধ্যবর্তী জাহাজের পার্শ্বদেশস্থ আলোবাতাস প্রবেশের গর্তের মধ্য দিয়া জাহাজের অভ্যন্তরে চুপিসারে হামাগুড়ি দিয়া ঢুকিয়া। ইহা গৃহ-ভেদ।

(গ) ক একটি জানালার মধ্য দিয়া প-এর বাড়িতে ঢুকিয়া গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(ঘ) ক দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকা একটি দরজা খুলিয়া, উক্ত দরজা পথে প-এর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(ঙ) ক গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে দরজার একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া তার ঢুকাইয়া দরজার তালা বা ছিটকানি বা হুড়কা খুলিয়া উক্ত দরজা পথে প-এর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(চ) প তাহার বাড়ির দরজার চাবি হারাইয়া ফেলিলে ক তাহা পায় এবং ঐ চাবির সাহায্যে উক্ত দরজা খুলিয়া প-এর বাড়িতে প্রবেশ করিয়া গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(ছ) প তাহার বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। ক ধাক্কা দিয়া প-কে ফেলিয়া দিয়া ঐ বাড়িতে ঢুকিয়া গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(জ) ন-এর দ্বাররক্ষক প, ন-এর দরজায় দাঁড়াইয়া আছে, ক, প-কে প্রহারের ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে বাধা দেওয়া নিবৃত্ত করিয়া ঐ বাড়িতে প্রবেশ করিয়া গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

৪৪৬। **রাত্রিকালে গৃহ-ভেদ (House-breaking by night)**। যে কেহ সূর্যাস্তের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে গৃহ-ভেদ করে, সে "রাত্রিকালে গৃহ-ভেদ করে" বলা হয়।

৪৪৭। **অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের দণ্ড (Punishment for criminal trespass]**। যে কেহ অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ [দণ্ডনীয় সীমালঙ্ঘন] করিবে তাহার তিনমাস পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইবে।

৪৪৮। **গৃহে অনধিকার প্রবেশের দণ্ড [Punishment for house trespass]**। যে কেহ গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবে তাহার এক বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকারের দণ্ড হইবে।

ধারা ৪৪৯]

টীকা।

১। **মন্তব্য: সীমা (Scope)**:৪৪২ ধারায় গৃহে অনধিকার প্রবেশ জনিত অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। এবং বর্তমান ধারায় ওই অপরাধের দণ্ড কি হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

।। ব্যবহার (Practice)।।

২। **সাক্ষ্য (Evidence)**: প্রমাণ করুন যে:

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি বেআইনীভাবে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে।

[২] একটি বাড়িতে, তাবুতে, জাহাজ বা বড় নৌকামধ্যে প্রবেশ করিয়া বা ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া এইরূপ অনধিকার প্রবেশ জনিত অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছে।

[৩] এইরূপ বাড়ি, তাবু বা জাহাজ (কিংবা বড় নৌকা) ব্যবহৃত হইত মানুষের বসবাসের জন্য বা দেবপূজার জন্য অথবা সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখার জন্য।

৩। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: অপরাধটি প্রগ্রাহ্য, পরওয়ানা ব্যবহার যোগ্য, জামিনযোগ্য, আপসে মীমাংসা করার যোগ্য, যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য এবং সংক্ষেপে বিচারযোগ্য। [লেখককৃত ভারতীয় দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩, দ্রঃ]

৪। **অভিযোগ (Charge)**: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও পদ এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও তাঁহার পিতার নাম]...তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে....স্থানে.....উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া বা তথায় বিনা অধিকারে অপরাধমূলকভাবে অবস্থান করিয়া ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৪৮ ধারা অনুসারে অপরাধ করিয়াছেন এবং উহা মৎকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে উক্ত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

৫। **দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ (Conviction)**। গৃহে অনধিকার প্রবেশ করা বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করিতে উল্লেখ্য বিলম্ব হইলে দোষীরূপে সাব্যস্ত করিয়া আদেশ-দান যথাযথ হয় না [গিরিবালা সাউ ব. প্রভা মিশ্র, 1974 Cri. L. J 172 (Cal)]

৪৪৯। **মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদনের জন্য গৃহে অনধিকার প্রবেশ (House trespass in order to commit offence punishable with death)**। যে কেহ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদনের জন্য গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা অনধিক দশ বৎসর মেয়াদের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এবং আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

।। টীকা।

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র— জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৫০। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদনের জন্য গৃহে অনধিকার প্রবেশ (House trespass in order to commit offence punishable with imprisonment for life)। যে কেহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদনের জন্য গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে সে অনধিক দশ বৎসর মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং, আরও তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure] : প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৫১। কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদনের জন্য গৃহে অনধিকার প্রবেশ (House trespass in order to commit offence punishable with imprisonment)। যে কেহ কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপবাধ সম্পাদনের জন্য গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে এবং, আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে; এবং যে অপরাধ করার অভিপ্রায় করা হয় তাহা যদি হয় চৌর্য, (তাহা হইলে) কারাদণ্ডের মেয়াদ সাত বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure] : প্রগ্রাহ্য—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য/ সংসাধিত অপরাধ চৌর্য হইলে, জামিন অযোগ্য।

৪৫২। জখম করা, অভ্যাঘাত করা অথবা বেআইনি আটক রাখার প্রস্তুতি লওয়ার পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ (House trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint)। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে জখম করার অথবা কোন ব্যক্তিকে অভ্যাঘাত করার অথবা কোন ব্যক্তিকে বেআইনিভাবে আটক রাখার, অথবা কোন ব্যক্তিকে জখম করার, অভ্যাঘাত করার বা বেআইনি ভাবে আটক রাখার ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করার প্রস্তুতি লওয়ার পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার যোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২। **গৃহে অনধিকার প্রবেশ** [House trespass] : রেল গাড়িতে ভ্রমণকারী যাত্রীকে অভিযুক্ত ব্যক্তি আক্রমণ করিয়াছে ও আহত করিয়াছে। কিন্তু রেলগাড়ি যেহেতু বাড়ি, তাবু বা জাহাজ বা বড় নৌকা নহে সেই হেতু ঘটনাটি গৃহে অনধিকার প্রবেশের ঘটনা নহে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ৪৫২ ধারা অনুসারে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা যাইবে না [পি. বলরামন ব. স্টেট্, 1991 Cri. L. J. 166]

ধারা ৪৫৩]

৪৫৩। গৃহে অনধিকার প্রবেশ কিংবা গৃহ-ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকার দণ্ড (Punishment for lurking house trespass or house breaking)। যে কেহ গুপ্তভাবে থাকিয়া গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে অথবা গৃহ-ভেদ করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনঅযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার যোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৫৪। কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদনের নিমিত্ত অনধিকার গৃহ প্রবেশের কিংবা গৃহ ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকা (Lurking house trespass or house breaking in order to commit offence punishable with imprisonment)। যে কেহ, কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদনের নিমিত্ত, গৃহে অনধিকার প্রবেশের জন্য বা গৃহভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকে সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে এবং, আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে; এবং যে অপরাধ করার অভিপ্রায় করা হয় তাহা যদি হয় চৌর্য, (তাহা হইলে) ঐ কারাদণ্ডের মেয়াদ দশ বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— অপরাধটি চৌর্য হইলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অন্যান্য ক্ষেত্রে যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৫৫। জখম করার, অভ্যাঘাত করার অথবা অন্যায়ভাবে আটক রাখার প্রস্তুতি গ্রহণান্তে গৃহে অনধিকার প্রবেশের বা গৃহ-ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকা (Lurking house trespass or house breaking after preparation for hurt, assult or worngful restraint)। যে কেহ, যে কোন ব্যক্তিকে জখম করার, অথবা যে কোন ব্যক্তিকে অভ্যাঘাত করার, অথবা যে কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে আটক রাখার, অথবা যে কোন ব্যক্তিকে জখম করার, অভ্যাঘাত করার অথবা অন্যায়ভাবে আটক রাখার ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করার প্রস্তুতি গ্রহণান্তে গুপ্তভাবে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে বা গৃহ-ভেদ করে, সে, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৫৬। রাত্রিকালে গৃহে অনধিকার প্রবেশের বা গৃহ ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকার দণ্ড (Punishment for lurking house trespass or house breaking by night)। যে কেহ রাত্রিকালে গৃহে অনধিকার প্রবেশের জন্য বা গৃহ ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকে সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে এবং আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৫৭। কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদনার্থ রাত্রিতে গৃহে অনধিকার প্রবেশের বা গৃহ-ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকা (Lurking house trespass or house breaking by night in order to commit offence punishable with imprisonment)। যে কেহ কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদনার্থ রাত্রিতে গৃহে অনধিকার প্রবেশের বা গৃহ-ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে; এবং অভীপ্সিত অপরাধটি যদি হয় চুরি করা, (তাহা হইলে) কারাদণ্ডের মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৫৮। জখম করার, অভ্যাঘাত করার অথবা অন্যায়ভাবে আটক রাখার প্রস্তুতি লওয়ার পর রাত্রিতে গৃহে অনধিকার প্রবেশের বা গৃহ-ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকা(Lurking house trespass or house breaking by night after preparation for hurt, assault or wrongful restraint)। যে কেহ কোন ব্যক্তিকে জখম করার বা কোন ব্যক্তিকে অভ্যাঘাত [আক্রমণ] করার বা কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে আটক রাখার বা কোন ব্যক্তিকে জখম করার, অভ্যাঘাত করার বা অন্যায়ভাবে আটক রাখার ভীতি প্রদর্শনের প্রস্তুতি গ্রহণের পর রাত্রিতে গৃহে অনধিকার প্রবেশের বা গৃহ-ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ চতুর্দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৫৯। গৃহে অনধিকার প্রবেশের বা গৃহ-ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকার সময় নিরতিশয় যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করা (Grievous hurt caused whilst committing lurking house trespass or house breaking)। যে কেহ গৃহে অনধিকার প্রবেশের বা গৃহ ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকাকালে কোন ব্যক্তিকে নিরতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ভাবে জখম করে অথবা কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইতে বা তাহাকে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করিতে চেষ্টিত হয়, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৬০। রাত্রিতে গৃহে অনধিকার প্রবেশের বা গৃহ-ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকার সহিত যুক্তভাবে সম্পর্কিত সকল ব্যক্তি দণ্ডযোগ্য—যেখানে তাহাদের একজন মৃত্যু ঘটায় বা নিরতিশয় যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করে (All persons jointly concerned in lurking house trespass or house breaking by night punishable where death or grievous hurt caused by one of them)। যদি, রাত্রিকালে গৃহে অনধিকার প্রবেশের জন্য গুপ্তভাবে থাকার সময় বা রাত্রিকালে গৃহ-ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকার সময়, ঐরূপ অপরাধে অপরাধী কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় বা তাহাকে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করে বা তাহার মৃত্যু ঘটাইতে বা নিদারুণ যন্ত্রণাদায়কভাবে জখম করিতে প্রয়াসী হয় (তাহা হইলে), প্রত্যেক ব্যক্তি, যে রাত্রিকালে গৃহে অনধিকার প্রবেশের বা রাত্রিকালে গৃহ-ভেদের জন্য গুপ্তভাবে থাকার সহিত যৌথভাবে সম্পর্কযুক্ত, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৬১। অসৎভাবে সম্পত্তিবাহী আধার ভাঙিয়া ফেলা (Dishonestly breaking open receptacle containing property)। যে কেহ অসততাসহকারে অথবা অপকার করিবার উদ্দেশ্যে, কোন বন্ধ পাত্র যাহাতে সম্পত্তি আছে অথবা যাহাতে সম্পত্তি আছে বলিয়া সে বিশ্বাস করে, ভাঙে বা খোলে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৬২। **প্রহরায় নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হইলে একই অপরাধের জন্য দণ্ড (Punishment for same offence when committed by person entrusted with custody)**। যে কেহ, এরূপ কোন পাত্রের প্রহরায় নিযুক্ত থাকিয়া যে পাত্রের মধ্যে সম্পত্তি আছে বা যাহার মধ্যে সম্পত্তি আছে বলিয়া সে বিশ্বাস করে, উহা খোলার প্রাধিকার না থাকা সত্ত্বেও, অসততা সহকারে অথবা অপকার করিবার উদ্দেশ্যে, উক্ত পাত্র খোলে বা ভাঙে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

পরিচ্ছেদ ১৮

দস্তাবেজ এবং সম্পত্তি চিহ্ন সম্বন্ধীয় অপরাধ বিষয়ক

৪৬৩। **জালিয়াতি (Forgery)**। যে কেহ কোন মিথ্যা দস্তাবেজ বা দস্তাবেজের অংশ প্রস্তুত করে জনসাধারণের বা যে কোন ব্যক্তির লোকসান বা ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা কোন দাবি বা স্বত্ব সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তি পরিত্যাগ করাইতে, অথবা কোন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে, অথবা প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে বা ঐ প্রতারণা করা হইয়া গিয়া থাকিতে পারে, সে জালিয়াতি করে।

॥ টীকা ॥

মন্তব্য: বর্তমান ধারায় সরল জালিয়াতির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে আর ৪৬৫-৪৭১ ধারাগুলিতে দেওয়া হইয়াছে অধিকতর গুরুত্ব সম্পন্ন জালিয়াতির সংজ্ঞা— 1980 Cri.L.J 1361 দেখুন।

৪৬৪। **মিথ্যা দস্তাবেজ তৈয়ারী করা (Making false document)**। কোন ব্যক্তি মিথ্যা দস্তাবেজ তৈয়ার করে বলা হইবে:

প্রথমত :— যে অসাধুতাসহকারে বা প্রতারণামূলকভাবে কোন দস্তাবেজ বা দস্তাবেজের অংশ তৈয়ার করে, স্বাক্ষরযুক্ত করে, নামমুদ্রাযুক্ত করে বা নির্বাহ করে, অথবা কোন দস্তাবেজের নির্বাহ নির্দেশক কোন চিহ্ন তৈয়ার করে এইরূপ বিশ্বাস করাইবার উদ্দেশ্যে যে এইরূপ দস্তাবেজ বা দস্তাবেজের অংশ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, স্বাক্ষরিত হইয়াছিল,

ধারা ৪৬৪]

নামমুদ্রাযুক্ত করা হইয়াছিল, নির্বাহিত হইয়াছিল এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক বা এরূপ ব্যক্তির প্রাধিকার কর্তৃক যাহার দ্বারা বা যাহার প্রাধিকার দ্বারা ইহা প্রস্তুত-কৃত, স্বাক্ষরিত, নামমুদ্রাযুক্ত, বা নির্বাহিত হয় নাই বলিয়া সে জানে, অথবা এমন সময়ে যখন সে জানে যে ইহা প্রস্তুত-কৃত, স্বাক্ষরিত, নামমুদ্রাযুক্ত বা নির্বাহিত হয় নাই, অথবা

দ্বিতীয়ত:—যে, বৈধ প্রাধিকার ব্যতিরেকে, অসাধুতাসহকারে বা প্রতারণামূলকভাবে, বাতিলকরণ দ্বারা বা অন্যভাবে, কোন দস্তাবেজের পরিবর্তন ঘটায় উহার কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশের ব্যাপারে উহা নিজের দ্বারা বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুত-কৃত বা নির্বাহিত হইবার পর, ঐরূপ পরিবর্তন করার সময়ে ঐ ব্যক্তি জীবিত বা মৃত যাহাই হউক না কেন; অথবা

তৃতীয়ত:—যে অসাধুতাসহকারে বা প্রতারণামূলকভাবে কোন ব্যক্তিকে কোন দস্তাবেজে স্বাক্ষরদান করায়, নামমুদ্রাযুক্ত করায়, নির্বাহ করায় বা সংশোধন করায় ইহা জানিয়া যে এইরূপ ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতা বা প্রমত্ততার কারণে বা তাহাকে যে প্রতারণা করা হইয়াছে সেই কারণে উক্ত দস্তাবেজের বিষয়বস্তু বা পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত নহে।

দৃষ্টান্ত

(ক) প-কর্তৃক খ-এর উপর লিখিত একটি ১০,০০০ টাকার আকলপত্র [হুণ্ডি, লেটার অব ক্রেডিট] ক-এর নিকট আছে। খ-কে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে ক ১০,০০০-এ একটি শূন্য যোগ করিয়া সংখ্যাটিকে ১,০০,০০০ করে এই অভিপ্রায়ে যে, খ এইরূপ বিশ্বাস করিতে পারে যে প পত্রখানিতে ঐরূপই লিখিয়াছিল। ক জালিয়াতি করিয়াছে।

(খ) প-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে, ক, প-এর নামমুদ্রা এরূপ একটি দস্তাবেজে বসায়, যাহা প-এর নিকট হইতে ক-এর নিকট একটি স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের দস্তাবেজ বলিয়া মনে হয়; ক এইরূপ করে ঐ সম্পত্তি খ-এর নিকট বিক্রয় করিবার, এবং ঐভাবে খ-এর নিকট হইতে খরিদজনিত মূল্য লইবার উদ্দেশ্যে। ক জালিযাতি করিয়াছে।

(গ) ক খ-কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোনও ব্যাঙ্কারের উপর বাহককে প্রদেয় একটি চেক্ কুড়াইয়া তোলে, যাহাতে কোন টাকার অঙ্ক লিখিত নাই। ক প্রতারণামূলক ভাবে উক্ত চেক্-এ দশ হাজার টাকার অঙ্ক লিখিয়া উহা পূরণ করে। ক জালিয়াতি করে।

(ঘ) ক, তাহার নিযুক্তক খ-এর নিকট ক-কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি ব্যাঙ্কের চেক-এ প্রদেয় টাকার অঙ্ক না লিখিয়া উহা দিয়া যায় এবং নির্দিষ্ট টাকা প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত চেকে অনধিক দশ হাজার টাকার একট অঙ্ক লিখিয়া চেকটি পূরণ করিয়া লইতে খ-কে প্রাধিকৃত করে। খ প্রতারণামূলকভাবে উক্ত চেকটিতে কুড়ি হাজার টাকার অঙ্ক লিখিয়া উহা পূরণ করে। খ জালিয়াতি করে।

(ঙ) খ-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে, খ-এর নামে ক নিজের উপর একটি বাণিজ্যিক হুণ্ডি লেখে কোনও ব্যাঙ্কারের উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম বাণিজ্যিক হুণ্ডিরূপে বিক্রয়ের [ভুক্তানের]

অভিপ্রায়ে এবং বাণিজ্যিক হুণ্ডিটির মেয়াদ পূর্তি হইবার পর উহা তুলিয়া লইতে। এখানে ক বাণিজ্যিক হুণ্ডিটি লেখে ব্যাঙ্কারকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে এইরূপ অনুমান করাইয়া যে তাহার অনুকূলে খ-এর জামিন আছে এবং ঐ ভাবে হুণ্ডিটি বিক্রয় করিতে ; ক জালিয়াতির অপরাধে অপরাধী।

(চ) প-এর শেষ ইচ্ছাপত্রে এই কথাকয়টি বিধৃত আছে— ''আমি নির্দেশ দিতেছি যে আমার বাকি সমস্ত সম্পত্তি ক, খ ও গ এর মধ্যে সমবণ্টিত হউক।'' ক অসাধুতাসহকারে খ-এর নাম ঘষিয়া তুলিয়া ফেলে এই উদ্দেশ্যে যে এইরূপ বিশ্বাসিত হইতে পারে যে সমগ্র সম্পত্তি তাহাকে এবং গ-কে প্রদত্ত হইয়াছে। ক জালিয়াতি করিযাছে।

(ছ) ক একটি সরকারী প্রত্যর্থপত্রে পৃষ্ঠাঙ্কন করে এবং উক্ত প্রত্যর্থপত্র গাত্রে '' প-কে বা তাহার আদিষ্টকে প্রদান করুন'' কথা কয়টি লিখিয়া এবং উক্ত পৃষ্ঠাঙ্কনে সহি করিয়া উহা প-কে বা তাহার আদিষ্ট ব্যক্তিতে প্রদেয় করে। খ অসৎভাবে ''প-কে বা তাহার আদিষ্টকে প্রদান করুন'' কথাকয়টি মুছিয়া ফেলে, এবং এইরূপে ঐ বিশেষ পৃষ্ঠাঙ্কনকে ফাঁকা পৃষ্ঠাঙ্কনে পরিবর্তিত করে। খ জালিয়াতি করে।

(জ) ক একটি অস্থাবর সম্পত্তি প-এর নিকট বিক্রয় ও হস্তান্তর করে। অতঃপর ক, প-কে তাহার সম্পত্তির ব্যাপারে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে, ঐ একই সম্পত্তির ব্যাপারে খ-এর অনুকূলে একটি হস্তান্তর-দলিল সম্পাদনও করে এবং তাহাতে, যে তারিখে প-কে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইয়াছে তাহার ছয়মাস পূর্বেকার তারিখ দেওয়া হয়। এইরূপে করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে এইরূপ বিশ্বাস করা হইবে যে, প-এর নিকট উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করার পূর্বে সে উহা খ-এর নিকট হস্তান্তর করিয়াছিল। ক জালিয়াতি করিয়াছে।

(ঝ) প তাহার ইষ্টিপত্র ক-এর দ্বারা লিখাইবার জন্য তাহাকে বলে। ক উদ্দেশ্যমূলক-ভাবে, প ঐ ইষ্টিপত্রানুসারে সম্পত্তির প্রাপকরূপে যে ব্যক্তির নাম বলে, ক সেই ব্যক্তির নামের পরিবর্তে ভিন্ন ব্যক্তির নাম উহাতে লিখে এবং প-এর নির্দেশানুযায়ী সে ইষ্টিপত্রখানি লিখিয়াছে এই কথা বলিয়া প-কে প্ররোচিত করে ইষ্টিপত্রখানিতে সহি করিতে। ক জালিয়াতি করিয়াছে।

(ঞ) ক একখানি পত্র লিখে এবং খ-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে খ-এর নামে উহাতে সহি করে এবং উহা দ্বারা এই প্রশংসা করা হয় যে ক উত্তমচরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অদৃষ্টপূর্ব দুর্ভাগ্য হেতু নিদারুণ দারিদ্র ও দুর্দশার অবস্থায় আছে; এইরূপ করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে এইরূপ পত্রের সহায়তায় প এবং অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষা পাওয়া যাইবে। এখানে যেহেতু ক মিথ্যা দস্তাবেজ তৈয়ারী করিয়াছে প-কে তাহার সম্পত্তি দিয়া দিতে প্ররোচিত করার জন্যে, ক জালিয়াতি করিয়াছে।

(ট) ক, খ-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে, একখানি পত্র লেখে এবং তাহাতে খ-এর নামে সহি করে ক-এর চরিত্রের প্রশংসা করিয়া, উহা দ্বারা প-এর অধীনে কর্মে নিযুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে।

ধারা ৪৬৪]

ক জালিয়াতি করিয়াছে, পরন্তু যেহেতু সে জাল প্রশংসাপত্র দ্বারা প-কে প্রতারিত করার অভিপ্রায় করিয়াছিল, এবং তদ্বারা প-কে প্ররোচিত করিয়াছিল চাকুরির ব্যক্ত বা বিবক্ষিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে।

ব্যাখ্যা ১।— কোন ব্যক্তির নিজ নামের স্বাক্ষর জালিয়াতি রূপে পরিগণিত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক একটি বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে নিজ নাম স্বাক্ষর করে এই উদ্দেশ্যে যে এইরূপ বিশ্বাসিত হইতে পারে যে উক্ত বাণিজ্যিক হুণ্ডি ঐ একই নামের ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। ক জালিয়াতি করিয়াছে।

(খ) ক এক টুকরা কাগজে "স্বীকৃত" শব্দটি লেখে এবং প-এর নামে উহাতে সহি করে যাহাতে খ পরবর্তীকালে ঐ কাগজে প-এর উপর খ কর্তৃক লিখিত একটি বাণিজ্যিক হুণ্ডি লিখিতে পারে যেন উহা প-কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। ক জালিয়াতির অপরাধে অপরাধী, এবং যদি খ, ঐ তথ্য অবগত হইয়া ক-এর উদ্দেশ্যানুসারে ঐ কাগজের উপর ঐ বাণিজ্যিক হুণ্ডি লেখে, (তাহা হইলে) খ-ও জালিয়াতির অপরাধে অপরাধী হইবে।

(গ) ক, একই নামের জনৈক ভিন্ন ব্যক্তির আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে প্রদেয় একটি বাণিজ্যিক হুণ্ডি কুড়াইয়া পায়। ক ঐ বাণিজ্যিক হুণ্ডিটিকে স্বীয় নামে পৃষ্ঠাঙ্কিত করে এইরূপ বিশ্বাস করাইবার উদ্দেশ্যে যে, যে ব্যক্তির আদিষ্টকে উহা প্রদেয় ছিল সেই ব্যক্তি কর্তৃক উহা পৃষ্ঠাঙ্কিত হইয়াছে: এখানে ক জালিয়াতি করিয়াছে।

(ঘ) খ-এর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত আজ্ঞাপ্তির নির্বাহে বিক্রীত স্থাবর সম্পত্তি ক খরিদ করে। খ, উক্ত স্থাবর সম্পত্তি অধিকৃত হইবার পর, প-এর সহিত ষড়যন্ত্রমূলক সহযোগিতাক্রমে যৎসামান্য ভাড়ায় প-কে ঐ স্থাবর সম্পত্তি লিজে দেয় এবং উহা করে দীর্ঘকালের জন্য, এবং উক্তরূপ অধিকৃত হইবার ছয়মাস পূর্বেকার তারিখ ঐ লিজে দেওয়া হয় ক-কে প্রতারিত করার অভিপ্রায়ে,এবং এইরূপ বিশ্বাস করাইবার উদ্দেশ্যে যে ঐ লিজ দেওয়া হইয়াছিল ঐরূপ অধিকার হওয়ার পূর্বে। যদিও, খ উক্ত লিজ নির্বাহ করিয়াছে তাহার নিজের নামে, (তথাপি) সে অতীতের তারিখ উহাতে বসাইয়া জালিয়াতি করে।

(ঙ)জনৈক ব্যবসায়ী, ক, শোধাক্ষমতা পূর্বানুমান করিয়া ক-এর সুবিধাসৃষ্টির জন্য মালপত্র খ-এর নিকট রাখে, এবং উদ্দেশ্য থাকে তাহার উত্তমর্ণগণকে প্রবঞ্চিত করার, এবং এই লেনদেন বর্ণযুক্ত করিবার জন্য একটি প্রত্যর্থপত্র (promissory note) লেখে প্রাপ্ত মূল্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা খ-কে দিতে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া, এবং উক্ত পত্রে অতীতের তারিখ বসায় এই অভিপ্রায়ে যে এইরূপ বিশ্বাসিত হইতে পারে যে ঐরূপ করা হইয়াছে ক যখন শোধাক্ষম [দেউলিয়া] হইবার মুখে, তাহার পূর্বে। ক জালিয়াতি করিয়াছে সংজ্ঞার প্রথমাংশ অনুসারে।

ব্যাখ্যা ২।— কল্পিত [অলীক, সাজশ, অসত্য] ব্যক্তির নামে মিথ্যা দস্তাবেজ তৈয়ার করা এইরূপ বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যে দস্তাবেজটি তৈয়ার করা হইয়াছে বাস্তব ব্যক্তি কর্তৃক, অথবা কোন মৃত ব্যক্তির নামে, এইরূপ বিশ্বাস করাইবার উদ্দেশ্যে যে দস্তাবেজটি করা হইয়াছে ঐ ব্যক্তি কর্তৃক তাহার জীবদ্দশায়, জালিয়াতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক একজন কল্পিত ব্যক্তির উপর একটি হুণ্ডি লেখে, এবং প্রতারণামূলকভাবে ঐ হুণ্ডি ঐরূপ কল্পিত ব্যক্তির নামে স্বীকার বা গ্রহণ করে বিনিময় করার উদ্দেশ্যে। ক জালিযাতি করে।

৪৬৫। **জালিয়াতির দণ্ড** (Punishment for forgery)। যে কেহ জালিয়াতি করে সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেযাদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকাব দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

টীকা

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচাবযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওযাব অযোগ্য।

৪৬৬। **আদালতের নথির বা সরকারী নিবন্ধ পুস্তক, ইত্যাদির জালিয়াতি** (Forgery of record of Court or of public register, etc.)। যে কেহ কোন ন্যায়ালয়ের নথি বা কার্যবাহ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এইরূপ দস্তাবেজ বা ন্যায়ালয়ের কোন দস্তাবেজ, অথবা জন্ম, পবিত্র বারিতে অভিসিঞ্চন, বিবাহ অথবা মৃতদেহ সমাহিত করণ সংক্রান্ত নিবন্ধ পুস্তক, অথবা কোন রাজভৃত্য কর্তৃক রাজভৃত্যরূপে রক্ষিত নিবন্ধ পুস্তক, অথবা কোন রাজভৃত্য কর্তৃক তাহাব সরকারী ক্ষমতাবলে প্রস্তুত-করা বলিয়া প্রতীয়মান হয় এইরূপ প্রমাণ পত্র বা দস্তাবেজ, অথবা কোন মামলা দায়ের করার বা কোন মামলার বিরুদ্ধতা করার, অথবা তাহাতে কোন কার্যবাহ গ্রহণের অথবা রায় বা মোক্তারনামা সম্বন্ধীয় স্বীকারোক্তি করার প্রাধিকার জাল করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ **টীকা** ॥

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি দস্তাবেজটি জাল করিয়াছে।

[২] যে দলিল জাল করা হইয়াছে তাহা বর্তমান ধারায় অর্থাৎ ৪৬৬ ধারায় উল্লেখিত শ্রেণীগুলির অন্তর্ভুক্ত।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্ন বর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে কোনও একটি দস্তাবেজ, যাহা....., জাল করিয়াছেন যাহা নথি/ ন্যায়ালয়ের কার্যবাহ বলিয়া অনুমিত হয় এবং যে, এই কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

ধারা ৪৬৭]

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের উপর আপনার বিচার হউক।

৪৬৭। **মূল্যবান প্রতিভূতি, [ঋণের বা সম্পত্তির নিদর্শনপত্র] ইষ্টিপত্র, প্রভৃতির** জালিয়াতি (Forgery of valuable security, will, etc.)। যে কেহ এরূপ দস্তাবেজ জাল করে যাহা মূল্যবান প্রতিভূতি বা ইষ্টিপত্র [শেষ ইচ্ছাপত্র, উইল] অথবা দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অথবা যাহা কোন ব্যক্তিকে কোন মূল্যবান প্রতিভূতি তৈয়ার বা হস্তান্তর করার বা আসল, তদুপরি সৃষ্ট সুদ বা লভ্যাংশ গ্রহণ করিতে প্রাধিকার দেয় অথবা কোন অর্থ, অস্থাবর সম্পত্তি অথবা মূল্যবান প্রতিভূতি অথবা ঋণমুক্তি-পত্র বা টাকা প্রদানের প্রাপ্তি স্বীকৃতিসূচক রসিদপত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয় এরূপ দস্তাবেজ অথবা কোন ঋণমুক্তিপত্র বা অস্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি অর্পণের রসিদপত্র জাল করে, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং সে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

১। **জঘন্য [চরম দুর্বৃত্তিপূর্ণ] অপরাধের দণ্ড হওয়া অত্যাবশ্যক।** অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয় ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৬৭ ধারা ও ৪৭১ ধারা অনুসারে; ট্রায়ালকোর্ট তাহাকে ৪৬৭ ধারামতে দোষীরূপে সাব্যস্ত করেন; ৪৬৫ ধারামতে কোনও আদেশ দেওয়া হয় না। আপীলে হাইকোর্ট ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৬৫ ধারা অনুসারে উক্ত আপীল বাতিল (ডিস্‌মিস) করিয়া দেন। পুনশ্চ আপীল করা হইলে সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত প্রকাশ করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে তাহা যে নিরতিশয় জঘন্য প্রকৃতির তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রায়ে বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবেক্ষাধীনে মুক্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে লোকটি দণ্ডিত হইবার সম্ভাবনার মধ্যে রহিয়াছে এবং ইতোমধ্যে সে কারাগারে কাটাইয়াছে দীর্ঘ ৯ মাস কাল। দণ্ডকাল হইতে উক্ত কাল বাদ যাইবে [শরবন কুমার ব. স্টেট্ অব্ ইউ. পি, AIR 1985 SC 1663]

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি জালিয়াতি [কূটকর্ম, কূটলেখ] করিয়াছে।

[২] যে দস্তাবেজ জাল করা হইয়াছে তাহা বর্তমান ধারায় (অর্থাৎ ৪৬৭ ধারায়) উল্লেখিত শ্রেণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

৩। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য— অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.....ঘটিকায়......স্থানে......উদ্দেশ্যে কোনও-একটি দস্তাবেজ, যথা......, যাহা দেখিলে মূল্যবান প্রতিভূতি বলিয়া/ .....কর্তৃক কৃত শেষ ইচ্ছাপত্র/ ইষ্টিপত্র বলিয়া/

ধারা ৪৬৮]

....কর্তৃক.....কে প্রদত্ত দত্তকগ্রহণ প্রাধিকার বলিয়া/ ....কে প্রদত্ত কোনও মূল্যবান প্রতিভূতি, যথা....তৈয়ার করার/ হস্তান্তর করার প্রাধিকার ....বলিয়া ধারণা জন্মে, এবং এইরূপ কর্ম সম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৬৭ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের উপর আপনার বিচার হউক।

৪৬৮। **প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি** (Forgery for purpose of cheating)। যে কেহ জালিয়াতি করে এই উদ্দেশ্যে যে জাল করা দস্তাবেজ প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে এবং সে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইতে পারে।

।। টীকা ।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Proof] প্রমাণ করুন যে—

[১] দস্তাবেজটি একটি জাল দস্তাবেজ [কূটলেখ্য]।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই দস্তাবেজটি জাল করিয়াছে।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছে এই অভিপ্রায়ে [উদ্দেশ্যে] যে উহা প্রতারণার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচার যোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি উল্লেখ করুন] এতদ্দ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] ....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.....ঘটিকায়....স্থানে কোনও একটি দস্তাবেজ যথা......জাল করিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে উহা প্রতারণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে, এবং যে, এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ডসংহিতার ৪৬৮ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের উপর আপনার বিচার হউক।

৪৬৯। **সুনামের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি** (Forgery for the purpose of harming reputation)। যে কেহ এই উদ্দেশ্যে জালিয়াতি করে যে জাল করা দস্তাবেজ কোন পক্ষের সুনামের ক্ষতি করিবে, অথবা ইহা অবগত থাকিয়া যে উহার ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

।। টীকা ।।

১। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Proof]: প্রমাণ করুণ যে—

[১] প্রশ্নাধীন দস্তাবেজটি একটি জাল দস্তাবেজ [কূটলেখ্য]।

ধারা ৪৭০]

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জাল করিয়াছে।

[৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছে এই উদ্দেশ্যে যে কূটলেখ্যটি ব্যক্তি বিশেষের সুনামের ক্ষতি করিবে/ অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিত যে উহা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার যোগ্য অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৩। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি........তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.........ঘটিকায়...........স্থানে একটি দস্তাবেজ, যথা.........., জাল করিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে ইহা ....এঁর সুনামের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে। ইহা জানিয়া যে, উহা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং যে, এইরূপ কার্য সম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৬৯ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমা কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের উপর আপনার বিচার হউক।

৪৭০। **কূটলেখ্য [জাল দস্তাবেজ]** (Forged document)। সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ জালিয়াতি দ্বারা তৈয়ারী মিথ্যা দস্তাবেজকে "জাল দস্তাবেজ" আখ্যা দেওয়া হয়।

৪৭১। **জাল দস্তাবেজ খাঁটি [অকৃত্রিম, স্বাভাবিক] দস্তাবেজ হিসাবে ব্যবহার করা** (Using as genuine a forged document)। যে কেহ প্রতারণামূলকভাবে বা অসততাসহকারে যে দস্তাবেজকে সে জাল দস্তাবেজ বলিয়া জানে বা জাল দস্তাবেজ বলিয়া বিশ্বাস করার কারণ আছে, তাহা খাঁটি দস্তাবেজরূপে ব্যবহার করে, সে নিজে ঐ দস্তাবেজ জাল করিলে যে প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইত, সেই একই প্রকারে দণ্ডিত হইবে।

॥ **টীকা** ॥

জঘন্য অপরাধের দণ্ড হওয়া প্রয়োজন। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছেন ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৬৭ এবং ৪৭১ ধারামতে। ট্রায়াল কোর্টে তিনি ৪৬৭ ধারামতে দোষী সাব্যস্ত হন, ৪৬৫ ধারামতে কোন আদেশ দেওয়া হয় না। আপীলে হাইকোর্ট উক্ত সংহিতার ৪৬৫ ধারা অনুসারে কথিত আপীল বাতিল করিয়া দেন। পরবর্তী আপীলে সুপ্রীম কোর্ট এই মন্তব্য করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি-কৃত অপরাধ খুবই দুর্বৃত্তিপূর্ণ অপরাধ; অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবেক্ষাধীনে মুক্তিদান অবাঞ্ছনীয়। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তি দণ্ডিত হইবার সম্ভাবনার মধ্যে বাস করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে কারাগারে কাটাইয়াছেন দীর্ঘ নয়মাস। ভোগ্য দণ্ডকাল হইতে উক্ত সময় বাদ পড়িবে [শরবন কুমার ব. স্টেট্ অব্ ইউ. পি. AIR 1985 SC 1663]

৪৭২। **৪৬৭ ধারামতে দণ্ডযোগ্য জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে জাল নামমুদ্রা ইত্যাদি তৈয়ার করা বা দখলে রাখা** (Making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit forgery punishable under section 467)। যে কেহ এই

সংহিতার ৪৬৭ ধারামতে দণ্ডযোগ্য হয় এরূপ জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে কোন ছাপ দিবার নিমিত্ত কোন নাম মুদ্রা [সীলমোহর], ফলক (বা চাকতি) বা অন্যবিধ সাধিত্র (instrument) তৈয়ার বা জাল করে, অথবা এইরূপ উদ্দেশ্যে তাহার দখলে এরূপ কোন নামমুদ্রা, ফলক বা অন্য সাধিত্র রাখে তাহা জাল বলিয়া জানিয়াও, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর হইতে পারে, এবং সে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইতে পারে।

৪৭৩। **অন্যভাবে দণ্ডযোগ্য জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে জাল নামমুদ্রা ইত্যাদি তৈয়ার বা দখলে রাখা** (Making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit frogery punishable otherwise)। ৪৬৭ ধারা ব্যতীত এই পরিচ্ছেদের যে কোন ধারামতে দণ্ডযোগ্য হয় এরূপ জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে কোন ছাপ দিবার নিমিত্ত কোন নামমুদ্রা, ফলক বা অন্যবিধ সাধিত্র তৈযার বা জাল করে অথবা ঐরূপ উদ্দেশ্যে তাহার দখলে এরূপ কোন নামমুদ্রা, ফলক বা অন্যবিধ সাধিত্র রাখে তাহা জাল বলিযা জানিয়াও, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

৪৭৪। **জাল বলিয়া জানিয়া এবং খাঁটি বলিয়া ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ৪৬৬ ও ৪৬৭ ধারায় উল্লেখিত দস্তাবেজ দখলে রাখা** (Having possession of document described in section 446 or 467, knowing it to be forged and intending to use it as genuine)। যে কেহ, কোন দস্তাবেজ জাল বলিয়া জানিয়া এবং উহা প্রতারণামূলকভাবে বা অসততাসহকারে খাঁটি বলিয়া ব্যবহৃত হওয়াইবার এই উদ্দেশ্যে নিজের নিকট রাখে, যদি উহা এই সংহিতার ৪৬৬ ধারার উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী হয়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে; এবং দস্তাবেজটি যদি ৪৬৭ ধারায় উল্লেখিত বর্ণনার একটির মত হয়, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

৪৭৫। **৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজসমূহ প্রমাণিত করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র [কল] বা চিহ্ন জাল করা অথবা জালচিহ্নযুক্ত বস্তু নিজের নিকট রাখা** (Counterfeiting device or mark used for authenticating documents described in section 467 or possessing counterfeit marked material)। যে কেহ এই সংহিতার ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত কোন দস্তাবেজ প্রমাণীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন বস্তু, কল বা চিহ্নর উপর বা তাহার প্রধান অংশর উপর কোন জালিয়াতি করে এই উদ্দেশ্যে যে ঐ কল বা চিহ্ন তখন ঐ বস্তুর উপর জাল করা বা অতঃপর ঐ বস্তুর উপর জাল করা কোন দস্তাবেজে বিশুদ্ধতা প্রমাণীকৃত হওয়ার আকৃতি দিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, অথবা যে, এইরূপ উদ্দেশ্য এরূপ বস্তু নিজ দখলে রাখিয়াছে যাহার উপর বা যাহার প্রধান অংশর উপর এরূপ কোন কল বা চিহ্ন জাল করা হইয়াছে, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

ধারা ৪৭৬]

৪৭৬। ৪৬৭ ধারায় যে গুলি বর্ণিত আছে সেইগুলি ব্যতীত অন্য দস্তাবেজসমূহ প্রমাণিত করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বা চিহ্ন জাল করা, অথবা জালচিহ্নযুক্ত বস্তু ব্যবহার করা (Counterfeiting device or mark used for authenticating documents other than those described in section 467, or possessing counterfeit marked material)। যে কেহ এই সংহিতার ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজসমূহ ব্যতীত অন্য দস্তাবেজ প্রমাণীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন বস্তু, কোন কল বা চিহ্নের উপর বা তাহার কোন প্রধান অংশের উপর কোন জালিয়াতি করে এই রূপ উদ্দেশ্য করিয়া যে এইরূপ কল বা চিহ্ন, এরূপ কোন বস্তুর উপর তৎকালে জাল করা বা তৎউপরি জাল করা কোন দস্তাবেজকে উহার বিশুদ্ধতা প্রমাণিকৃত হওয়ার আকৃতি প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা হইবে, অথবা, যে, এই প্রকার উদ্দেশ্যে তাহার নিজের নিকট এইরূপ কোন বস্তু রাখিয়াছে যাহার উপর বা যাহার প্রধান অংশর উপর এইরূপ কোন কল বা চিহ্ন জাল করা হইয়াছে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

৪৭৭। উইল [শেষ ইচ্ছাপত্র; ইষ্টিপত্র, পোষ্যগ্রহণের প্রাধিকার, অথবা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রতারণামূলকভাবে বাতিল করা, ধ্বংস করা, ইত্যাদি (Fraudulent cancellation, destruction etc., of will, authority to adopt, or valuable security)। যে কেহ, প্রতারণামূলকভাবে অথবা অসততাসহকারে, অথবা, জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির লোকসান বা ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে, যে দস্তাবেজ উইল বা উইল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অথবা, পুত্র গ্রহণের প্রাধিকার, অথবা যে কোন মূল্যবান প্রতিভূতি, সেই দস্তাবেজ বাতিল করে, ধ্বংস করে বা মুছিয়া ফেলে অথবা বাতিল করিতে, ধ্বংস করিতে বা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টিত হয়, অথবা যে দস্তাবেজ উইল বা উইল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অথবা পুত্রগ্রহণের প্রাধিকার, অথবা যে কোন মূল্যবান প্রতিভূতি, সেই দস্তাবেজ লুক্কাইত রাখে বা লুক্কাইত রাখিতে চেষ্টিত হয়, অথবা এইরূপ দস্তাবেজ সম্পর্কে কোন ক্ষতি সংসাধন করে, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

৪৭৭ ক। হিসাব মিথ্যাকরণ (Falsification of accounts)। যে কেহ, যিনি করণিক, আধিকারিক বা কর্মচারী অথবা করণিক, আধিকারিক বা কর্মচারী রূপে নিযুক্ত থাকিয়া অথবা ঐরূপ ক্ষমতাবলে কর্মসম্পাদনকালে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কোন বহি, কাগজ, লিখন, মূল্যবান প্রতিভূতি বা হিসাব, যাহার মালিক তাহার নিয়োগকারী বা তাহার নিয়োগকারীর অধিকারভুক্ত আছে, অথবা যাহা তদ্‌কর্তৃক তাহার নিয়োগকারীর পক্ষে বা অনুকূলে পরিগৃহীত হইয়াছে, ধ্বংস করে, পরিবর্তন করে, বাদ-সাদ দিয়া অসম্পূর্ণাঙ্গ করে, কিংবা মিথ্যাকরণ করে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে এরূপ কোন বহি, কাগজ, লিখন, মূল্যবান প্রতিভূতি বা হিসাব হইতে বা তাহাতে কোন মিথ্যা লিখন অনুপ্রবিষ্ট করায় বা ঐরূপ করা প্রোৎসাহিত করে, কিংবা উহা হইতে বা উহাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্জন করে বা পরিবর্তন করে কিংবা ঐরূপ বর্জন বা পরিবর্তন

প্রোৎসাহিত করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার অধীন অভিযোগপত্রে কোন বিশেষ যে ব্যক্তিকে প্রতারিত করাব অভিপ্রায় করা হইযাছে সেই ব্যক্তির নাম না করিয়া কিংবা নির্দিষ্ট যে পরিমাণ টাকা উক্ত প্রতারণার বিষয় তাহা অথবা যে বিশেষ দিনে অপরাধটি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ না করিয়া, প্রতারণা করার সাধারণ উদ্দেশ্যের অভিযোগ আনয়ন যথেষ্ট হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **পরিবহন অনুমতিপত্রে মিথ্যা লিখন**। সরকারকে প্রবঞ্চিত করার অভিপ্রায়ে পরিবহন অনুমতিপত্রে [ট্রান্সপোর্ট পারমিটে] মিথ্যা লিখন প্রবিষ্ট করার অভিযোগ আনীত হয় জনৈক সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে ৪৬৭ ধারামতে। রায়ে বলা হয়, ৪৭৭-ক ধারা লঙ্ঘন কবার দরুণ অপরাধী বলিয়া সাব্যস্তকরণ অবৈধ হইবে না যদিও অনুমতিপত্রকে [পারমিটকে] 'হিসাব' বলা যায় না [জি. ডি. শর্মা ব. স্টেট্ অব্ উত্তরপ্রদেশ, AIR 1960 SC 400]

সম্পত্তি চিহ্ন ও অন্য চিহ্ন বিষয়ক

৪৭৮। [নিরসিত]

৪৭৯। **সম্পত্তি চিহ্ন** (Property mark)। কোন অস্থাবর সম্পত্তি যে কোন বিশেষ ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত তাহা নির্দেশ করিবার জন্য ব্যবহৃত চিহ্নকে সম্পত্তি চিহ্ন বলে।

৪৮০। [নিরসিত]

৪৮১। **মিথ্যা সম্পত্তি চিহ্ন ব্যবহার** (Using a false property mark)। যে কেহ কোন অস্থাবর সম্পত্তি অথবা মালপত্র বা অস্থাবর সম্পত্তি বা মালপত্রবাহী কোন আধার, মোড়ক বা অন্যবিধ পাত্র চিহ্নিত করে অথবা যাহাব উপর চিহ্ন দেওয়া আছে এরূপ আধার, মোড়ক বা অন্যবিধ পাত্র ব্যবহার করে সঙ্গতভাবে হিসাব করিয়া এইরূপ বিশ্বাস করাইবার জন্য যে ঐভাবে চিহ্নিত করা সম্পত্তি বা মালপত্র বা ঐভাবে চিহ্নিত ঐরূপ কোন পাত্রে বাহিত যে কোন সম্পত্তি বা মালপত্র এরূপ ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত যাহার মালিকানাভুক্ত ঐগুলি নহে, সে মিথ্যা সম্পত্তি চিহ্ন ব্যবহার করে বলা হয়।

৪৮২। **মিথ্যা সম্পত্তি চিহ্ন ব্যবহার করার দণ্ড** (Punishment for using a false property mark)। যে কেহ মিথ্যা সম্পত্তি চিহ্ন ব্যবহার করে, যদি না সে প্রমাণ করে যে সে প্রতারণার উদ্দেশ্যে কোন কার্য করে নাই, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৪৮৩। **অন্য কর্তৃক ব্যবহৃত সম্পত্তি চিহ্ন জাল করা** (Counterfeits a property mark used by another)। যে কেহ অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত সম্পত্তি চিহ্ন জাল করে সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেযাদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে, অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা ৪৮৪]

৪৮৪। রাজ ভৃত্য কর্তৃক ব্যবহৃত চিহ্ন জাল করা (Counterfeiting a mark used by a public servant)। যে কেহ কোন রাজভৃত্য কর্তৃক ব্যবহৃত সম্পত্তি চিহ্ন জাল করে অথবা কোন সম্পত্তি যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক বা কোন নির্দিষ্ট সময়ে বা স্থানে উৎপাদিত হইয়াছে, অথবা ঐ সম্পত্তি যে একটি নির্দিষ্ট গুণমানের বা একটি নির্দিষ্ট কার্য-ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছে অথবা ইহা যে কোন ছাড় পাইবার যোগ্য, তাহা নির্দেশ করিবার জন্য, কোন রাজভৃত্য কর্তৃক ব্যবহৃত যে কোন চিহ্ন জাল করে, অথবা এরূপ কোন চিহ্ন জাল বলিয়া জানিয়াও খাঁটি বলিয়া ব্যবহার করে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে, এবং, আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

৪৮৫। সম্পত্তি চিহ্ন জাল করার জন্য যে কোন যন্ত্র তেয়ারী করা বা নিজের নিকট রাখা (Making or possession of any instrument for counterfeiting a property mark)। যে কেহ কোন সম্পত্তি চিহ্ন জাল করার উদ্দেশ্যে কোন ছাঁচ, চাকতি বা অন্য যন্ত্র তৈয়ার করে বা নিজেব নিকট রাখে অথবা কোন সম্পত্তি চিহ্ন নিজের নিকট রাখিয়াছে ইহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে যে, কোন মাল একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন যে ব্যক্তির মালিকানাধীন ঐগুলি নহে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি প্রসারিত হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৪৮৬। জাল সম্পত্তি চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত দ্রব্য বিক্রয় করা (Selling goods marked with a counterfeit property mark)। যে কেহ, এরূপ মাল বা দ্রব্য যাহার উপর জাল সম্পত্তি চিহ্ন লাগানো বা প্রদত্ত হইয়াছে অথবা ঐরূপ মালবাহী কোন আধার, মোড়ক বা অন্যবিধ যে পাত্রে বা পাত্রের উপর জাল সম্পত্তি চিহ্ন লাগানো বা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা, বিক্রয় করে বা সর্বজনের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপিত করে অথবা বিক্রয়ার্থে স্বীয় দখলে রাখে, সে, যদি না সে প্রমাণ করে—

(ক) যে, এই ধারার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করার বিরুদ্ধে যাবতীয় সঙ্গত সতর্কতা গ্রহণ করিয়া, অভিযোগে বর্ণিত অপরাধ করার সময়ে তাহার ঐ চিহ্নর বিশুদ্ধতায় সন্দেহ করিবার কোন কারণ ছিল না, এবং

(খ) যে, অভিযোগকারী চাহিবামাত্র বা অভিযোগকারীর পক্ষে দাবি করা মাত্র, সে, যে ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে ঐরূপ মাল বা দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে সেই ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে তাহার ক্ষমতামধ্যস্থ যাবতীয় সমাচার প্রদান করিয়াছে, অথবা

(গ) যে, অন্যভাবে সে নির্দোষভাবে [দোষশূন্যতাসহকারে, ছলাকলাশূন্যতাসহকারে, সরলতাসহকারে] কার্য করিয়াছে,

সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৪৮৭। **মালপত্রবাহী পাত্রের উপর মিথ্যা চিহ্ন দেওয়া** (Making a false mark upon any receptacle containing goods)। যে কেহ এরূপভাবে মালবাহী কোন আধার, মোড়ক বা অন্যপাত্রে কোন মিথ্যা চিহ্ন দেয় যাহা সঙ্গতভাবে কোন রাজ ভৃত্যকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে এই বিশ্বাস করায় বলিয়া মনে করা যায় যে এই পাত্রে এরূপ মাল আছে যাহা ঐ পাত্রে নাই অথবা, যে, ইহাতে এরূপ মাল নাই যাহা ইহাতে আছে, অথবা এইপাত্রে যে মাল আছে তাহা এরূপ প্রকৃতি বা গুণমানবিশিষ্ট যাহা উহার যথার্থ প্রকৃতি বা গুণমান হইতে পৃথক, সে, যদি না সে প্রমাণ করে যে সে প্রতারণা করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কার্য করিয়াছে, যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিন বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৪৮৮। **এরূপ কোন মিথ্যাচিহ্ন ব্যবহারের দণ্ড** (Punishment for making use of any such false mark)। যে কেহ পূর্ববর্তী ধারার দ্বারা নিষিদ্ধ যে কোন পদ্ধতিতে ঐরূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করে, সে, যদি না সে প্রমাণ করে যে সে প্রতারণা করার অভিপ্রায় ব্যতিরেকে কার্য করিয়াছে, এরূপ ভাবে দণ্ডিত হইবে যেন সে ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছে।

৪৮৯। **ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি চিহ্নের গুপ্ত পরিবর্তন সাধন** (Tampering with property mark with intent to cause injury)। যে কেহ কোন সম্পত্তি চিহ্ন অপসারণ করে, ধ্বংস করে, মুছিয়া ফেলে বা তাহাতে কিছু সংযোজন করে এই অভিপ্রায়ে যে অথবা ইহা সম্ভব বলিয়া জানিয়া যে ঐরূপ কার্য সম্পাদন দ্বারা কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হইবে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

॥ প্রয়োগ (Practice)॥

১। **সাক্ষ্য** (Evidence): প্রমাণ করুন:—

[১] যে, প্রশ্নাধীন চিহ্নটি সম্পত্তি চিহ্ন।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ চিহ্ন অপসারিত করিয়াছে, বিনষ্ট করিয়াছে অথবা মুছিয়া ফেলিয়াছে (defaced) অথবা তাহাতে অন্য কিছু যোগ করিয়াছে।

[৩] ঐরূপ কার্য সম্পাদন দ্বারা কোনও ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে সে ঐরূপ করিয়াছে; অথবা, ঐরূপ কার্য সম্পাদনের ফলে কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইতে পারে তাহা অবগত থাকিয়া সে ঐরূপ করিয়াছে।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure):

[১] প্রগ্রাহ্য নহে

[২] আহ্বান পত্র

[৩] প্রতিভাব্য [জামিনযোগ্য]

[৪] শাস্তি মাফ্ করা বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য নহে

ধারা ৪৮৯ ক]

[৫] ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য

৩। **অভিযোগ** (Charge):

আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করিতে হইবে] এতদ্দ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ্য] নামধারী/ নাম্নী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ্য].........তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে..........ঘটিকায় ....স্থানে...........সম্পত্তি চিহ্ন অপসারণ করিয়াছেন [বা, বিনষ্ট করিয়াছেন বা মুছিয়া ফেলিয়াছেন বা তাহাতে অন্য শব্দ যোগ করিয়াছেন] এই উদ্দেশ্যে যে, ঐরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা আপনি ক খ- এর ক্ষতি করিবেন [অথবা, ইহা জানিয়া যে আপনার কার্য ক খ-এর ক্ষতি করিতে পারে], এবং যে, ঐরূপ কার্য সম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৮৯ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং এতদ্দ্বারা আমি নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

কারেন্সী নোট [পত্রমুদ্রা] এবং ব্যাঙ্ক নোট বিষয়ক

৪৮৯ ক। **কারেন্সী নোট অথবা ব্যাঙ্ক নোট জাল করা** (Counterfeiting currency notes or bank notes)। যে কেহ কোন কারেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোট জাল করে কিংবা জানিয়া-শুনিয়া জালকরণ প্রক্রিয়ার যে কোন অংশ সম্পাদন করে সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার এবং ৪৮৯-খ, ৪৮৯-গ, ৪৮৯-ঘ এবং ৪৮৯-ঙ ধারার প্রয়োজনে "ব্যাঙ্ক নোট" অভিব্যক্তিটির অর্থ হইল প্রত্যর্থপত্র কিংবা পৃথিবীর যে কোন অংশে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় পরিচালনাকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক কিংবা যে কোন রাষ্ট্রের বা সার্বভৌম শক্তির প্রাধিকার দ্বারা বা ঐরূপ প্রাধিকারের অধীনে প্রদত্ত, চাহিবামাত্র বাহককে অর্থ প্রদানের চুক্তি, এবং যাহা অর্থের সহিত সমভাবে বিনিময়ে [তুল্য] বা উহার বিকল্পরূপে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত।

॥ **টীকা** ॥

১। **মন্তব্য:** বর্তমান ধারাটি ২৩১ ও ২৫৫ ধারার অনুরূপ।

২। **উদ্দেশ্য** (Object): ৪৮৯-ক, ৪৮৯-খ, ৪৮৯-গ, এবং ৪৮৯-ঘ ধারা চারিটি পত্রমুদ্রা জালিয়াতি আইন [বিহিতক, অধিনিয়ম], ১৮৯৯-এর (১৮৯৯-এর ১২ আইন-এর) ২ ধারাদ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে যাহাতে কারেন্সী নোট (পত্রমুদ্রা) এবং ব্যাঙ্ক নোট সংক্রান্ত জালিয়াতির ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। পাঠক অবহিত হইবেন যে, ভারতে পত্রমুদ্রা প্রচলিত হওয়ার পূর্বে যেহেতু ভারতীয় দণ্ড সংহিতা প্রচলিত করা হইয়াছিল, সেইহেতু, পত্রমুদ্রার সুরক্ষার নিমিত্ত কোন বিশেষ বিধান উহাতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যমান ছিল না,— যাহা বিদ্যমান ছিল তাহা হইল মূল্যবান প্রতিভূতির জালিয়াতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ কতকগুলি বিধান। যথার্থ ঘটনা হইল এই যে, এই ধারাগুলি

সংযোজিত হইবার পূর্বে পত্রমুদ্রা জালিয়াতির অভিযোগ আনিতে হইত ৪৬৭, ৪৭১ এবং ৪৭২ ধারা অনুসারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ৪৬৭ ধারা বিধৃত বিধানসমূহের দ্বারা সাধারণ ভাবে জালিয়াতি সম্পর্কে এবং বিশেষ ভাবে পত্রমুদ্রা জালিয়াতি সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইত। তথাপি, কখনও কখনও এই ধারাগুলির প্রয়োগদ্বারা সর্বদা দোষীরূপে সাব্যস্তকরণ সম্ভব হইত না।

৩। **পরিভাষা:** (১) Act: আইন, বিহিতক, অধিনিয়ম; (২) Forgery: কূটকর্ম, কূটলেখ, জালিয়াতি।

।। ব্যবহার (Practice)।।

৪। **সাক্ষ্য** (Evidence): প্রমাণ করুন যে:

[১] প্রশ্নাধীন নোটটি একটি কারেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোট।

[২] অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা জাল করিয়াছে কিংবা জানিয়া-শুনিয়া জাল করার ধারাবাহিক কার্যাবলীর যে কোন অংশ সম্পাদন করিয়াছে।

এই ধারার অধীনে দোষীরূপে সাব্যস্ত করা যাইবে না যদি না ইহা প্রমাণ করা যায় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জালিয়াতি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল এবং হয় সে জালিয়াতি করিয়াছে নতুবা সে জাল করার ধারাবাহিক কার্যাবলীর যে কোন অংশ সম্পাদন করিয়াছে।

৫। **প্রক্রিয়া** (Procedure):

[১] প্রগ্রাহ্য

[২] পরওয়ানা প্রদানযোগ্য

[৩] জামিনযোগ্য নহে

[৪] আপসে মীমাংসার অযোগ্য

[৫] দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য।

৬। **অভিযোগ** (Charge): আমি [দায়রা বিচারকের নাম ও পদ] এতদ্বারা..........নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:—

যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পিতার নাম]...........তারিখে কিংবা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে...........স্থানে..........মূল্যের কারেন্সী নোট (পত্রমুদ্রা) / ব্যাঙ্ক নোট জাল করিয়াছেন (অথবা জানিয়া-শুনিয়া জালিয়াতির ধারাবাহিক কার্যাবলীর একটি অংশ সম্পাদন করিয়াছেন) এবং এইরূপ কূটকর্ম সম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতা বাহিত ৪৮৯ ক ধারা অনুসারে অপরাধ সম্পাদন করিয়াছেন। এবং উক্ত হীনকর্ম মৎকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

৪৮৯ খ। জাল বা কৃত্রিম কারেন্সী নোট অথবা ব্যাঙ্ক নোট আসল [খাঁটি] রূপে ব্যবহার করা (Using as genuine, forged or counterfeit currrency notes or bank notes)। যে কেহ কোন জাল করা বা কৃত্রিম কারেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোট অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রয় করে বা গ্রহণ করে

বা অন্যপ্রকারে কেনা-বেচা করে অথবা আসল বলিয়া ব্যবহার করে উহা জাল বা কৃত্রিম বলিয়া জানিয়া অথবা ঐরূপ বিশ্বাস করা কারণ থাকা সত্ত্বেও, সে যাজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, অথবা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

৪৮৯ গ। **জাল বা কৃত্রিম কারেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোট নিজ দখলে রাখা** (Possession of forged or counterfeit currency notes or bank notes)। যে কেহ কোন জাল বা কৃত্রিম কারেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোট নিজের নিকট রাখিয়াছে তাহা জাল বা কৃত্রিম বলিয়া জানিযা বা ঐরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও এবং উহা আসল বলিযা ব্যবহারের অভিপ্রায়ে বা এই অভিপ্রায়ে যে উহা আসল হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৪৮৯ ঘ। **কারেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোট জাল বা নকল করার জন্য ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি বা বস্তু তৈয়ারী করা বা নিজের নিকট রাখা** (Making or possessing instruments or materials for forging or counterfeiting currency notes or bank notes)। যে কেহ কারেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোট জাল বা নকল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বা উহা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার অভিপ্রায় আছে জানিয়া, বা উহা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার অভিপ্রায আছে তাহা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও, কোন মেসিন, যন্ত্রপাতি বা দ্রব্য তৈয়ার করে, তৈযার করার প্রক্রিয়ার যে কোন অংশ সম্পাদন করে, কিংবা ক্রয় করে বা বিক্রয় করে বা বিলিবন্দেজ করে বা নিজের নিকট রাখিয়াছে, সে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, বা যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং আরও, তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারে।

৪৮৯ ঙ। **কারেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোটের অনুরূপ দস্তাবেজ তৈয়ারী করা কিংবা ব্যবহার করা** (Making or using documents resembling currency notes or bank notes)।

(১) যে কেহ কোন দস্তাবেজ যাহা কারেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বা যাহা যে কোন ভাবে কারেন্সী নোট বা ব্যাঙ্ক নোটের অনুরূপ, অথবা এত বেশি অনুরূপ যে উহার মধ্যে প্রতারণা করার উদ্দেশ্য নিহিত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, তৈয়ার করে, কিংবা করায় অথবা যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, অথবা কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করে, সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ একশত টাকা অবধি হইতে পারে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি, যাহার নাম এরূপ দস্তাবেজে লিখিত আছে যাহা তৈয়ার করা (১) উপধারামতে অপরাধ, বিধিসম্মত ওজর ব্যতিরেকে পুলিশ আধিকারিকের নিকট যে ব্যক্তি কর্তৃক উহা মুদ্রিত হইয়াছে বা অন্যপ্রকারে তৈয়ারী হইয়াছে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করে, সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ দুইশত টাকা অবধি হইতে পারে।

(৩) যে স্থলে কোন ব্যক্তির নাম এরূপ কোন দস্তাবেজের উপর লিখিত থাকে যাহার সম্পর্কে যে কোন ব্যক্তিকে (১) উপধারার অধীন অপরাধে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, অথবা ঐ দস্তাবেজের সম্পর্কে অন্য যে দস্তাবেজ ব্যবহৃত বা বণ্টিত হয়, তাহাতে লিখিত থাকে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হওয়া অবধি, এই প্রাক-প্রত্যয় করা হইবে যে ঐ ব্যক্তি ঐ দস্তাবেজ প্রস্তুত করাইয়াছে।

॥ টীকা ॥

সাধারণ মন্তব্য : বর্তমান ধারাটি ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (সংশোধন) আইন, ১৯৪৩ (১৯৪৩-এর ৬ আইন)-এর ২ ধারা দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে।

পরিচ্ছেদ ১৯

সেবা সম্বন্ধীয় চুক্তির অপরাধমূলক লঙ্ঘন বিষয়ক

৪৯০। [নিরসিত]

৪৯১। নিঃসহায় ব্যক্তির পরিচর্যা ও তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ সম্বন্ধীয় চুক্তির লঙ্ঘন। [Breach of contract to attend on and supply wants of helpless person]। যে কেহ এমন ব্যক্তির পরিচর্যা বা তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করার আইনসম্মত চুক্তিদ্বারা বাধ্য যে ব্যক্তি বয়সের অল্পতা, অথবা মানসিক অস্বাভাবিকতা অথবা ব্যাধি বা দৈহিক দুর্বলতা নিবন্ধন নিঃসহায় অথবা নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে বা নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে অক্ষম, স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে সে ঐরূপ কার্য সম্পাদন হইতে বিরত থাকিলে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ তিনমাস পর্যন্ত হইতে পারে অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার পরিমাণ দুই শত টাকা পর্যন্ত হইতে পারে অথবা সে উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র-—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

সাক্ষ্যপ্রমাণ (Evidence): প্রমাণ করুন যে—

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্নাধীন ব্যক্তির পরিচর্যা করার জন্য অথবা তাঁহার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন।

[২] এইরূপ চুক্তি ছিল আইনানুগ ও সিদ্ধ।

ধারা ৪৯২]

[৩] প্রশ্নাধীন ব্যক্তি ছিলেন নিঃসহায় অথবা নিজের নিরাপত্তা বিধানে অথবা নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করিতে অক্ষম।

[৪] এইরূপ নিঃসহায়তা বা অক্ষমতার হেতু ছিল বয়সের অল্পতা, মস্তিকের বিকৃতি কিংবা দেহগত দুর্বলতা।

[৫] অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্নাধীন ব্যক্তির পরিচর্যা করেন নাই বা তাঁহার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করেন নাই।

[৬] অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐরূপ করিয়াছেন স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে।

৪৯২। [নিরসিত]।

পরিচ্ছেদ ২০

বিবাহ সম্বন্ধীয় অপরাধসমূহ বিষয়ক

৪৯৩। প্রতারণাপূর্ণভাবে বিধিসম্মত বিবাহের বিশ্বাস জন্মাইয়া কোন পুরুষ কর্তৃক স্বামী-স্ত্রীরূপে সহবাস করা (Cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage)। প্রত্যেক পুরুষ যে প্রতারণা দ্বারা যে স্ত্রীলোক তাহার সহিত বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত নহে সেই স্ত্রীলোকের মধ্যে এই বিশ্বাস উৎপাদন করে যে সে তাহার সহিত বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত এবং এই বিশ্বাসে তাহার সহিত সহবাস করায় অথবা যৌনসংসর্গ করায়, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

।। টীকা ।।

১। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিন অযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

২। **সাক্ষ্যপ্রমাণ** [Evidence]: প্রমাণ করুন যে —

[১] অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্নাধীন মহিলাকে বিশ্বাস করান যে তিনি (মহিলাটি) তাঁহার সহিত বিধিসম্মত ভাবে বিবাহিত।

[২] ঐভাবে বিশ্বাস করাইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি মহিলাটিকে তাঁহার সহিত সহবাস করিতে প্ররোচিত করেন।

[৩] প্রতারণা দ্বারা তিনি ঐরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করেন।

৩। **অভিযোগ** [Charge]: আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, কার্যালয় ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন

করিতেছি: যে, আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম]........তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে...........ঘটিকায় ....স্থানে প্রতারণা দ্বারা...........নাম্নী মহিলাকে, যিনি আপনার সহিত বিবাহিতা ছিলেন না, বিশ্বাস করান যে তিনি আপনার সহিত বিধিসম্মতভাবে বিবাহিতা, এবং এইরূপ বিশ্বাস করাইযা আপনার সহিত যৌন সহবাস করিতে প্ররোচিত করেন এবং যে, এইরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন যাহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগের উপর আপনার বিচার হউক।

৪৯৪। **স্বামী বা স্ত্রীর জীবৎ-কালে পুনর্বিবাহ** (Marrying again during life time of husband or wife)। যে কেহ, স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ করে যে ক্ষেত্রে ঐরূপ বিবাহ ঐরূপ স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় হওয়ার কারণে নিফল [অকার্যকর], সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

ব্যতিক্রম। এই ধারা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এরূপ স্বামী বা স্ত্রীর সহিত যাহার বিবাহ উপযুক্ত অধিক্ষেত্র সম্পন্ন আদালত কর্তৃক নিস্ফল বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে, বা এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যে পূর্ববর্তী কোন স্বামী বা স্ত্রীর জীবৎ-কালে বিবাহ করে, যদি এইরূপ স্বামী বা স্ত্রী, পরবর্তী বিবাহ-কালে এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে বিরতিহীন ভাবে সাত বৎসর কাল অনুপস্থিত থাকিয়া থাকে, এবং ঐ কালখণ্ড মধ্যে ঐ ব্যক্তি জীবিত আছে বলিয়া শ্রুত না হয়েন, তবে, পরবর্তী বিবাহকারী ঐ ব্যক্তি, কথিত বিবাহ সম্পাদিত হইবার পূর্বে, যে ব্যক্তির সহিত বিবাহ চুক্তি হইয়াছে তাহাকে এরূপ তথ্যাবলীর যথার্থ অবস্থা জানাইবেন যাহা তাহার অবগতির মধ্যে আছে।

॥ টীকা ॥

১। **দ্বিতীয় বিবাহ:** যেখানে দ্বিতীয় বিবাহ প্রমাণিত হয় নাই সেখানে ৪৯৪ ধারামতে অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্নকরণ বা সাব্যস্তকরণ অযৌক্তিক [AIR 1979 SC 848: 1979 Cri. L. J. 848]। কেবল যেহেতু দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, ইহা বলা যায় না যে ৪৯৪ ধারা আকৃষ্ট হয় নাই। দুই বৎসরের দণ্ড হ্রাস করিয়া এক বৎসর করা হইল। [AIR 1979 SC 713]।

২। **দ্বিবিবাহ (Bigamy)**: বলা হইয়াছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে। উভয় পক্ষ হিন্দু। 'সপ্তপদী' অনুষ্ঠিত হইয়াছে এরূপ কোন প্রমাণ নাই। এমন কোন ওজর তোলা হয় নাই যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিবাহ করিয়া এরূপ প্রথা অনুসারে যাহা সপ্তপদীকে স্থান দেয় না। এই মর্মে মৌখিক সাক্ষ্য ও চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাহার তথাকথিত দ্বিতীয়া স্ত্রী স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করিতেছেন। সিদ্ধ বিবাহের জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে এই সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে উপরিউক্ত

ধারা ৪৯৫]

তথ্যাবলী পর্যাপ্ত নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি পাইবার যোগ্য [শান্তিদেব বের্মা ব. শ্রীমতী কাঞ্চনপ্রভা দেবী, 1991 Cri. L. J. 660]। প্রসঙ্গত, হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ এর ৫ ধারা দ্রঃ।

৩। **দ্বিবিবাহ** (Bigamy): প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে মুসলিম আইন অনুসারে। দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪, অনুসারে। ইহা দ্বিবিবাহ ভিন্ন আর কিছু নহে। বিশেষ বিবাহ আইনের বিধানসমূহ ব্যক্তিগত আইনের নিয়মাদির সন্মুখে পূর্বাধিকার পায় এবং তাহার উপর ক্রিয়াশীল হয় [আনওয়ার আমেদ ব. স্টেট্ অব উত্তরপ্রদেশ, 1991 Cri. L. J. 717] বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪-এর ৪৩ ধারা দ্রঃ।

৪। **অভিযোগ গঠন** (Charge):

আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করিতে হইবে] এতদ্দ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এখানে লিখুন] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি ....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে.........ঘটিকায় ....স্থানে আপনার স্বামী/স্ত্রী বিদ্যমান ও জীবিত থাকা সত্ত্বেও পুনর্বার কখ-কে বিবাহ করিয়াছেন যে বিবাহ কথিত স্বামী/স্ত্রী এর জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত হওয়ার দরুণ অসিদ্ধ ও অবৈধ, এবং যে ঐরূপ কার্য সম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৪ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন এবং উহা আমাকর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য ও গ্রহণীয়। এবং আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে, কথিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

৫। **প্রক্রিয়া** [Procedure]:

[১] অপ্রগ্রাহ্য
[২] ওয়ারান্ট [গ্রেফ্তারী পরোয়ানা প্রদান যোগ্য]
[৩] জামিনযোগ্য
[৪] সংশ্লিষ্ট আদালত আদেশ দিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য
[৫] প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা বিচারযোগ্য।

৪৯৫। যে ব্যক্তির সহিত পরবর্তী বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার নিকট পূর্ব বিবাহের কথা গোপন রাখিয়া একই অপরাধ সম্পাদন (Same offence with concealment of former marriage from person with whom subsequent marriage is contracted)। যে কেহ পূর্ববর্তী ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করে পরবর্তী বিবাহ চুক্তি যাহার সহিত হইয়াছে তাহার নিকট পূর্ববর্তী বিবাহ সম্বন্ধীয় তথ্য গোপন রাখিয়া, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দশ বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

॥ **টীকা** ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৯৬। প্রতারণামূলকভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান, যাহা আইনসম্মত বিবাহ নহে (Marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage)। যে কেহ অসততাসহকারে অথবা প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে বিবাহিত হওয়ার অনুষ্ঠান করে ইহা জানিয়া যে সে ঐরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা সে বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত হইল না, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর অবধি হইতে পারে, এবং তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

।। টীকা ।।

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৪৯৭। অগম্যাগমন [Adultery]: যে কেহ একপ ব্যক্তির সহিত যৌনসংসর্গ করে যে অন্য পুরুষের স্ত্রী এবং যাহাকে তাহার অন্য পুরুষের স্ত্রী হিসাবে বিশ্বাস করার হেতু আছে, ঐ পুরুষের সম্মতি বা উপেক্ষাকরণ ব্যতিরেকে, যেখানে এইরূপ যৌনসংসর্গ বলাৎকার-অপরাধ নহে, সে অগম্যাগমন অপরাধে অপরাধী এবং সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা তাহার অর্থদণ্ড হইবে অথবা তাহার উভয় দণ্ডই হইবে। একপ ক্ষেত্রে কথিত স্ত্রী প্রোৎসাহক [অপোৎসাহক] রূপে দণ্ডনীয় হইবে না।

।। টীকা ।।

১। প্রক্রিয়া[Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওযার যোগ্য।

২। **বিবাহের বৈধতা ও সিদ্ধতা**। অভিযোগকারী ও সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকের মধ্যবর্তী বিবাহের বৈধতা ও সিদ্ধতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতে হইবে [1978 Cri. L. J. 642 (সিকিম)]।

[প্রাসঙ্গিক অন্য ধারা: ৪৯৮]

৪৯৮। অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোককে বিপথে চালিত করা [প্রলুব্ধ করা] অথবা লইয়া যাওয়া অথবা আটক রাখা (Enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman)। যে কেহ একপ স্ত্রীলোককে, যে অন্য কোন পুরুষের স্ত্রী অথবা যাহাকে তাহার অন্য কোন পুরুষের স্ত্রীরূপে বিশ্বাস করার হেতু আছে, সেই পুরুষের নিকট হইতে, অথবা, ঐ পুরুষের পক্ষে তাহার দায়িত্ব আছে এমন ব্যক্তির নিকট হইতে লইয়া যায় বা বিপথে চালিত করে এই উদ্দেশ্যে যে, সে যে কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌনসংসর্গ করিতে পারে অথবা ঐরূপ কোন স্ত্রীলোককে ঐ উদ্দেশ্যে লুক্কাইত রাখে বা আটক রাখে, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা ৪৯৮]

॥ টীকা ॥

১। **অপরিহার্য উপাদান**। উল্লিখিত ধারাটির অপরিহার্য উপাদান নিম্নলিখিতরূপ [১] স্ত্রীলোকটি অন্য ব্যক্তির স্ত্রী [২] স্ত্রীলোকটি তাঁহার স্বামীর সুরক্ষাধীনে ছিলেন অথবা ছিলেন তাহার স্বামীর পক্ষের কাহারও সুরক্ষাধীনে [৩] অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে লইযা যায় (take) অথবা প্রলোভিত করিয়া বিপথে চালিত করে (entice) অথবা তাঁহাকে লুক্কাইত রাখে বা আটক রাখে [৪] অভিযুক্ত ব্যক্তি জানিত যে তিনি অন্য ব্যক্তির স্ত্রী, অথবা তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাস করার কারণ ছিল [৫] সে যাহাতে কোন একজন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন সংসর্গ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ কার্য সম্পাদন করিযাছে।

২। **প্রক্রিয়া (Procedure)**: যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ ইহার বিচার করিতে পারেন। অপরাধটি অপ্রগ্রাহ্য, প্রতিভাব্য [জামিনযোগ্য] এবং শাস্তি মাফ্ করা বা অভিযোগ উঠাইযা লওয়ার যোগ্য। প্রথমাবস্থায় প্রগ্রহণপত্র (warrant) দেওয়া যায়। স্বামীর মৃত্যুর সহিত বিচারেব (trial) অবসান ঘটে না। ক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগ দাযেরকৃত না হইলে বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য হয় না।

৩। **ধারাটির পরিধি (Scope of the section)**: বিবাহবন্ধনের সুরক্ষা সম্পাদনার্থ ধারাটি নির্মিত হইয়াছে। ইহা স্বামীর অধিকারকে রক্ষা করিতেছে। স্ত্রীর উপর স্বামীর যে অধিকাব ও নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এই ধারা সেই নীতিকেই দৃঢ় করিতেছে। এই ধারামতে অপরাধ সঙ্ঘটিত হয় তখনই যখন যে কোন ব্যক্তি এরূপ কোন স্ত্রীলোককে লইযা যায়, প্রলোভিত করে, লুক্কাইত রাখে বা আটক রাখে যিনি অন্য ব্যক্তিব স্ত্রী, ইহা অবগত থাকিয়া বা এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে তিনি অন্য ব্যক্তির স্ত্রী, এই উদ্দেশ্যে যে তিনি অন্য ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌন সংসর্গ করিবেন। স্বামী দুর্ব্যবহার করায় স্বইচ্ছায় স্ত্রী স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলে এই ধারা অপ্রযোজ্য [AIR 1943 Bom 179: AIR 1953 Mad 333; 1953 Cri. L. J. 601]। বিবাহকে অবশ্যই বৈধ বিবাহ হইতে হইবে [(1966) 1. Cri. L. J. 477]। বিবাহের বৈধতা নিশ্ছিদ্রভাবে প্রমাণিত হওয়া অত্যাবশ্যক [1978 Cri. L. J. 942]। সাক্ষ্যর ভিত্তিতে বিবাহ সম্পর্কিত প্রশ্ন মীমাংসিত হওয়া অত্যাবশ্যক [1911 Cri. L. J. 235]। ইহা প্রদর্শন করা যথেষ্ট নহে যে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করিতেছে এবং সমাজে তাঁহারা ঐরূপে পরিচিতি প্রাপ্ত [AIR 1934 Sind 436; 1934 Cr.L.J. 816; 1915 Cri. L. J. 213]। স্ত্রীলোকটি স্বইচ্ছায় অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গিনী হইয়াছিল এই তথ্য অভিযোগের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটায় না [1984 Cri. L. J. (NOC) 101 Calcutta]। যেখানে স্ত্রী অনেক পূর্বে স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং যে কোন ব্যক্তির সহিত যে কোন স্থানে যাইবার স্বাধীনতা তাহার আছে, সেখানে এই ধারাটি আকর্ষিত হইবে না [1915 Cri. L. J. 216]। স্ত্রীলোকটি যে বিবাহিত তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অথবা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস করার হেতুর সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয় [AIR 1928 Cal 898; 1928 Cri. L. J. 762]। পাপযুক্ত মানসিকতা *(mens rea)* একটি অপরিহার্য উপাদান [AIR 1954 HP 31; 1954 Cri. L. J. 845]।

ধারা ৪৯৮]

অবৈধ যৌনসংসর্গর অভিপ্রায় বিদ্যমান থাকিলে স্বামীর অধিকার লঙ্ঘিত হয়। বর্তমান ধারাটি স্বামীর অধিকারের রক্ষক [AIR 1959 SC 436]। অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই তাহার আচরণের ন্যায্যতা প্রমাণ করিতে হয় [1938 Cri. L. J. 679]। অভিযোগকারী লোকান্তরিত হইলে মকদ্দমার অবসান ঘটে না [1908 Cri. L. J. 196]। তথ্যর ভিত্তিতে ইহা অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কের দিক দিয়া স্ত্রীলোকটির ভাই, সে তাহার সহিত যৌন সংসর্গ করিবে [AIR 1980 SC 1729]। ৩৬৬ ও ৪৯৮ ধারার পার্থক্য : AIR 1957 SC 436 অথবা 1957 Cri. L. J. 529 দ্রঃ। ৪৯৭ ধারার সহিত ৪৯৮ ধারার পার্থক্য : AIR 1934 Sind 10: 1934 Cri. L. J. 816 দ্রঃ।

৪। **অভিযোগ (Charge)**.

আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও পদ উল্লেখ করুন] [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম].........বৎসরের ....মাসের ....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে........স্থানে শ্রীমতী...........[যে স্ত্রীলোককে ধরিয়া লইয়া বা প্রলোভিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে তাহার নাম]-কে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন, প্রলোভিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন, লুক্কাইত রাখিয়াছেন, আটক রাখিয়াছেন যিনি শ্রী...........[উক্ত স্ত্রীলোকের স্বামীর নাম]-এর স্ত্রী, যাহাকে আপনি কথিত শ্রী..............[স্বামীর নাম]-এর স্ত্রী বলিয়া জানিতেন বা যাহাকে শ্রী..........এর স্ত্রী বলিয়া বিশ্বাস করার কারণ আপনার ছিল ; যে আপনি উক্ত স্বামীর/..............নামক ব্যক্তির, যিনি উক্ত স্বামীর পক্ষে উক্ত স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, হেপাজত হইতে আপনি উক্ত স্ত্রীলোককে লইয়া গিয়াছেন, প্রলোভিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন, লইয়া গিয়া লুক্কাইত রাখিয়াছেন, আটক রাখিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে, শ্রী.........উক্ত স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ যৌনসংসর্গ করিতে পারেন, এবং এইরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৮ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন এবং উক্ত অপরাধ অত্র আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে অত্র আদালতদ্বারা আপনার বিচার হউক।

পরিচ্ছেদ ২০ ক

স্বামী অথবা স্বামীর আত্মীয়স্বজন দ্বারা সম্পাদিত নিষ্ঠুরতা

৪৯৮ ক। **কোন স্ত্রীলোকের স্বামী অথবা স্বামীর আত্মীয়স্বজনদ্বারা সম্পাদিত নিষ্ঠুরতা।** যে কেহ, যিনি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী কিংবা স্বামীর আত্মীয়স্বজন, এবং ঐরূপ স্ত্রীলোকের উপর নিষ্ঠুরতা সম্পাদন করেন তিনি এরূপ মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহা তিনবৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এবং তাহার অর্থদণ্ডও [জরিমানাও] হইতে পারে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার প্রযোজনে নিষ্ঠুরতা বলিতে বুঝায়—

(ক) যে কোন ইচ্ছাকৃত আচরণ, প্রকৃতিগতভাবে যাহা এইরূপ যে ইহা ঐ স্ত্রীলোককে আত্মঘাতী হইতে তাড়িত করিতে পারে কিংবা উক্ত স্ত্রীলোকের জীবন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা (মানসিক বা দৈহিক যে কোন প্রকারের) স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতিসাধন করিতে বা বিপদ ঘটাইতে পারে ; অথবা

(খ) স্ত্রীলোকটিকে হয়রান [নাকাল] করা, যেখানে ঐরূপ হয়রান করা হয় কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি পাইবার বেআইনি দাবি পূরণ করিতে তাঁহাকে অথবা তাঁহার সহিত সম্পর্কযুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করিতে অথবা তিনি বা তাঁহার সহিত সম্পর্কযুক্ত যে কোন ব্যক্তি ঐরূপ দাবি পূরণ করিতে অসমর্থ হওয়ায়।

॥ টীকা ॥

১। **মন্তব্য :** বর্তমান ধারাটি একটি পৃথক্ পরিচ্ছেদ হিসাবে অপরাধ আইন (দ্বিতীয় সংশোধন) অধিনিয়ম, ১৯৮৩ (১৯৮৩-এর ৪৬) দ্বারা ভারতীয় দণ্ডসংহিতার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা কার্যকর করা হইয়াছে ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮৩ হইতে। স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়স্বজন কর্তৃক স্ত্রীলোককে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণাদান বন্ধ করাই বর্তমান ধারাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

২। **৩০৬ ধারার সহিত ৪৯৮-ক ধারার পার্থক্য :** ৩০৬ ধারায় বিবাহিত/বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিত/ অবিবাহিতা পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক-এর আত্মহত্যার প্রোৎসাহন [অপোৎসাহন] সম্বন্ধীয় বিধান দেওয়া আছে কিন্তু বর্তমান ধারায় কেবল বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে দণ্ডদানের বিধান দেওয়া আছে। ৩০৬ ধারায় যে কোন ব্যক্তি প্রোৎসাহক (abettor) হইতে পারে কিন্তু ৪৯৮-ক ধারায় কেবল স্বামী বা স্বামীর যে কোন আত্মীয়কে দণ্ডিত করা যায়। পুনশ্চ, ৩০৬ ধারার অধীন অপরাধ হইল সক্রিয় [কর্মশীল, কর্মতৎপর, প্রাণবন্ত] প্রোৎসাহন [অপোৎসাহন, abetment], কিন্তু ৪৯৮-ক ধারার অধীনস্থ অপরাধ হইল এরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করা যাহা নিপীড়িত ব্যক্তিকে আত্মহননের পথ গ্রহণ করিতে বা জীবন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করিতে বাধ্য করে।

৩। **অপরিহার্য উপাদান (Essential Ingredients) :** বর্তমান ধারাটির অপরিহার্য উপদান সমূহ এই :

[১] স্ত্রীলোকটি হইবেন বিবাহিতা।

[২] তাঁহার সম্পর্কে অকরুন বা নিষ্ঠুর আচরণ করা হইবে।

ধারা ৪৯৮ ক]

[৩] নিষ্ঠুরতার মধ্যে থাকিবে এমন (অ) ইচ্ছাকৃত আচরণ করা যাহা কথিত স্ত্রীলোককে [ক] আত্মহত্যা করিতে [খ] তাঁহার জীবনের, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, মানসিক, দৈহিক ক্ষতি বা বিপদ ঘটাইতে প্রণোদিত করিবার সম্ভাবনাযুক্ত কিংবা (আ) এইরূপ স্ত্রীলোককে এরূপভাবে হয়রান বা নাকাল করা [১] যাহাতে তিনি বাধ্য হন স্বামীর বা স্বামীর পক্ষের সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি সম্বন্ধীয় বেআইনি দাবি পূরণ করিতে, [২] অথবা উক্ত স্ত্রীলোক বা তাহার আত্মীয়স্বজন উক্ত বেআইনি দাবি পরিপূরণ করিতে অক্ষম হইলে, (ই) স্ত্রীলোকটি নির্যাতিত হন (ক) তাহার স্বামীর দ্বারা বা (খ) তাহার স্বামীর যে কোন আত্মীয়দ্বারা।

[৪] **কয়েকটি উল্লেখ্য সিদ্ধান্ত:** বর্তমান ধারাটি বলবৎ হওয়ার পূর্বে অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুরতার ঘটনাবলী বিবেচ্য হয় না, যেহেতু ধারাটি ভূতাপেক্ষ [অতীত সম্পর্কে প্রযোজ্য] (retrospective) নহে [1987 Cri. L. J. 901 (Bom)]। জনৈক ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোকের সহিত স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করিতেছিলেন। উক্ত ব্যক্তি উক্ত স্ত্রীলোকের সহিত এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করেন যে এবং তাঁহাকে এরূপ হয়রান করেন যে, তিনি আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হন। এই ক্ষেত্রে বর্তমান ধারাটি প্রযোগ করা যাইবে [(1988)1. Crimes 976]। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৩০৬ ধারা মতে অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহাকে বর্তমান ধারায় দোষীরূপে সাব্যস্ত করা যায় [(1985) 2. Cri. L. J. 353]। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ মধ্যে নূতন ১১৩-ক ধারা রোপিত হইয়াছে। স্বামীর বা তাহার কোন আত্মীয়র বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৮-ক ধারায় সংজ্ঞায়িত নিষ্ঠুরতার প্রাক্‌প্রত্যয় উত্থাপিত হয় এই ধারামতে, যদি বিবাহের সাত বৎসরের মধ্যে স্ত্রী আত্মহত্যা করে [(1989) 1. SCC 715]। পণ বা যৌতুক সম্বন্ধীয় মকদ্দমায় যদি প্রমাণিত হয় যে পুনঃ পুনঃ যৌতুক চাওয়া হইয়াছে এবং লোকাভ্যরিতা স্ত্রীকে নিষ্ঠুরতা সহকারে হয়রান করা হইয়াছে, তাহা হইলে, কি কি জিনিষ চাওয়া হইয়াছিল তদ্‌সম্বন্ধীয় যৎসামান্য স্বয়ংবিরুদ্ধতা (inconsistencies) গুরুত্বপূর্ণ নহে। সুতরাং দোষীরূপে সাব্যস্ত করণ যথার্থ [AIR 1989 SC 378]। স্ত্রীকে পরংপর স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে তাঁহাকে ফ্রিজ, টিভি এবং স্কুটার দেওয়া উচিৎ ছিল। তাঁহাকে বাড়ি হইতে সরাইয়া দেওয়া হয় কিন্তু বলা হয় যে পাঁচহাজার টাকা দিলে তাঁহাকে বাড়িতে রাখা হইবে। ইহা নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আর কিছু নহে [1986 Cri. L. J. 2087 (P&H)]। সংশ্লিষ্ট মকদ্দমায় [ইন্দর রাজ মালিক ব. সুনীতা মালিক, 1986 Cri. L. J. 1510 (Del)] বলা হয় যে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৮-ক ধারা সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী কারণ ইহা পুলিশ ও আদালতকে দিয়াছে স্বেচ্ছাচারমূলক (arbitrary) ক্ষমতা। তদ্ব্যতীত, কথিত বিধানে বিধৃত 'নিষ্ঠুরতা' শব্দটি নিতান্ত অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত (vague)। যদিও দেখা যায় যে 'ব্যাখ্যা'-র (খ) প্রকরণে শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, দেখা যায় যে, সেখানে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীর বা তাহার আত্মীয়র নিকট হইতে কিছু সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি পাইবার জন্য স্ত্রীকে হয়রান করা হইলে তাহা নিষ্ঠুরতা বলিয়া গণ্য হইবে। এখানেও 'হয়রান করা' অভিব্যক্তিটি একইরকম অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত, ফলে, যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তিকে হয়রান করার অপরাধ ধরা যায় অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারমূলক ভাবে। আরও বলা হয় যে, দণ্ডসংহিতার ৪৯৮-ক ধারা সংবিধানের

ধারা ৪৯৮ ক]
২০(২) অনুচ্ছেদে বিধৃত নীতির [কোন ব্যক্তি একই অপরাধের জন্য একাধিকবার অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইবেন না] সহিত সামঞ্জস্যহীন। যৌতুক বা পণ অথবা কোন সম্পত্তি দাবি করা পণ নিরোধক আইন-এর ৪ ধারামতে দণ্ডনীয়, কারণ, পণ চাওয়া হইলেই তাহা দণ্ডনীয় এবং নিষ্ঠুরতার বিদ্যমানতা অপ্রয়োজনীয়। ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৮-ক ধারাটি ঐ অপরাধেরই বর্ধিতাকারের কথা কহিতেছে। সুতরাং, যে কোন ব্যক্তি অভিশংসিত হইতে উল্লেখিত দুইটি ধারাতেই। আদালত বলেন, পুলিশ বা আদালতকে স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা দেওয়ার আদৌ কোন প্রশ্ন উঠে না। 'নিষ্ঠুরতার' সংজ্ঞাটি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য। হয়রান করার অর্থও সুপরিচিত এবং এই শব্দর ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতামূলক ক্ষমতা প্রয়োগের কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রকৃত অবস্থা হইল এই যে, আইনের ধারাসমূহ মধ্যে অসংখ্য শব্দ রহিয়াছে এবং আদালতই ঐ সকল শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যেহেতু আদালত ঐ সকল শব্দের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সেইহেতু বলা চলে না যে আদালতকে স্বেচ্ছাচারিতামূলক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ৪৯৮-ক ধারাটি সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ বিধৃত নীতিকে লঙ্ঘন করিতেছে এরূপ কথা বলা যায় না [1986 Cri. L. J. 1510 Del]।

যৌতুক (Dowry): যৌতুক যদি কেবল দাবি করা হয় তাহা হইলে তাহা যৌতুক প্রতিষেধ আইন ১৯৬১ (Dowry Prohibition Act, 1961)-এর ৪ ধারামতে অপরাধ নহে। ইহা প্রদত্ত হইতে হইবে অথবা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে হইবে। তবে, কেবল দাবি করা হইলে তাহা ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৮-ক ধারামতে অপরাধ হইতে পারে [শঙ্কর প্রসাদ সাউ ব. স্টেট্, 1991 Cri. L. J. 639]

৫। ৪৯৮-ক ধারামতে সম্পাদিত অপরাধ: প্রমাণ। সর্বপ্রকারের হয়রান (বা নাকাল) করা এবং সর্ববিধ নিষ্ঠুরতা ৪৯৮-ক ধারাকে আকর্ষণ করে না। অবশ্যই ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে স্ত্রীকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করার অভিপ্রায়ে অথবা স্বামীর বা স্বামীর পক্ষের ব্যক্তিদের অবৈধ দাবি পূরণ করাইতে স্ত্রীকে বাধ্য করার নিমিত্ত তাঁহাকে (স্ত্রীকে) প্রহার করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে নানাভাবে নাকাল করা হইয়াছে [শ্রীমতী সরলা প্রভাকর ওয়াগমারে ব. স্টেট্ অব মহারাষ্ট্র, 1990 Cri. L. J. 407 (Bom)]।

৬। **প্রক্রিয়া** (Procedure): অপরাধটি অপ্রতিভাব্য [অজামিনযোগ্য, non-bailable], এবং শাস্তি মাফ্ করার [অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার] অযোগ্য। ইহা প্রগ্রাহ্য হইবে যদি ক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক অথবা স্ত্রীলোকটির সহিত রক্ত সম্পর্ক থাকা ব্যক্তি কর্তৃক বা বিবাহ বা দত্তক গ্রহণ মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কিংবা রাজ্য সরকার কর্তৃক এই ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রাধিকৃত লোক ভৃত্যকর্তৃক থানার দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিককে সমাচার অর্পিত হয়। বিচার করিবেন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট। প্রথম পর্যায়ে পরোয়ানা দেওয়া হয়।

৭। **অভিযোগ** (Charge): আমি [ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও পদ এখানে উল্লেখ্য] এতদ্দ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ্য] নামধারী আপনাকে নিম্নবর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেছি:

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এখানে পুনশ্চ উল্লেখ্য] যিনি [নির্যাতিতা স্ত্রীলোকের নাম এখানে উল্লেখ্য] -এঁর স্বামী অথবা স্বামীর.... [এখানে সম্পর্ক উল্লেখ্য] হইতেছেন

অর্থাৎ স্বামীর নিকটাত্মীয় হইতেছেন, ...খ্রিষ্টাব্দের ....মাসের ....তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে কথিত শ্রীমতী [এখানে নির্যাতিতা স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ করিতে হইবে] এঁর উপর [নিষ্ঠুরতার বিবরণ এখানে দিতে হইবে] করিয়া নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং এইরূপ কার্যসম্পাদন দ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৮-ক ধারামতে অপরাধ সম্পাদন করিয়াছেন এবং উক্ত অপরাধ অত্র আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে অত্র আদালত কর্তৃক আপনার বিচার হউক।

পণমৃত্যু— নিষ্ঠুরতা। পণমৃত্যু সম্বন্ধীয় একটি মকদ্দমায় অভিযোগ করা হয় যে, পণ না দেওয়ায় বধূর উপর অত্যাচার করা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ অত্যাচার সম্বন্ধীয় মৌখিক সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই। মৃতা যে চিঠিপত্র লিখিয়াছিল বলিয়া অভিযোগে বলা হইয়াছিল তাহাও প্রকাশ করা হয় নাই। ইহাতে প্রতিকূল ধারণা সৃষ্ট হয়। মৃতার স্বামী এবং মাতা বা ভ্রাতাকে পরীক্ষা করা হয় নাই মৃতার হাতের লেখা প্রমাণ করার জন্য। এরূপ ক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণিত হয় না এবং সাক্ষ্য আইনের ১১৩-ক ধারা মতে প্রাক্‌প্রত্যয় করা যায় না ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৮-ক ধারা বা ৩০৬ ধারামতে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করিতে [মধুসূদন হাজরা ব. স্টেট্, 1990 Cri. L. J. NOC 138 (Cal)]।

বধূকে প্রহার ও হায়রান করা হইয়াছে তাহাকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করার জন্য বা তাহার স্বামীর বা স্বামীর পক্ষের অন্যান্যদের অন্যায্য দাবি পূরণ করার জন্য, ইহা চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ৪৯৮-ক ধারাবাহিত বিধানসমূহ নিষ্ঠুরতার হেতু বিষয়ে আকর্ষিত হয় না [সরলা প্রভাকর ওয়াগমারে ব. স্টেট্, 1990 Cri. L. J. 407]।

৪৯৮-ক ধারা নিষ্ঠুরতা-ব্যাখ্যা : প্রকরণ (খ) — অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃতা স্ত্রীকে হয়রান করিয়াছিল ও তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছিল বাকী পণ ও অতিরিক্ত পণ আদায় করার উদ্দেশ্যে। এখানে প্রকরণ (খ)-এর অর্থের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিষ্ঠুরতা অপরাধ সম্পাদনের অপরাধে দোষী [ভাদ্দে রামা রাও ব. স্টেট্, 1990 Cri. L. J. 1666]।

পণের দাবি। পণের দাবি, ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৮-ক ধারায় বিধৃত দণ্ডবিষয়ক বিধানসমূহ আকর্ষণ করিতে পারে [শঙ্কর প্রসাদ সহায় ব. স্টেট্, 1991 Cri. L. J. 639]।

৪৯৮-ক ধারা- নিরসনের ফল। পণ মৃত্যু হেতু ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৮-ক ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে গ্রেফ্‌তার অসিদ্ধ নহে, কারণ, যে অপরাধ আইন (দ্বিতীয় সংশোধন অধিনিয়ম, ১৯৮৩ (১৯৮৩-এর ৪৬ অধিনিয়ম) দ্বারা ১৯৮-ক ধারা সংযোজিত করা হইয়াছিল তাহা ১৯৮৮-এর নিরসক ও সংশোধক আইন (১৯৮৮-এর ১৯ আইন) দ্বারা নিরসিত হওয়া সত্ত্বেও, ৪৯৮-ক ধারার বিদ্যমানতা ক্ষুণ্ণ হইতেছে না [জয়পাল সিং ব. স্টেট্, 1990 Cri. L. J. 2504]।

পণের জন্য হয়রানি। মৃতার মাতার ও ভ্রাতার নিকট হইতে মৃতার স্বামী প্রভূত পরিমাণ অর্থ যে দাবি করিয়াছিল তাহা প্রদর্শন করে এরূপ সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণাদি রহিয়াছে। মৃতার মৃত্যুর পর তাহার পিতার পরিবার বহুসংখ্যক পণদ্রব্য ফিরাইয়া লয়

এবং ঐসকল দ্রব্য যে বিবাহের পণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৮-ক ধাবামতে দোষী সাব্যস্তকরণ ন্যায়ানুগ— দণ্ডবিধান যথার্থ [ওয়াজির চাঁদ ব. স্টেট্, 1989 Cri. L. J. 809: AIR 1989 SC 378]।

সাক্ষ্য আইন, ৩ ধারা। মৃতা স্ত্রীর দেহ একশতভাগ পুড়িয়া যায় এবং তাহার মৃত্যু ঘটে কিন্তু পুলিশকে ঐ মৃত্যু সম্বন্ধীয় কোনও প্রতিবেদন দেওয়া হয় নাই; মৃতা যে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিযাছিল বা সে যে দৌড়াইযা পলাইতে চাহিয়াছিল তদ্বিষয়ক সাক্ষ্যপ্রমাণ বিদ্যমান; সাক্ষ্যে আরও প্রকাশ পায় যে, ঘরেব দরজা খোলা ছিল এবং ঘটনাস্থলের নিকটে জলের কল ছিল। দৈবক্রমে আগুন লাগিয়া যাওয়ার কথা মানিয়া লওযা যায় না [স্টেট্ অব এম. পি. বনাম সেখ লাল্লু, 1990 Cri. L. J. NOC 127(M.P.)]।

সাক্ষ্য আইন : ৩২ ধারা। পুড়াইয়া বধূ হত্যা। যে স্থলে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী [মুমূর্ষুক্তি] নথিভুক্তকরণ সম্বন্ধীয় পাঞ্জাব হাইকোর্টের নিয়মাবলী ও আদেশসমূহের ৩ ও ৫ নিয়মদ্বয় মান্য করা হয় নাই, যেখানে বধূকে আগুনে পুড়াইয়া মাবার মকদ্দমায় নথিভুক্ত করা মৃত্যুকালীন জবানবন্দী স্বীকার্য নহে এবং কথিতরূপ ঘোষণার ভিত্তির উপর দোষীরূপে প্রতিপন্ন করা যাইবে না [শ্রীমতী মধুবালা ব. স্টেট্, 1990 Cri. L. J. 790]।

মৃত্যুকালীন জবানবন্দী: পুড়াইয়া বধূহত্যা। একটি ঘটনায় বেড্-হেড টিকেটে এইরূপ লিখিত হয় যে মৃতা অভিযোগ করিয়াছিল যে তাহার দেবর তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছে। মৃত্যু সম্বন্ধীয় প্রতিবেদনেও ঐরূপ লিখিত রহিয়াছে, দেখা যায়। ইহাকে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী বলা যাইবে না [অশোক কুমার ব. স্টেট্, 1990 Cri. L. J. 2276 (SC)]।

অভিশংসন অনুসারে মৃতা স্ত্রী তাহার সহিত প্রয়োজনীয় পণ আনে নাই এবং সেই কারণে তাহাব স্বামী ও স্বামীর পরিবারের ব্যক্তিবর্গ তাহার সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে থাকে ও তাহার বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করিতে থাকে এবং সতত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বিড্ বিড্ করিতে থাকে। পরে তাহারা তাহাকে পুড়াইয়া মারার ষড়যন্ত্র করে এবং তাহার সর্বাঙ্গে কেরোসিন ছিটাইযা দিয়া তাহাব গাত্রে অগ্নিসংযোগ করে ও একটি স্নানকক্ষে তাহাকে আটক করিয়া রাখে। কিন্তু উক্ত স্ত্রী তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে বলে যে, চা তৈয়ারী করার সময় তাহার গাত্রে আগুন লাগিযা যায — তাহার স্বামী বা তাহার শ্বশুর গৃহের কেহ তাহার দেহে আগুন লাগাইয়া দেয় নাই। এই বিবৃতি নথিভুক্ত করেন জনৈক দায়িত্বশীল বিচারিক আধিকারিক। সিদ্ধান্ত: মুমূর্ষুক্তির ভিত্তিতে স্বামী ও তাহার পরিবারের ব্যক্তিদের মুক্তিদান (বেকসুর খালাস প্রদান) যথাযথ হইয়াছে [কিষণলাল ব. জগন্নাথ, 1990 Cri. L. J 1500 (SC)]।

সাক্ষ্য আইন অনুসারী প্রাকৃপ্রত্যয়। বিবাহের তিনবৎসরকাল মধ্যে বধূ গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিলে তাহাকে 'স্বাভাবিক অবস্থা ভিন্ন অন্য প্রকারে' সংঘটিত মৃত্যু বলিয়া ধরিতে হইবে এবং ইহা ৩০৪-খ ধারার অধীন পণমৃত্যু বলিযা পরিগণিত হইবে, যেখানে তাহার স্বামীর ও স্বামীর পরিবারের সদস্যদের পণের দাবিতে নিষ্ঠুরাচরণ প্রমাণিত, যদ্যপি উক্ত বধূ আত্মহত্যাও করিয়া থাকিতে পারে [সরকারী অভিশংসক ব. টি. বাসবপুন্নিয়া, 1989 Cri. L. J. 2330]।

পরিচ্ছেদ ২১

মানহানি বিষয়ক

৪৯৯। **মানহানি (Defamation)**। যে কেহ, কথিত বা পাঠ করার জন্য উদ্দিষ্ট শব্দ দ্বারা, অথবা ইশারা বা দৃশ্য প্রতীক দ্বারা যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে নিন্দা করে বা নিন্দা প্রকাশ করে সেই ব্যক্তির সুনামের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অথবা ঐইরূপ নিন্দা ঐব্যক্তির সুনামের ক্ষতি করিবে তাহা জানিয়া বা তাহা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও, সে, অতঃপর যে ব্যতিক্রমগুলি উল্লেখিত হইল সেইগুলি ব্যতিরেকে, ঐ ব্যক্তির মানহানি করে বলা হয়।

ব্যাখ্যা ১।— মৃত ব্যক্তির উপর দোষাদি আরোপ মানহানি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে যদি ঐ দোষারোপ উক্ত ব্যক্তি জীবিত থাকিলে তাহার সুনামের পক্ষে ক্ষতিকর হইত এবং উহার উদ্দেশ্য যদি হয় তাহার পরিবারের ও অন্য নিকট আত্মীয়বর্গের অনুভূতিকে যন্ত্রণাদান।

ব্যাখ্যা ২।— কোন কোম্পানী, সমিতি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী সম্পর্কে দোষারোপ করিলে তাহা মানহানি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ৩।— বিকল্প আকারে দোষারোপ অথবা বিদ্রুপাত্মক [ব্যাজ স্তুতিপূর্ণ] ভাবে অভিব্যক্ত দোষারোপ মানহানি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ৪।— কোন দোষারোপ কোন ব্যক্তির সুনামের ক্ষতি করে বলা হয় না, যদি না ঐ দোষারোপ অন্যের বিচারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐ ব্যক্তির নৈতিক বা মেধাগত [বুদ্ধিগত] চরিত্রকে অবনত করে, অথবা ঐ ব্যক্তির জাতের বা পেশার ব্যাপারে তাহার চরিত্রকে অবনমিত করে, অথবা তাহার সম্মানেরহানি ঘটায় অথবা এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করে যে ঐ ব্যক্তির দেহ জঘন্য [বিরাগ উৎপাদক, বিরক্তি উৎপাদক] অবস্থায় আছে, অথবা এরূপ অবস্থায় আছে যাহাকে সাধারণভাবে লজ্জাকর [মর্যাদাহানিকর] বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক বলে— "প একজন সৎ ব্যক্তি; সে কখনও খ-এর ঘড়ি চুরি করে নাই": প-ই খ-এর ঘড়ি চুরি করিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করাইবার উদ্দেশ্যে ক এইরূপ বলে। ইহা মানহানি, যদি না ইহা ব্যতিক্রমগুলির একটির মধ্যে পড়ে।

(খ) ক খ-এর ঘড়ি চুরি করিয়াছে ক-কে তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়। ক প-কে দেখাইয়া দেয় এইরূপ বিশ্বাস করাইবার উদ্দেশ্যে যে প খ এর ঘড়ি চুরি করিয়াছে। ইহা মানহানি, যদি না ইহা ব্যতিক্রমগুলির একটির মধ্যে পড়ে।

(গ) প, খ-এর ঘড়ি লইয়া পলাইয়া যাইতেছে, ক প-এর এই ছবি আঁকে, এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করাইবার উদ্দেশ্যে যে প খ-এর ঘড়ি চুরি করিয়াছে। ইহা মানহানি, যদি না ইহা ব্যতিক্রমগুলির একটির মধ্যে পড়ে।

ধারা ৪৯৯]

প্রথম ব্যতিক্রম। **সার্বজনিক হিতার্থে সত্য সম্বন্ধীয় যে অভিযোগ করা বা প্রকাশ করা বিধেয়।** কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যাহা সত্য এরূপ কোনকিছু আরোপ করা মানহানি নহে, যদি সার্বজনিক হিতার্থে ঐরূপ করা বা প্রকাশ করা সমীচীন হয়। উহা সার্বজনিক হিতার্থে কি না, তাহা তথ্যসম্বন্ধীয় প্রশ্ন।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম। **রাজভৃত্যগণের প্রকাশ্য আচরণ।** সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাজভৃত্যগণের আচরণ সম্পর্কে, অথবা ঐ আচরণের ভিতর দিয়া তাঁহার যে চরিত্র প্রকাশ পায় তদ্বিষয়ে সরল বিশ্বাসে যে কোন অভিমত প্রকাশ করা মানহানি নহে, তবে অন্য কোন ব্যাপারে ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করা যায় না।

তৃতীয় ব্যতিক্রম। **যে কোন সার্বজনিক প্রশ্নকে স্পর্শকারী যে কোন ব্যক্তির আচরণ।** যে কোন সার্বজনিক প্রশ্নকে স্পর্শকারী যে কোন ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে এবং ঐ আচরণে তাহার যে চরিত্র প্রকাশ পায়, আবার সেই চরিত্র সম্বন্ধে সরল বিশ্বাসে কোন অভিমত ব্যক্ত করা মানহানি নহে, তবে অন্যকোন ব্যাপারে ঐরূপ অভিমত ব্যক্ত করা যায় না।

দৃষ্টান্ত

কোন সার্বজনিক প্রশ্নে সরকারের নিকট দরখাস্ত প্রদান, সার্বজনিক প্রশ্নে সভা আহ্বান করার অধিযাচনে সাক্ষর দান, এইরূপ সভায় সভাপতিত্ব করা বা তাহাতে যোগদান করা, জনসাধারণের সমর্থন প্রার্থী সমিতি গঠন করা বা ঐরূপ সমিতিতে যোগদান করা, জনসাধারণের যাহাতে স্বার্থ আছে যোগ্যতার সহিত একপ কর্তব্য সম্পাদনার্থ যে কোন পদের কোন বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে ভোট দান বা ভোট যাচ্ঞা [প্রার্থনা] করিয়া ফেরা বিষয়ে প-এর আচরণ সম্পর্কে সরলবিশ্বাসে অভিমত ব্যক্ত করা প-এর পক্ষে মানহানি করা নহে।

চতুর্থ ব্যতিক্রম। **আদালতের কার্যবাহের প্রতিবেদন প্রকাশ।** আদালতের কার্যবাহের বা এইরূপ কোন কার্যবাহের ফলের প্রকৃত অস্তিত্বপূর্ণ সত্য প্রতিবেদন প্রকাশ করা মানহানি নহে।

ব্যাখ্যা।— উপরিউক্ত ধারার অর্থের মধ্যে, আদালতের বিচারের প্রারম্ভিক কার্য রূপে প্রকাশ্য আদালতে তদন্ত সম্পাদনকারী কোন ন্যায়পাল (জাস্টিস্ অব দি পীস) বা অন্য আধিকারিক আদালত হইবেন।

পঞ্চম ব্যতিক্রম। **আদালতের মীমাংসিত মামলার দোষগুণ [অন্তর্নিহিত ন্যায়-অন্যায়] অথবা সাক্ষীগণের ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের আচরণ।** দেওয়ানী বা ফৌজদারী যে মকদ্দমার নিষ্পত্তি আদালতে হইয়াছে তাহার অন্তর্নিহিত ন্যায়-অন্যায় বা দোষগুণ সম্বন্ধে বা এইরূপ কোন মকদ্দমায় পক্ষ, সাক্ষী বা নিযুক্তক রূপে কোন ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে অথবা এরূপ কোন ব্যক্তির আচরণ হইতে যে চরিত্র প্রকাশ পায়, ঐরূপ ব্যক্তির সেই চরিত্র সম্বন্ধে সরল বিশ্বাসে যে কোন অভিমত ব্যক্ত করা মানহানি নহে, তবে তদতিরিক্ত অন্য কিছু করা যায় না।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক বলে— "আমি মনে করি ঐ বিচারকার্যে প-এর দেওয়া সাক্ষ্য এতই অসঙ্গত যে নিশ্চয়ই সে নির্বোধ কিংবা অসৎ"। ক এই ব্যতিক্রমের মধ্যে অবস্থান করিবে যদি

সে ইহা সরল বিশ্বাসে কহিয়া থাকে , যেহেতু যে অভিমত সে ব্যক্ত করে তাহা সাক্ষী হিসাবে প-এর আচরণ হইতে প্রকাশিত হওয়া প-এর চরিত্র সম্বন্ধীয়, এবং তদপেক্ষা অধিক কিছু নহে।

(খ) কিন্তু ক যদি বলে—''বিচারকার্য চলাকালে প দৃঢ়তাসহকারে যাহা কহিয়াছে তাহা আমি বিশ্বাস করি না কারণ আমি তাহাকে সত্যপরায়ণতা বর্জিত ব্যক্তিরূপে জানি''; ক এই ব্যতিক্রমের মধ্যে অবস্থান করিতেছে না, কারণ, প-এর চরিত্র সম্বন্ধে সে যে অভিমত ব্যক্ত করিতেছে তাহা এরূপ অভিমত যাহা সাক্ষীরূপে প-এর আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

ষষ্ঠ ব্যতিক্রম। **সম্পাদিত প্রকাশ্য কর্মের দোষগুণ।** কোন কৃতির [অনুষ্ঠানের, অভিনয়ের, সম্পাদিত কার্যর] যাহা উহার স্রষ্টা জনসাধারণের বিচারের জন্য পরিবেশন করিয়াছেন, দোষগুণ সম্বন্ধে, অথবা এই কৃতি হইতে তাহার যে চরিত্র প্রকাশ পায় স্রষ্টার সেই চরিত্র সম্বন্ধে সরল বিশ্বাসে ব্যক্ত অভিমত মানহানি নহে, এবং ইহা ব্যতীত অতিরিক্ত অন্য কিছু প্রকাশ করা যায় না।

ব্যাখ্যা।— কোন কৃতি ব্যক্তভাবে সর্বসাধারণের বিচারার্থে পরিবেশিত হইতে পারে অথবা স্রষ্টার এরূপ কার্যদ্বারা উহা পরিবেশিত হইতে পারে যদ্দ্বারা পরোক্ষভাবে বিচারার্থ উহার সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপণ প্রকাশ পায়।

দৃষ্টান্ত

(ক) যে ব্যক্তি গ্রন্থ প্রকাশ করেন তিনি উহা সর্বসাধারণের বিচারার্থ উপস্থাপন করেন।

(খ) যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে কোন ভাষণ দেন তিনি উক্ত ভাষণ [বক্তৃতা] সর্বসাধারণের বিচারার্থ উপস্থাপন করেন।

(গ) যে অভিনেতা বা সঙ্গীত শিল্পী প্রকাশ্য মঞ্চে উপস্থিত হন, তিনি তাহার অভিনয় বা সঙ্গীত সর্বসধারণের বিচারার্থ উপস্থাপন করেন।

(ঘ) প কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে ক বলে- ''প-এর গ্রন্থ মূর্খতাপূর্ণ [তুচ্ছ, হাস্যকর, অবিচক্ষণ, বিচারবুদ্ধিহীন]: প নিশ্চয়ই একজন দুর্বল ব্যক্তি। প-এর গ্রন্থ অশ্লীল [অশোভনতাসমন্বিত, ইতরতাসমন্বিত]; প নিশ্চয়ই একজন অপরিচ্ছন্ন মানসিকতার লোক।'' ক ঐ ব্যতিক্রমের মধ্যে অবস্থান করে যদি সে সরল বিশ্বাসে এইরূপ বলে, যেহেতু প-এর সম্পর্কে যে অভিমত সে ব্যক্ত করে তাহা প-এর গ্রন্থ হইতে তাহার চরিত্র সম্পর্কে যাহা প্রকাশ পায় কেবল সেই চরিত্র বিষয়ক।

(ঙ) কিন্তু ক যদি বলে— ''প-এর গ্রন্থ যে মুর্খতাপূর্ণ এবং অশ্লীল তাহাতে আমি বিস্মিত নহি, কারণ সে একজন দুর্বল ব্যক্তি এবং একজন লম্পট [অসচ্চরিত্র]।'' ক এই ব্যক্তিক্রমের মধ্যে অবস্থান করিতেছে না, কারণ, প-এর চরিত্র সম্বন্ধে যে অভিমত সে ব্যক্ত করিতেছে তাহা এরূপ অভিমত যাহা প-এর গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

সপ্তম ব্যতিক্রম। **যে ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির উপর বিধিসম্মত প্রাধিকার আছে, সরল বিশ্বাসে সেই ব্যক্তিকৃত ভৎর্সনা।** যে ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির উপর, আইনদ্বারা প্রদত্ত বা

ধারা ৪৯৯]

ঐ অন্য ব্যক্তির সহিত সম্পাদিত বিধিসম্মত চুক্তি হইতে সঞ্জাত প্রাধিকার আছে সরলবিশ্বাসে সেই অন্য ব্যক্তির আচরণের উপর, ঐ বিধিসম্মত প্রাধিকার সম্বন্ধীয় ব্যাপারে, ভৎর্সনা করার, সে ঐরূপ ভৎর্সনা করিলে তাহা মানহানি নহে।

দৃষ্টান্ত

সরল বিশ্বাসে বিচারকের সাক্ষীর অথবা আদালতের কোন আধিকারিকের আচরণকে ভৎর্সনা করা; বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক সরলবিশ্বাসে যে সকল ব্যক্তি তাহার আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহাদেব ভৎর্সনা করা; মাতাপিতা কর্তৃক সরলবিশ্বাসে অন্য শিশুদের সমক্ষে কোন শিশুকে ভৎর্সনা করা; মাতাপিতার নিকট হইতে প্রাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ বিদ্যালয় শিক্ষক কর্তৃক সরলবিশ্বাসে অন্য বিদ্যার্থীদের সমক্ষে কোন বিদ্যার্থীকে ভৎর্সনা করা; কর্মে অবহেলা [শ্লথতা, শিথিলতা, মনোযোগহীনতা] প্রদর্শন করায় নিয়োগকারী কর্তৃক সরলবিশ্বাসে কর্মচারীকে ভৎর্সনা কবা; ব্যাঙ্কার কর্তৃক সরলবিশ্বাসে তাহার ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষরূপে কোষাধ্যক্ষব আচরণে তাহাকে ভৎর্সনা করা এই ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে।

অষ্টম ব্যতিক্রম। **সরলবিশ্বাসে প্রাধিকৃত ব্যক্তির নিকট অভিযোগ দায়ের।** যে সকল ব্যক্তির কোন ব্যক্তির উপর বিধিসম্মত প্রাধিকাব আছে কোন অভিযোগেন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে, সেই সকল ব্যক্তির যে কোন একজনেব নিকট সরলবিশ্বাসে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা মানহানি নহে।

দৃষ্টান্ত

যদি ক সবলবিশ্বাসে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে, যদি ক সবলবিশ্বাসে জনৈক ভৃত্য প-এর আচরণ বিষয়ে প-এর প্রভুর নিকট অভিযোগ করে; যদি ক সরল বিশ্বাসে জনৈক শিশু প-এব আচবণ সম্পর্কে, প-এর পিতার নিকট অভিযোগ করে ক এই ব্যতিক্রমের মধ্যে অবস্থান করে।

নবম ব্যতিক্রম। **সরলবিশ্বাসে কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় স্বার্থ বা অন্যর স্বার্থ রক্ষার্থে আনীত অভিযোগ।** অন্য কোন ব্যক্তির চরিত্রের উপর নিন্দা আরোপ করিলে তাহা মানহানি হইবে না যদি, যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য করে তাহার বা অন্য কোন ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে অথবা জনসাধারণেব কল্যাণ সাধনার্থে সরল বিশ্বাসে ঐরূপ করা হয়।

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক দোকানী ক, তাহাব ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপক খ-কে বলে— "তৎক্ষণাৎ টাকা না দিলে প-এব নিকট কোনকিছু বিক্রয় করিবে না, কারণ তাহার সততা বিষয়ে আমার কোন অভিমত নাই।" ক এই ব্যতিক্রমের মধ্যে রহিয়াছে, যদি সে প-এর উপর সরল বিশ্বাসে তাহার নিজের স্বার্থরক্ষার্থ এইরূপ দোষারোপ করে।

(খ) জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট্ ক তাঁহার নিজস্ব উর্ধ্বতন আধিকারিকের নিকট একটি প্রতিবেদন দিবার সময় প-এর চরিত্রের উপর দোষ আরোপ করেন, এখানে ঐরূপ দোষারোপ যদি সরলবিশ্বাসে জনসাধারণেব হিতার্থে কবা হয়, (তাহা হইলে) ক এই ব্যতিক্রমের মধ্যে অবস্থান করিবেন।

দশম ব্যতিক্রম। **সতর্কীকরণ যাহার উদ্দেশ্য যাহার নিকট উহা বাহিত হয় সেই ব্যক্তির কল্যাণ অথবা সর্বসাধারণের কল্যাণ।** কোন ব্যক্তির নিকট অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরল বিশ্বাসে সতর্কীকরণ বাহিত করা মানহানি নহে, যদি এইরূপ সতর্কীকরণের উদ্দেশ্য হয় যে ব্যক্তির নিকট উহা বাহিত হইল তাহার হিতসাধন, অথবা এরূপ কোন ব্যক্তির হিতসাধন যাহাতে ঐ ব্যক্তি স্বার্থসম্পন্ন অথবা জনসাধারণের হিতসাধন।

টীকা

১। **সাধারণ মন্তব্য।** ভারতীয় দণ্ডসংহিতার পরিচ্ছেদ ২১ মানহানি সম্বন্ধীয়। এই পরিচ্ছেদের ধারাগুলি হইল ৪৯৯-৫০২। এই ধারায় করা হইয়াছে মানুষের সুখ্যাতি, সুনাম, যশআদির সুরক্ষার সুব্যবস্থা। কোনও ব্যক্তির সুনাম হইল ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অন্য মানুষের মত বা ধারণা। সুনাম সুখ্যাতি ও যশ: অর্জনের জন্য মানুষকে ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করিতে হয়, তাই কোনও একজন ব্যক্তির সুনাম তাঁহার নিকট তাঁহার জীবন অপেক্ষাও প্রিয়। এই সুনামের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্যই ৪৯৯-৫০২ ধারা কযটি নির্মিত হইযাছে।

ইংরাজীতে libel (লিবেল) ও slander (স্লানডার)— এই দুইটি শব্দ রহিয়াছে। libel শব্দের অর্থ লিখিত কুৎসা, আক্রোশপূর্ণ ও মানহানিকর পুস্তক বা বিবৃতি। ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহার করা হইলে শব্দটির অর্থ, আক্রোশপূর্ণ ও মানহানিকর পুস্তক প্রকাশ করিয়া বা বিবৃতি দিয়া মানহানি করা বা অন্যায়ভাবে ব্যঙ্গ কবিতাদি লিখিয়া উপহাস করা [সংসদ ইংলিশ বেঙ্গলী ডিক্সনারি, সংশোধিত ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৬২৫ দ্রঃ]। ইংরাজী slander (স্ল্যান্ডার) কথাটির অর্থ হইল 'মিথ্যা কলঙ্ক বা অপবাদ' কিংবা, ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহার করা হইলে,'মিথ্যা কলঙ্ক বা অপবাদ দেওয়া অথবা রটনা।' [সংসদ ইংলিশ বেঙ্গলী ডিক্সনারি, সংশোধিত ৫ম সং, পৃ. ১০৫৫]। ইংলণ্ডীয় আইনে উপরিউক্ত শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় ব্যবহৃত হইয়াছে কেবল defamation (ডিফামেশন) বা 'মানহানি' এই বর্গীয (generic) শব্দটি।

প্রকাশ করা না হইলে মানহানি হইবে না। মানহানির কতকগুলি ব্যতিক্রম আছে। কোনও বিবৃতি সত্য হইলে তাহা মানহানির একটি বলশালী প্রতিরক্ষণ (Defence)। মানহানি করা হইলে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির দুইটি প্রতিকার থাকে, একটি দেওযানী প্রকৃতির, অন্যটি ফৌজদারী প্রকৃতির। দেওয়ানী প্রকৃতির প্রতিকারের ক্ষেত্রে তিনি মানহানি করার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারেন। ফৌজদারী প্রকৃতির প্রতিকারের ক্ষেত্রে অপরাধী মানহানি করার জন্য দোষীরূপে সাব্যস্ত-কৃত ও দণ্ডিত হইতে পারে। ক্ষুব্ধ ব্যক্তি উভয় প্রকারের প্রতিকার পাইবার জন্য অগ্রসর হইতে পারেন। যখন কোনও ব্যক্তি মানহানি করার জন্য দোষীরূপে সাব্যস্ত হন এবং তাঁহাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয এবং অতঃপর তাঁহার বিরুদ্ধে একটি দেওযানী মকদ্দমা আনীত হয় ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য, তখন দেওয়ানী আদালতকে তাঁহার উপর ফৌজদারী আদালত যে জরিমানা ধার্য করিয়াছেন তাহা বিবেচনা পূর্বক ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদেয় অর্থ পরিমাণ কি হইবে তাহা নিধারণ করিতে হয়। মানহানি করার জন্য

ধারা ৫০০]

ফৌজদারী মকদ্দমা দায়ের করা হইলে দণ্ডদান করা হয় ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৫০০ ধারামতে। দেওয়ানী আইনে এতদ্বিষয়ে কোন সংবিধিবদ্ধ (Statutory) আইন না থাকায় উহা নিয়ন্ত্রিত হয় ন্যায়পরতা, ন্যায় বিচার [সমদর্শিতা] ও উত্তম নীতিবোধ নীতির ভিত্তিতে।

২। **মানহানি**। উৎখাতকরণ [উৎসাদন, eviction]কার্যবাহে ভূস্বামী উত্তরের আবেদনপত্রে ভাড়াটিয়া ও অভিযোগকারিনীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বিদ্যমানতা অস্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে মানহানি হয় না [গিরিশ কক্কর ব. ডাঃ (শ্রীমতি) ধনবন্তী, 1991 Cri. L. J. 5].

৩। **মানহানিকর প্রকাশন** [Defamatory Publication]: আর্জি বা বাদপত্রে মানহানিকর শব্দসমূহ ব্যবহার করা হইযাছে এবং উক্ত আর্জি বা বাদ পত্র দেওয়ানী মকদ্দমা দায়ের করিতে দাখিল কবা হইয়াছে। এই কার্য ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৯ ধারামতে 'প্রকাশন' (publication) বলিয়া গণ্য [ত্রিচিনোপলি রামস্বামী অর্ধাননি, বম্বে, ও অন্যান্য, ব. কৃপাশঙ্কর ভার্গব, 1990 Cri. L. J. 2616]।

৫০০। **মানহানির দণ্ড** (Punishment for defamation)। যে কেহ অন্য ব্যক্তির মানহানি করে সে অশ্রম কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ **টীকা** ॥

১। **অত্যাবশ্যক উপাদান**। এই ধারার অত্যাবশ্যক উপাদানগুলি নিম্নলিখিতরূপ:

[১] যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে নিন্দা প্রকাশ করা।

[২] এইরূপ নিন্দা প্রকাশিত হইয়া থাকিতে হইবে শব্দদ্বারা যাহা মৌখিক হইতে পারে বা লিখিত হইতে পারে বা চিহ্নদ্বারা বা দৃশ্যমান প্রতীক বা কল্পমূর্তি বা অভিযোগাদির বিবৃতি দ্বারা।

[৩] এইরূপ নিন্দা করা হইয়া থাকিতে হইবে কোন ব্যক্তির সুনামের ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে অথবা ইহা অবগত থাকিয়া যে অথবা এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সুনাম বা সুখ্যাতির ক্ষতি সংসাধন করিবে।

২। **প্রক্রিয়া** (Procedure)। অভিযোগটি অপ্রগ্রাহ্য, জামিনযোগ্য এবং আপসে মীমাংসা করার যোগ্য অর্থাৎ শাস্তি মাফ্ করার বা অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য। সরকারী অভিশংসক কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে সার্বজনিক কার্য সম্পাদন সম্বন্ধীয় আচরণের জন্য রাষ্ট্রপতির, উপরাষ্ট্রপতির, রাজ্যের রাজ্যপালের বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসকের, বা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানিকর কার্য কবা হইলে বিচার চলিবে দায়রা [দণ্ডসত্র] আদালতে, অন্যথায় মকদ্দমাটি বিচারিত হইবে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা।

৩। **অভিযোগ** (Charge)। আমি [এখানে লিখিতে হইবে দায়রা বিচারকের অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও পদ] এতদ্বারা [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

ধারা ৫০০]

যে আপনি [অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ্য]………. খ্রিষ্টাব্দের………….. মাসের……… তারিখে……… স্থানে………. ঘটিকার সময় শ্রী [যে ব্যক্তির মানহানি করা হইযাছে তাহার নাম এখানে লিখিতে হইবে] সম্পর্কে, তাহার সুনামের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অথবা ইহা অবগত থাকিয়া যে কিংবা ইহা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে ঐরূপ নিন্দাপ্রকাশ তাঁহার সুনাম ও সুখ্যাতির ক্ষতি করিতে পারে,……….কথাগুলি প্রকাশ করিয়া অথবা ইংগিত বা দৃশ্যমান প্রতীক দ্বারা নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে আপনার কার্য ভারতীয় দণ্ডসংহিতার ৪৯৯ ধারাবাহিত ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে না, এবং এইরূপে আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৫০০ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন এবং যে, উক্ত অপরাধ মদীয় আদালতে বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে কথিত অভিযোগে অত্র আদালত দ্বারা আপনার বিচার হউক।

[মন্তব্য:-- আহ্বানপত্র মকদ্দমা রূপে বিচারযোগ্য বলিয়া অভিযোগ গঠন অনিবার্য ভাবে প্রয়োজনীয় নহে]।

যে ব্যক্তিবর্গের সুনাম ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত হয় অভিযোগে স্পষ্টতাসহকারে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতে হয়। কখন ও কি উপলক্ষে মানহানিকর কার্য সম্পাদিত হইয়াছে তাহাও বর্ণনা করিতে হইবে সুস্পষ্টভাবে, যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করার সুযোগ পাইতে পারেন [বিশ্বনাথ দাস ব. কেশব গন্ধবণিক, (1902) 30 Cal 402]। যেখানে অভিযোগ বলা হয় যে কোন দস্তাবেজে মানহানিকর বিষয় বিধৃত আছে এবং যদি উক্ত দস্তাবেজে অসংখ্য বিবৃতি লিপিবদ্ধ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সমগ্র দস্তাবেজটি অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নাই। সেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিই খুঁজিয়া বাহির করিবেন যথাযথভাবে কোন্ বিবৃতিগুলি নিন্দা প্রকাশক এবং অপরপক্ষের সম্মানের পক্ষে হানিকর [মোহম্মদ গুল ব. হাজি ফজলে করিম, (1929) 56 Cal 1013]। পুনশ্চ, ঠিক কোন কথাগুলি মানহানিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহা সম্যকরূপে জানিবার ন্যায়ানুগ অধিকার অভিযুক্ত ব্যক্তির আছে। কেবল এই কথা বললেই চলেনা যে কোনও একটি বিশেষ দস্তাবেজ দ্বারা তিনি অন্য ব্যক্তির মানহানি ঘটাইয়াছেন [রুক্মিনী বাই ব. রাধাবল্লভ, 1953 RLW 203]

৪। **স্ত্রীর মানহানি করার অর্থ স্বামীর মানহানি করা।** কোনও ব্যক্তির পত্নীর চরিত্র লইয়া অমার্জিত, অশ্লীল গালিগালাজপূর্ণ বা কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য করিয়া তাঁহার পত্নীর মানহানি করা হইলে ঐরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারা ঐ ব্যক্তিরই মানহানি করা হয়, তাঁহার বিরুদ্ধে সরাসরি কোন অভিযোগ না আনা হইলেও [বিশ্বনাথ বুবনা, (1949) 50 Cri. L. J. 972]।

৫। **ব্যতিক্রম।** কোন কোন ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি অপর ব্যক্তিদের সম্পর্কে এমন কথা বলিতে বা লিখিতে পারেন সাধারণত যাহা অবশ্যই মানহানিকর বলিয়া বিবেচিত বা স্বীকৃত। এই ক্ষেত্রগুলি নিম্নে উল্লেখিত হইল:

[১] এরূপ অভিযোগ আনয়ন করা যাহা সত্য, অর্থাৎ সত্যতার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, এবং জনকল্যাণার্থ যাহা মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

ধারা ৫০০]

[২] লোক ভৃত্যগণের জনসাধারণ সম্বন্ধীয় আচরণ।

[৩] জনসাধারণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নকে স্পর্শ করে যে কোন ব্যক্তির এরূপ আচরণ।

[৪] আদালতের কার্যবাহর প্রতিবেদন প্রকাশ।

[৫] আদালত যে বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন তাহার অন্তর্নিহিত ন্যায়-অন্যায় বা দোষগুণ অথবা সাক্ষীদের এবং সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তিদের আচরণ।

[৬] সার্বজনিক কর্মর অন্তর্নিহিত ন্যায়-অন্যায় বা দোষগুণ।

[৭] যেখানে কোনও ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির উপর ন্যায়ানুগ প্রাধিকার বা কর্তৃত্ব আছে, সেখানে প্রথমোক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত ভৎর্সনাকারী মন্তব্য।

[৮] সরলবিশ্বাসে প্রাধিকৃত ব্যক্তির নিকট বাহিত অভিযোগাত্মক বিবৃতি বা নালিশ।

[৯] নিজের বা অন্যব্যক্তির স্বার্থরক্ষার্থ কোনও ব্যক্তিকর্তৃক সরল বিশ্বাসে আনীত অভিযোগ।

[১০] সতর্কতামূলক বিবৃতি উক্তি বা মন্তব্য যাহা কোন ব্যক্তির নিকট বহন করিয়া আনা হয় তাঁহার কল্যাণ সাধনের অভিপ্রাযে কিংবা সার্বজনিক হিত সংসাধনের অভিপ্রায়ে।

৬। **সাক্ষ্য (Evidence)**: প্রমাণ করুন—

[১] যে প্রশ্নাধীন অভিযোগ কথিত অথবা লিখিত (যেখানে অভিপ্রায এই যে উহা পঠিত হইবে) শব্দসমূহ দ্বারা কিংবা চিহ্ন ইত্যাদি দ্বারা নির্মত।

[২] যে, নিন্দাপ্রকাশক শব্দসমূহ অভিযোক্তাকে (ফরিয়াদীকে) স্পর্শ করে।

[৩] যে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইয়াছে তিনিই নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন।

[৪] যে, তিনি উহা প্রকাশিত বা মুদ্রিত করিযাছেন।

[৫] যে, ঐরূপ কর্মসম্পাদনদ্বারা তিনি অভিযোক্তার মানহানি করিয়াছেন অথবা তিনি জানিতেন বা তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস করার হেতু ছিল যে তাহার সম্পাদিত কার্য অভিযোক্তার মানহানি ঘটাইবে।

৭। **ক্ষেত্রাধিকার (Jurisdiction)**: মানহানিকর বিষয় ভারতের বাহিরে প্রকাশ করা হইলে ভারতীয় আদালতসমূহের কোন অধিক্ষেত্র নাই উক্ত অপরাধের বিচার করার। মানহানি বিষয়ক অভিশংসন কোন নির্দিষ্ট আদালতে গ্রহণযোগ্য করিতে হইলে সর্বাগ্রে সুনিশ্চিত হইতে হইবে যে মানহানিকর বিষয়টি কথিত আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। যেখানে, যে বিষয়টিকে মানহানিকর বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা বাঙ্গালোর হইতে ইংলণ্ডে লিখিত একখানি পত্রে বিধৃত ছিল, বলা হইয়ছে যে, সেখানে বাঙ্গালোরস্থিত আদালতে অভিশংসন গ্রহণযোগ্য করাইতে হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে পত্রখানি ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য বাঙ্গালোরে কোন ব্যক্তির হাতে দেওয়া হইয়াছিল কিংবা প্রমাণ করিতে হইবে যে বাঙ্গালোরে উহা ডাকে ফেলা হইয়াছিল [বার্কে ব. স্কিপ্, (1923) 45. MLJ. 754 : 25 Cri. L. J. 641: *এই প্রসঙ্গে দেখুন :* আরাভামুথা ব. রাজরত্ন (1957) Cri. L. J. 983 যেখানে ভিন্নমত অভিব্যক্ত]। যেখানে পত্র বাহিত বিষয়ের দ্বারা মানহানি করা হয় সেখানে বিচারস্থল হইতে পারে— যেখানে পত্রখানি লিখিত হইয়াছে ও ডাকে ফেলা হইয়াছে সেইস্থানে অথবা যেখানে উহা গৃহীত ও পঠিত হইযাছে সেইস্থান [রেখাবাই ব. দত্তত্রয়, 1986 Cri. L. J. 1797 (Bom)]।

৮। **যেহেতু একই লেনদেন ভারতীয় দণ্ডসংহিতার ১৯৫ ধারামতেও অপরাধ সেইহেতু ৫০০ ধারামতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আদালতে অভিযুক্ত করা বাধাপ্রাপ্ত হয় না।** ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৫০০ ধারামতে কাহারও বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা বা আদালতে অভিযোগ আনা বিঘ্নিত হয় না কেবল এই কারণে যে ঐ একই লেনদেন উক্ত সংহিতার ১৯৩ ধারামতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধ [প্রবীন চাঁদ ব. ইব্রাহিম মহম্মদ, 1987 Cri. L. J. 1795]।

মানহানি। স্ত্রী, তাঁহার স্বামী ও শ্বশুরকে উকিলের নোটিশ দিলেন; কথিত স্বামী ও শ্বশুর তাঁহাদের উকিলের মাধ্যমে উক্ত নোটিশের উত্তর পাঠাইলেন। উক্ত উত্তর-বাহিত বিষয় প্রকাশ করা হইয়াছে এরূপ বলা যায় না; আইন সম্বন্ধীয় কর্তব্যর ব্যাপারে মক্কেল হইতে পৃথক কোন অস্তিত্ব উকিলের নাই। উত্তরে মানহানিকর বিবৃতি বিধৃত ছিল এবং এই কারণে স্বামী ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে মানহানিকর অভিযোগ আনা যায়, এই দাবি দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৮২ ধারামতে বাতিলকরণ যোগ্য [সি. এইচ. কাদের ব. মুন্নিলাকাথ্ ভালাপ্পিল ফৌসিয়া, 1990 Cri. L. J. 2346 (Kerala)]।

৫০১। **মানহানিকর বলিয়া জানা বিষয় মুদ্রণ বা খোদাই করা** (Printing or engraving matter known to be defamatory)। যে কেহ কোন বিষয় মুদ্রিত বা খোদাই করে ইহা জানিয়া অথবা ইহা বিশ্বাস করার উত্তম হেতু থাকা সত্ত্বেও যে ঐ বিষয় কোন ব্যক্তির পক্ষে মানহানিকর, সে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পরে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র— জামিনযোগ্য—আদালতের অনুমতি পাওয়া গেলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য—লোকভৃত্যের ক্ষেত্রে দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য, অন্যক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য এবং অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৫০২। **মানহানিকর বিষয়বাহী মুদ্রিত বা খোদাই করা জিনিস বিক্রয় করা** (Sale of printed or engraved substance containing defamatory matter)। যে কেহ মানহানিকর বিষয়বাহী মুদ্রিত বা খোদাইকরা জিনিস বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের প্রস্তাব দেয় ইহা জানিয়া যে উহাতে ঐরূপ বিষয় বিধৃত আছে, সে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পরে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য—লোকভৃত্যর ক্ষেত্রে দায়রা আদালত কর্তৃক এবং অন্যক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য—আদালতের অনুমতিক্রমে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

পরিচ্ছেদ ২২

দণ্ডনীয় উৎত্রাসন, অপমান করা ও বিরক্তি উৎপাদন বিষয়ক

৫০৩। **দণ্ডনীয় উৎত্রাসন** [Criminal Intimidation]। যে কেহ অপর কোন ব্যক্তিকে সন্ত্রস্ত করিবার জন্য কিংবা সে আইন অনুযায়ী করিতে বাধ্য নয় এরূপ কোন কাজ করিতে বাধ্য করিবার জন্য অথবা আইনসঙ্গতভাবে করিবার অধিকার আছে এরূপ কাজ করা হইতে বিরত করিবার জন্য ঐরূপ ব্যক্তির অথবা ঐরূপ ব্যক্তি যাহার সম্পর্কে আগ্রহান্বিত এরূপ কোন ব্যক্তির শরীরের খ্যাতির কিংবা সম্পত্তির ক্ষতি করিবার ভীতি প্রদর্শন করে সে দণ্ডনীয় উৎত্রাসনের অপরাধ করে।

ব্যাখ্যা।— কোন ব্যক্তি যদি কোন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয় তবে ঐরূপ মৃত ব্যক্তির খ্যাতির হানি করিবার ভয় দেখান এই ধারার আওতায় পড়িবে।

দৃষ্টান্ত

খ যাহাতে একটি দেওয়ানী মামলা পরিচালনা করা হইতে বিরত হয় এই উদ্দেশ্যে ক খ-এর বাড়ি পুড়াইয়া দেয়। ক দণ্ডনীয় উৎত্রাসনের অপরাধ করিয়াছে।

॥ টীকা ॥

রমেশ ব. স্টেট্, AIR 1960 SC 154: 1960 Cri. L. J. 177 এবং চণ্ডী ব. ভবতারণ, (1964)2. Cri. L. J. 85. দ্র:।

৫০৪। **শান্তিভঙ্গ করার জন্য উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা** [Intentional insult with intent to provoke breach of peace]। কোন ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া সাধারণের শান্তিভঙ্গ করিবে কিংবা অন্য অপরাধমূলক কার্য করিবে এইরূপ জানিয়া বা ইচ্ছা করিয়া যদি কেহ ঐরূপ ব্যক্তিকে অপমান করিয়া উত্তেজিত করে তবে তাহার দুই বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়প্রকার দণ্ড হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য—যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৫০৫। **জনসাধারণের ক্ষতি সঙ্ঘটনে সাহায্যকারী বিবৃতি** [Statements conducing to public mischief]। যে কেহ কোন বিবৃতি, গুজব বা প্রতিবেদন, তৈয়ার, প্রকাশ বা প্রচার করে,

(ক) ভারতের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমানবাহিনীর যে কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক অথবা বৈমানিককে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে বা অন্যভাবে তাঁহার কর্তব্যে অবহেলা করিতে বা কর্তব্যপালন না করিতে উদ্বুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অথবা/ যাহার ফলে ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা আছে; অথবা

(খ) জনমনে বা জনসাধারণের যে কোন অংশের মনে এরূপ ভীতি বা আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে যদ্বারা যে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিংবা সার্বজনিক শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পাদন করিতে প্ররোচিত হইতে পারে; অথবা যাহার ফলে ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা আছে; অথবা

(গ) যে কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে অন্য কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে কোন অপরাধ করিতে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে অথবা যাহা ঐরূপ করিতে পারে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যতিক্রম। যখন কোন ব্যক্তি এইরূপ কোন বিবৃতি, গুজব বা প্রতিবেদন তৈয়ার, প্রকাশ বা প্রচার করে তখন যদি তাহার এইরূপ বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ থাকে যে ঐরূপ বিবৃতি, গুজব বা প্রতিবেদন সত্য এবং যখন সে, পূর্বে যে প্রকার কথিত হইয়াছে সেই প্রকার অভিপ্রায় ব্যতিরেকে উহা তৈয়ার, প্রকাশ বা প্রচার করে তখন উহা এই ধারার অর্থের মধ্যে অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

৫০৬। **দণ্ডনীয় [অপরাধমূলক] উৎত্রাসনের দণ্ড**[Punishment for criminal intimidation]। যে কেহ অপরাধমূলক উৎত্রাসনের অপরাধ করিবে তাহার দুই বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইবে ;

যদি মৃত্যু বা গুরুতর জখম ইত্যাদি ঘটানোর জন্য ভীতি প্রদর্শন করা হয়— এবং যে ভয় দেখানো হইয়াছে তাহা যদি মৃত্যু বা গুরুতর জখম ঘটানো, কিংবা আগুন দিয়া সম্পত্তি নষ্ট করা, কিংবা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য বা আজীবন কারাদণ্ডযোগ্য বা সাতবৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ হয়, কিংবা স্ত্রীলোকের প্রতি অসতীত্ব আরোপ করা হয় তবে অপরাধকারী সাত বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **শিক্ষিকাগণকে ভীতি প্রদর্শন।** অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং একজন শিক্ষক এবং শীঘ্রই চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। পূর্ব হইতে কোন বিচার বিবেচনা না করিয়া, কেবল মুহূর্তের প্রেরণায় তিনি ভীতিপ্রদর্শনকারী শব্দসমূহ উচ্চারণ করিয়াছেন এবং পুনশ্চ, ইহা তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত প্রথম অপরাধ। *রায়:* অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর কোন দণ্ড (sentence)আরোপ না করিয়া তাঁহাকে মৃদু ভৎর্সনা ও সতর্ক করা যাইতে পারে [অনুরাধা আর. ক্ষীরসাগর ব. স্টেট্ অব মহারাষ্ট্র, 1991 Cri L. J. 410]।

২। **শিক্ষিকাগণের উদ্দেশ্যে ভীতিপ্রদর্শক বাক্যপ্রয়োগ।** শিক্ষিকাগণসহ শিক্ষিকবৃন্দর আহূত হয় এবং উহা পরিচালিত হইতেছিল জনৈকা সহকারী শিক্ষাধিকারিক কর্তৃক। তিনিও ছিলেন মহিলা। অভিযুক্ত ব্যক্তি, যিনি নিজেও ছিলেন শিক্ষক ও ইউনিয়নের কর্মী, সভাকক্ষের দরজার বাহিরে দণ্ডায়মান ছিলেন। অভিযোগ করা হয় যে, তিনি কথিত সহকারী শিক্ষাধিকারিকের নিকট অনুরোধ করেন তাঁহাকে সভায় ভাষণ দিবার অনুমতি দিতে। এই

ধারা ৫০৭]

অনুরোধ গৃহীত হয় না। অভিযোগে আরও বলা হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি চাহিয়াছিলেন যে সভায় যোগদানকারী শিক্ষিকাবর্গ সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে চালিয়া আসুন যাহাতে সভা চলিতে না পারে, কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে শিক্ষিকারা তাঁহাদের আসন ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিতেছেন না, তখন তিনি কিছু কথা উচ্চারণ করেন। যে সকল শব্দ তিনি ব্যবহার করেন, তন্মধ্যে ছিল—(১) কেশাকর্ষণ করিব (২) কোমরে [কটিদেশে] পদাঘাত করিব (৩) টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিব (৪) যে সকল শিক্ষিকা কক্ষ ত্যাগ করিতেছেন না তাঁহারা কি ভাবে ঐ স্থানে অবস্থান করেন তাহা আমি দেখিয়া লইব। দণ্ড সংহিতার ৫০৯ ধারার অধীনে অপরাধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় কিন্তু ৫০৯ ধারামতে তিনি অপরাধ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে ট্রায়ালকোর্ট মুক্তি দেন। বম্বে হাইকোর্ট বলেন, ট্রায়াল কোর্টের সিদ্ধান্ত ন্যায়ানুগ। তবে, ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৫০৬ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে [অনুরাধা ব. স্টেট্ অব মহারাষ্ট্র, 1991 Cri L. J. 410]

৩। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য। কিন্তু মৃত্যু ঘটাইবার বা গভীর যন্ত্রণা দিবার ভীতি প্রদর্শিত হইলে, অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য।

৫০৭। **বেনামা পত্রদ্বারা অপরাধমূলক উৎত্রাসন** [Criminal intimidation by an anonymous communication]। যে কেহ বেনামা পত্র দ্বারা অপরাধমূলক উৎত্রাসনের অপরাধ সম্পাদন করে অথবা যে ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ ভীতিপ্রদর্শন আসিতেছে তাহার নাম বা বাসস্থান গোপন রাখিতে সতর্কতা গ্রহণান্তে ঐরূপ অপরাধ করে, সে পূর্ববর্তী ধারায় ঐ অপরাধের জন্য যে দণ্ডের বিধান দেওয়া আছে তাহা সহ যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর অবধি হইতে পারে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—প্রগ্রহণপত্র—জামিনযোগ্য— প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

৫০৮। **কোন ব্যক্তিকে, সে ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টির বিষয়ে রূপান্তরিত হইবে-এইরূপ বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করিয়া সম্পাদিত কার্য** [Act caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of divine displeasure]। যে কেহ স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে কোন ব্যক্তিকে যে কার্য সে করিতে আইনত বাধ্য নহে তাহা করায় বা করাইতে প্রয়াসী হয়, অথবা আইনত সে যে কার্য করিবার অধিকারী তাহা করা হইতে তাহাকে বিরত থাকায় বা থাকাইতে প্রয়াসী হয় এবং সে ঐরূপ করে সেই ব্যক্তিকে ইহা বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করিয়া বা প্ররোচিত করিতে প্রয়াসী হইয়া যে সে, বা অন্য যে কোন ব্যক্তি যাহার ব্যাপারে তাহার স্বার্থ আছে, অপরাধীর কোন কার্যের দ্বারা

ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টির বিষয় হইবে বা ঐরূপ বিষয়ে রূপান্তরিত হইবে যদি সে সেই জিনিস না করে যাহা অপরাধীর উদ্দেশ্য হইল তাহাকে দিয়া করানো অথবা সে যদি সেই জিনিস করে যাহা করা হইতে বিরত রাখা অপরাধীর উদ্দেশ্য, সে যে কোন বিবরণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা সে উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক য-এর দরজায় ধর্ণা দেয় এই বিশ্বাস উৎপাদনের অভিপ্রায়ে যে এইরূপ ভাবে ধর্ণা দিয়া বসিয়া থাকিয়া সে য-কে ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টির বিষয়ে রূপান্তরিত করিতেছে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ সম্পাদন করিয়াছে।

(খ) ক এই বলিয়া য-কে ভয় দেখায় যে য যদি কোন একটি কার্য সম্পাদন না করে তাহা হইলে ক, ক-এর নিজস্ব শিশুপুত্রকন্যাদের একজনকে এরূপ অবস্থায় হত্যা করিবে যে, বিশ্বাস করা হইবে যে ঐরূপ হত্যাকাণ্ড য-কে ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টির বিষয়ে রূপান্তরিত করিযাছে। ক এই ধারায় সংজ্ঞাযিত অপরাধ সম্পাদন করিয়াছে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৫০৯। **স্ত্রীলোকের শালীনতা [নম্রতা, লাজুকতা, সুশীলতা, সচ্চরিত্রতা, বিশুদ্ধতা, চারুতা]-কে অপমানিত করার অভিপ্রায়ে ব্যক্ত শব্দ, কৃত অঙ্গভঙ্গী অথবা সম্পাদিত কার্য** [Word, gesture or act intended to insult the modesty of woman]। যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের শ্লীলতার হানি করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ স্ত্রীলোককে শুনাইবার জন্য কোনরূপ কথা বলে বা শব্দ করে কিংবা ঐ স্ত্রীলোককে দেখাইবার জন্য কোনরূপ অঙ্গভঙ্গী করে অথবা কোন জিনিয প্রদর্শন করে অথবা ঐরূপ স্ত্রীলোকের স্বকীয়ভাবে অবস্থানের বিঘ্ন ঘটায়, তাহার এক বৎসর পর্যন্ত অশ্রম কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়প্রকারের দণ্ড হইবে।

॥ টীকা ॥

১। **শিক্ষিকাগণের বিরুদ্ধে ভীতিপ্রদর্শক বাক্যপ্রয়োগ**, ৫০৬ ধারার নিম্নে প্রদত্ত অনুরাধা ব. স্টেট্ অব মহারাষ্ট্র 1991 Cri. L. J. 410 মকদ্দমার সিদ্ধান্ত দ্রঃ।

২। **প্রক্রিয়া** [Procedure]: প্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংশ্লিষ্ট আদালত অনুমতি প্রদান করিলে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার যোগ্য।

৫১০। **প্রকাশ্যস্থানে পানোন্মত্ত ব্যক্তির দুশ্চরিত** [Misconduct in public by a drunken person]। যে কেহ মত্ত অবস্থায় সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে কিংবা যে স্থানে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে অনধিকার প্রবেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে সেইরূপ স্থানে উপস্থিত হয় এবং সেখানে

এরূপ ব্যবহার করে যাহার ফলে কোন ব্যক্তির বিরক্তি উৎপন্ন হইতে পারে, সে চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা দশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয়প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

॥ টীকা ॥

প্রক্রিয়া [Procedure]: অপ্রগ্রাহ্য—আহ্বানপত্র—জামিনযোগ্য— যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক বিচারযোগ্য—সংক্ষেপে বিচারযোগ্য—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

পরিচ্ছেদ ২৩

অপরাধ সম্পাদনের প্রচেষ্টা বিষয়ক

৫১১। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা অন্যবিধ কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্পাদনের প্রচেষ্টার দণ্ড [Punishment for attempting to commit offences punishable with imprisonment for life or other imprisonment]। যে কেহ, এই সংহিতা দ্বারা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে কিংবা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সম্পাদন করিতে প্রয়াসী হইবে, অথবা এরূপ অপরাধ সংসাধন করাইতে চেষ্টিত হইবে এবং এইরূপ প্রয়াসে ঐ অপরাধ সম্পাদনের ব্যাপারে কোন কার্য করিবে, সে, এইরূপ প্রচেষ্টার জন্য যেস্থলে এই সংহিতাদ্বারা কোন দণ্ডের অভিব্যক্ত বিধান দেওয়া হয় নাই, ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিবরণের কারাবাসদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যে কারাবাসের মেয়াদ হইবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্ধেক অথবা, যেখানে যে প্রকার, ঐরূপ অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বাধিক কালের কারাবাস দণ্ডের অর্ধেক অথবা সে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক একটি বাক্স ভাঙিয়া কিছু সংখ্যক জহরত [মণি, রত্ন] চুরি করিতে চেষ্টা করে, এবং এরূপে বাক্সটি ভাঙিয়া দেখিতে পায় যে উহার মধ্যে কোন জহরত নাই। সে চুরি করার উদ্দেশ্যে একটি কার্য সম্পাদন করিয়াছে, সুতরাং সে এই ধারামতে অপরাধী।

(খ) ক, য-এর পকেটে হাত ঢুকাইয়া য-এর পকেট মারিতে চেষ্টা করে। য-এর পকেটে কিছু না থাকায় ক-এর প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। ক এই ধারামতে অপরাধী।

॥ টীকা ॥

১। **সাক্ষ্য** [Evidence]: প্রমাণ করুন:

[১] যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি এরূপ অপরাধ সম্পাদন করিতে প্রয়াসী [চেষ্টিত] হইয়াছে যাহা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা মতে কারাদণ্ড দ্বারা দণ্ডযোগ্য, অথবা, যে, সে, এইরূপ অপরাধ সম্পাদিত করাইতে প্রয়াসী হইয়াছে।

ধারা ৫১১]

[২] যে, এইরূপ প্রয়াসে সে এরূপ কিছু কার্য করিয়াছে যাহা ঐ অপরাধ সম্পাদনে সহায়ক।

২। **অভিযোগ গঠন (Charge)**:

আমি [এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদ ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে] এতদ্বারা [এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামোল্লেখ করিতে হইবে] নামধারী আপনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনয়ন করিতেছি:

যে, আপনি [এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামোল্লেখ করুন].........তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী তারিখে............ঘটিকায়............স্থানে [যে অপরাধ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা এখানে উল্লেখ করিতে হইবে] অপরাধ করিতে প্রয়াসী [চেষ্টিত] হইয়াছিলেন এবং এইরূপ প্রয়াসে এমন কার্য করিয়াছেন যাহা কথিত অপরাধ সম্পাদন সহায়ক এবং এইরূপ কার্য সম্পাদনদ্বারা আপনি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার.............ধারামতে এবং তৎসহ ৫১১ ধারামতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদন করিয়াছেন, এবং উহা আমাকর্তৃক [দায়রা আদালত (দণ্ডসত্র আদালত)] কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য ও গ্রহণীয়।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিতেছি যে বর্ণিত অভিযোগে আপনার বিচার হউক।

৩। **৫১১ ধারার সহিত পঠিত ৪২০ ধারা: শপথপত্র।** শপথ পত্রে (Affidavit) 'তিন বৎসর' কথা দুইটি কাটিয়া দিয়া তাহার স্থলে 'স্থায়ীভাবে' শব্দটি লিখিয়া দেওয়া হইল বহিঃশুল্ক বিভাগীয় সম্পত্তিলাভের উদ্দেশ্যে। অপরাধটি সংঘটিত হইবার ১০ বৎসর পর উহা ধরা পড়ে। *আদালতের রায়:* অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিশংসিত করিয়া কোন ফলপ্রদায়ী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না [কাপুর চাঁদ মগনলাল ব. দিল্লি স্টেট, 1985 U J. 817 (S.C)]

॥ পরিশিষ্ট ॥
ব্যবহৃত পরিভাষা

Abduction—হরণ
Abet—প্রোৎসাহিত করা, অপোৎসাহিত করা
Abetment—প্রোৎসাহন, অপোৎসাহন
Abettor—প্রোৎসাহক, অপোৎসাহক
Accomplice—দুষ্কৃতি সঙ্গী, সহ-অপরাধী
Adulteration—অপমিশ্রণ, ভেজাল মিশানো
Adultery—ব্যাভিচার
Agent—নিযুক্তক
Ambiguity—দ্ব্যর্থতা, অর্থসন্দেহ, অনেকার্থতা, সন্দিগ্ধত
Arbitrator—মীমাংসক

Assailant—আক্রমণকারী
Assault—অভ্যাঘাত, আক্রমণ
Assessment—মূল্যনির্ধারণ
Assessor—নির্ধারক
Authorised—প্রাধিকৃত
Authority—প্রাধিকার

B

Bailiff—সাধ্যপাল (গ্রেপ্তারী পরোয়ানাদি জারি করার জন্য শেরিফের কর্মচারী বিশেষ)
Blank endorsement—নিঃশর্ত পৃষ্ঠাঙ্কন

C

Caste—শ্রেণী
Cheat—চাট, বঞ্চক, ঠগ
Cheating—ঠকান, বঞ্চনাকরা, চাটবৃত্তি
Community—সম্প্রদায়
Company—কোম্পানী, সংগ
Confinement—কারাবরোধ
Contempt—অবমান
Consideration—প্রতিদান
Continuance—অবিরাম অনুবৃত্তি
Corporation—নিগম
Criminal conspiracy—অপরাধমূলক ষড়্যন্ত্র
Criminal assault—ধর্ষণ
Criminal force—দণ্ডনীয় বলপ্রয়োগ,দুষ্কৃত বলপ্রয়োগ
Coin—মুদ্রা
Corrupt—অপচারমূলক
Corruption—অপচার
Counterfeit—অনুকৃত, কৃত্রিম, জাল, মিথ্যা
Culpable homicide—দোষাবহ নরহত্যা
Custody—প্রহরা, তত্ত্বাবধান, কয়েদ

D

Deadly—মারাত্মক, প্রাণনাশক, সাঙ্ঘাতিক
Defamation—মানহানি
Delivery—অর্পণ
Deliberate—স্বেচ্ছাকৃত
Disqualification—অবগুণ, অযোগ্যতা

Document—দস্তাবেজ, লেখ্য
Doubtful—সন্দিগ্ধ
Doubtful debt—সংশয়ান্বিত ঋণ

E

Effect—সম্পত্তি
Express—অভিব্যক্ত, ব্যক্ত
Expression—অভিব্যক্তি

F

False personation—আত্মাপহার, কপট পরিচয়
Falsification—মিথ্যাকরণ
Force—বল
Forced labour—বলাৎশ্রম, বেগার
Forfeiture—অপবর্তন, বাজেয়াপ্ত করা
Fraud—প্রতারণা, উপাধি

G

Genuine—আসল, স্বাভাবিক, খাঁটি, বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম
Good faith—সরল বিশ্বাস
Government stamps—স্ট্যাম্প কাগজ, সরকারী মুদ্রাঙ্কিত কাগজ
Gratification—উৎকোচ
Group—গোষ্ঠী

H

House breaker—সিঁদেল চোর

I

Illegitimate child—অবৈধ সন্তান
Ill Will—বিদ্বেষ
Implied—বিবক্ষিত, উহ্য
Indemnity—ক্ষতিপূর্তি
Instrument—সাধনপত্র, সাধিত্র
Innuendo—শ্লেষ, কটাক্ষ, বক্রোক্তি, বক্রভাষণ
Intention—অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য
Interval—বিরামকাল
Intimidation—উৎত্রাসন

J

Juror—জুরি, নির্ণায়ক
Justice of the peace—ন্যায়পাল

K

Kidnapping—অপবাহন

L

Liability—দায়িতা
Life convict—জীবনবন্দী, যাবজ্জীবনদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী
Liquidator—অবসায়ক
Local authority—স্থানীয় প্রাধিকারী
Lurk—প্রতীক্ষায় থাকা, ওত পাতিয়া থাকা, গুপ্ত থাকা, অদৃশ্য থাকা, ধরা ছোঁয়ার বাহিরে থাকা, গুপ্তভাবে চলাফেরা করা বা উঁকি ঝুঁকি মারা

M

Malicious—বিদ্বেষপরায়ন
Malignant—অতি অপকারী
Manager—ব্যবস্থাপক
Master—পোতাধ্যক্ষ
Merchant—বণিক
Mint—তঙ্কশালা, টাঁকশাল
Mischief—অপকার, ক্ষতি, অনিষ্ট
Misconduct—দুশ্চরিত
Mutiny—প্রকাশ্য বিদ্রোহ

N

Negligence—অবহেলা
Negligent—অবহেলাপূর্ণ
Noxious—ক্ষতিকর
Nuisance—উপদ্রব, উঘন্যকর্ম, বিরক্তিকর ও ক্ষতিকর কার্য

O

Obstruction—প্রতিবন্ধকতা
Offence—অপরাধ
Officer—আধিকারিক
Omitted—পরিত্যক্ত

P

Painting—বর্ণলেপন
Pamphlet—আ-বাঁধা পুস্তিকা, প্যাম্ফলেট্
Period—কালখণ্ড
Performance—কৃতি, সম্পাদন
Presiding officer—অগ্রাধিকারিক

Presumption—প্রাক্‌প্রত্যয়, প্রাক্‌প্রমাণ
Private defence—আত্মরক্ষা
Proceedings—কার্যবাহ
Process—পারোয়ানা, তলবানা
Proclamation —উদ্‌ঘোষণা
Prohibition—প্রতিষেধ, নিষেধ
Promissory note—প্রত্যর্থপত্র, বচনপত্র
Prosecution— অভিশংসন
Proviso—অনুবিধি
Provocation—উৎক্ষোভন
Public nuisance—লোক কণ্টক
Public servant—রাজভৃত্য, সরকারী কর্মচারী

Q

Quarantine—নিরোধন

R

Race—জাতি
Rate—অভিকর
Resistance—বাধা দেওয়া
Repealed—নিরসিত
Riot—দাঙ্গা
Robbery—দস্যুতা

S

Sedition—রাজদ্রোহ
Sexual intercourse—সংগম, মৈথুন
Slavery—ক্রীতদাসত্ব
Summons—আহ্বানপত্র
Survey—জরিপ, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ বা পরীক্ষা

U

Undischarged insolvent—অনুন্মুক্ত শোধাক্ষম
Undue influence—অবৈধ প্রভাব
Unrebuttable—অনপনীয়

V

Voluntarily—স্বতঃস্ফূর্তভাবে

W

Will—ইচ্ছাপত্র, শেষ ইচ্ছাপত্র, ইষ্টিপত্র, উইল